মাহারাতুত তারকীব

مهارة التركيب

ইসমাঈল বিন আবূ সাঈদ

মাহারাতুত তারকীব

مهارة التركيب

ইসমাঈল বিন আবূ সাঈদ

مَهَارَةُ التَّرْكِيْبِ

মাহারাতুত তারকীব

সংকলন

ইসমাঈল বিন আবূ সাঈদ

মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ ১-৫ বর্ষ

তাকমীল, জামি'আ নূরিয়া ইসলামিয়া

সম্পাদনা

মাওলানা হাবীবুর রহমান মুনীর নদভী

শিক্ষক ও পরিচালক : মা'হাদুল লুগাহ আলআরাবিয়্যাহ

মুমিনবাগ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা- ১২১১

উসওয়া প্রকাশনী

আহসানবাগ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা- ১২১১

০১৯৭৫৫৩৫৮০৮

মাহারাতুত তারকীব
ইসমাঈল বিন আবূ সাঈদ

প্রকাশক :
উসওয়া প্রকাশনী
আহসানবাগ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা- ১২১১
(সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)
০১৯৭৫৫৩৫৮০৮

প্রথম প্রকাশ : ১৪৪২ হি. / ২০২১ ঈ.
দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৪৪৩ হি. / ২০২২ ঈ.

প্রচ্ছদ :
মাও. আবূ সুফিয়ান

অক্ষর বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা :
মাও. মাহফূয বিন ফযলুর রহমান

পরিবেশক :
মাকতাবাতুত তাকওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড) বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

হাদিয়া : ২৫০ (আড়াইশত) টাকা মাত্র

অর্পণ

আরবী ভাষার সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে।

সূচিপত্র

جملة সম্পর্কে আলোচনা – ২৯

الجملة الاسمية সম্পর্কে আলোচনা – ২৯

مبتدأ-এর প্রকারভেদ – ৩০

১ম প্রকার মুবতাদা – ৩১

اسم الإشارة মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

২য় প্রকার মুবতাদা – ৩৩

ضمير مرفوع منفصل মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

৩য় প্রকার মুবতাদা – ৩৪

علم তথা ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

৪র্থ প্রকার মুবতাদা – ৩৫

ال-যুক্ত সাধারণ শব্দ মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

৫ম প্রকার মুবতাদা – ৩৭

مضاف ও مضاف إليه মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

৬ষ্ঠ প্রকার মুবতাদা – ৩৮

الأسماء الموصولة الذي، التي، من ، ما ইত্যাদি মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

৭ম প্রকার মুবতাদা – ৩৯

من، ما، كم، أي ইত্যাদি প্রশ্নবাচক শব্দ মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

৮ম প্রকার মুবতাদা – ৪১

نكرة শব্দ মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

مبتدأ ও خبر উভয়টি যদি معرفة হয় – ৪২

৯ম প্রকার মুবতাদা – ৪৩

أن-যুক্ত ফেয়েল মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

দ্বিতীয় প্রকার মুবতাদা সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৪

خبر-এর প্রকারভেদ ও তারকীব-পদ্ধতি – ৪৬

প্রথম প্রকার – ৪৬

দ্বিতীয় প্রকার – ৪৬

তৃতীয় প্রকার – ৪৭

চতুর্থ প্রকার – ৪৯

পঞ্চম প্রকার – ৫১

ষষ্ঠ প্রকার – ৫২

সপ্তম প্রকার – ৫২

كافُ التشبيهِ، مِثْلٌ، نَحْوٌ খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৫৩

ضمير الفصل সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫৫

موصوف ও صفة সম্পর্কে আলোচনা – ৫৭

صفة-এর প্রকারসমূহ – ৫৮

১ম প্রকার صفة - ৫৯

ماهرٌ، جميلٌ، جديدٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

২য় প্রকার صفة – ৬১

الجملة الاسمية ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

৩য় প্রকার صفة – ৬৩

الجملة الفعلية ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

৪র্থ প্রকার صفة – ৬৫

شبه الجملة ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

৫ম প্রকার صفة – ৬৭

اسم جامد مؤول باسم مشتق ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও উদাহরণ

غير ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৬৯

اسم الإشارة ও مشار إليه সম্পর্কে আলোচনা – ৭০

اسم الإشارة ও مشار إليه-এর তারকীব – ৭০

নাম ও مضاف-এর اسم الإشارة-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৭৩

إضافة সম্পর্কে আলোচনা – ৭৫

إضافة-এর অংশ ও পরিচয় – ৭৫

إضافة-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলামত – ৭৬

إضافة-এর ক্ষেত্রসমূহ – ৭৬

إضافة-এর প্রথম ক্ষেত্র – ৭৮

ضمير مجرور متصل بالإضافة সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إضافة-এর দ্বিতীয় ক্ষেত্র – ৭৯

ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম অর্থাৎ علم কিংবা সাধারণ নাম সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إضافة-এর তৃতীয় ক্ষেত্র – ৮১

عند، أمام، قبل، بعد ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إضافة-এর চতুর্থ ক্ষেত্র – ৮৩

غير، كل، بعض ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إضافة-এর পঞ্চম ক্ষেত্র – ৮৫

৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إضافة-এর ষষ্ঠ ক্ষেত্র – ৮৬

ভগ্নাংশ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إضافة-এর সপ্তম ক্ষেত্র – ৮৭

مثل ও نحو সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

একাধিক إضافة সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৮৭

مضاف বা مضاف إليه-এর اسم الإشارة-এর ব্যবহার ও তারকীব - ৮৮

مضاف বা مضاف إليه-এর صفة-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৮৯

مضاف ও مضاف إليه একসাথে اسم الإشارة-বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব- ৯০

مضاف ও مضاف إليه একসাথে صفة-বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব - ৯১

اسم الإشارة ও صفة-বিশিষ্ট, আর مضافটি শুধু صفة-বিশিষ্ট مضاف إليهটি হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব – ৯২

مضاف إليه ও مضاف একসাথে اسم الإشارة ও صفة-বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব – ৯৩

ل-যুক্ত مضاف إليه-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৯৪

الجملة الفعلية সম্পর্কে আলোচনা – ৯৬

فاعل সম্পর্কে আলোচনা – ৯৬

فاعل-এর প্রকারভেদ – ৯৭

প্রথম প্রকার فاعل – ৯৯

ماجدٌ، خالدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ، معلّمٌ، كتابٌ، شمسٌ ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম فاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

দ্বিতীয় প্রকার فاعل – ১০১

ضمير مرفوع সম্পর্কে আলোচনা

ضمير مرفوع-এর প্রকারভেদ – ১০১

১ম প্রকার ضميرٌ مرفوعٌ – ১০২

ضميرٌ مرفوعٌ متصلٌ بارزٌ-এর উদাহরণ ও তারকীব

ضميرٌ مرفوعٌ متصلٌ بارزٌ-এর অবস্থান – ১০৩

২য় প্রকার ضمير مرفوع – ১০৫

ضميرٌ مرفوعٌ مستَترٌ-এর উদাহরণ ও তারকীব

ضميرٌ مرفوعٌ مستترٌ-এর অবস্থান – ১০৬

তৃতীয় প্রকার ضميرٌ مرفوعٌ – ১০৭

ضمير مرفوع منفصل সম্পর্কে আলোচনা

তৃতীয় প্রকার فاعل – ১০৮

فاعل مُؤوّل-এর ব্যবহার ও তারকীব

اسم ظاهر কি সব ফেয়েলের ফায়েল হতে পারে ? – ১০৯

যমীরের مرجع-এর প্রকার – ১১০

فعل مجهول ও نائب الفاعل সম্পর্কে আলোচনা – ১১২

نائب الفاعل-এর প্রকারভেদ – ১১২

مفعول به সম্পর্কে আলোচনা – ১১৫

مفعول به চেনার সহজ উপায় – ১১৫

مفعول به-এর প্রকারভেদ – ১১৬

০প্রথম প্রকার مفعول به – ১১৭

راشدٌ، تلميذٌ، كتابٌ ইত্যাদি প্রকাশিত ইসম مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

مفعول به যদি ফেয়েলের আগে আসে তার তারকীব – ১১৮

০০দ্বিতীয় প্রকার مفعول به – ১১৯

ضمير منصوب মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

০০০তৃতীয় প্রকার مفعول به – ১২১

مفعول به مؤول বা 'রূপান্তরিত মাফ'উলে'র উদাহরণ ও তারকীব

منصوب بنزع الخافض সম্পর্কে আলোচনা – ১২৩

اشتغال বা ما أضمر عامله على شريطة التفسير সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ১২৫

شبيه بالمفعول به-এর পরিচয় – ১২৭

مفعول فيه বা ظرف সম্পর্কে আলোচনা – ১২৮

যে-শব্দগুলো সর্বদা مفعول فيه বা ظرف হয় – ১২৮

উপরোক্ত শব্দগুলোর প্রকারভেদ – ১৩০

'ক' ভাগের শব্দগুলোর ব্যবহার ও তারকীব – ১৩১

'খ' ভাগের শব্দগুলোর ব্যবহার ও তারকীব – ১৩২

'গ' ভাগের শব্দগুলোর ব্যবহার ও তারকীব – ১৩৪

ظرف/مفعول فيه যখন متعلق হয় – ১৩৫

إِذَا-এর ব্যবহার ও তারকীব – ১৩৭

إِذْ-এর ব্যবহার ও তারকীব – ১৩৯

حَيْثُ-এর ব্যবহার ও তারকীব – ১৪২

بَيْنَ-এর ব্যবহার ও তারকীব – ১৪৪
بَيْنَا، بَيْنَمَا-এর ব্যবহার ও তারকীব – ১৪৬

مُتَعَلِّقٌ সম্পর্কে আলোচনা – ১৪৭

الجملة الفعلية-এর মাঝে متعلق-এর অবস্থান ও তারকীব – ১৪৭
الجملة الاسمية-এর মাঝে شبه الفعل এর-متعلق এর-এর ব্যবহার ও তারকীব-১৪৯

مفعول معه সম্পর্কে আলোচনা – ১৫০

- واو কখন واو المعية হয় ? – ১৫০

واو যখন শুধু حرف العطف হয় – ১৫১
واو যখন واو المعية ও حرف العطف উভয়টিই হয় – ১৫১
واو المعية-এর তারকীব – ১৫১

مفعول له সম্পর্কে আলোচনা – ১৫২

مفعول له-এর শর্তসমূহ – ১৫২
مصدر قلبي-এর কয়েকটি নমুনা – ১৫৪
مفعول له-এর ব্যবহার-পদ্ধতি ও তারকীব – ১৫৪
প্রথম পদ্ধতি – ১৫৫
দ্বিতীয় পদ্ধতি – ১৫৫
তৃতীয় পদ্ধতি – ১৫৬

مفعول مطلق সম্পর্কে আলোচনা – ১৫৭

مفعول مطلق-এর উদ্দেশ্য, ব্যবহার ও তারকীব – ১৫৭
প্রথম উদ্দেশ্য – ১৫৭
দ্বিতীয় উদ্দেশ্য – ১৫৮
তৃতীয় উদ্দেশ্য – ১৫৯
সমার্থবোধক مفعول مطلق সম্পর্কে আলোচনা – ১৬০
نائب المفعول المطلق সম্পর্কে আলোচনা ও প্রকারভেদ – ১৬১
বিভিন্ন প্রকার উহ্য ফেয়েলের مفعول مطلق – ১৬২

مبدل منه ও بدل সম্পর্কে আলোচনা – ১৬৩

بدل-এর প্রকারভেদ – ১৬৩

مبدل منه ও بدل-এর তারকীব – ১৬৬

بدل الكل من الكل চেনার উপায় – ১৬৯

بدل-সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান –১৬৯

عطف بيان সম্পর্কে আলোচনা – ১৭১

عطف البيان-এর তারকীব – ১৭২

عطف البيان ও بدل-এর মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য – ১৭৪

تأكيد ও مؤكَّد সম্পর্কে আলোচনা – ১৭৫

تأكيد معنوي সম্পর্কে আলোচনা – ১৭৫

نفس ও عين-এর তারকীব – ১৭৬

كلا، كلتا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ১৭৮

جميع، كل ও أجمع সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ১৮০

أبتع، أكتع ও أبصع-এর তারকীব – ১৮২

أجمع যখন كل-এর অনুগামী হয় – ১৮৩

نفس বা عين যদি ضمير مرفوع متصل أو مستتر-এর تأكيد হয় – ১৮৫

ضمير مرفوع منفصل যদি ضمير متصل-এর تأكيد হয় – ১৮৪

التأكيد اللفظي সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ১৮৫

الاسم الموصول সম্পর্কে আলোচনা – ১৮৭

الاسم الموصول-এর তারকীব – ১৮৭

মুবতাদার মাঝে الاسم الموصول-এর বিভিন্ন ব্যবহার, উদাহরণ ও তারকীব-১৮৮

খবরের মাঝে اسم الموصول-এর বিভিন্ন ব্যবহার, উদাহরণ ও তারকীব-১৯২

الاسم الموصول ও الصلة মিলে فاعل হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব-১৯৫

الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول به হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব– ১৯৭

الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول فيه হওয়ার দুটি উদাহরণ ও তারকীব–১৯৮
الاسم الموصول ও الصلة মিলে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব- ১৯৯
من، ما সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২০০
ذا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২০১
أي-এর ব্যবহার-পদ্ধতি– ২০২
أي ও أية-এর তারকীব – ২০৩
ذو সম্পর্কে আলোচনা – ২০৫
اسم الفاعل والمفعول-এর أل-এর তারকীব – ২০৫
الصلة-এর প্রকারভেদ – ২০৬
مراد الموصول সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব-পদ্ধতি – ২০৬
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর – ২০৭
الأسماء الموصولة-এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার – ২০৮
الاسم الموصول-এর একটি বিশদ তারকীব –২০৯

حال ও ذوالحال সম্পর্কে আলোচনা – ২১০

حال-এর প্রকারভেদ – ২১০

১ম প্রকার হাল – ২১১

اسم مشتق হাল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

২য় প্রকার হাল – ২১৫

الجملة الاسمية فاعل، مفعول به، مجرور থেকে হাল হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

৩য় প্রকার হাল – ২১৮

الجملة الفعلية হাল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৪র্থ প্রকার হাল – ২২১

شبه الفعل فاعل، نائب الفاعل، مفعول به، مجرور থেকে হাল হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

৫ম প্রকার হাল – ২২৩

معرفة হালের কয়েকটি উদাহরণ

৬ষ্ঠ প্রকার হাল –২২৪

اسم جامد مؤول باسم مشتق হালের আলোচনা ও উদাহরণ

৭ম প্রকার হাল – ২২৫

اسم جامد غير مؤول باسم مشتق হাল হওয়ার আলোচনা ও উদাহরণ

হাল কখনো-কখনো ফায়েল ও মাফ'উল উভয়ের অবস্থায় বোঝায়- ২২৭

হাল কখনো-কখনো একাধিক হয়ে থাকে – ২২৭

ذو الحال কখনো-কখনো একাধিক হয়ে থাকে – ২২৭

ذو الحال কখনো-কখনো مضاف إليه হয়ে থাকে – ২২৮

হাল কখনো-কখনো অন্যের কাজ হয়ে থাকে – ২২৮

الأسماء الموصولة-এর عائد থেকে حال হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ২২৯

رابط বা সংযোগ-অব্যয় সম্পর্কে আলোচনা – ২৩০

استثناء সম্পর্কে আলোচনা – ২৩১

استثناء ও مستثنى-বিশিষ্ট বাক্যের প্রকারভেদ – ২৩২

প্রথম প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ ও তারকীব – ২৩৩

দ্বিতীয় প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ ও তারকীব – ২৩৭

তৃতীয় প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ ও তারকীব – ২৩৯

أَدَاةُ الحَصْرِ ও مُسْتَثْنَى مُفَرَّغٌ-এর পরিচয় – ২৪১

إلا কখনো-কখনো صفة-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়; আলোচনা ও তারকীব – ২৪২

لا إله إلا الله সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা – ২৪৪

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর – ২৪৫

আরেকটি উদাহরণ ও তারকীব – ২৪৫

غير-এর ব্যবহার ও তারকীব – ২৪৬

سِوَى-এর ব্যবহার ও তারকীব – ২৪৭

خلا، عدا ও حاشا-এর ব্যবহার ও তারকীব – ২৪৮

প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২৪৮

দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা – ২৪৯

ما خلا ও ما عدا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২৫১

ليس ও لا يكون সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২৫২

تمييز ও مميَّز সম্পর্কে আলোচনা – ২৫৩

تمييز الجملة সম্পর্কে আলোচনা – ২৫৩

تمييز الجملة-এর مميَّز কোনটি ? – ২৫৪

تمييز الجملة-এর প্রকারভেদ – ২৫৪

تمييز الجملة এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব – ২৫৫

تمييز المفرد সম্পর্কে আলোচনা – ২৫৮

تمييز المفرد-এর مميَّز-এর প্রকারভেদ – ২৫৮

১ম প্রকার تمييز المفرد – ২৫৯

- *العدد সম্পর্কে আলোচনা – ২৫৯*
- العدد الصريح-এর শ্রেণি-বিভাগ – ২৫৯

العدد الصريح-এর ব্যবহার, উদাহরণ ও তারকীব – ২৬০

العدد المبهم সম্পর্কে আলোচনা – ২৬৭

كم সম্পর্কে আলোচনা – ২৬৭

كم الاستفهامية-এর তারকীব – ২৬৯

كم الخبرية-এর তারকীব – ২৭৩

كم الخبرية-এর تمييز-এর পূর্বে যদি من আসে – ২৭৪

كم الاستفهامية والخبرية ও তাদের তামীযের মাঝে যদি ফাছিলা আসে – ২৭৪

كم الاستفهامية والخبرية-এর তামীয উহ্য হলে – ২৭৫

كأين বা كأيٍّ সম্পর্কে আলোচনা – ২৭৬

كأين-এর তারকীব – ২৭৬

كذا সম্পর্কে আলোচনা – ২৭৭

كذا-এর তারকীব – ২৭৭

২য় প্রকার تمييز المفرد – ২৭৯

- *المقدار সম্পর্কে আলোচনা*

৩য় প্রকার تمييز المفرد – ২৮০

- مشابه المقدار সম্পর্কে আলোচনা

৪র্থ প্রকার تمييز المفرد – ২৮১

- ما أجري مجرى المقدار সম্পর্কে আলোচনা

৫ম প্রকার تمييز المفرد – ২৮১

- ما كان فرعا للتمييز সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

تمييز المفرد-এর تميز-এর ব্যবহার-পদ্ধতি – ২৮২

تمييز المفرد-এর তারকীব – ২৮৩

الأفعال الناقصة সম্পর্কে আলোচনা – ২৮৪

১ম প্রকার الأفعال الناقصة – ২৮৫

كان وأخواتها সম্পর্কে আলোচনা – ২৮৫

كان وأخواتها-এর তারকীব-পদ্ধতি – ২৮৬

ليس সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২৮৮

ما ও لا-যুক্ত ফেয়েলে নাকিছ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব-২৮৯

مادام সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ২৯০

كان وأخواتها কখনো-কখনো فعل تام-রূপে ব্যবহৃত হয় – ২৯১

২য় প্রকার الأفعال الناقصة – ২৯২

كاد وأخواتها সম্পর্কে আলোচনা – ২৯২

أفعال المقاربة সম্পর্কে আলোচনা – ২৯২

أفعال الرجاء সম্পর্কে আলোচনা – ২৯৩

أفعال الشروع সম্পর্কে আলোচনা – ২৯৩

كاد و أخواتها-এর তারকীব –২৯৪

كاد وأخواتها-এর ইসম ও খবরের বিন্যাস-পদ্ধতি ও ধরনসমূহ-২৯৫

أفعال التعجب সম্পর্কে আলোচনা – ২৯৬

أفعال التعجب-এর তারকীব সম্পর্কে দুটি কথা – ২৯৬

ما أفعل ওজনের-এর أفعال التعجب-এর তারকীব-পদ্ধতি – ২৯৭
أفعل بِـ ওজনের أفعال التعجب-এর তারকীব-পদ্ধতি – ২৯৯
صاحب الوصف-এর লিঙ্গ ও বচন সম্পর্কে আলোচনা – ৩০০

أفعال المدح والذم সম্পর্কে আলোচনা – ৩০১

أفعال المدح والذم-এর তারকীব-পদ্ধতি ও প্রকারসমূহ – ৩০২
أفعال المدح والذم-এর ফায়েলের বিভিন্ন রূপ ও তার আলোচনা - ৩০৪
حبذا ও لاحبذا-এর ফায়েল সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব - ৩০৫

القول ও المقول সম্পর্কে আলোচনা – ৩০৬

القول ও المقول-এর কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব – ৩০৬

أفعال التحويل সম্পর্কে আলোচনা – ৩০৮

أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ সম্পর্কে আলোচনা – ৩১০

أفعال القلوب-এর তারকীব – ৩১০

أَعْلَمَ وأَخَوَاتُهَا সম্পর্কে আলোচনা – ৩১১

أسماء الأفعال সম্পর্কে আলোচনা – ৩১২

গঠনগত দিক দিয়ে اسم فعل-এর প্রকারভেদ – ৩১২
অর্থগত দিক দিয়ে اسم فعل-এর প্রকারভেদ – ৩১৩
اسم فعل-এর তারকীব – ৩১৪

شبه الفعل সম্পর্কে আলোচনা – ৩১৫

شبه الفعل-এর প্রকারভেদ – ৩১৫
উল্লেখিত شبه الفعل – ৩১৬

اسم الفاعل সম্পর্কে আলোচনা – ৩১৬

أل-মুক্ত اسم الفاعل আমল করার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা – ৩১৬
أل-মুক্ত اسم الفاعل-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব – ৩১৭
أل-যুক্ত اسم الفاعل-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৩১৯
أل-যুক্ত اسم الفاعل-এর আরো কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব – ৩২০

اسم المفعول সম্পর্কে আলোচনা – ৩২৩

أل-মুক্ত اسم المفعول আমল করার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা – ৩২৩
أل-মুক্ত اسم المفعول-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব – ৩২৪
আরো কয়েকটি উদাহরণ – ৩২৪
أل-যুক্ত اسم المفعول-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৩২৬

الصفة المشبهة সম্পর্কে আলোচনা – ৩২৭

الصفة المشبهة-এর মা'মূলের অবস্থাসমূহ – ৩২৭
أل-মুক্ত الصفة للمشبهة-এর মা'মূলের বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব– ৩২৮
أل-যুক্ত الصفة المشبهة-এর মা'মূলের বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব- ৩৩০

اسم التفضيل সম্পর্কে আলোচনা – ৩৩২

اسم التفضيل-এর ব্যবহার-পদ্ধতি, উদাহরণ ও তারকীব- ৩৩৩

المصدر সম্পর্কে আলোচনা – ৩৩৭

অনুল্লিখিত شبه الفعل সম্পর্কে আলোচনা – ৩৪১

الجملة الاسمية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার উপায়- ৩৪১
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর – ৩৪৩
الجملة الفعلية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার উপায় – ৩৪৪
বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি উহ্য شبه الفعل নিম্নরূপ – ৩৪৫
বিভিন্ন حرف الجر-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-গুলো নিম্নরূপ – ৩৪৬
في-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৩৪৭

ب-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৩৪৯

ل-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৩৫০

من-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৩৫১

على-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৩৫২

إلى-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৩৫৩

أسماء الظروف-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব – ৩৫৪

আকৃতিগত দিক দিয়ে জুমলার প্রকারভেদ – ৩৫৫

অর্থগত দিক দিয়ে জুমলার প্রকারভেদ – ৩৫৫

الجملة الإنشائية-এর প্রকারভেদ – ৩৫৬

ই'রাবগত দিক দিয়ে বাক্যের প্রকারভেদ – ৩৬০

যে-সকল বাক্য ই'রাব গ্রহণ করে তার প্রকারভেদ – ৩৬০

যে-সকল বাক্য কোনো ই'রাব গ্রহণ করে না তার প্রকারভেদ - ৩৬২

حرف الجر ও مجرور সম্পর্কে আলোচনা – ৩৬৫

কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব – ৩৬৫

رب، عدا، خلا، حاشا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৬৭

حرف الجر الزائد বা অতিরিক্ত حرف الجر সম্পর্কে আলোচনা – ৩৬৮

حرف العطف সম্পর্কে আলোচনা – ৩৬৯

و সম্পর্কে আলোচনা – ৩৭০

الواوُ العاطفةُ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৭০

و-এর معطوف عليه ও معطوف-এর আরো কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব - ৩৭৩

و-এর معطوف عليه ও معطوف-এর প্রকারভেদ – ৩৭৭

الواوُ المعِيَّةُ العَاطِفَةُ** সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৭৮

ف সম্পর্কে আলোচনা – ৩৮০

الفاءُ العَاطِفَةُ* সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৮০

الفَاءُ السَّبَبِيَّةُ العَاطِفَةُ**-এর তারকীব – ৩৮২

ثم সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৮৩

ثم العاطفة-এর তারকীব – ৩৮৩

ثم الاستئنافية -এর তারকীব – ৩৮৫

أو সম্পর্কে আলোচনা – ৩৮৬

أو العاطفة غير الناصبة-এর অর্থ, ফায়দাসমূহ ও তারকীব – ৩৮৬

أو العاطفة الناصبة-এর তারকীব – ৩৮৭

حرف الإضراب-এর তারকীব – ৩৮৮

حتى সম্পর্কে আলোচনা – ৩৮৯

حتى العاطفة-এর তারকীব – ৩৮৯

حتى الناصبة-এর তারকীব – ৩৯০

لا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৯২

لا-এর তারকীব – ৩৯২

بل সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৩৯৪

أم সম্পর্কে আলোচনা – ৩৯৬

أم المتصلة-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৩৯৬

أم المنقطعة-এর ব্যবহার ও তারকীব – ৩৯৭

لكن সম্পর্কে আলোচনা – ৩৯৮

لكن العاطفة-এর শর্ত ও তারকীব – ৩৯৮

لكن الابتدائية-এর তারকীব – ৩৯৯

إما সম্পর্কে আলোচনা – ৪০০

إما العاطفة-এর অর্থ, ফায়দা ও তারকীব – ৪০০

إما الشرطية-এর তারকীব – ৪০২

حروف النداء সম্পর্কে আলোচনা – ৪০৩

منادى-এর প্রকারভেদ – ৪০৩

১ম প্রকার منادى – ৪০৪

ماجدٌ، فاطمةُ، مكةُ ব্যক্তি বা বস্তুর ইত্যাদি একক নাম منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

২য় প্রকার منادى – ৪০৫

معلمٌ، ولدٌ، بنتٌ ইত্যাদি ال-মুক্ত সাধারণ শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৩য় প্রকার منادى – ৪০৬

المعلمُ، الولدُ، البنتُ ইত্যাদি ال-যুক্ত সাধারণ শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৪র্থ প্রকার منادى – ৪০৭

مضاف ও مضاف إليه-বিশিষ্ট শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৫ম প্রকার منادى – ৪০৮

الماهرُ، المجتهدُ، الشريفُ ইত্যাদি শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৬ষ্ঠ প্রকার منادى – ৪০৯

يا رجلا ! (হে একজন লোক !) এ-জাতীয় নাকিরা শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৭ম প্রকার منادى – ৪১০

الذي، التي ইত্যাদি الأسماء الموصولة-বিশিষ্ট শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

৮ম প্রকার منادى – ৪১১

يا تائبا إلى الله (হে আল্লাহর নিকট তাওবাকারী !) এ-জাতীয় শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

কখনো-কখনো حرف النداء--কে উহ্য রাখা হয় –৪১২

اللهم সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪১২

لام التعجب–যুক্ত المنادى-এর তারকীব – ৪১২

حُرُوْفُ الشَّرْطِ وأَسْمَاءُ الشَّرْطِ সম্পর্কে আলোচনা – ৪১৩

إِنْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪১৪

لَوْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪১৪

لَوْلَا ও لَوْمَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪১৫

إِذْمَا-এর তারকীব – ৪১৬

لَمَّا-এর তারকীব – ৪১৬

أَمَّا-এর তারকীব – ৪১৭

أسماء الشرط সম্পর্কে আলোচনা – ৪১৯

من সম্পর্কে আলোচনা – ৪১৯

من মুবতাদা হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ – ৪১৯

মুবতাদা من-এর তারকীব-পদ্ধতি – ৪২০

منটি مفعول به হওয়ার তারকীব – ৪২১

منটি مجرور হওয়ার তারকীব – ৪২১

منটি مضاف إليه হওয়ার তারকীব – ৪২২

ما সম্পর্কে আলোচনা – ৪২২

مَهْمَا সম্পর্কে আলোচনা – ৪২৩

مَهْمَا মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ – ৪২৩

مهماটি مفعول به হওয়ার উদাহরণ – ৪২৪

مهما তারকীবে مفعول مطلق হওয়ার উদাহরণ – ৪২৪

كَيْفَ সম্পর্কে আলোচনা – ৪২৫

كيف হাল হওয়ার উদাহরণ – ৪২৫

كيف ফেয়েলে নাকিছের খবর হওয়ার উদাহরণ – ৪২৬

أَيٌّ، أَيَّةٌ সম্পর্কে আলোচনা – ৪২৬

إِذَا সম্পর্কে আলোচনা – ৪৩০

متى، أيان، أين সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব - ৪৩০

أَنَّى-এর তারকীব – ৪৩২

كُلَّمَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৩২

حَيْثُمَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৩৩

حرف المصدر সম্পর্কে আলোচনা – ৪৩৪

أنএর তারকীব –৪৩৫

أن দ্বারা মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৩৫

أن দ্বারা মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ – ৪৩৫

أن দ্বারা মাছদার হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৩৬

أن দ্বারা মাছদার হয়ে ফায়েল হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ - ৪৩৬

أن দ্বারা মাছদার হয়ে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৩৭
أن দ্বারা মাছদার হয়ে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব– ৪৩৮
أن দ্বারা মাছদার হয়ে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৩৮
أن المصدرية উহ্য থাকার ক্ষেত্রসমূহ – ৪৩৯

- لام التعليل সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব– ৪৪০
- لام الجحود সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব – ৪৪১
- أو সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব – ৪৪২
- حتى সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব – ৪৪৩
- فاء السبب والعطف সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব- ৪৪৪
- واو المعية العاطفة সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব- ৪৪৬

  أن-এর পূর্ব থেকে حرف الجر-কে সরিয়ে দেওয়া হলে – ৪৪৭

- أَنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৪৯
- ما المصدرية সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৫০
- كي সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৫১
- لو المصدرية সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৫২
- همزة التسوية সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৫৩

الْحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ সম্পর্কে আলোচনা – ৪৫৪

إِنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৫৫
أَنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৫৮
أَنَّ-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব – ৪৫৮
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৫৮
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি ফায়েল হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ – ৪৫৯
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৫৯
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৬০
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ– ৪৬০
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৬১
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৬২
أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলা মাছদার হয়ে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব – ৪৬২
كَأَنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৬৩

لَكِنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৬৩

لَيْتَ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৬৪

لَعَلَّ বা عَلَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৬৫

لا النافية للجنس সম্পর্কে আলোচনা – ৪৬৬

لا النافية للجنس-এর ইসমের প্রকার, উদাহরণ ও তারকীব – ৪৬৬

لا النافية للجنس-এর আমল যখন বাতিল হয়ে যায় - ৪৬৮

ما، لا، إِنْ الْمُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ সম্পর্কে আলোচনা – ৪৬৯

لا النافية للجنس এবং ما، لا ও إن-এর মাঝে পার্থক্য – ৪৬৯

ما، لا ও إن আমল করার শর্তসমূহ – ৪৬৯

ما، لا ও إن-এর তারকীব – ৪৭০

حرفا الاستفهام সম্পর্কে আলোচনা – ৪৭১

أسماء الاستفهام সম্পর্কে আলোচনা – ৪৭৬

من সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৭৬

من ذا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮১

ما সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮৩

ماذا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮৪

متى সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮৫

أيان সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮৭

أين সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮৮

كيف সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৮৯

أنى সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৯১

كم সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৯২

أيُّ ও أيَّةُ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৪৯৩

حرف التفسير সম্পর্কে আলোচনা – ৪৯৯

أَنْ সম্পর্কে আলোচনা – ৪৯৯

أَنْ-এর উদাহরণ ও তারকীব – ৫০০

أيّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫০০

السين، سوف، قد، أما، ألا، ها، سوف-এর তারকীব – ৫০১

أحرف الجواب সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫০১

حروف القسم সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫০২

لَقَدْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫০৩

لئن সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫০৩

أحرف النفي সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব – ৫০৪

جُمْلَةٌ সম্পর্কে আলোচনা

جملة-এর পরিচয় : যে-কথা দ্বারা কোনো সংবাদ জানা যায় তাকে বাক্য বা جملة বলে। আর যে-কথা দ্বারা কোনো সংবাদ জানা যায় না তাকে বাক্যাংশ বা جُزْءُ الجُمْلَةِ বলে।

جملة-এর প্রকার : جملة দুই প্রকার। যথা : الجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ ও الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

الجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ সম্পর্কে আলোচনা

الجملة الاسمية-এর পরিচয় : যে-জুমলার প্রথম অংশ ইসম তাকে الجملة الاسمية বলে। যেমন : هذا كتابٌ، ماجدٌ ماهرٌ، المعلمُ جديدٌ. ইত্যাদি।

الجملة الاسمية-এর অংশ : الجملة الاسمية-এর মূল অংশ দুটি। যথা : مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ

مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ-এর পরিচয় : যার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয় তাকে مبتدأ বলে। আর যে-শব্দ দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয় তাকে خبر বলে।

مبتدأ ও خبر-এর ই'রাব ও আ'মিল : مبتدأ ও خبر সর্বদা পেশযুক্ত হয়। আর উভয়ের আমিল হলো الابتداء তবে, কারো-কারো মতে مبتدأ-এর আমিল হলো الابتداء আর مبتدأ হলো খবরের আমিল।

مبتدأ-এর প্রকারভেদ

নয় প্রকার শব্দ যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা مبتدأ হয়। যথা :

১ম প্রকার : هذا، هذه، ذلك، تلك অর্থাৎ اسم الإشارة ইত্যাদি শব্দ।

২য় প্রকার : أنا، نحن، أنتَ، أنتِ، هو، هي অর্থাৎ ضمير مرفوع منفصل ইত্যাদি শব্দ।

৩য় প্রকার : ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম অর্থাৎ عائشةُ، عبدُ اللهِ، ماجدٌ এবং باكستانُ، بنغلاديشُ، داكا، مكةُ ইত্যাদি শব্দ।

৪র্থ প্রকার : أل-যুক্ত শব্দ অর্থাৎ المدرسة، القلمُ، الكتابُ، البنتُ، المعلمُ এবং الولدُ ইত্যাদি সাধারণ শব্দ।

৫ম প্রকার : مضاف ও مضاف إليه অর্থাৎ كتابُ ماجدٍ، كتابُ عائشةَ، كتابُ المعلمِ ইত্যাদি শব্দ।

৬ষ্ঠ প্রকার : الاسم الموصول অর্থাৎ الذي، التي، من، ما ইত্যাদি শব্দ।

৭ম প্রকার : مَنْ، مَا، كَمْ، أَيٌّ প্রশ্নবাচক এই চারটি শব্দ।

৮ম প্রকার : نكرة শব্দ যদি তা কোনোভাবে تخصيص বা বিশিষ্ট হয়।

৯ম প্রকার : أنِ المصدريةُ-যুক্ত ফেয়েল। যেমন : أَنْ تصومَ خيرٌ لكَ.

১ম প্রকার মুবতাদা

اسم الإشارة মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

ক. هذا، هذه، ذلك، تلك ইত্যাদি শব্দ যদি বাক্যের শুরুতে আসে এবং পরবর্তী শব্দ যদি ال-যুক্ত না হয় তাহলে هذا، هذه، ذلك، تلك ইত্যাদি শব্দ সরাসরি مبتدأ হয়। যেমন :

১. (এটি একটি বই।)

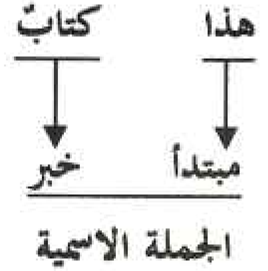

২. (সেটি একটি মাদরাসা।)

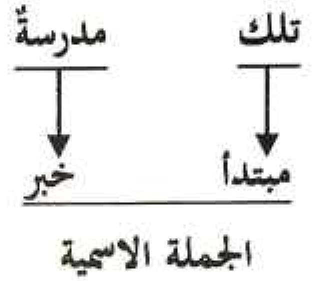

খ. পক্ষান্তরে, هذا، هذه، ذلك، تلك ইত্যাদি শব্দের পরবর্তী শব্দটি যদি ال-যুক্ত হয় তাহলে اسم الإشارة ও مشار إليه-এর তারকীব হয়। যেমন:

১. (এই বইটি নতুন।)

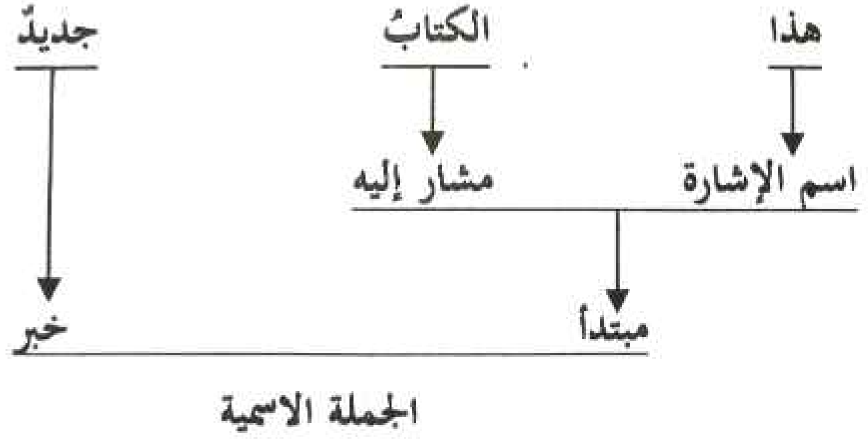

২. (ওই শিক্ষকগণ দক্ষ।)

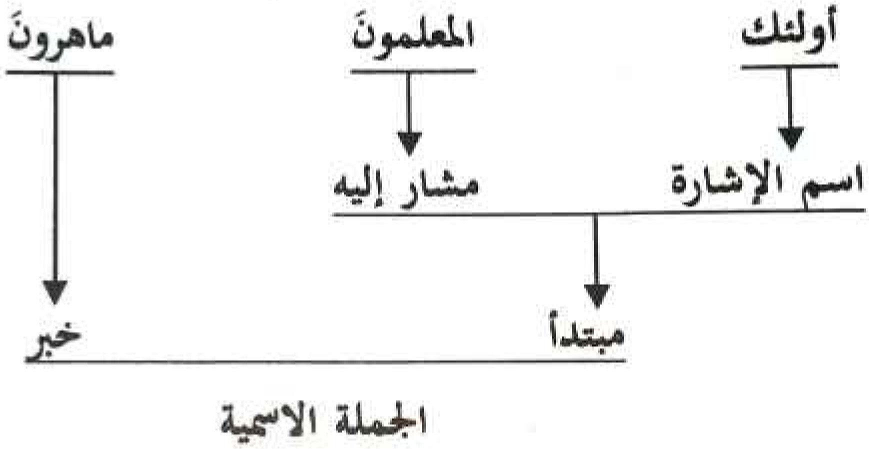

ফায়দা : এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য اسم الإشارة-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২য় প্রকার মুবতাদা

ضمير مرفوع منفصل মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

নিম্নোক্ত শব্দগুলোকে ضمير مرفوع منفصل বলে। যথা :

أنا، نحن، أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن.

ضمير مرفوع منفصل যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা مبتدأ হয়। যেমন :

১. (আমি একজন ছাত্র।)

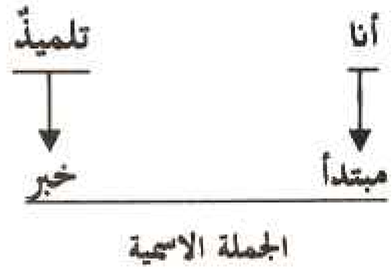

২. (সে একটি মেয়ে।)

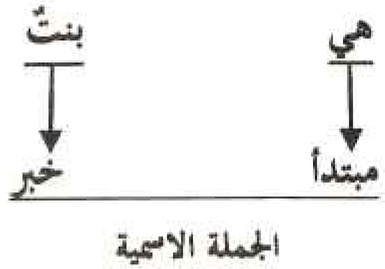

৩. (তারা কৃষক।)

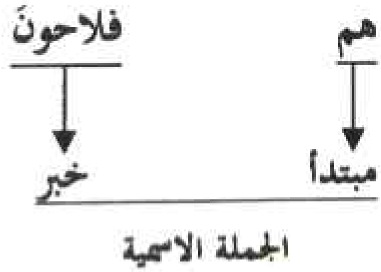

৩য় প্রকার মুবতাদা

عَلَمٌ অর্থাৎ ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ماجدٌ، خالدٌ، سعيدٌ، عبدُ اللهِ এবং بشرى، فاطمةُ، عائشةُ، خديجةُ এবং مكةُ، مصرُ، باكستانُ، بنغلاديشُ ইত্যাদি শব্দ ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম বোঝায়। তাই পরিভাষায় এ-ধরনের নামকে علم বলে। পক্ষান্তরে, معلمٌ، ولدٌ، بنتٌ، رجلٌ، فلاحٌ এবং مدرسة، شجرةٌ، قلمٌ، كتابٌ ইত্যাদি শব্দ علم নয়। কেননা, এগুলো ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম নয়, বরং সাধারণ নাম।

সুতরাং, مكة، فاطمة، خالد، ماجد ইত্যাদি علم-জাতীয় নাম যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা مبتدأ হয়। যেমন :

১. (মাজেদ একজন ছাত্র।)

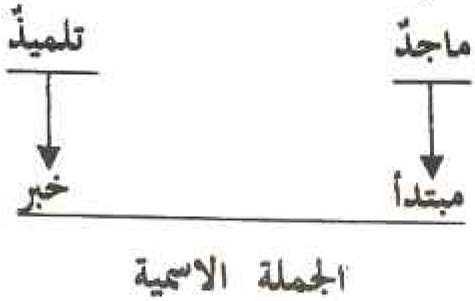

২. (মক্কা উত্তম শহর।)

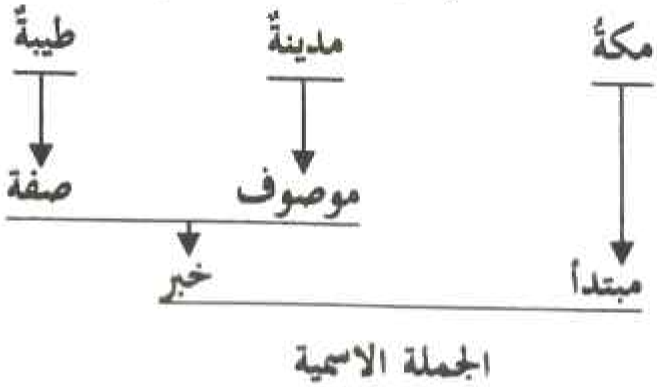

৪র্থ প্রকার মুবতাদা

ال-যুক্ত সাধারণ শব্দ মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

الكتابُ، البيتُ، القلمُ এবং المعلمُ، الولدُ، البنتُ ইত্যাদি ال-যুক্ত সাধারণ শব্দ যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা মুবতাদা হয়। যেমন :

১. (মাদরাসাটি প্রসিদ্ধ।)

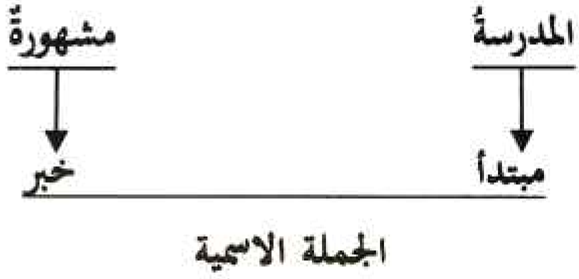

২. (ছেলেটি ভদ্র।)

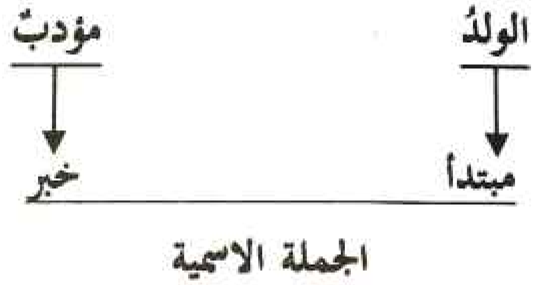

৩. (মুসলমানগণ সাহসী।)

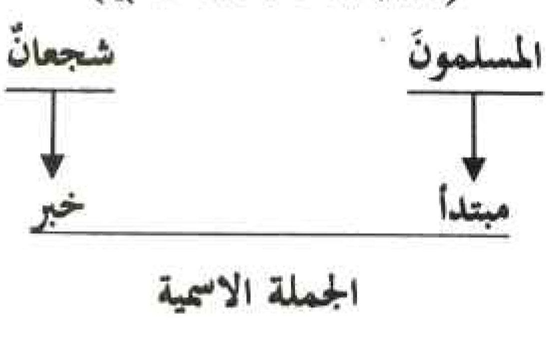

৪. (শহীদ ওই ব্যক্তি যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে, অথবা যাকে রণাঙ্গনে... পাওয়া গিয়েছে।)

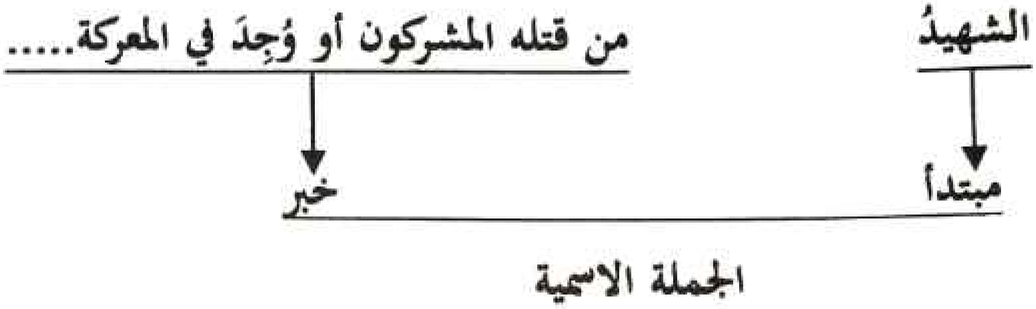

৫. (বড়ো মাদরাসাটি প্রসিদ্ধ।)

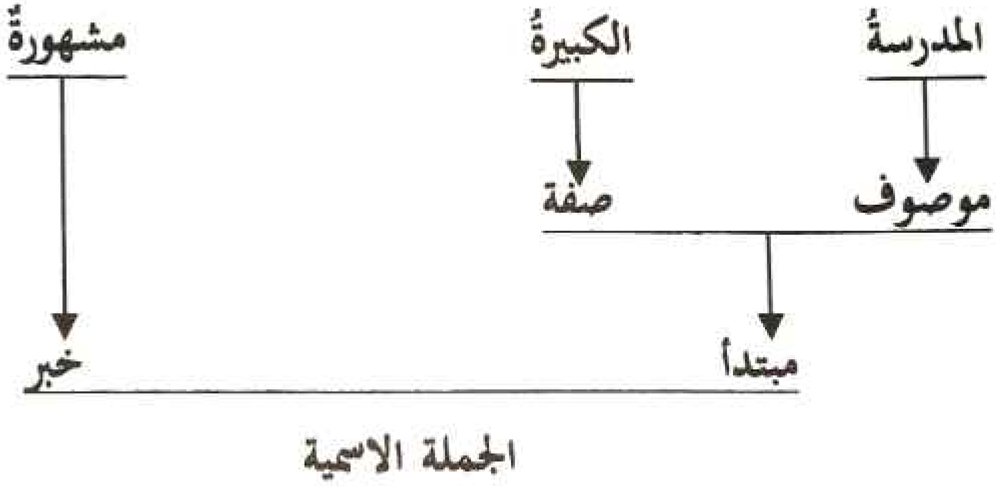

৫ম প্রকার মুবতাদা

مضاف ও مضاف إليه মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

যদি বাক্যের শুরুতে مضاف ও مضاف إليه আসে তাহলে তা مبتدأ হয়। যেমন :

১. (রাশেদের বই নতুন।)

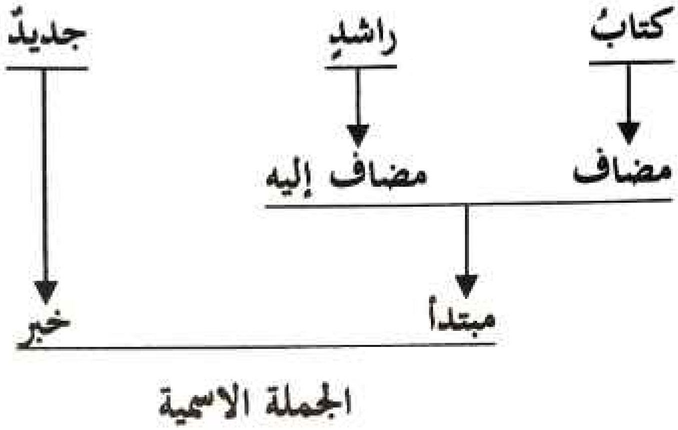

২. (ঘরের দরজা খোলা।)

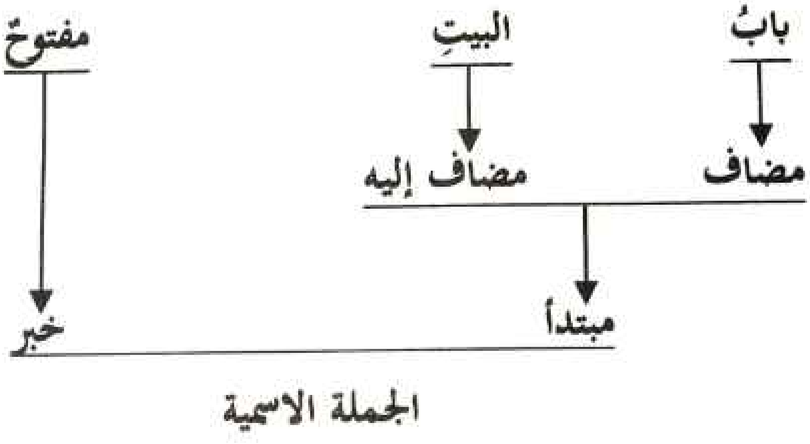

ফায়দা : এক্ষেত্রে শর্ত হলো مضافটি عند، أمام، فوق، وراء، قبل، بعد ইত্যাদি স্থান বা কালবাচক শব্দ না হওয়া। যদি হয় তাহলে তা খবর হয়। খবরের পর্বে এ-সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

৬ষ্ঠ প্রকার মুবতাদা

الأسماء الموصولة الذي، التي، مَنْ، مَا ইত্যাদি মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

الذي، التي، من، ما ইত্যাদি শব্দ যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা মুবতাদা হয়। যেমন :

১. (যে সত্য বলে সে নাজাত পায়।)

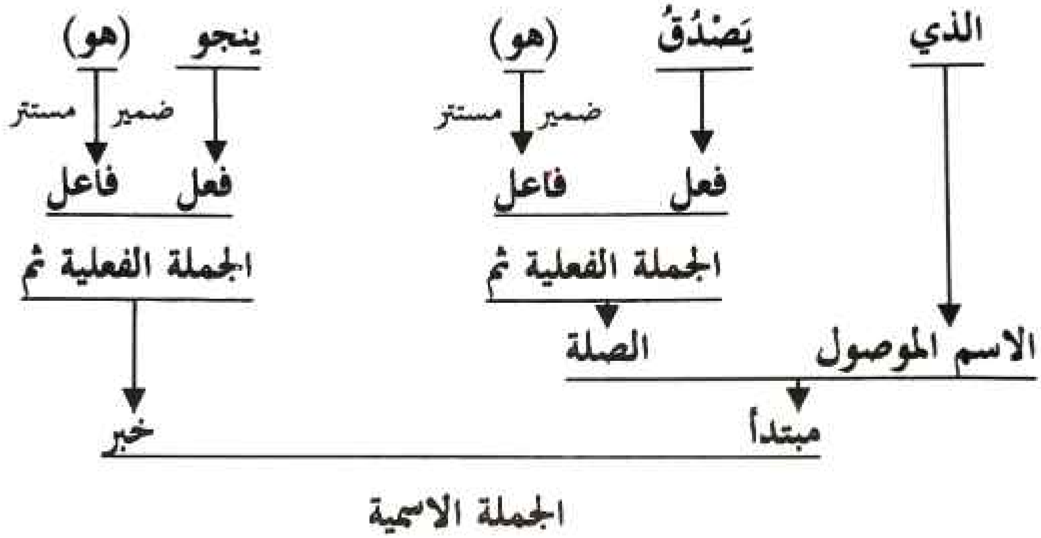

২. (যা পড়ে গিয়েছে তুমি তা নাও।)

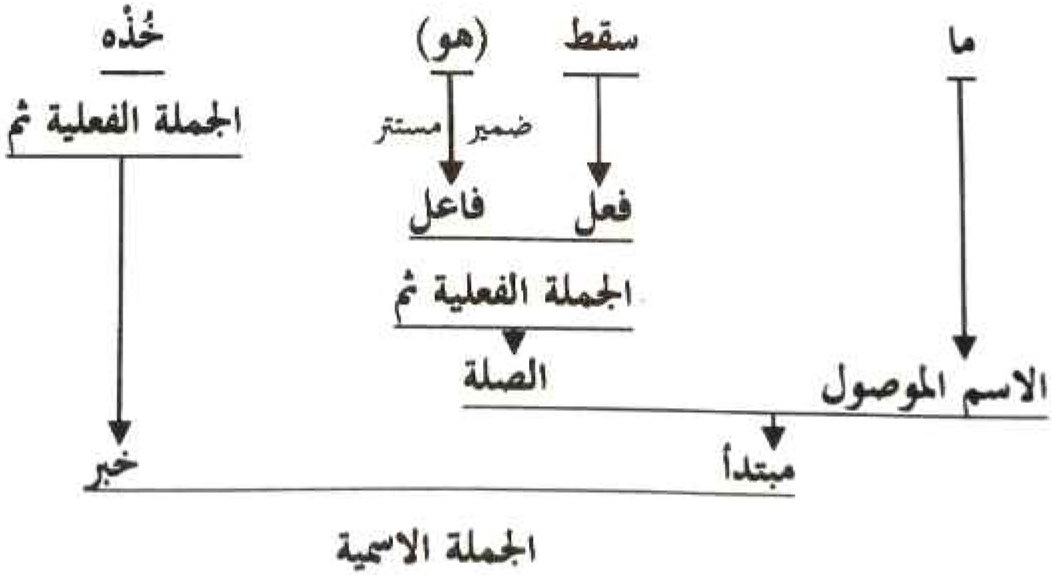

৭ম প্রকার মুবতাদা

مَنْ، مَا، كَمْ، أَيٌّ ইত্যাদি প্রশ্নবাচক শব্দ মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

مَنْ، مَا، كَمْ، أَيٌّ، أَيَّةٌ এই পাঁচটি ইসম যখন প্রশ্নবাচক হয় তখন তা মুবতাদা হয়। নিম্নে প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ ও তারকীব পেশ করা হচ্ছে। বিস্তারিত জানতে হলে أسماء الاستفهام-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ক. من-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(কে হেসেছে ?)

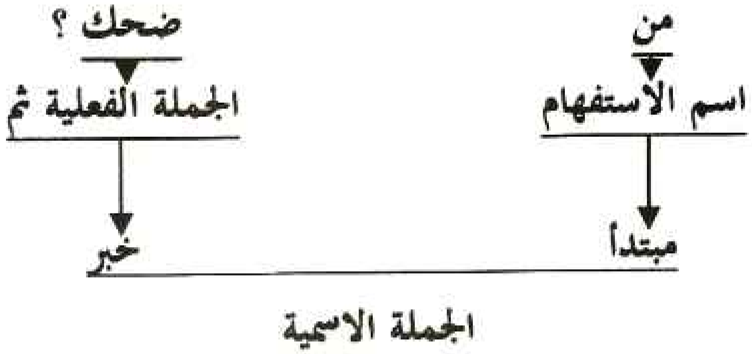

খ. ما-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(কী পড়েছে ?)

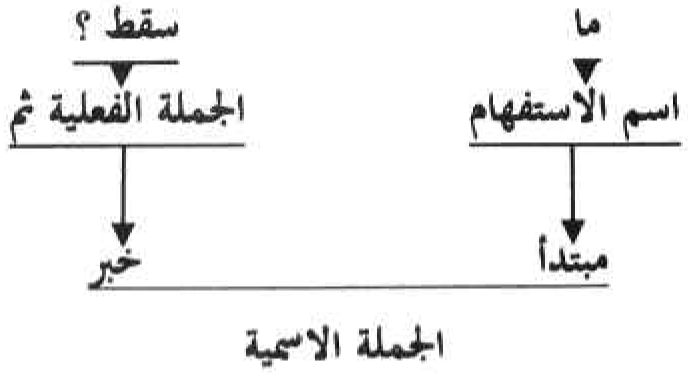

গ. كم-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(কতজন ছাত্র সফল হয়েছে ?)

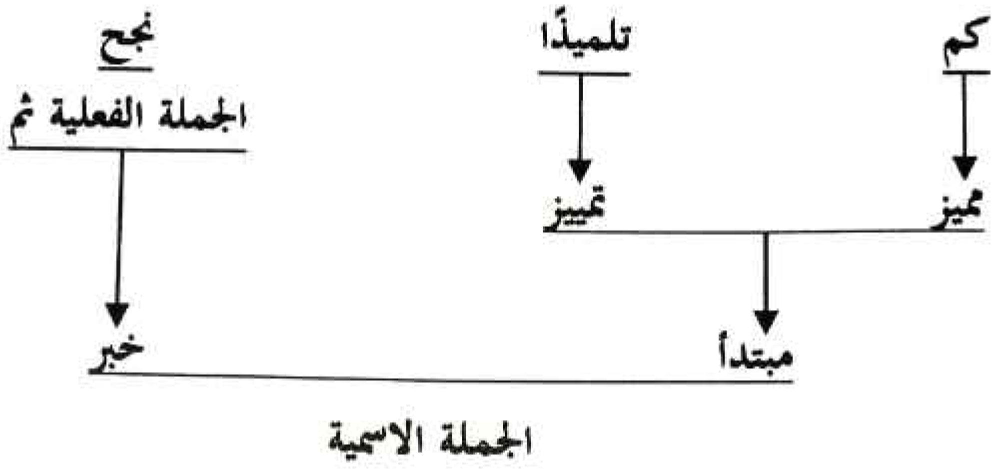

ঘ. أي -এর উদাহরণ ও তারকীব :

(কোন ছাত্র শিক্ষকের সামনে হেসেছে ?)

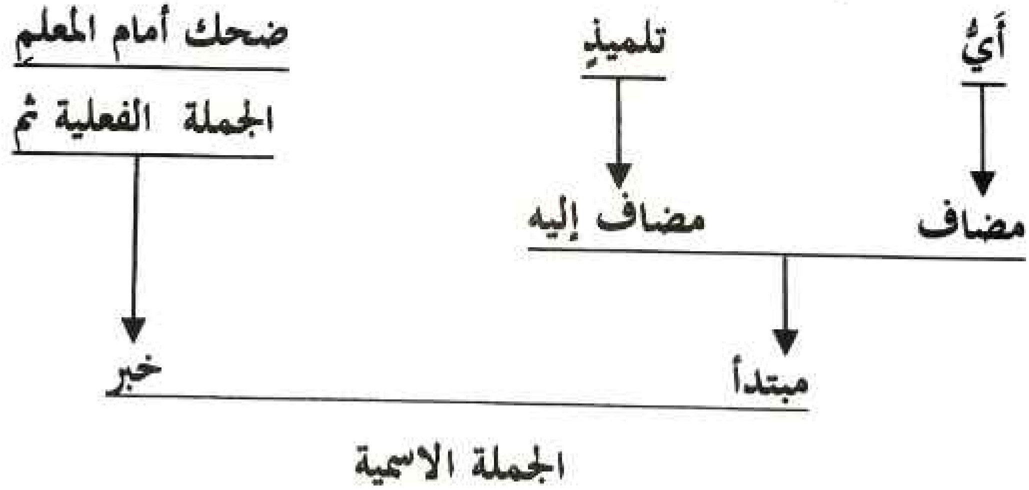

৮ম প্রকার মুবতাদা

نكرة শব্দ মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

معرفة-এর পরিচয় : যে-শব্দ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে معرفة বলে।

نكرة-এর পরিচয় : যে-শব্দ অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে نكرة বলে। মুবতাদা সর্বদা معرفة হয়। نكرة শব্দ কখনো مبتدأ হয় না। কিন্তু نكرة শব্দ যদি কোনো পন্থায় تخصيص বা বিশিষ্ট হয় তাহলে তা মুবতাদা হতে পারে।

উল্লেখ্য, نكرة শব্দ বিশিষ্ট হয় নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার কোনো একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যথা :

১. صفة যেমন : ولعبدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشركٍ.

২. حرف النفي যেমন : ما أحدٌ مجتهدٌ.

৩. حرف الاستفهام যেমন : أ تلميذٌ في المدرسةِ أم معلمٌ.

৪. نكرة যদি মুযাফ হয়। যেমন : كتابُ خالدٍ مفيدٌ.

৫. خبر যদি مبتدأ-এর পূর্বে আসে। যেমন :

في الكتابِ قصةٌ. বা أمامَ المسجدِ مدرسةٌ.

৬. دعاء যেমন : سلامٌ عليكَ.

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যের প্রথম অংশগুলো মুবতাদা হয়েছে। তবে ৫ম বাক্যে খবর হয়েছে।

مبتدأ ও خبر উভয়টি যদি معرفة হয়

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুবতাদা সর্বদা معرفة হয়। আর খবর সাধারণত نكرة হয়। কিন্তু কখনো যদি মুবতাদা ও খবর উভয়টি معرفة হয় তাহলে যেকোনো একটিকে আগে এনে মুবতাদা বানানো যায়। তখন অপরটি হয় খবর। যেমন :

১. ربُّنا اللهُ বা اللهُ ربُّنا

২. دينُنا الإسلامُ বা الإسلامُ دينُنا

৩. نبيُّنا محمدٌ বা محمدٌ نبيُّنا

৪. أبونا آدمُ বা آدمُ أبونا

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত চারটি বাক্যের যেকোনো একটি অংশকে আগে এনে মুবতাদা বানানো যায়। যেমন :

ক. (আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।)

ربُّنا	اللهُ
↓	↓
خبر	مبتدأ

الجملة الاسمية

খ. (আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক।)

اللهُ	ربُّنا
↓	↓
خبر	مبتدأ

الجملة الاسمية

৯ম প্রকার মুবতাদা

أَنْ الْمَصْدَرِيَّةُ-যুক্ত ফেয়েল মুবতাদা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

যদি أَنْ-যুক্ত ফেয়েল বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা মুবতাদা হয়। যেমন :

(তোমার রোযা রাখা তোমার জন্য উত্তম।)

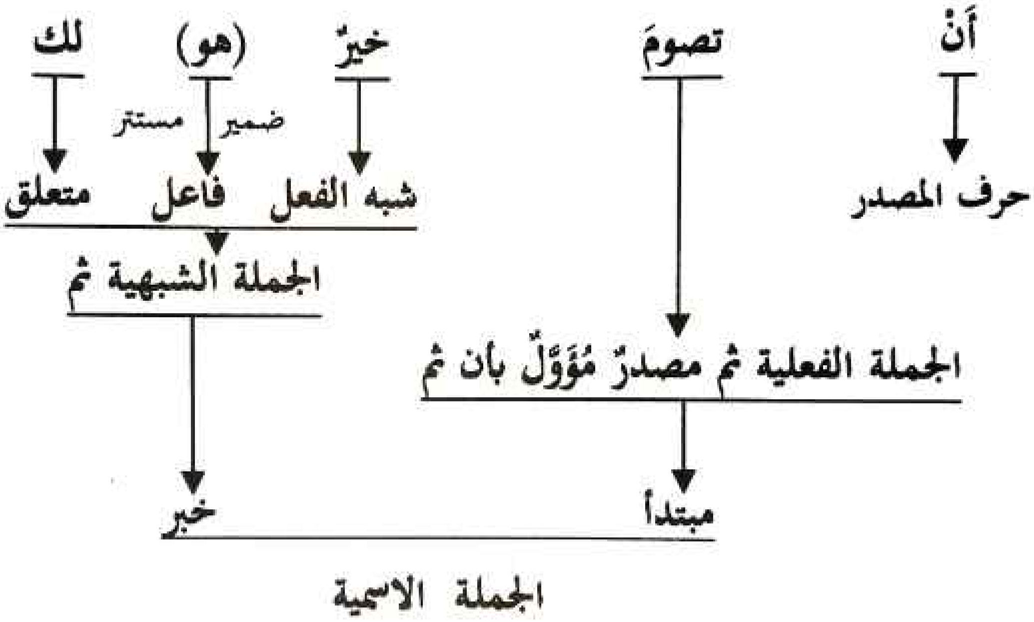

দ্বিতীয় প্রকার মুবতাদা সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

মুবতাদা প্রধানত দুই প্রকার। পূর্বে বর্ণিত সকল প্রকার মুবতাদা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যা مسند إليه হয় এবং যার একটি খবর থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার মুবতাদা হলো, যা مسند إليه হয় না এবং যার কোনো খবর থাকে না। বরং, নিজেই مسند হয় এবং পরবর্তী শব্দকে তার ফায়েল হিসেবে পেশ দান করে।

দ্বিতীয় প্রকার মুবতাদার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা :

১. মুবতাদাটি صيغة صفة অর্থাৎ গুণবাচক শব্দ হওয়া।

২. حرف النفي، حرف الاستفهام বা অনুরূপ কোনো শব্দের পরে আসা।

৩. পরবর্তী শব্দকে পেশ দান করা।

৪. صيغة صفةটি একবচন হওয়া। যেমন : ما قائمٌ زيدٌ، ما قائمٌ الزيدانِ.

দ্বিতীয় প্রকার মুবতাদার তারকীব-পদ্ধতি :

(যায়েদ কি দাঁড়ানো ?)

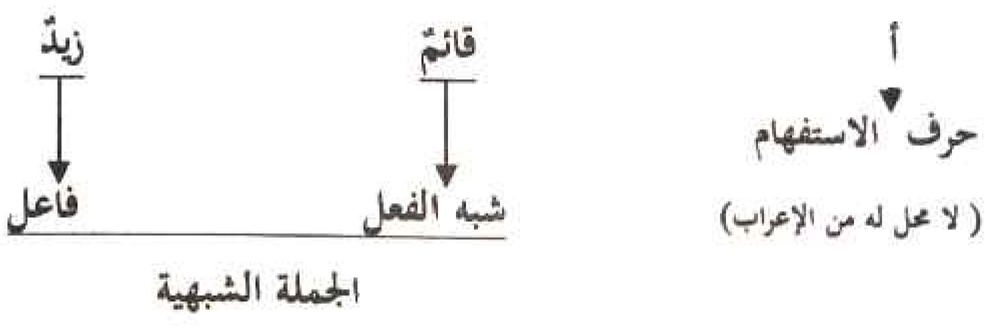

কিন্তু যদি বলা হয়– ما قائمانِ الزيدانِ. তাহলে এখানে قائمان শব্দটি মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার হবে না। কারণ, তা তার পরবর্তী শব্দকে পেশ দান করেনি। বরং, তার ভেতরে লুক্কায়িত هما যমীরকে পেশ দিয়েছে। কারণ, নিয়ম হলো– ফায়েল اسم ظاهر হলে ফেয়েল সর্বাবস্থায় واحد

হয়। কিন্তু এখানে ফেয়েল تثنية হয়েছে। তাই এখানে قائمان হবে خبر مقدم আর الزيدان হবে مبتدأ مؤخر যেমন :

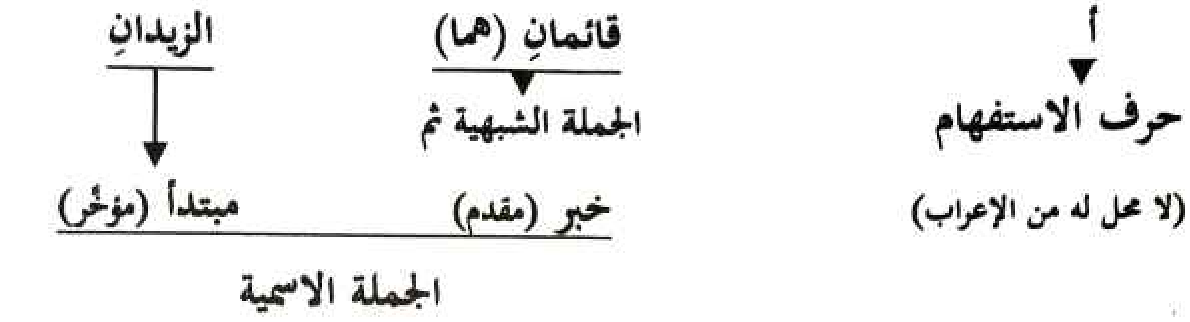

خَبَرٌ-এর প্রকারভেদ ও তারকীব-পদ্ধতি

ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে-শব্দ দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয় তাকে خبر বলে। এই খবর মোট সাত প্রকার। যথা :

প্রথম প্রকার : كتابٌ، قلمٌ، مدرسةٌ এবং معلمٌ، ولدٌ، بنتٌ এবং ماجدٌ، خالدٌ، فاطمةُ ইত্যাদি সাধারণ শব্দ বা একক নাম। যেমন :

উদাহরণ ও তারকীব :

১. (এটি একটি বই।)

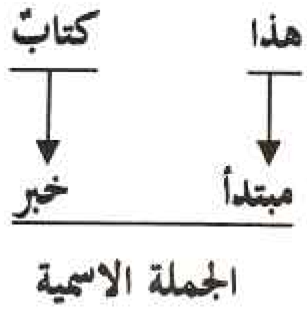

২. (আমি খালেদ।)

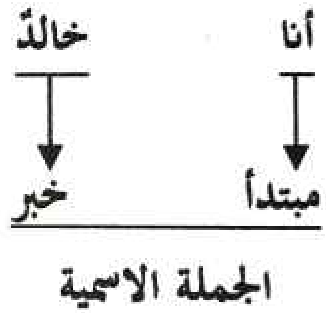

দ্বিতীয় প্রকার : جميلٌ، ماهرٌ، مؤدبٌ، مجاهدٌ، مظلومٌ، أجملُ، أكبرُ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ। যেমন :

উদাহরণ ও তারকীব :

১. (বইটি সুন্দর।)

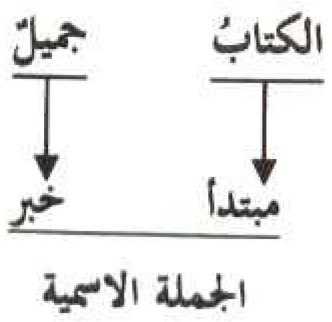

২. (আল্লাহ সবচেয়ে বড়ো।)

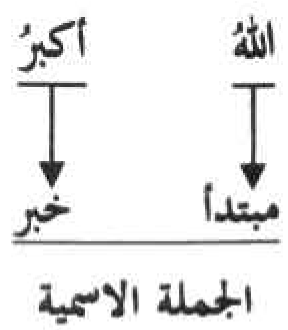

তৃতীয় প্রকার : جزءُ الجملةِ **অর্থাৎ** اسم الإشارة ও مشار إليه কিংবা مضاف ও مضاف إليه কিংবা موصوف ও صفة কিংবা مبدل منه ও بدل ইত্যাদি বাক্যাংশ। যেমন :

উদাহরণ ও তারকীব :

ক. اسم الإشارة ও مشار إليه মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিক্ষক হলেন এই লোকটি।)

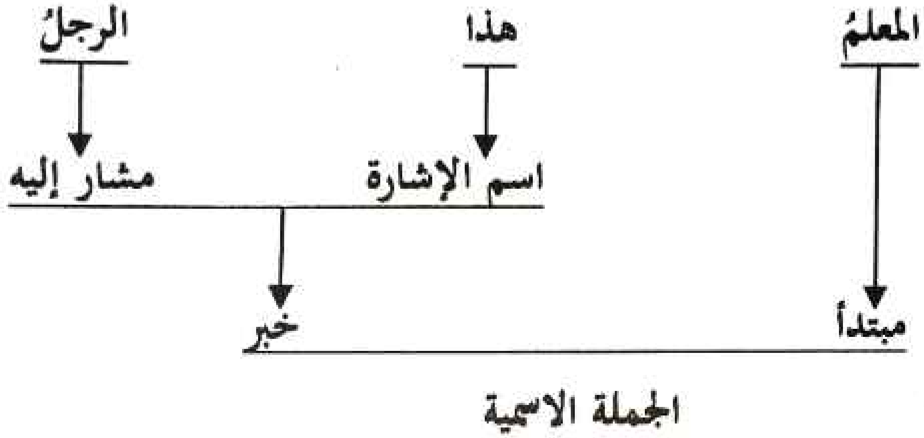

খ. مضاف ও مضاف إليه মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১.(বশির মাদরাসার ছাত্র।)

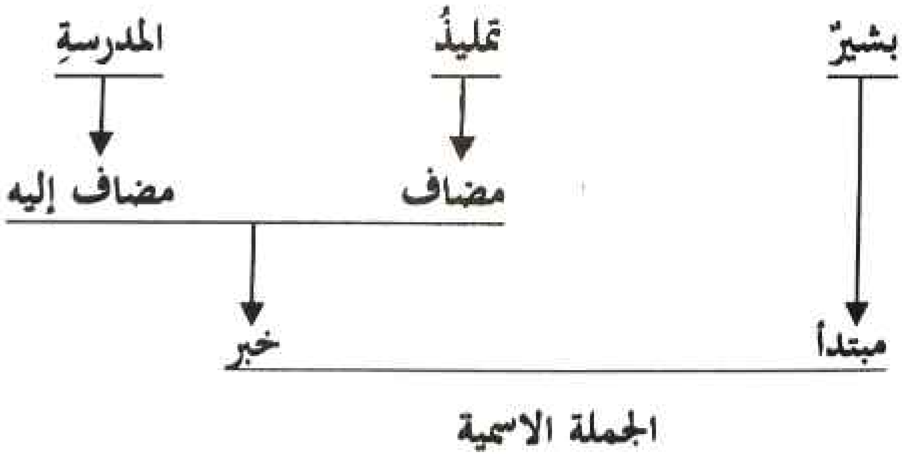

২. (এটি কামরার বাতি।)

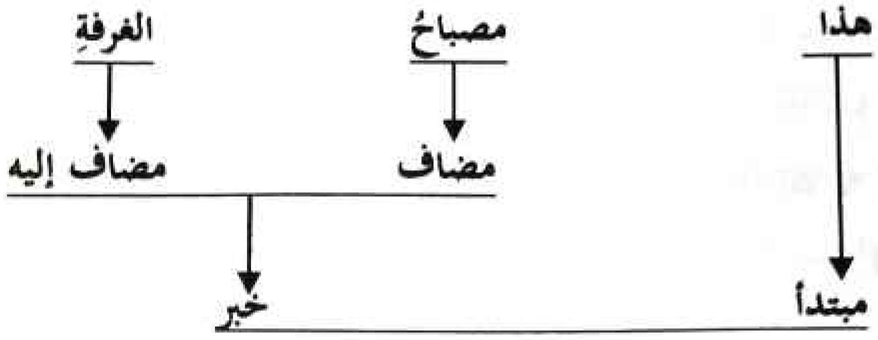

الجملة الاسمية

গ. موصوف ও صفة মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (এটি একটি নতুন বই।)

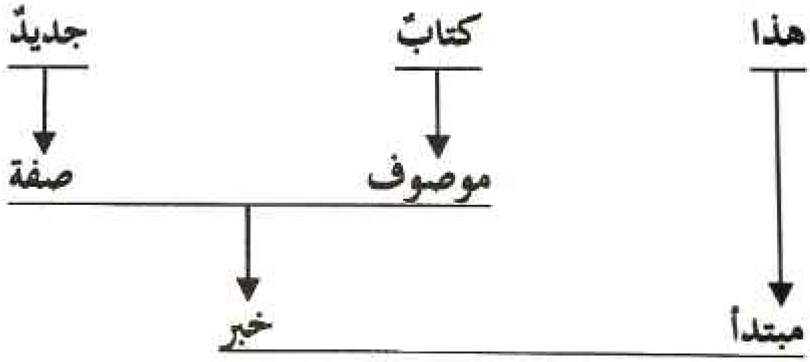

الجملة الاسمية

২. (মাহমূদ ধনী ব্যবসায়ী।)

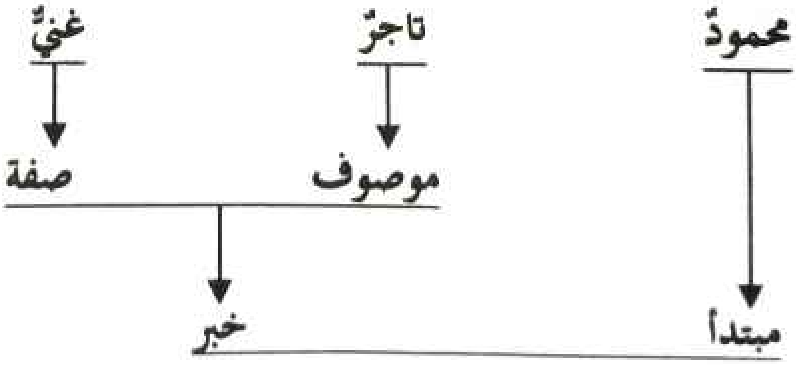

الجملة الاسمية

ঘ. مبدل منه ও بدل মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তিনি আল্লাহর নবী মূসা আ.।)

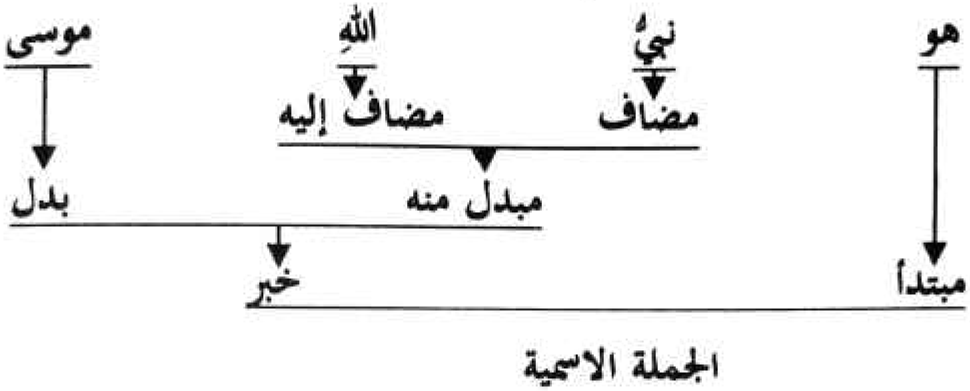

চতুর্থ প্রকার : تحتَ، أمامَ، عندَ বা أَيَّ، أَيْنَ ইত্যাদি স্থানবাচক শব্দ, কিংবা أَيَّانَ، متى ইত্যাদি কালবাচক শব্দ। এমতাবস্থায় এই শব্দগুলোর তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(উল্লেখ্য, এখানে শুধু দু–একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত জানতে হলে অনুল্লিখিত شبه الفعل-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

উদাহরণ ও তারকীব :

ক. উপরোক্ত শব্দগুলো বাক্যের মাঝে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(বইটি শিক্ষকের কাছে আছে।)

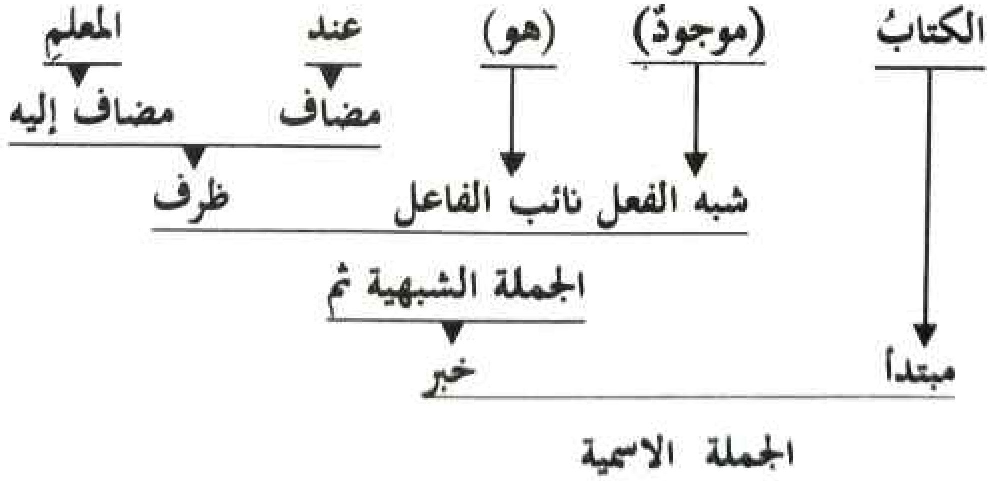

খ. উপরোক্ত শব্দগুলো বাক্যের শুরুতে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিক্ষকের নিকট একটি কলম রয়েছে।)

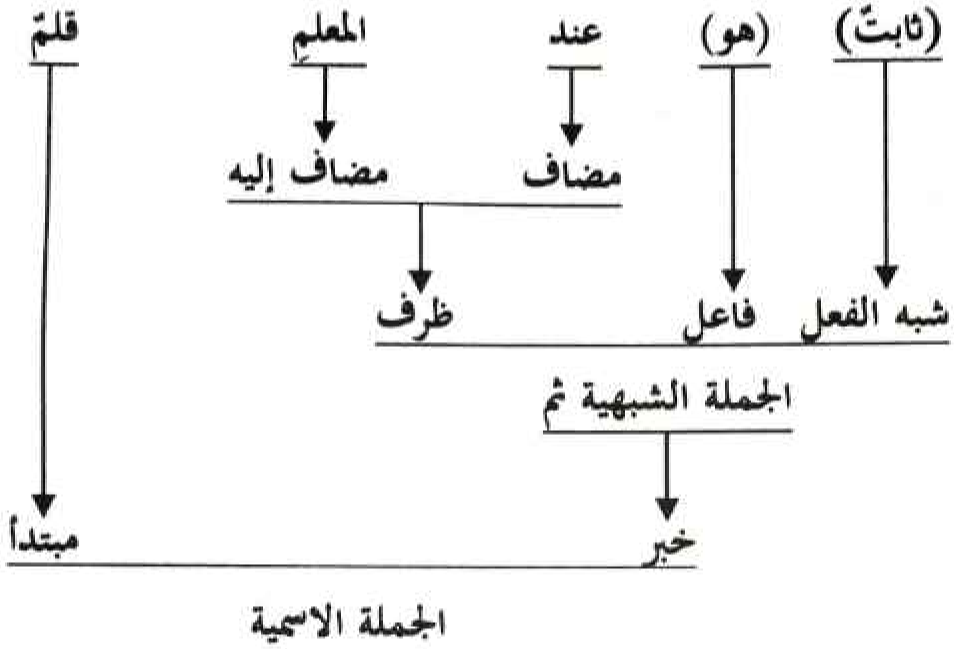

গ. أين -এর উদাহরণ ও তারকীব :

(কলমটি কোথায় ?)

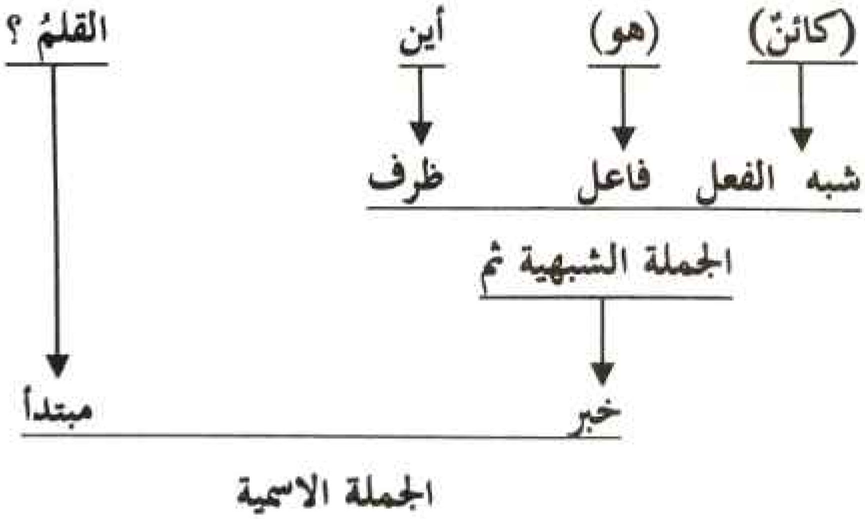

পঞ্চম প্রকার : حرف الجر ও مجرور এমতাবস্থায় এর তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(উল্লেখ্য, এখানে শুধু দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত জানতে হলে অনুল্লিখিত شبه الفعل-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

উদাহরণ ও তারকীব :

ক. حرف الجر বাক্যের মাঝে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(বাতিটি কামরায় আছে।)

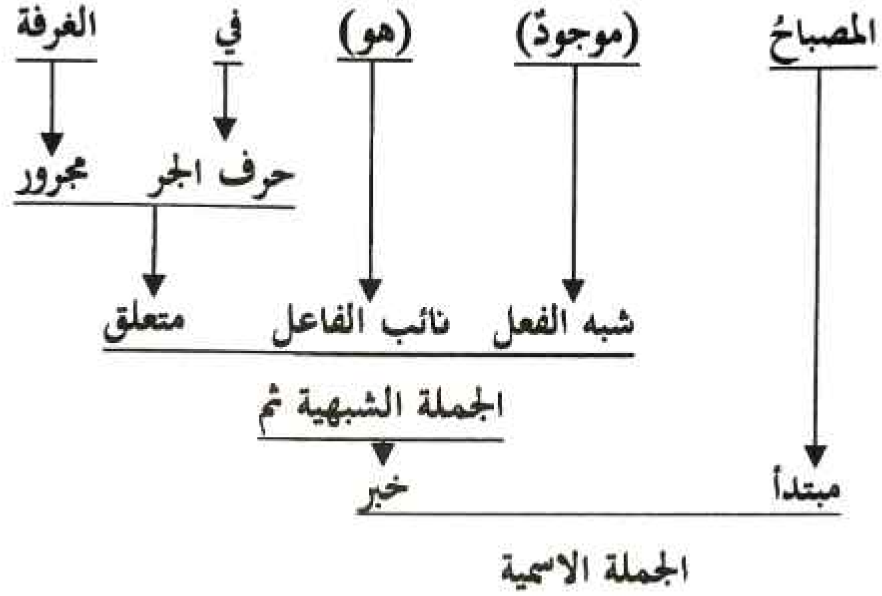

খ. حرف الجر বাক্যের শুরুতে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(কামরায় একটি বাতি আছে।)

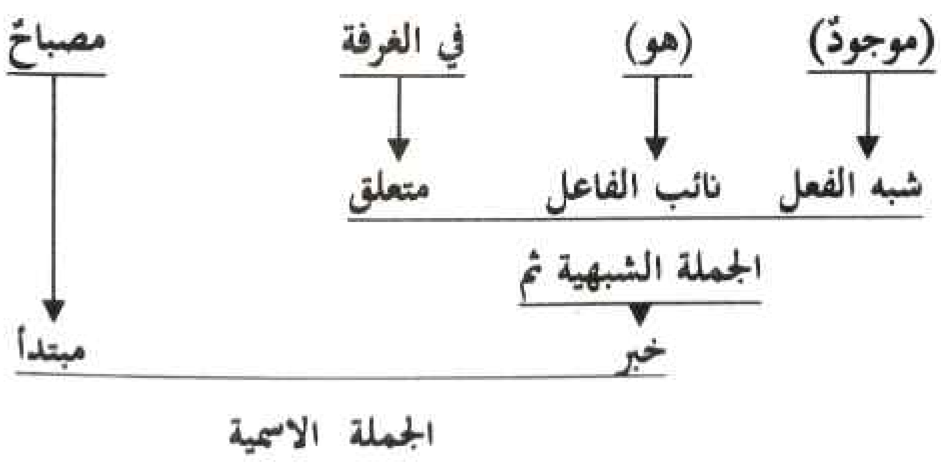

ষষ্ঠ প্রকার : খবরটি الجملة الاسمية হয়। যেমন : الكتابُ قصتُه جميلةٌ. (বইয়ের গল্পটি সুন্দর।) বা ماجد أبوه عالم. (মাজেদের পিতা আলেম।)

উদাহরণ ও তারকীব :

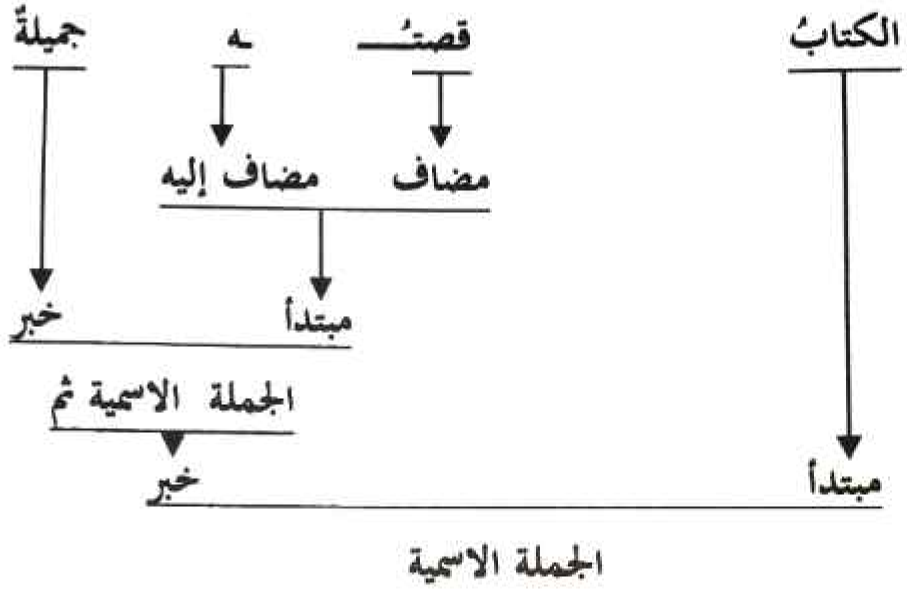

সপ্তম প্রকার : খবরটি الجملة الفعلية হয়। যেমন : خالدٌ قام أبوه.

উদাহরণ ও তারকীব :

(খালেদের পিতা দাঁড়িয়েছে।)

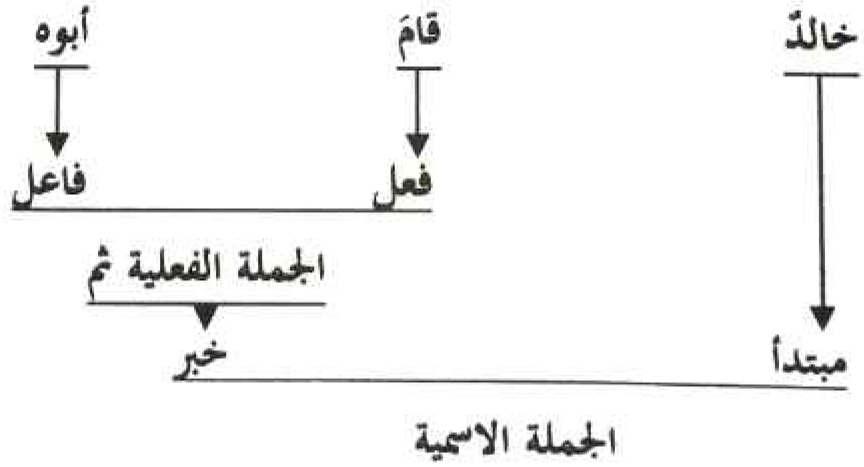

نَحْوٌ، مِثْلٌ، كافُ التشبيهِ খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

نحو ও مثل অর্থ 'উদাহরণ; উপমা; দৃষ্টান্ত'। ك অর্থ 'ন্যায়; মতো'। এই তিনটি শব্দ দ্বারা যদি উদাহরণ পেশ করা হয় তাহলে তা তারকীবে খবর হয়। আর مبتدأ হয় উহ্য مثاله বা مثالها কিংবা نظيره বা نظيرها

ক. نحو ও مثل এ-দুটি শব্দ পরবর্তী শব্দের দিকে مضاف হয়ে খবর হয়। যেমন :

১. وعلامته صحة الإخبار عنه

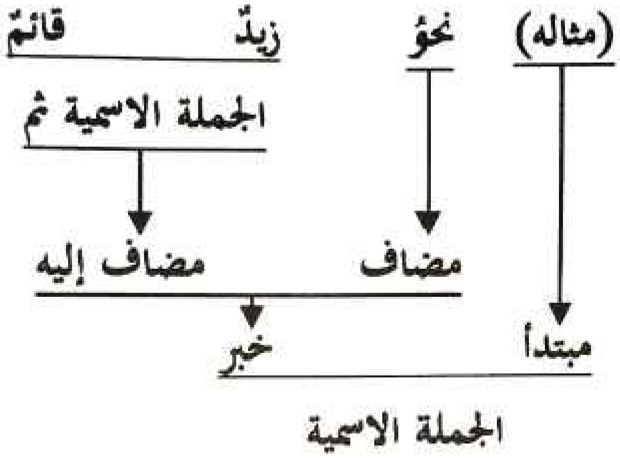

২. وما يسكن في البيوت مكروهٌ

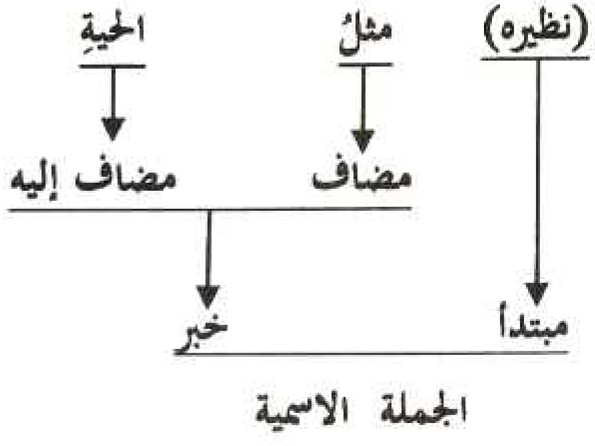

খ. كاف التشبيه তার مجرور-কে নিয়ে উহ্য কোনো شبه الفعل-এর সাথে متعلق হয়ে খবর হয়। যেমন :

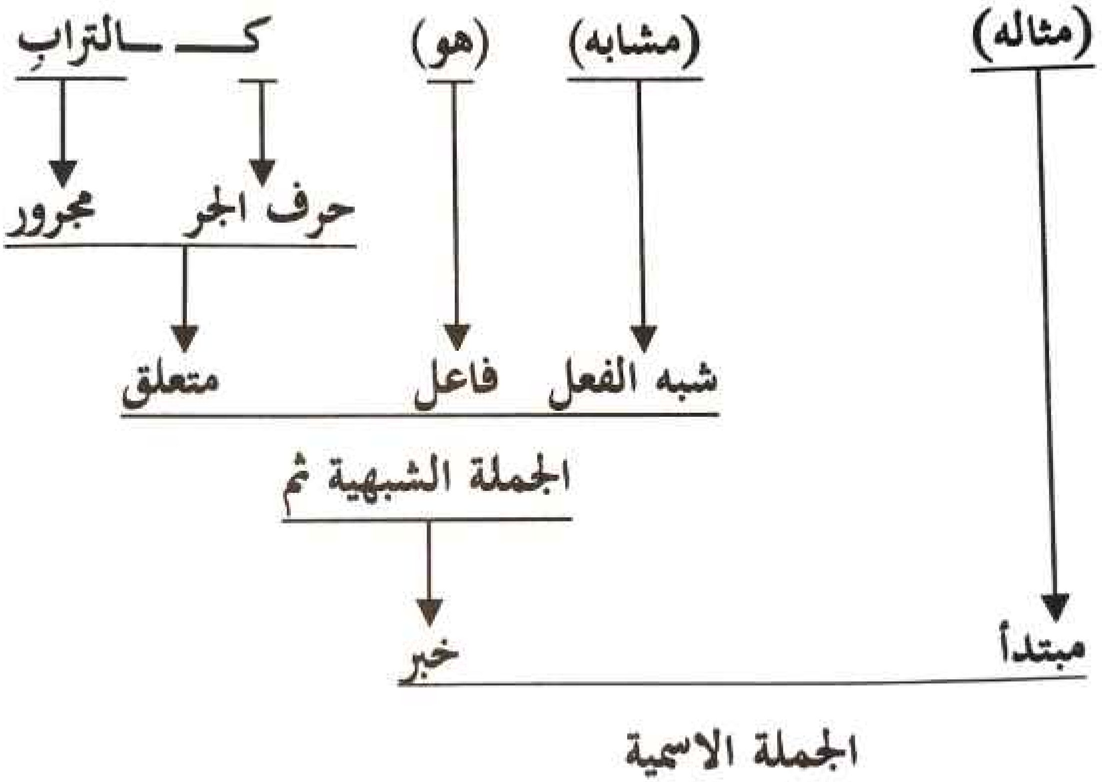

ضَمِيْرُ الفَصْلِ
সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

কখনো-কখনো مبتدأ ও خبر-এর মাঝে একটি যমীর আনা হয়ে থাকে। এই যমীরের উদ্দেশ্য দুটি। যথা :

১. বাক্যে কিছুটা তাকীদ সৃষ্টি করা।
২. মুবতাদা ও খবরের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা, অর্থাৎ এ-কথা বোঝানো যে, যমীরের পরবর্তী শব্দটি صفة নয়, বরং খবর।

তারকীব : এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা :

ক. ضمير الفصلটি হরফ হিসাবে গণ্য হয়। এর ই'রাবগত কোনো স্থান থাকে না। যেমন : (যায়েদই পরিশ্রমী।)

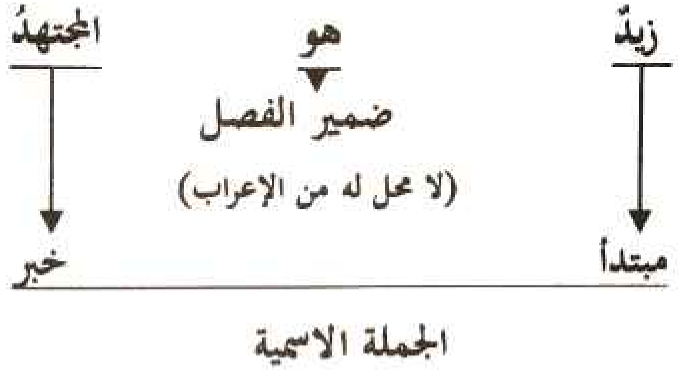

খ. ضمير الفصلটি দ্বিতীয় মুবতাদা হয়। যেমন :

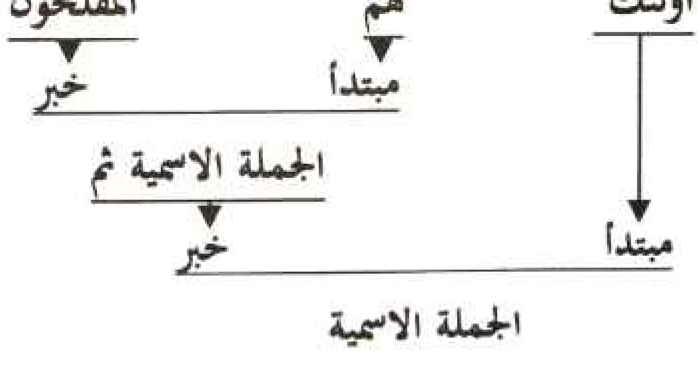

উল্লেখ্য, ضمير الفصل টি যদি كان زيدٌ هو المجتهدُ এ-জাতীয় বাক্যে আসে তাহলে তা শুধু দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তারকীব হয়; প্রথম পদ্ধতিতে হয় না। কারণ, المجتهد শব্দটি مرفوع হয়েছে। আর مرفوع শব্দ فعل ناقص-এর খবর হতে পারে না।

صِفَةٌ ও مَوْصُوْفٌ সম্পর্কে আলোচনা

موصوف-এর পরিচয় : যে-ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ বা দোষ বর্ণনা করা হয় তাকে موصوف বা منعوت বলে।

صفة-এর পরিচয় : যে-শব্দ বা বাক্য পূর্ববর্তী শব্দের গুণ বা দোষ বর্ণনা করে তাকে صفة বা نَعْتٌ বলে। যেমন : هذا كتابٌ جديدٌ. ও القميصُ الوسخُ قديمٌ. এখানে جديدٌ ও الوسخُ শব্দদুটি পূর্ববর্তী كتابٌ ও القميصُ-এর গুণ ও দোষ বুঝিয়েছে। তাই جديد ও الوسخ শব্দদুটি হলো صفة আর كتاب ও القميص শব্দদুটি হলো موصوف

النعت الحقيقي-এর পরিচয় : যে نعت সরাসরি منعوت-এর গুণ প্রকাশ করে তাকে النعت الحقيقي বলে। যেমন : هو تلميذٌ ذكيٌ. এখানে ذكي শব্দটি تلميذ-এর সরাসরি গুণ প্রকাশ করেছে। তাই তাকে النعتُ الحقيقيُّ বলে।

النعتُ السَّبَبِيُّ-এর পরিচয় : যে نعت সরাসরি منعوت-এর নয়, বরং منعوت-এর সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুর গুণ প্রকাশ করে তাকে النعت السببي বলে। যেমন : هو رجلٌ مجتهدٌ ولدُه. (সে এমন লোক যার ছেলে পরিশ্রমী।) এখানে مجتهد শব্দটি পূর্ববর্তী رجل-এর নয়, বরং পরবর্তী ولده-এর গুণ প্রকাশ করেছে, যা رجل-এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, অর্থাৎ তার ছেলে।

صفة-এর প্রকারসমূহ

صفة মোট পাঁচ প্রকার :

প্রথম প্রকার : جديدٌ، جميلٌ، ماهرٌ، مجتهدٌ، عليمٌ، أجملُ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ।

দ্বিতীয় প্রকার : الجملة الاسمية অর্থাৎ هي تلميذةٌ বা هذا قميصٌ لونُه جميلٌ. ذكاؤُها حادٌّ. ইত্যাদি বাক্য।

তৃতীয় প্রকার : الجملة الفعلية অর্থাৎ هذا كتابٌ বা هو رجلٌ لا يترك الجماعةَ. ينفعكَ. এ-জাতীয় বাক্য।

চতুর্থ প্রকার : شِبْهُ الجملةِ অর্থাৎ صفةটি এমন اسم مشتق হয়, যার পরে فاعل، مفعول به، مفعول فيه، متعلق ইত্যাদি কোনো معمول রয়েছে। যেমন : هذا بيتٌ جميلٌ منظرُه، هو رجلٌ مُطْعِمٌ الجائعَ، هو تلميذٌ مجتهدٌ في الدراسةِ.

পঞ্চম প্রকার : اسمٌ جامدٌ مُؤَوَّلٌ باسمٍ مشتقٍ অর্থাৎ صفةটি এমন اسم جامد হয়, যাকে একটি اسم مشتق দ্বারা তাবীল অর্থাৎ ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। যেমন : هو تاجرٌ عدلٌ. অর্থাৎ هو تاجرٌ عادلٌ. এবং أَدْعُ عليًا هذا. অর্থাৎ أَدْعُ عليًا المشارَ إليه. ইত্যাদি বাক্য।

১ম প্রকার صفة

جديدٌ، جميلٌ، ماهرٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

جديدٌ، جميلٌ، ماهرٌ، مظلومٌ، مفتوحٌ، مجتهدٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ যখন ছিফাত হয় তখন তা যেমনিভাবে نكرة হয় তেমনিভাবে معرفةও হয়। যেমন :

ক. ছিফাতটি نكرة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এটি একটি নতুন বই।)

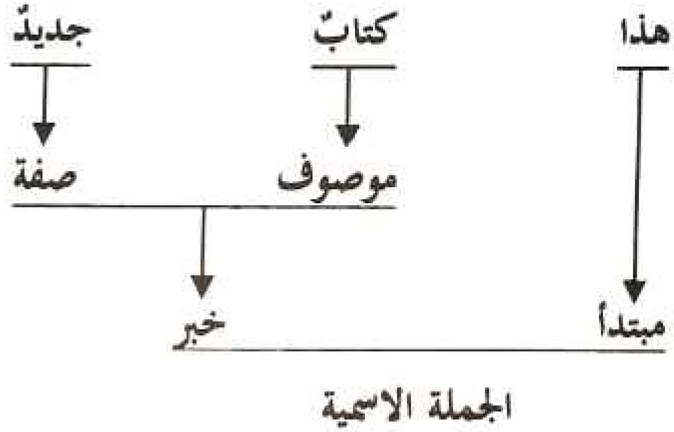

খ. ছিফাতটি معرفة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(নতুন বইটি উপকারী।)

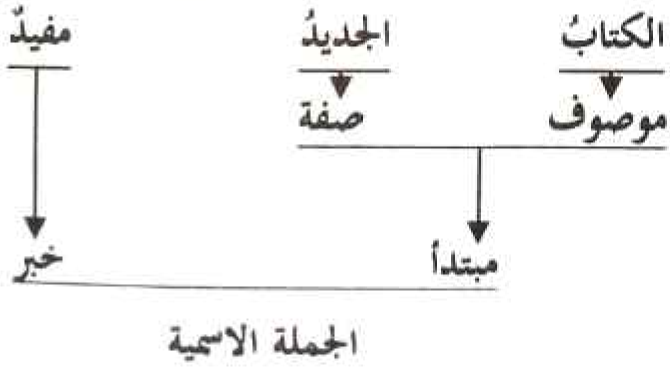

গ. (ছোটো ফাতেমা বুদ্ধিমতী।

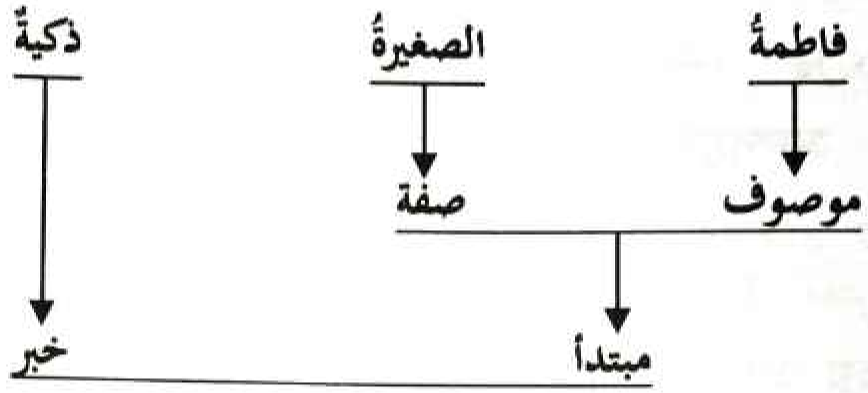

الجملة الاسمية

উল্লেখ্য, এই প্রকার এবং সামনে আসন্ন পঞ্চম প্রকার ছিফাত দশ ক্ষেত্রে তার موصوف-কে অনুসরণ করে থাকে। যথা :

১. رفع ২. نصب ৩. جر (এ-তিনটির যেকোনো একটি ক্ষেত্রে;)

৪. مذكر ৫. مؤنث (এ-দুটির যেকোনো একটি ক্ষেত্রে;)

৬. معرفة ৭. نكرة (এ-দুটির যে-কোনো একটি ক্ষেত্রে;)

৮. واحد ৯. تثنية ১০. جمع (এ-তিনটির যেকোনো একটি ক্ষেত্রে।)

বলাবাহুল্য, ছিফাত যদি উপরোক্ত কোনো একটি ক্ষেত্রে তার موصوف-কে অনুসরণ না করে তাহলে তা আর ছিফাত হয় না। যেমন : الكتابُ جميلٌ. এখানে معرفة ও نكرة-এর ক্ষেত্রে صفة তার موصوف-কে অনুসরণ করেনি। তাই তা খবর হয়েছে।

২য় প্রকার صفة

الجملة الاسمية ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

যদি কোনো نكرة শব্দের পরে الجملة الاسمية আসে তাহলে তা ছিফাত হয়। আর পূর্ববর্তী نكرة শব্দটি হয় موصوف তখন জুমলার মাঝে এমন একটি যমীর থাকা আবশ্যক, যা পূর্ববর্তী موصوف-এর দিকে ফিরবে। যেমন :

ক. (এটি এমন জামা যার রং সুন্দর।)

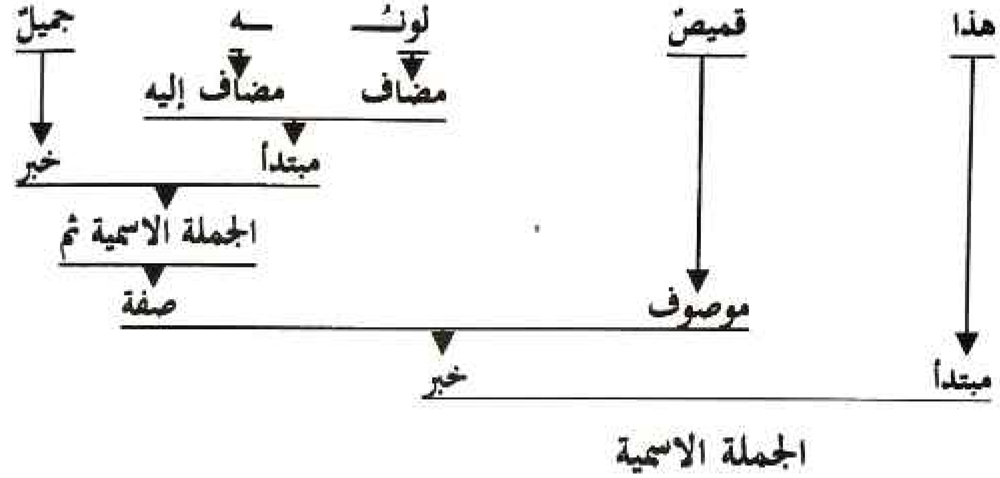

খ. (ফাতেমা এমন একটি বল দ্বারা খেলেছে যার রং সুন্দর।)

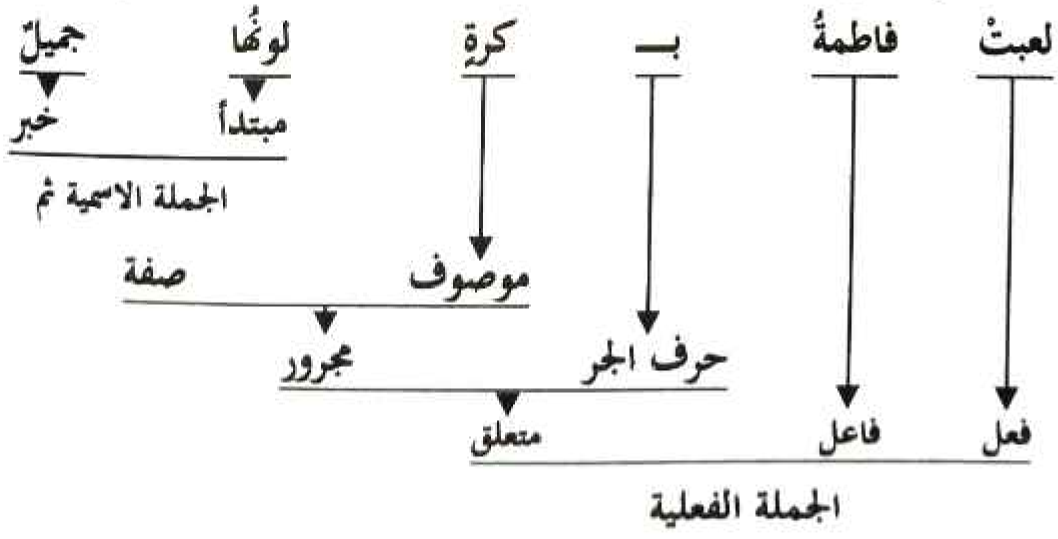

গ. (এমন একজন লোক মৃত্যুবরণ করেছে, যার সততা প্রসিদ্ধ।)

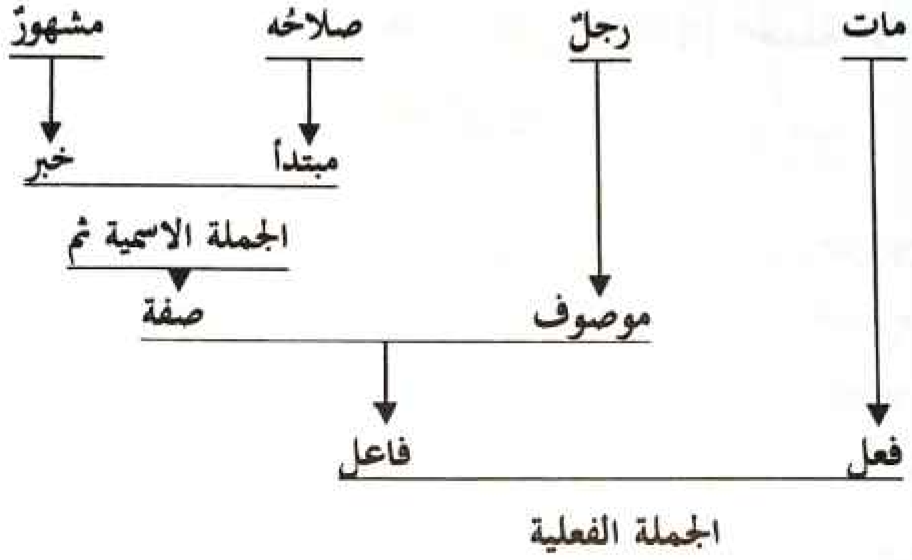

৩য় প্রকার صفة

الجملة الفعلية ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

الجملة الاسمية-এর ন্যায় যদি কোনো نكرة শব্দের পরে الجملة الفعلية আসে তাহলে তা ছিফাত হয়, আর পূর্ববর্তী শব্দটি হয় موصوف তখন জুমলার মাঝে এমন একটি যমীর থাকা আবশ্যক, যা পূর্ববর্তী موصوف-এর দিকে ফিরবে। যেমন :

ক. (এটি এমন বই যা তোমাকে উপকার করবে।)

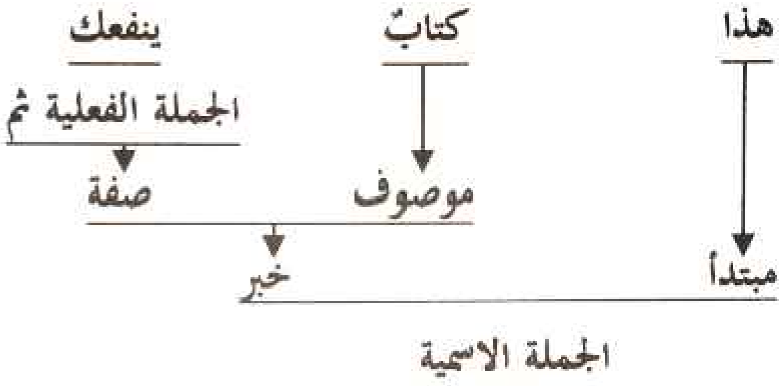

খ. (এটি এমন জাল, যা দ্বারা শিকারী নদীতে মাছ শিকার করে।[১])

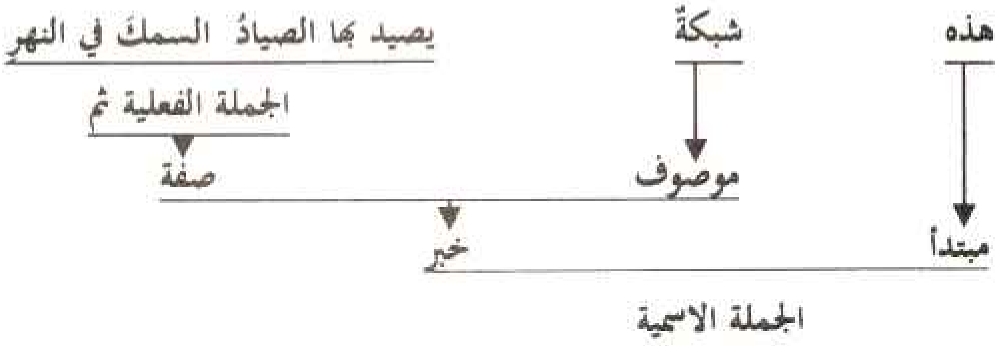

[১] ১৯৯৮ সালের কথা, যখন আমি মাদরাসাতুল মাদীনায় প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা.-এর নিকট الطريق إلى العربية-এর দারস গ্রহণ করি তখন তিনি জুমলা ছিফাত হওয়ার পড়াটি তামরীন করানোর সময় উপরোক্ত বাক্যটি ব্যবহার করে ছিলেন। ২২ বছর পরও স্মৃতিটি আজও জ্বলজ্বল করছে। আল্লাহ আমাদের ওপর তাঁর ছায়া স্থায়ী করুন।

খ. (তুমি এমন বই পড়ো, যা তোমার অন্তরকে আলোকিত করবে।)

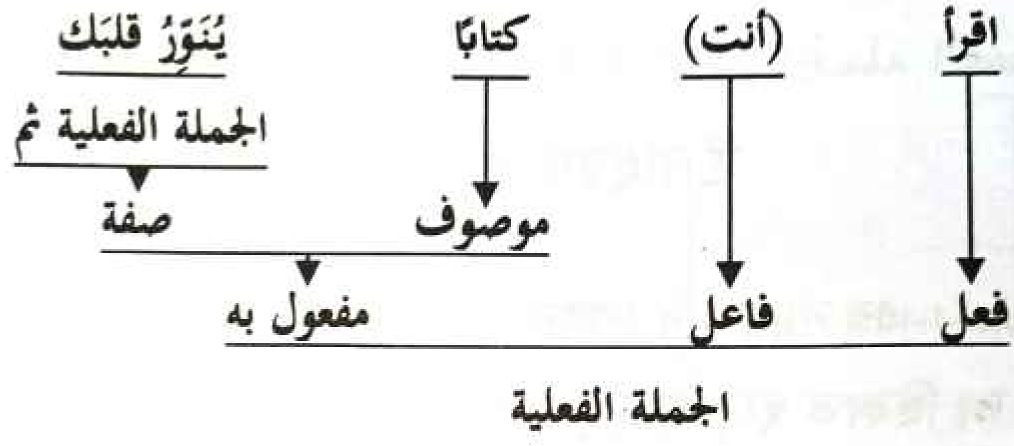

উল্লেখ্য, জুমলা اسمية হোক, কিংবা فعلية হোক কখনো তা معرفة-এর ছিফাত হয় না। সুতরাং, পূর্ববর্তী শব্দটি যদি معرفة হয় তাহলে জুমলাটি হাল হয়। যেমন : رأيتُ الرجلَ يصلي. (আমি লোকটিকে নামায পড়তে দেখেছি।) এখানে يصلي বাক্যটি الرجل-এর হাল হয়েছে।

৪র্থ প্রকার صفة

شبهُ الجملةِ ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

প্রথমে মনে রাখতে হবে যে. شبه الجملة গঠিত হয় شبه الفعل দ্বারা। আর شبه الفعل বলা হয়– اسم الفاعل والمفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم التفضيل، اسم الظرف، المصدر ইত্যাদি শব্দকে, যদি এগুলোর পরে فاعل، متعلق، مفعول فيه، مفعول به ইত্যাদি কোনো معمول থাকে। (এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য شبه الفعل-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

شبه الفعل দুই প্রকার। যথা : উল্লিখিত ও অনুল্লিখিত।

ক. উল্লিখিত شبه الفعل ছিফাত হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (মিষ্টি পানিবিশিষ্ট নদীটি লম্বা।)

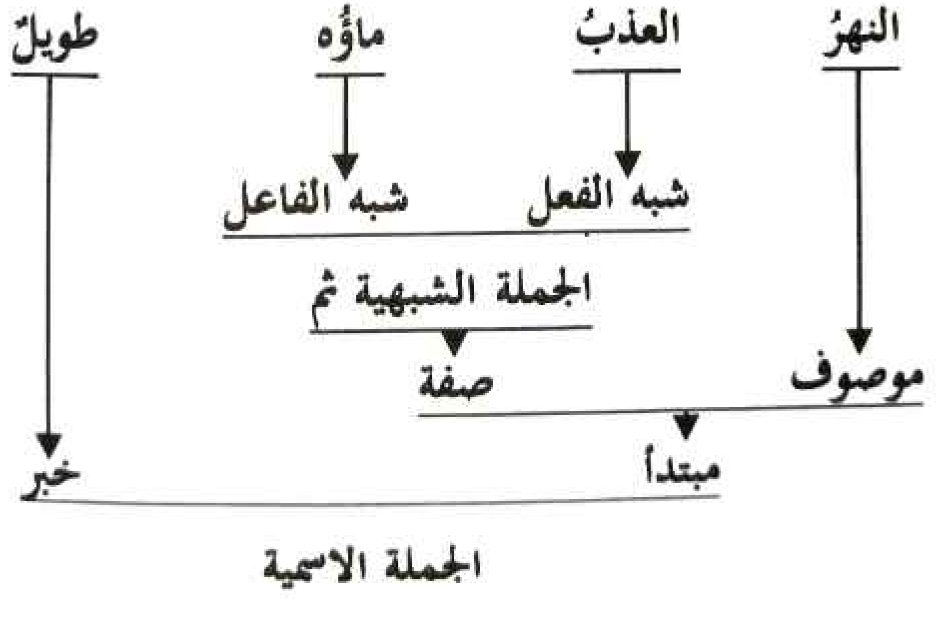

২. (অনেক ইলমের অধিকারী আলেম মৃত্যুবরণ করেছেন।)

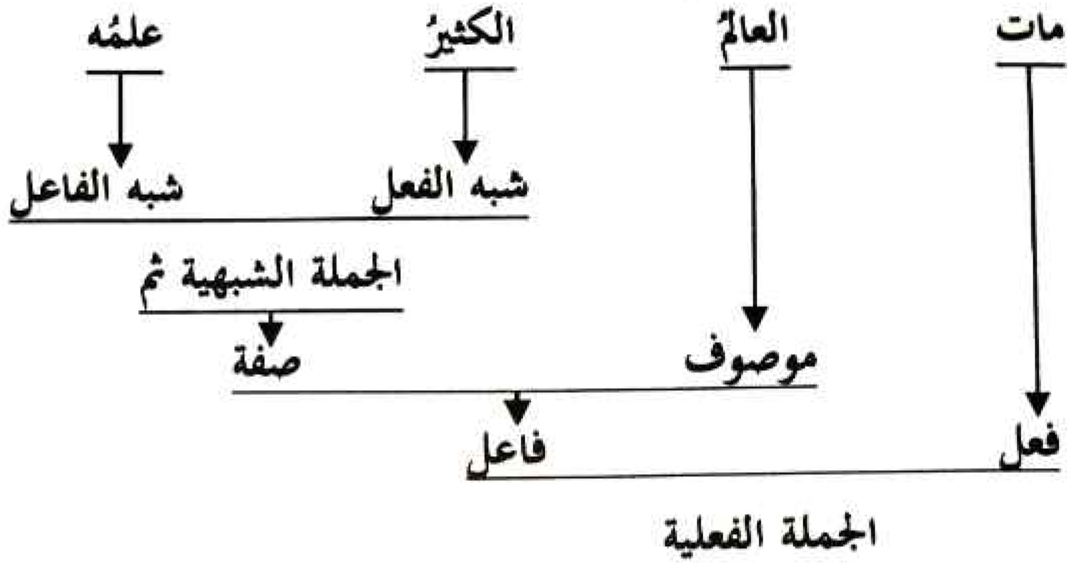

খ. অনুল্লিখিত شبه الفعل ছিফাত হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র উত্তর দিয়েছে।)

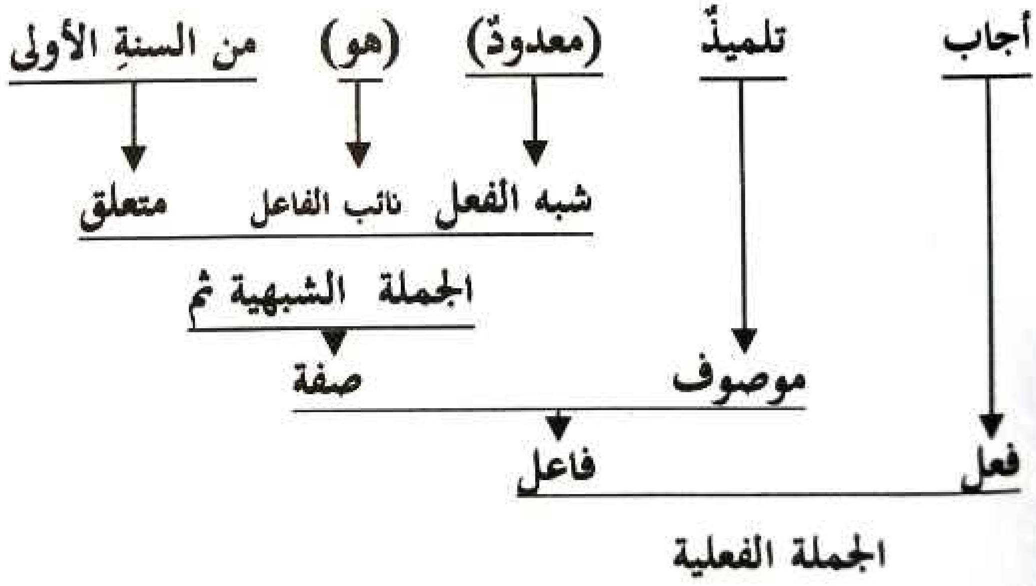

৫ম প্রকার صفة

اسمٌ جامدٌ مُؤَوَّلٌ باسمٍ مُشْتَقٍّ ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা ও উদাহরণ

স্মর্তব্য, صفة-এর মূল হলো اسم مشتق অর্থাৎ جديد، ماهر، عليم ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ হওয়া। কিন্তু কখনো-কখনো اسم جامد অর্থাৎ অপরিবর্তিত শব্দও ছিফাত হয়ে থাকে। তখন তাকে একটি اسم مشتق দ্বারা তাবীল করে নিতে হয়। এ-ধরনের ছিফাত মোট নয় প্রকার : যথা :

১. مصدر যেমন : هو رجلٌ عدلٌ (أي) عادلٌ. (তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ লোক।)

২. اسم الإشارة যেমন : أُدْعُ عليًا هذا (أي المشارَ إليه). (ইশারাকৃত এই আলীকে ডাকো।)

৩. ذو ও ذات যেমন : راشدٌ رجلٌ ذو علمٍ (أي صاحبُ علمٍ)، فاطمةُ امرأةٌ ذاتُ صلاحٍ (أي صاحبةُ صلاحٍ).

৪. ওই اسم الموصول যার পূর্বে ال-যুক্ত শব্দ রয়েছে। যেমন : مات الرجلُ الذي مرض أمسِ (أي المريض). (ওই লোকটি মারা গিয়েছে, যে গতকাল অসুস্থ হয়েছে।)

৫. عدد অর্থাৎ সংখ্যা। যেমন : لعب أولادٌ خمسةٌ (أي معدودٌ بهذا العدد). (এমন কয়েকটি ছেলে খেলেছে, যাদের সংখ্যা পাঁচ।)

৬. ياء النسبة-যুক্ত শব্দ। যেমন : هو رجلٌ بنغلاديشيٌّ (أي منسوبٌ إلى بنغلاديشَ). (সে বাংলাদেশি লোক।)

৭. শব্দটি তুলনা বোঝাবে। যেমন : رأيتُ رجلًا أسدًا (أي شجاعًا). (আমি একজন সাহসী লোক দেখেছি।)

৮. ما النكرة যা অস্পষ্টতা বোঝায়। যেমন : أُدْعُ رجلًا مَّا (أي مطلقًا غيرَ مُقَيَّدٍ بصفة ما.) (তুমি যে-কোনো একজন লোককে ডাকো।)

৯. كل ও أي যা موصوف-এর পূর্ণতা বোঝায়। যেমন : أنت رجلٌ أيُّ رجلٍ. অর্থাৎ كاملٌ في الرُّجُوْلِيَّةِ এবং أنت رجل كُلُّ الرجلِ. অর্থাৎ كاملٌ في الرجولية (তুমি পূর্ণ লোক।)

غير ছিফাত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

غير অর্থ 'অ'। এটি جديد، جميل، ماهر ইত্যাদি কোনো গুণবাচক শব্দের পূর্বে আসে এবং তারকীবে مضاف ও مضاف إليه হয়ে صفة হয়। যেমন:

ক. موصوفটি نكرة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(সে অদক্ষ খেলোয়াড়।)

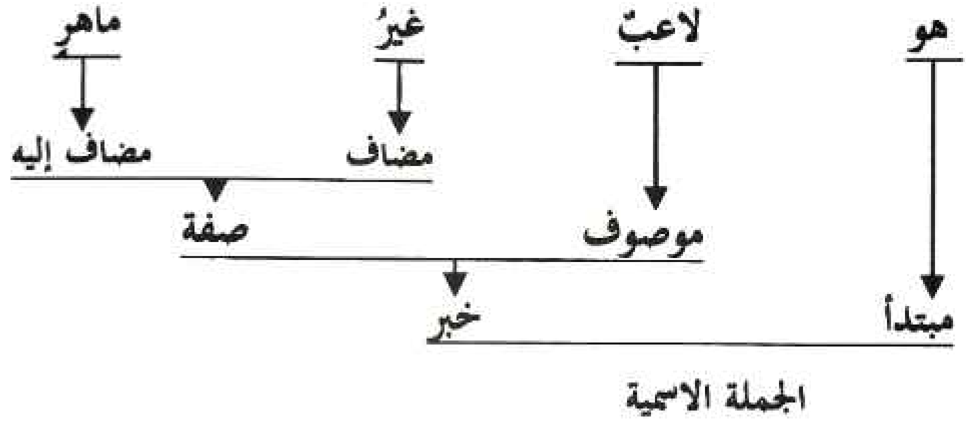

খ. موصوفটি معرفة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই অপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড়টি নতুন।)

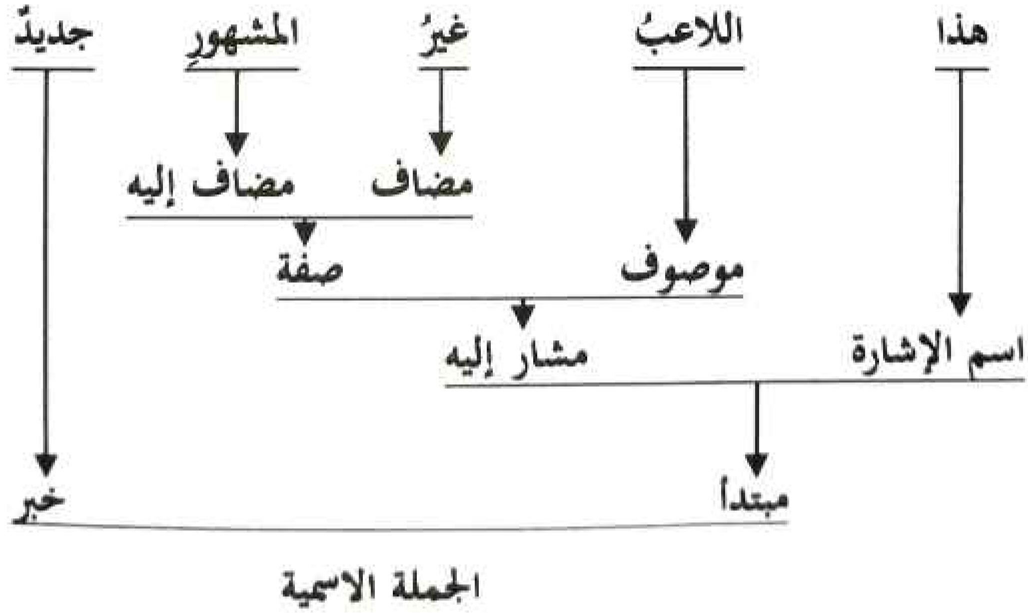

اِسْمُ الإِشَارَةِ ও مُشَارٌ إِلَيْهِ সম্পর্কে আলোচনা

اسم الإشارة-এর পরিচয় : هذا، هذه، ذلك، تلك ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে ইশারা করা হয় তাহলে এগুলোকে أسماء الإشارة বলে। একটিকে اسم الإشارة বলে।

مشار إليه-এর পরিচয় : هذا، هذه، ذلك، تلك ইত্যাদি শব্দের পরবর্তী শব্দ যদি ال-যুক্ত হয় তাহলে তাকে مشار إليه বলে। যেমন : هذا الكتابُ جديدٌ এখানে هذا হলো اسم الإشارة আর الكتاب হলো مشار إليه কারণ, তা ال-যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে, اسم الإشارة-এর পরবর্তী শব্দটি যদি ال-যুক্ত না হয় তাহলে তা مشار إليه হয় না। বরং, খবর হয়। যেমন : هذا كتابٌ.

اسم الإشارة ও مشار إليه-এর তারকীব

اسم الإشارة ও مشار إليه মিলে সর্বদা বাক্যের অংশ হয়। অর্থাৎ مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، مجرور ইত্যাদি হয়।

ক. اسم الإشارة ও مشار إليه মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (এই বইটি নতুন।)

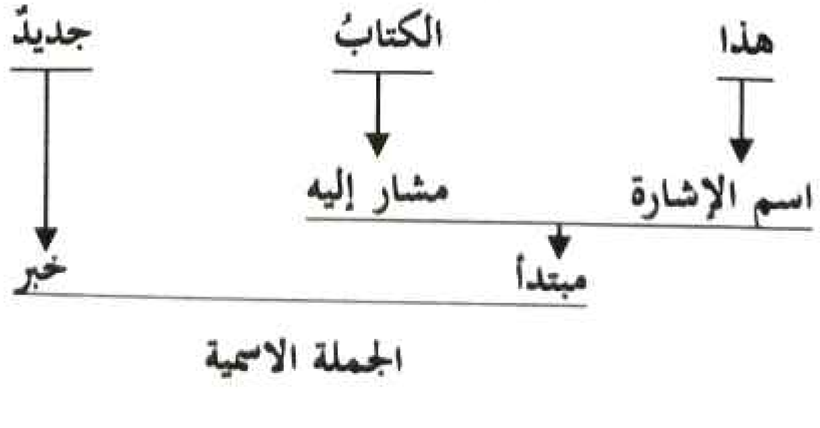

২. (এই মাদরাসাটি প্রসিদ্ধ।)

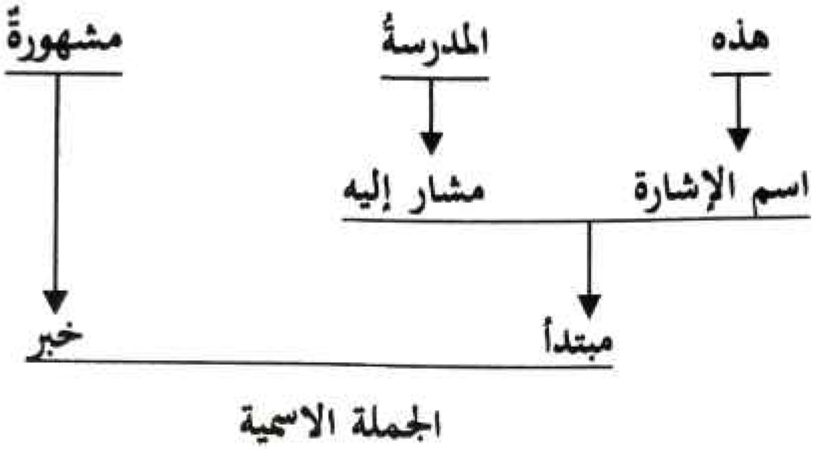

খ. শুধু اسم الإشارة **বা** اسم الإشارة **ও** مشارة إليه **মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :**

১. (আমাদের মাদরাসা হলো এটি।)

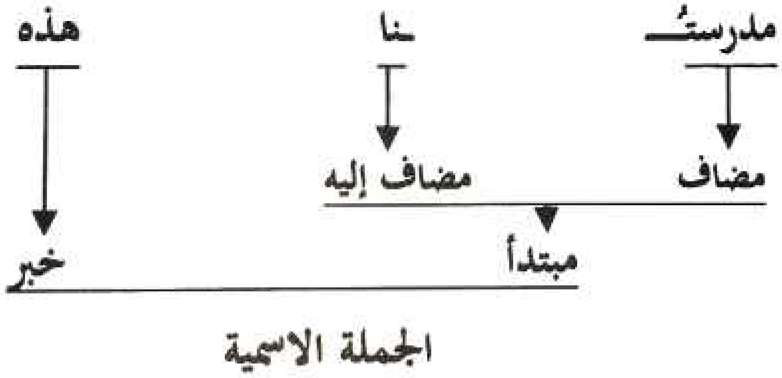

২. (আমাদের সহপাঠী হলো এই ছেলেটি।)

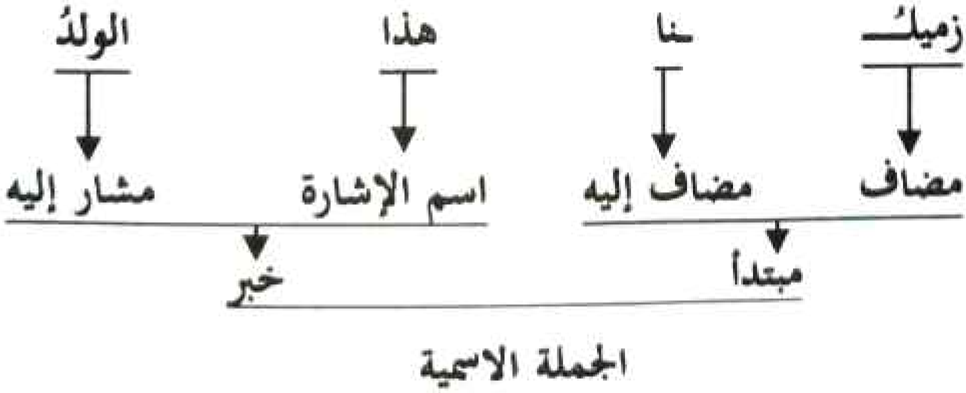

গ. اسم الإشارة ও مشارة إليه মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই ছাত্রটি পড়েছে।)

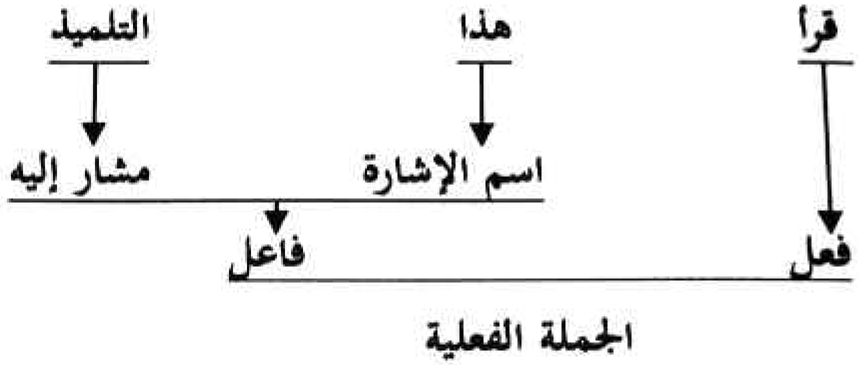

ঘ. اسم الإشارة ও مشار إليه মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকী

(ফাতেমা এই গাছটি রোপণ করেছে।)

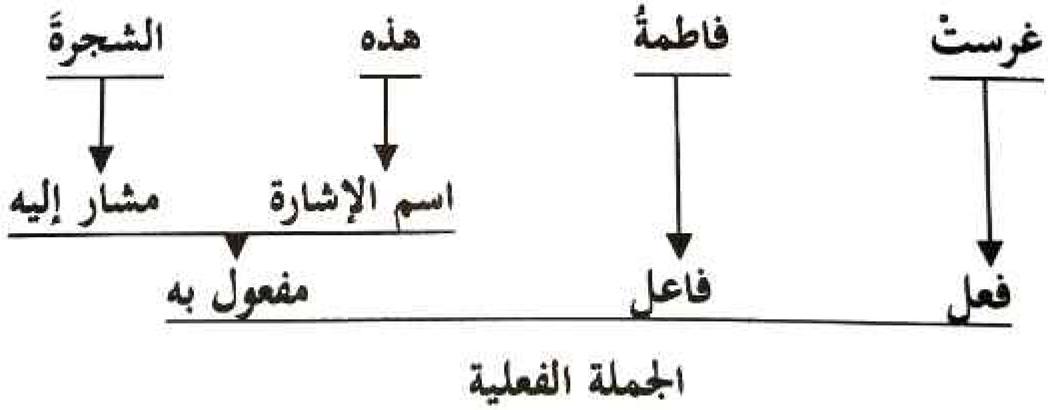

ঙ. اسم الإشارة ও مشار إليه মিলে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

(শিক্ষক এই কলম দ্বারা লিখেছেন।)

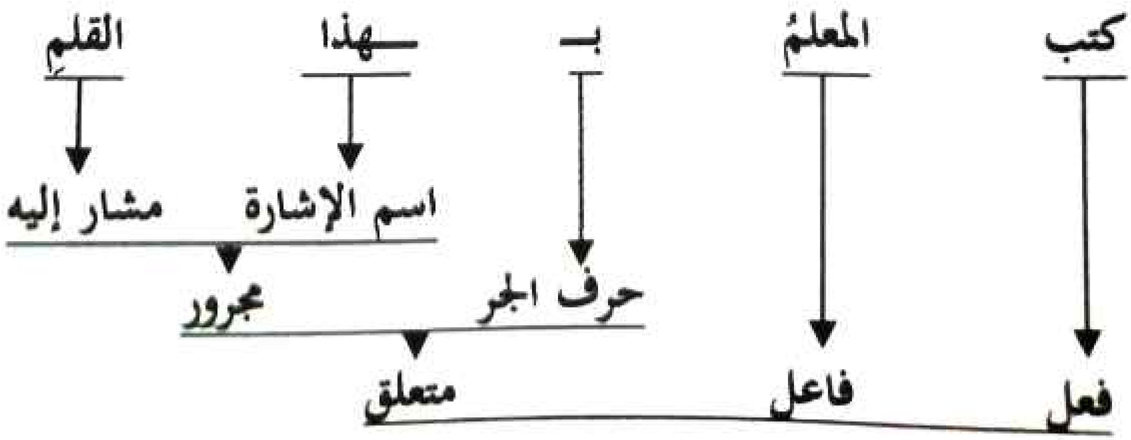

নাম ও مضاف-এর اسم الإشارة-এর ব্যবহার ও তারকীব

اسم الإشارة সাধারণত مشار إليه-এর আগে আসে। কিন্তু مشار إليه যদি ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম অর্থাৎ علم হয়, কিংবা مشار إليه যদি مضاف হয় তাহলে اسم الإشارةটি তাদের পরে আসে এবং তারকীবে صفة হয়। আর مشار إليهটি হয় موصوف যেমন :

ক. নামের সাথে اسم الإشارة-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(এই রাশেদ মেধাবী।)

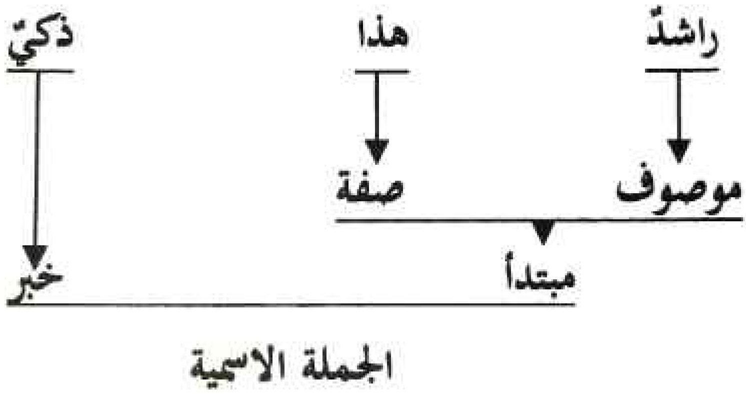

খ. مضاف-এর اسم الإشارة-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(ফাতেমার এই হার দামী।)

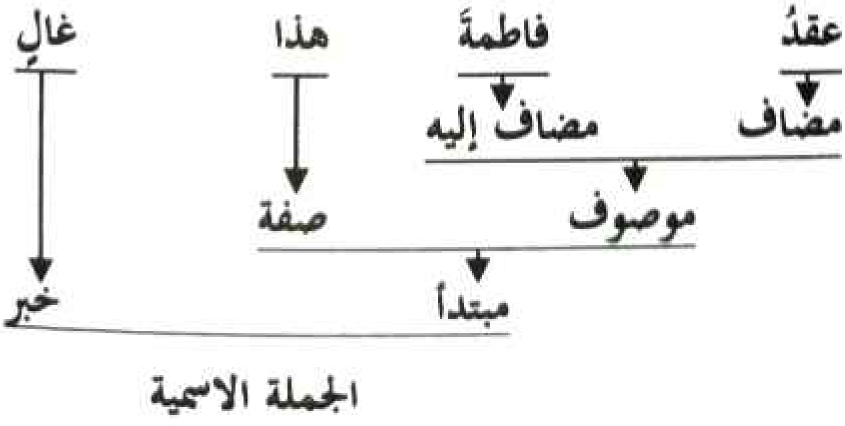

বলাবাহুল্য, কারো-কারো মতে اسم الإشارة ও مشار إليه-কে সকল ক্ষেত্রে موصوف ও صفة কিংবা مبدل منه ও بدل কিংবা مُبَيَّنٌ ও تَبْيِيْنٌ দ্বারাও তারকীব করা যায়।

إِضَافَةٌ সম্পর্কে আলোচনা

إضافة অর্থ 'মিলানো; যুক্ত করা; সংযুক্ত করা; মুযাফ বানানো'। পরিভাষায় إضافة অর্থ হলো– দুটি শব্দের একটিকে অপরটির সাথে মিলানো বা সংযুক্ত করা। যেমন : كتابي، كتابُ راشدٍ، عندَ فاطمةَ ইত্যাদি।

এখানে তিনটি উদাহরণে দুটি করে শব্দ রয়েছে। إضافة-এর পূর্বে প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা-আলাদা ছিল এবং উভয়টির হরকত ছিল পেশ। কিন্তু যখন দুটি শব্দের মাঝে إضافة করা হয়েছে তখন শব্দদুটি শব্দগতভাবে ও অর্থগতভাবে একত্রিত হয়ে গিয়েছে এবং প্রথম শব্দের ই'রাব হয়েছে রফা' আর দ্বিতীয় শব্দের ই'রাব হয়েছে জর।

إضافة-এর অংশ ও পরিচয়

إضافة-এর সর্বনিম্ন অংশ দুটি। প্রথমটিকে مُضَافٌ বলে। مضاف সর্বদা পেশযুক্ত হয়। আর দ্বিতীয়টিকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে। مضاف إليه সর্বদা যেরযুক্ত হয়।

উল্লেখ্য, إضافة-এর অংশ যেমন দুটি হতে পারে তেমনি দুইয়ের অধিকও হতে পারে। যেমন : كتابُ ولدِ راشدٍ (রাশেদের ছেলের বই।) এমতাবস্থায় প্রথম শব্দটি হয় مضاف আর সর্বশেষ শব্দটি হয় مضاف إليه আর মাঝের শব্দগুলো হয় مضاف إليه مضاف আর مضاف إليه مضاف সর্বদা ال-মুক্ত হয় এবং যেরবিশিষ্ট হয়।

إضافة-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলামত

إضافة-এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলামত নিম্নরূপ :

১. বাংলায় দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দের মাঝে 'র' আসা। যেমন : রাশেদে'র' বই, মাদরাসা'র' ছাত্রে'র' বই ইত্যাদি। তবে, কখনো-কখনো বাংলায় 'র' এই আলামতটি উহ্য থাকে। যেমন : সেলাই মেশিন। রেলস্টেশন ইত্যাদি। মূলত ছিল 'সেলাইয়ের মেশিন' বা 'রেলের স্টেশন'।

২. প্রথম শব্দের শুরুতে ال না থাকা।

৩. مضاف ও مضاف إليه-এর মাঝে কখনো واو، فاء، ثم ইত্যাদি حرف العطف না থাকা।

৪. مضاف ও مضاف إليه-এর মাঝে واحد، تثنية، جمع এবং رفع، نصب، جر এবং مذكر، مؤنث এবং معرفة، نكرة ইত্যাদি দশ ক্ষেত্রে কোনো মিল না থাকা।

৫. مضاف إليه টি مضاف-এর–

ক. মালিকানা বোঝানো। যেমন : كتابُ راشدٍ

খ. আত্মীয়তা বোঝানো। যেমন : ولدُ راشدٍ

গ. অংশ বোঝানো। যেমন : وجهُ راشدٍ

ঘ. অধিকার বোঝানো। যেমন : طاعةُ الوالدينِ

إضافة-এর ক্ষেত্রসমূহ

إضافة-এর ক্ষেত্র মোট সাতটি। যথা :

১. ضمير مجرور متصل بالإضافة যেমন : كتابي ও كتابهم ইত্যাদি।

২. علم অর্থাৎ ماجد، خالد، محمود، فاطمة، عائشة ব্যক্তির ইত্যাদি একক নাম, কিংবা باكستان، مكة، دلهي، داكا বস্তুর ইত্যাদি একক নাম। যেমন : كتابُ ماجدٍ ও عاصمةُ داكا কিংবা ব্যক্তি বা বস্তুর সাধারণ নাম। যেমন : بنت، ولد، معلم، مدرسة বা قلم، كتاب ইত্যাদি নাম। যেমন : كتابُ المعلمِ، قلمُ الولدِ.

৩. اسم الظَّرْفِ অর্থাৎ بين، لدى، دون، بعد، قبل، تحت، فوق، أمام، عند স্থান বা কালবাচক ইত্যাদি শব্দ। যেমন : أمام المدرسة، قبل العصر.

৪. أولو، ذو، بعض، كل، غير ইত্যাদি শব্দ। যেমন : غيرُ جديدٍ، كلُّ تلميذٍ، ذُوْ علمٍ

৫. তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা। যেমন : ثلاثةُ كُتُبٍ، عَشْرُ نسوةٍ

৬. তিন থেকে দশ পর্যন্ত ভগ্নাংশের শব্দগুলো অর্থাৎ ثُلُثٌ، رُبُعٌ، خُمُسٌ، سُدُسٌ ইত্যাদি শব্দ। যেমন : ثُلُثُ الكتابِ (বইয়ের এক তৃতীয়াংশ)

৭. مِثْلٌ ও نَحْوٌ এ-দুটি শব্দ।

إضافة-এর প্রথম ক্ষেত্র

ضمير مجرور متصل بالإضافة সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

ضمير مجرور متصل بالإضافةগুলো নিম্নরূপ :

كتابِي، كتابنا، كتابكَ، كتابكِ، كتابكما، كتابكما، كتابكم، كتابكن، كتابه، كتابها، كتابهما، كتابهما، كتابهم، كتابهن.

তারকীব : ضمير مجرور متصل তারকীবে مضاف إليه হয় এবং তার مضاف-কে নিয়ে مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، مفعول فيه، مجرور হয়। যেমন :

ক. ضمير مجرور متصل بالإضافة তার مضاف-কে নিয়ে مبتدأ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমার বই নতুন।)

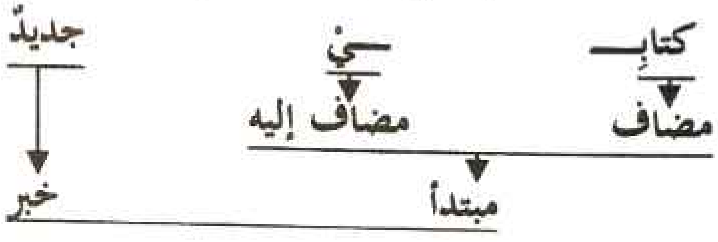

الجملة الاسمية

খ. خبر হওয়ার উদাহরণ : هو معلمُنا. (তিনি আমাদের শিক্ষক।)

গ. فاعل হওয়ার উদাহরণ : رجع أبوكَ. (তোমার পিতা ফিরেছেন।)

ঘ. مفعول به হওয়ার উদাহরণ : انصر أخاكَ. (তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো।)

ঙ. مفعول فيه হওয়ার উদাহরণ : فهمتُ قبلَه. (আমি তার পূর্বে বুঝেছি।)

চ. مجرور হওয়ার উদাহরণ : اكتب به. (তুমি তা দ্বারা লেখো।)

إضافة-এর দ্বিতীয় ক্ষেত্র

ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম অর্থাৎ علم এবং সাধারণ নাম সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

যদি ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম, কিংবা সাধারণ নামের মাঝে إضافة হয় তাহলে তা তারকীবে مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، مجرور ইত্যাদি হয়। যেমন :

ক. مبتدأ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(রাশেদের বই নতুন।)

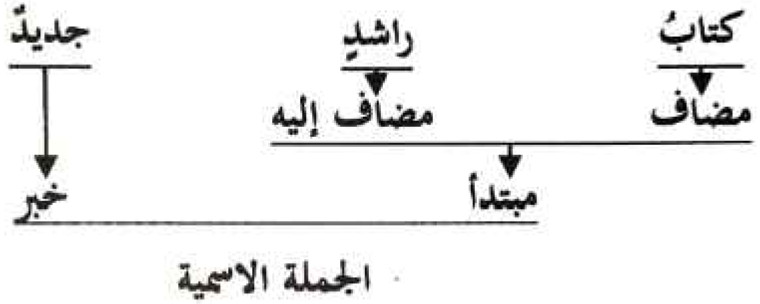

উল্লেখ্য, এখানে مضاف হয়েছে বস্তুর সাধারণ নাম, আর مضاف إليه হয়েছে ব্যক্তির একক নাম।

ক. مبتدأ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমাদের রাশেদ ভদ্র।)

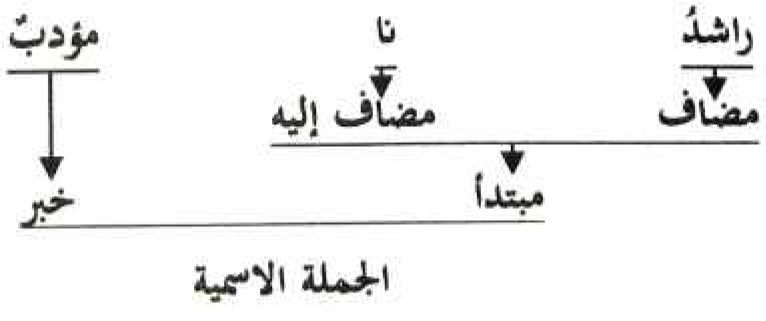

উল্লেখ্য, এখানে مضاف হয়েছে ব্যক্তির একক নাম, আর مضاف إليه হয়েছে যমীর।

খ. خبر হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব (সাধারণ নামের إضافة) :

(এটি মাদরাসার লাইব্রেরী।)

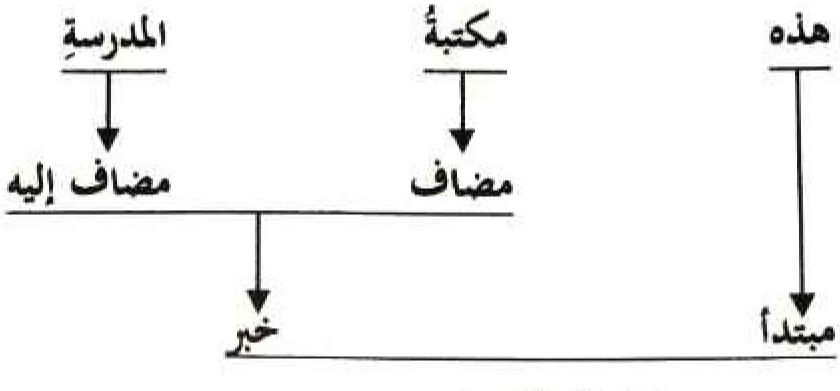

গ. فاعل হওয়ার উদাহরণ : حضر معلمُ المدرسةِ. (মাদরাসার শিক্ষক উপস্থিত হয়েছেন।)

ঘ. مفعول به হওয়ার উদাহরণ : رَكِبتُ سيارةَ السائقِ. (আমি চালকের গাড়িতে আরোহণ করেছি।)

ঙ. مجرور হওয়ার উদাহরণ : كتب المعلمُ على سبورةِ الفصلِ. (শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ডে লিখেছেন।)

উল্লেখ্য, পুরুষ নাম যদি مضاف إليه হয় তাহলে শেষে দুই যের হয়, আর মহিলা নাম যদি مضاف إليه হয় তাহলে শেষে এক যবর হয়। আর সাধারণ নাম যদি مضاف إليه হয় তাহলে শুরুতে ال যুক্ত হয়, আর শেষে এক যের হয়। পক্ষান্তরে مضاف إليه যদি نكرة হয় তাহলে তার শেষে দুই যের হয়।

إضافة-এর তৃতীয় ক্ষেত্র

عند، أمام، قبل، بعد ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

عند، أمام، وراء، فوق، قبل، بعد ইত্যাদি স্থান বা কালবাচক শব্দ সর্বদা إضافة-এর সাথে ব্যবহৃত হয় এবং তারকীবে–

ক. উহ্য شبه الفعل-এর ظرف হয়। যেমন :

১. (হারটি ফাতেমার কাছে আছে।)

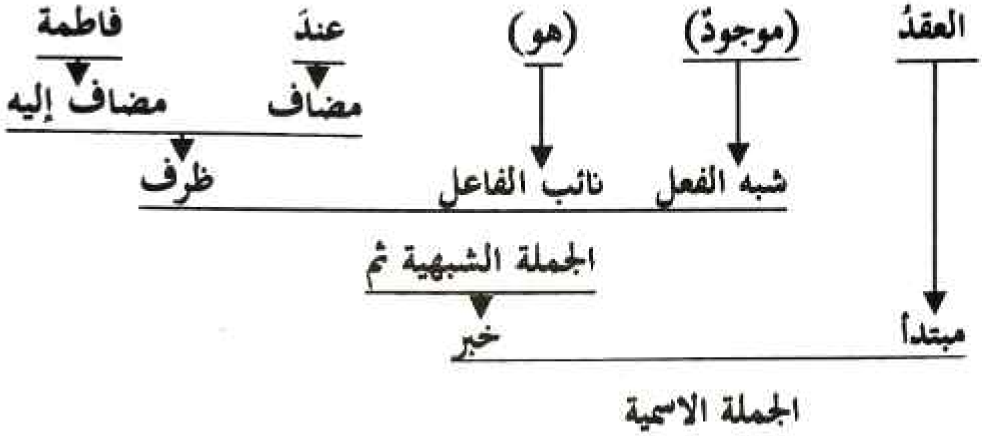

উল্লেখ্য, এখানে عند এই اسم الظرفটি উহ্য موجود এই شبه الفعل-এর সাথে মিলিত হয়ে তারপর জুমলা হয়ে খবর হয়েছে।

২. (আয়েশার কাছে একটি কৌটা আছে।)

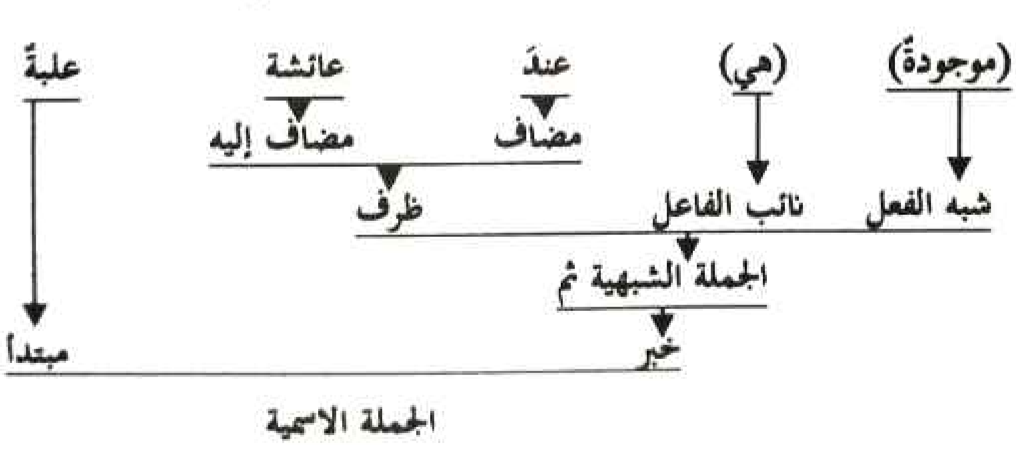

খ. কিংবা সাধারণ ফেয়েলের ظرف হয়। যেমন :

(ছাত্রটি শিক্ষকের সামনে বসেছে।)

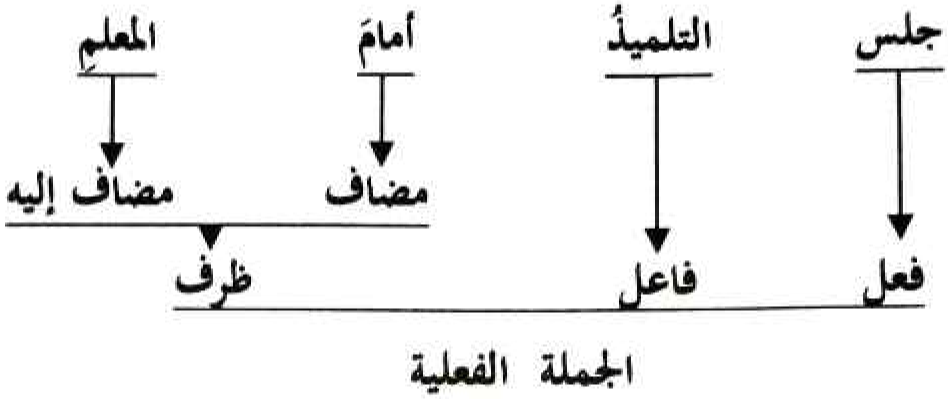

গ. কিংবা مضاف হয়ে কোনো حرف الجر-এর مجرور হয়। যেমন :

(তুমি আমাদের এখান থেকে চলে যাও।)

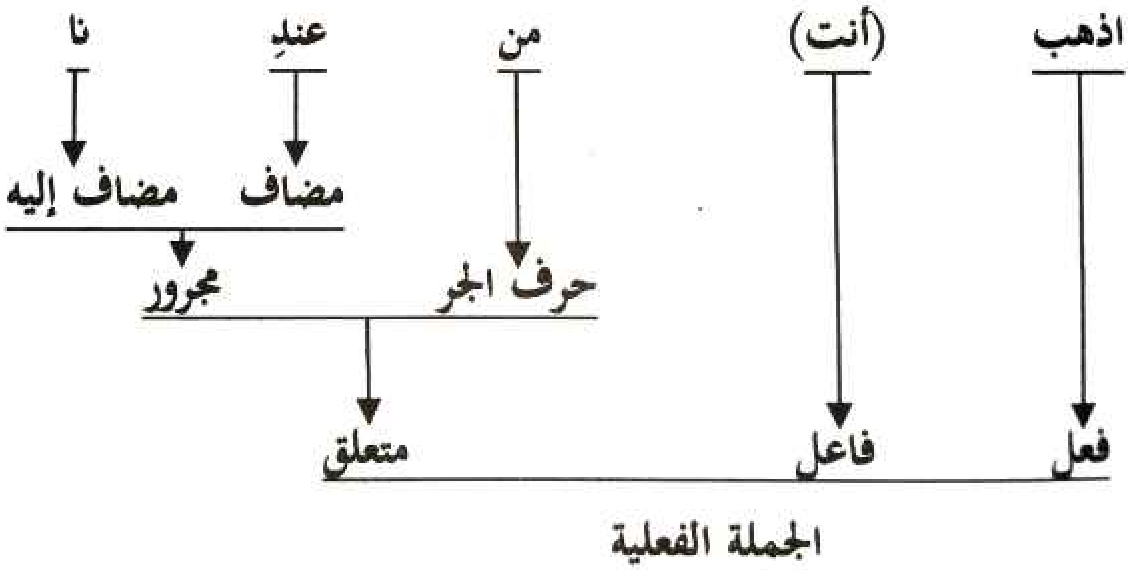

ফায়দা : اسم الظرف-এর তারকীব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ظرف-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

إضافة-এর চতুর্থ ক্ষেত্র

غير، كل، بعض ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

غير، كل، بعض، ذو، ذات، ذواتان، أولو، ذوات ইত্যাদি শব্দ তারকীবে مضاف হয়, যদিও বাংলা তরজমায় 'র' এই আলামত না থাকে। যেমন:

ক. غير-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(এটি অনুপকারী বই।)

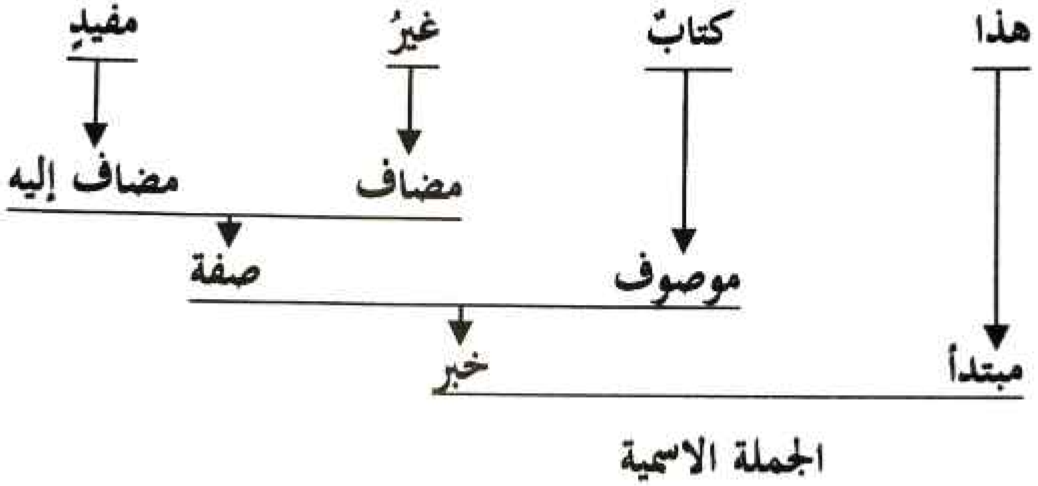

খ. كل-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(প্রত্যেকটি ছাত্র মেধাবী।)

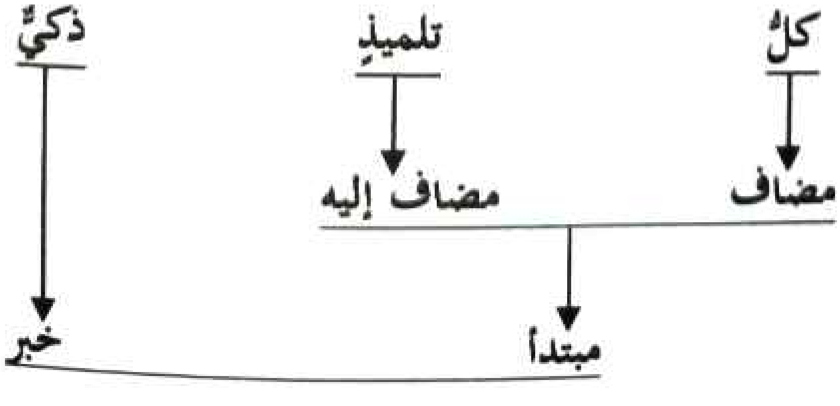

গ. ذو-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(সে ইলমের অধিকারী।)

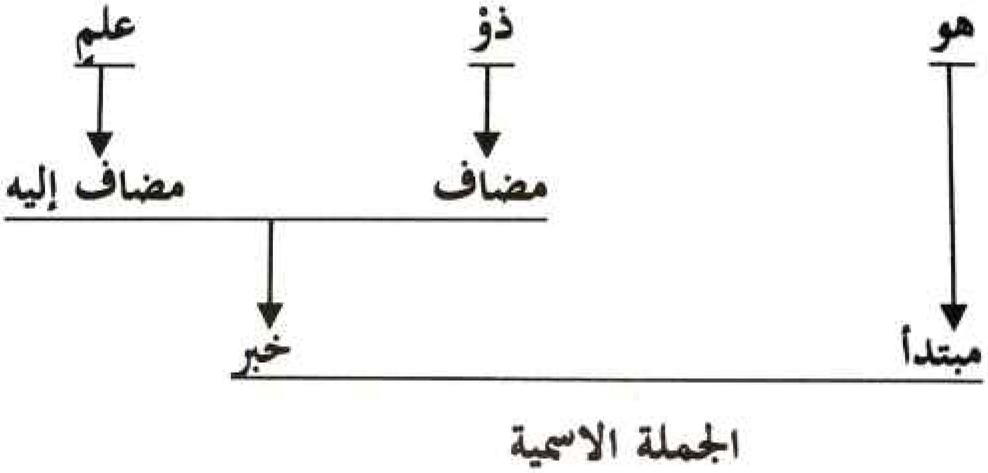

إضافة-এর পঞ্চম ক্ষেত্র

৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর উদাহরণ ও তারকীব

৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মাঝে إضافة-এর তারকীব হয়। যেমন:

ক. (এগুলো ৩টি কলম।)

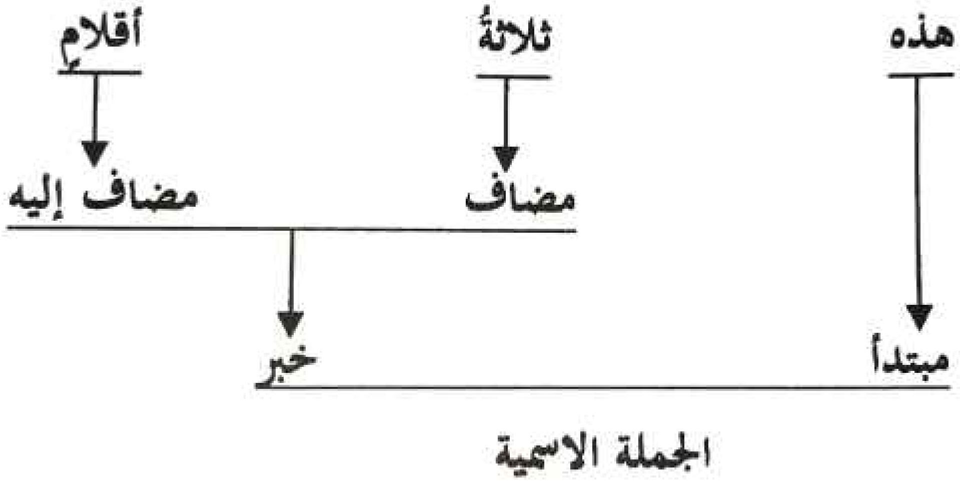

খ. (আমরা তিনশতজন লোক।)

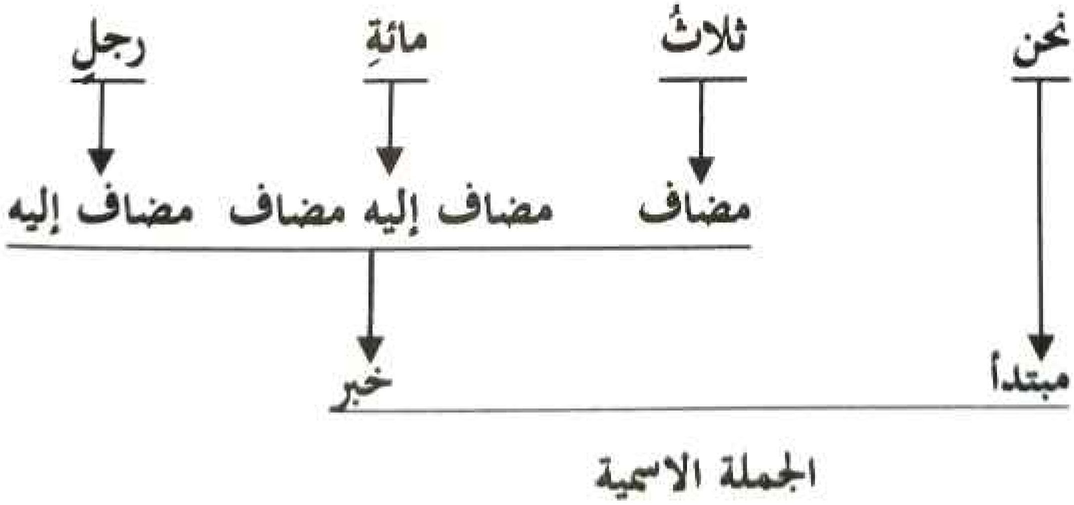

إضافة-এর ষষ্ঠ ক্ষেত্র

৩ থেকে ১০ পর্যন্ত ভগ্নাংশের সংখ্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ভগ্নাংশের সংখ্যাগুলো নিম্নরূপ :

ثُلُثٌ অর্থ 'এক তৃতীয়াংশ'। رُبُعٌ অর্থ 'এক চতুর্থাংশ'। خُمُسٌ অর্থ 'এক পঞ্চমাংশ'। سُدُسٌ অর্থ 'এক ষষ্ঠমাংশ'। سُبُعٌ অর্থ 'এক সপ্তমাংশ'। ثُمُنٌ অর্থ 'এক অষ্টমাংশ'। تُسُعٌ অর্থ 'এক নবমাংশ'। عُشُرٌ অর্থ 'এক দশমাংশ'।

ভগ্নাংশের উপরোক্ত সংখ্যাগুলো সর্বদা مضاف হয় এবং বাক্যের স্থানগত চাহিদা অনুযায়ী মুবতাদা, খবর, ফায়েল ইত্যাদি হয়ে থাকে। যেমন :

(আমার কাছে এক তৃতীয়াংশ দিরহাম আছে)

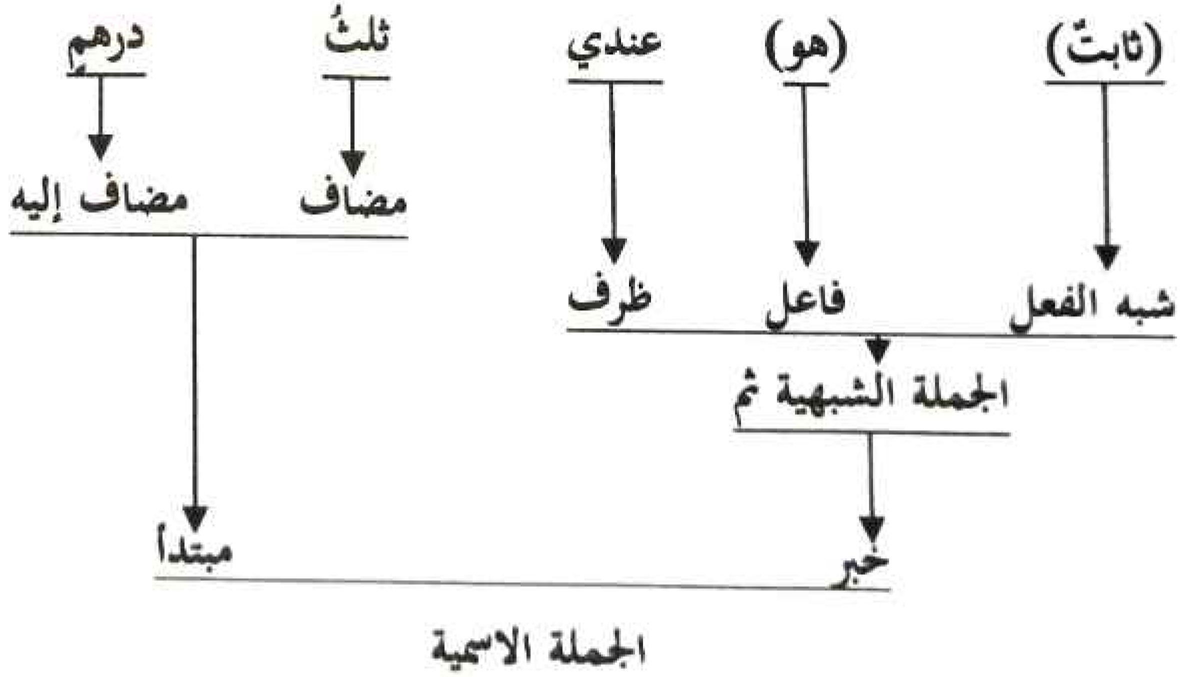

إضافة-এর সপ্তম ক্ষেত্র

نَحْوٌ ও مِثْلٌ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

مثل ও نحو অর্থ 'উদাহরণ; উপমা; দৃষ্টান্ত'। এ-দুটি শব্দ দ্বারা যদি উপমা পেশ করা হয় তাহলে তা তারকীবে مضاف হয়। তারপর পরবর্তী مضاف إليه-কে নিয়ে খবর হয়। আর উহ্য مثاله বা نظيره হয় মুবতাদা। যেমন :

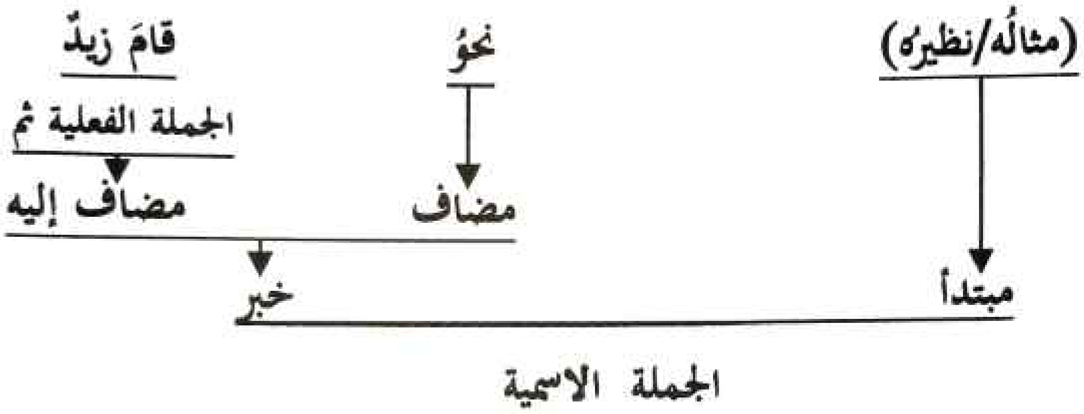

একাধিক إضافة সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, إضافة-এর অংশ যেমন দুটি হতে পারে তেমনি দুইয়ের অধিকও হতে পারে। যেমন : هذا كتابُ ولدِ راشدٍ.

(এটি রাশেদের ছেলের বই।)

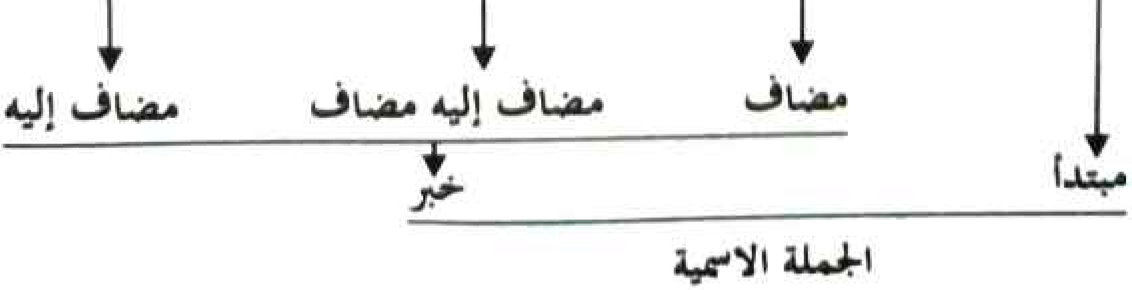

مضاف বা مضاف إليه-এর اسم الإشارة-এর ব্যবহার ও তারকীব

ইতিপূর্বে শুধু مضاف ও مضاف إليه-এর ব্যবহার ও তারকীব দেখানো হয়েছে। কিন্তু কখনো-কখনো مضاف বা مضاف إليه টি اسم الإشارة-বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

ক. مضاف إليه যদি اسم الإشارة-বিশিষ্ট হয় তাহলে اسم الإشارةটি مضاف إليه-এর পূর্বে আসে এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(এই মাদরাসার ছাত্রটি মেধাবী।

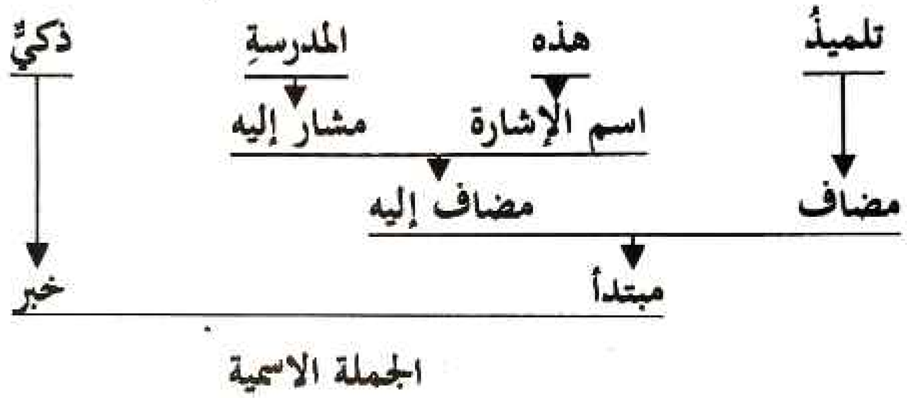

খ. مضاف যদি اسم الإشارة-বিশিষ্ট হয় তাহলে اسم الإشارةটি مضاف إليه-এর পরে আসে এবং তারকীবে صفة হয়। আর مضاف ও مضاف إليه মিলে موصوف হয়। যেমন :

(মাদরাসার ওই শিক্ষক পরিশ্রমী।)

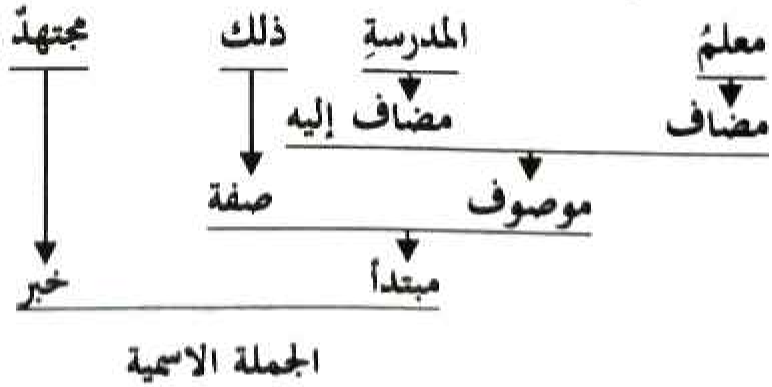

مضاف বা مضاف إليه-এর صفة-এর ব্যবহার ও তারকীব

مضاف কিংবা مضاف إليه যদি صفة-বিশিষ্ট হয় তাহলে তার ব্যবহার ও তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

ক. مضاف إليه যদি صفة-বিশিষ্ট হয় তাহলে صفةটি مضاف إليه-এর পরে আসে এবং যেরযুক্ত হয়, আর তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(বড়ো বাক্সের তালাটি মজবুত।)

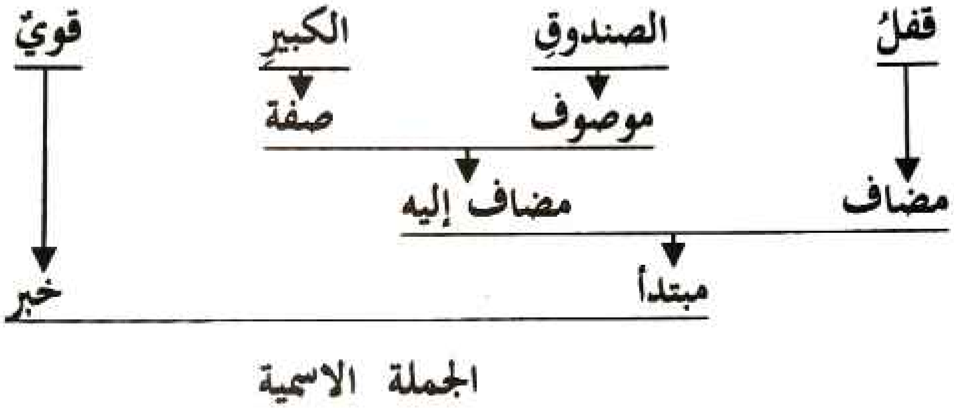

খ. مضاف যদি صفة-বিশিষ্ট হয় তাহলেও صفةটি مضاف إليه-এর পরে আসে এবং পেশ যুক্ত হয়। আর তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(বাক্সের মজবুত তালাটি নতুন।)

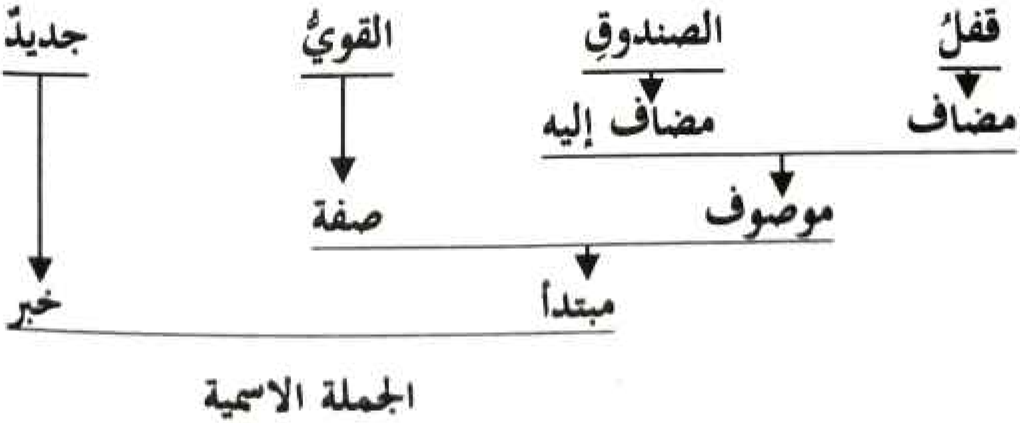

مضاف إليه ও مضاف একসাথে اسم الإشارة-বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব

مضاف ও مضاف إليه যদি একসাথে اسم الإشارة-বিশিষ্ট হয় তাহলে তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(এই মাদরাসার ওই ছাত্রটি মেধাবী।)

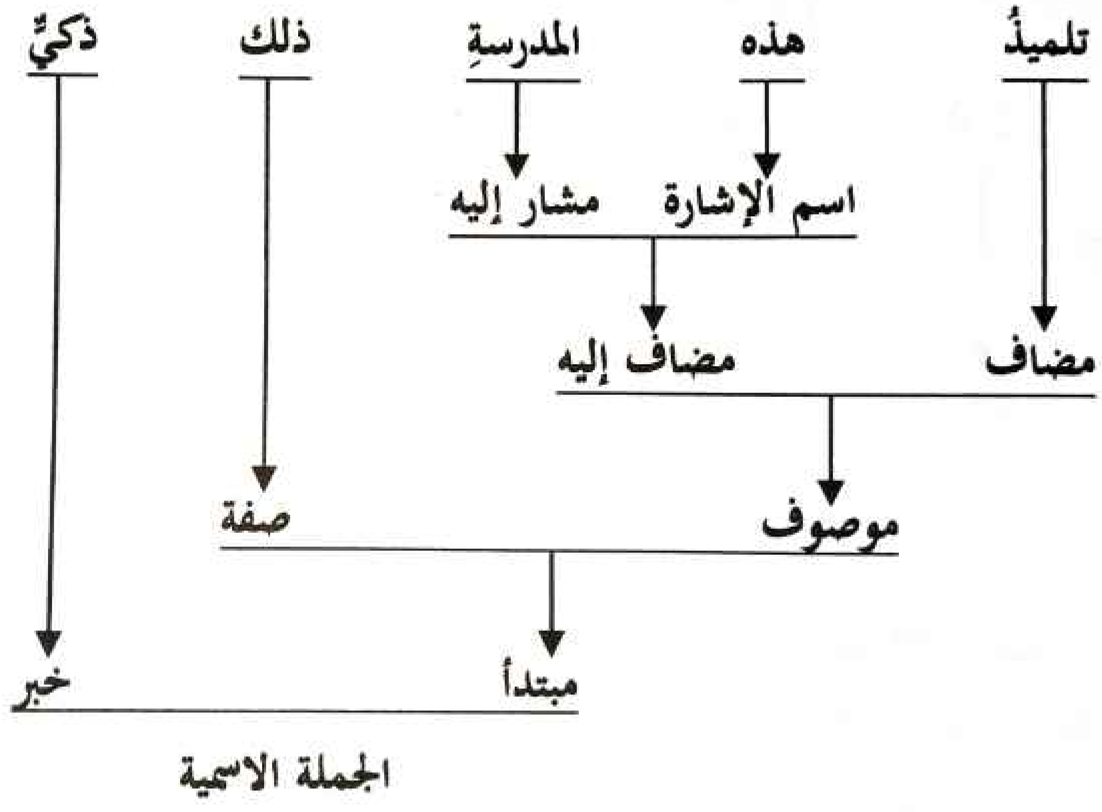

উল্লেখ্য, مضاف-এর اسم الإشارة সর্বদা مضاف إليه-এর পরে আসে এবং তারকীবে صفة হয়।

مضاف ও مضاف إليه একসাথে صفة-বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব

مضاف ও مضاف إليه যদি একসাথে صفة-বিশিষ্ট হয় তাহলে তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(বড়ো বাক্সের মজবুত তালাটি নতুন।)

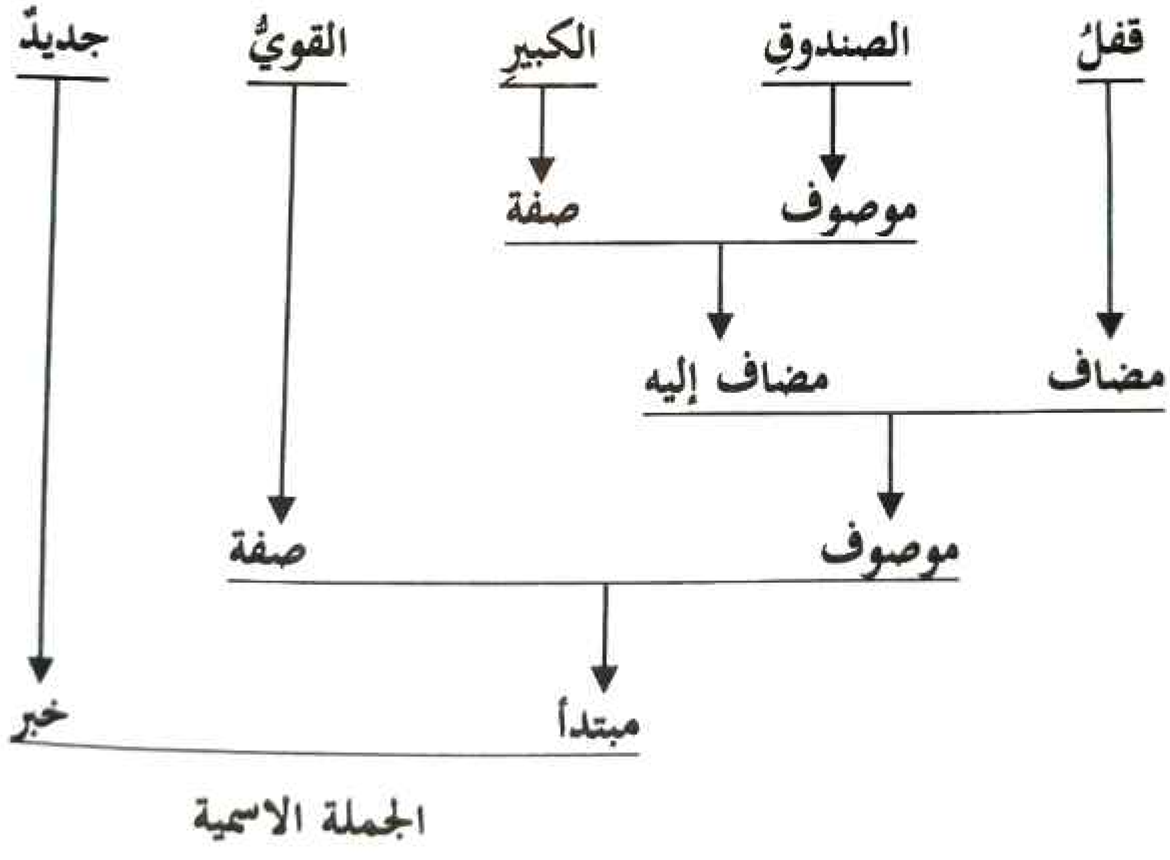

مضاف إليهটি اسم الإشارة ও صفة-বিশিষ্ট, আর مضافটি শুধু صفة-বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব

(এই প্রসিদ্ধ মাদরাসার দক্ষ শিক্ষক পরিশ্রমী।)

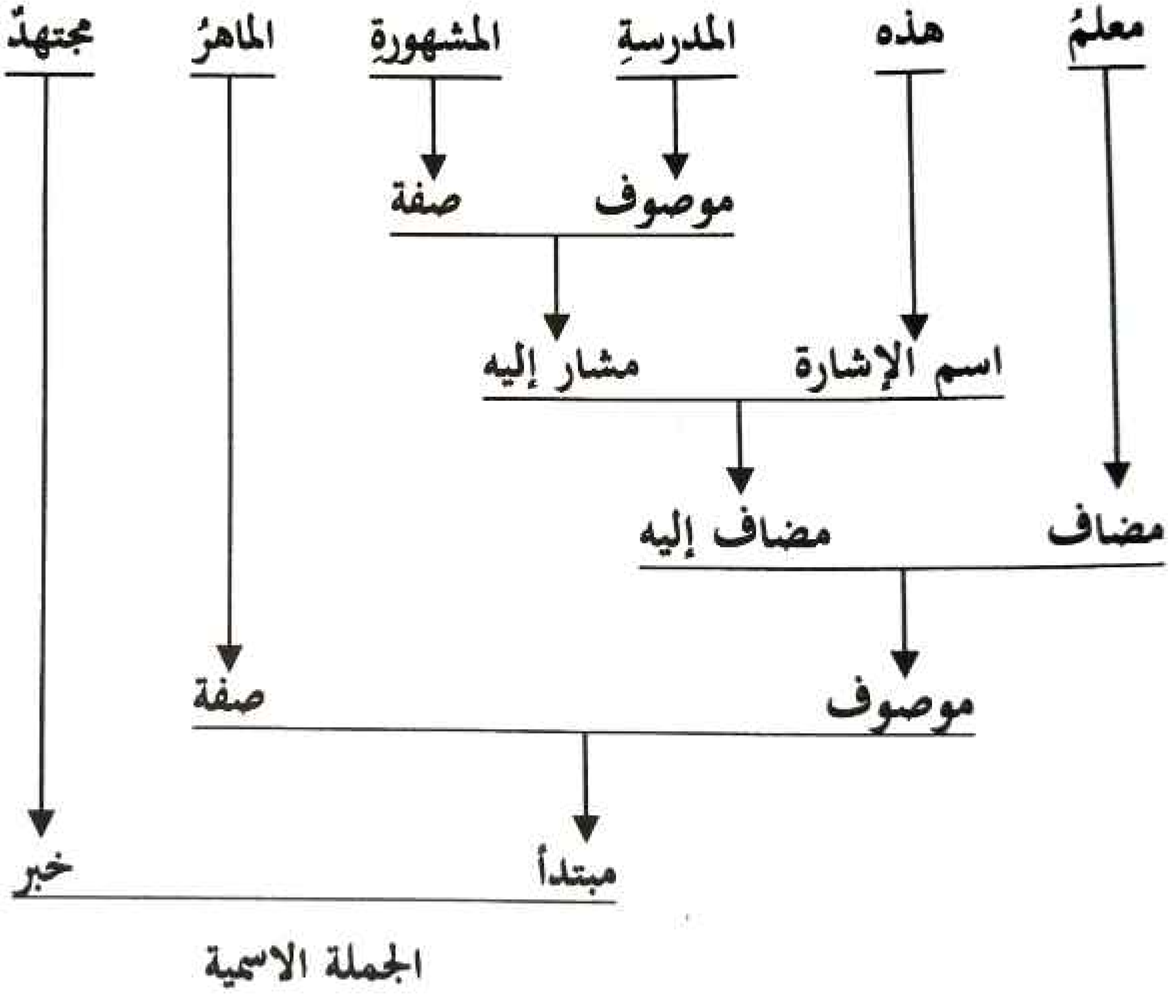

-صفة ও اسم الإشارة مضاف إليه একসাথে مضاف ও বিশিষ্ট হওয়ার ব্যবহার ও তারকীব

(এই বড়ো বাক্সের ওই মজবুত তালাটি নতুন।)

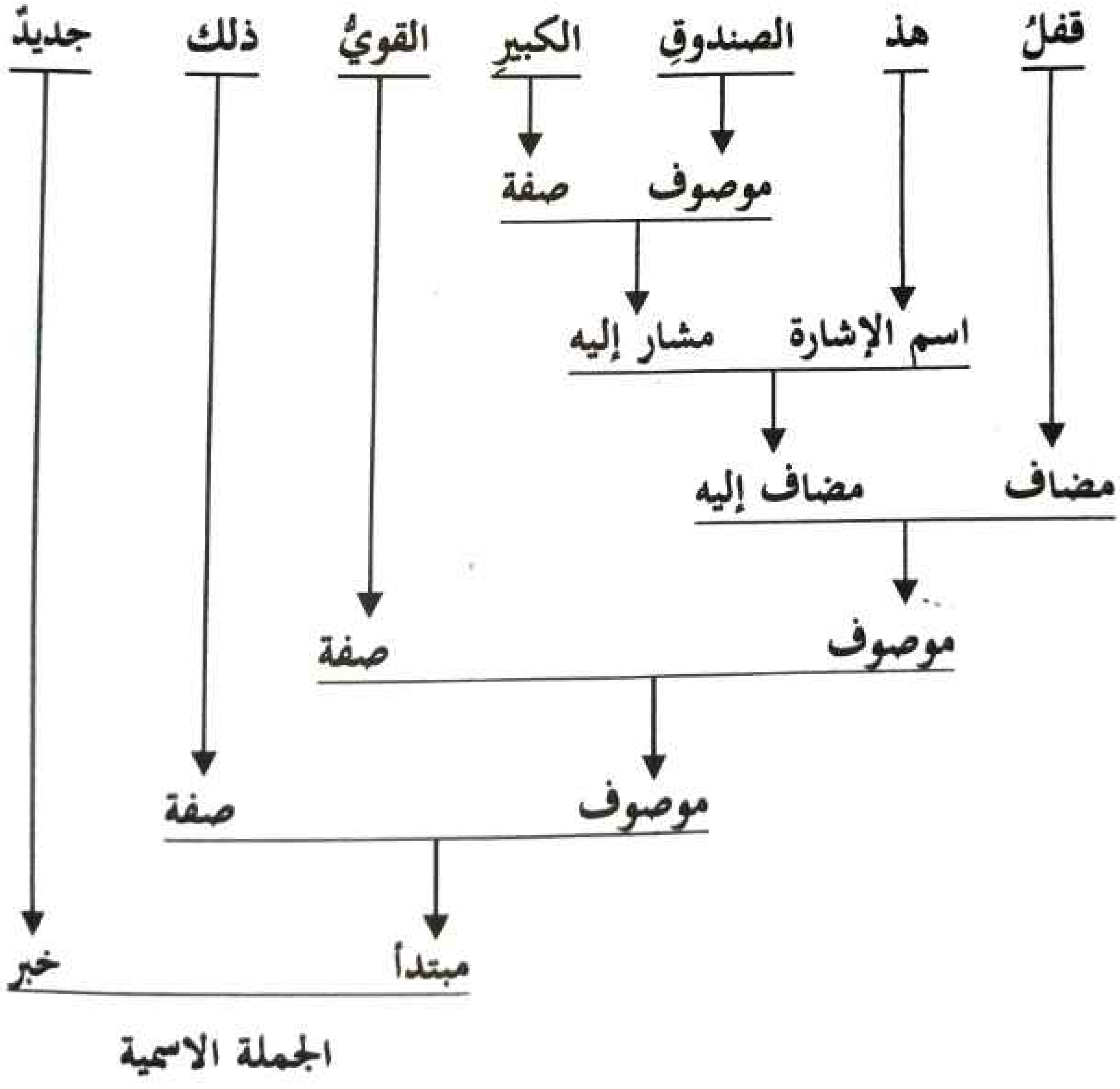

لِ-যুক্ত مضاف إليه-এর ব্যবহার ও তারকীব

তিন ক্ষেত্রে مضاف إليهটি 'ل' এই حرف الجر-এর مجرور হয় এবং উহ্য شبه الفعل-এর সাথে متعلق হয়। যথা :

ক. إضافة-এর আলামত 'র' যদি বাক্যের মাঝে আসে এবং 'র'-এর পরে 'একটি', 'একজন' বা 'কিছু' ইত্যাদি শব্দ আসে তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ। যেমন :

(শিক্ষকে'র' 'একটি' চশমা আছে।)

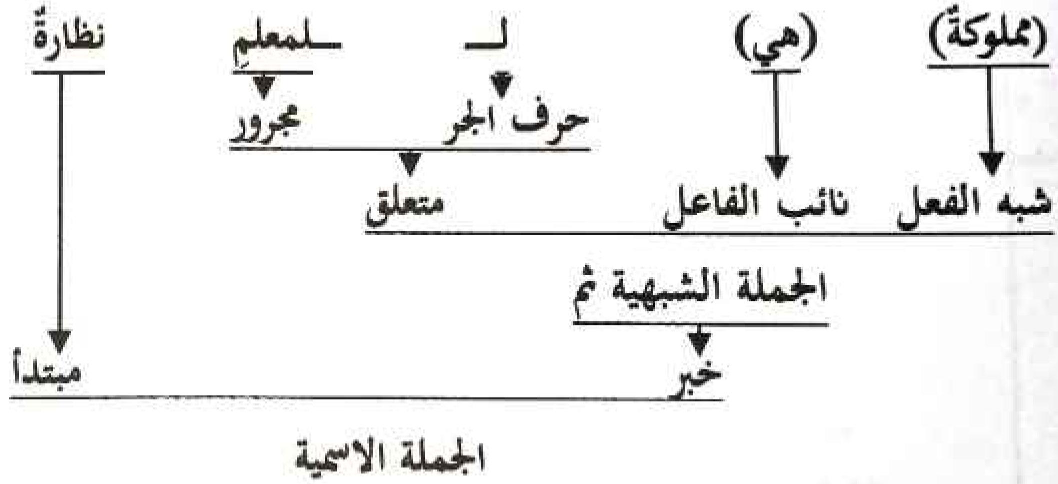

খ. إضافة-এর আলামত 'র' যদি বাক্যের শেষে আসে তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ। যেমন :

(ঘরটি রাশেদে'র'।)

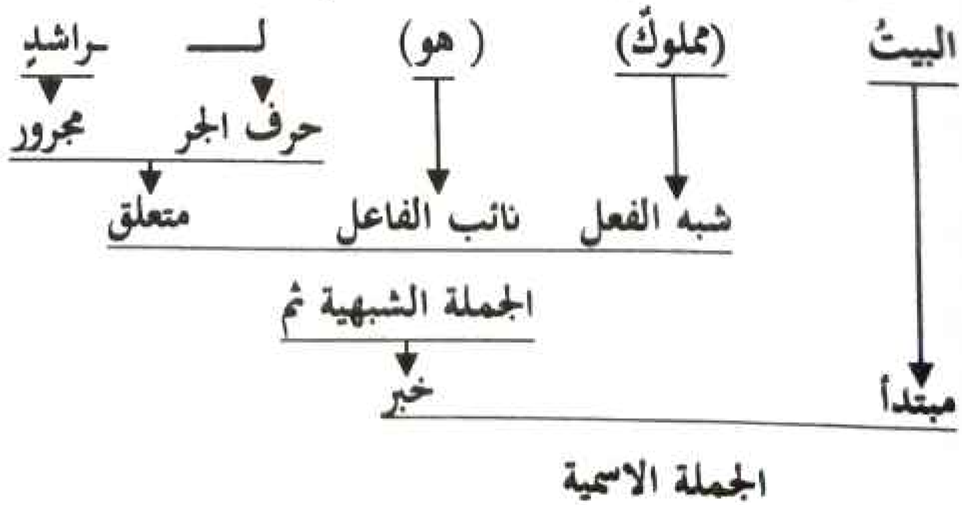

গ. مضاف যদি ال-যুক্ত নাম হয়, কিংবা একাধিক শব্দবিশিষ্ট علم অর্থাৎ একক নাম হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

১. مضاف টি ال-যুক্ত নাম হওয়ার উদাহরণ :

(ইমাম মালেক রহ.-এর মুয়াত্তা একটি প্রসিদ্ধ কিতাব।)

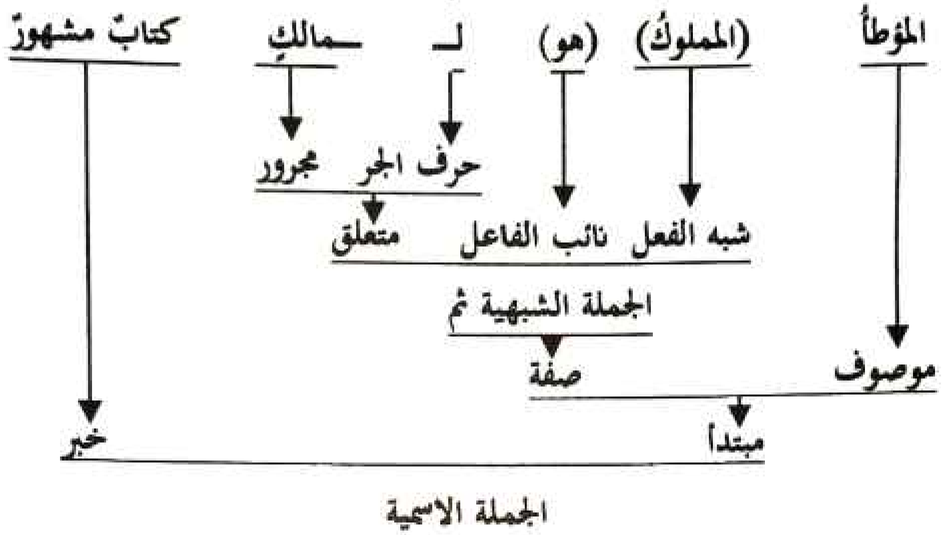

কিন্তু নামটি যদি ال-মুক্ত হয় তাহলে সাধারণ নিয়মেই তারকীব হয়। যেমন:

(তোমাদের মাজেদ ভদ্র।)

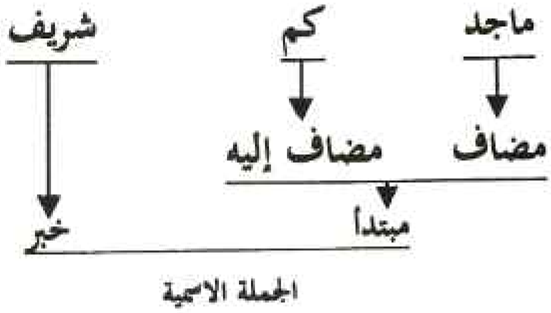

২. مضافটি একাধিক শব্দবিশিষ্ট নাম হওয়ার উদাহরণ :

(ইমাম সিরাজুদ্দীন রহ.-এর হিদায়াতুন্নাহু উপকারী কিতাব।)

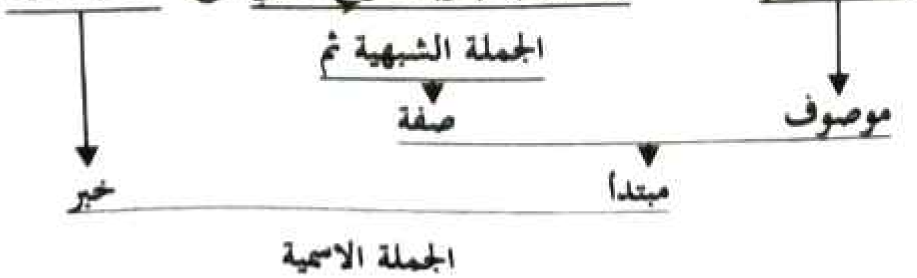

الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ সম্পর্কে আলোচনা

الجملة الفعلية-এর পরিচয় : যে-বাক্যের প্রথম অংশ فعل তাকে الجملة الفعلية বলে। যেমন : ذهب ماجدٌ.

الجملة الفعلية-এর অংশ : الجملة الفعلية-এর মূল অংশ দুটি। যথা : فعل ও فاعل তবে এ ছাড়াও الجملة الفعلية-এর আরো কিছু অংশ থাকে। যথা: مفعول، متعلق ইত্যাদি।

مفعولটি আবার পাচঁ প্রকার। যথা : ১. مفعول به ২. مفعول فيه / ظرف ৩. مفعول مطلق ৪. مفعول له ৫. مفعول معه এ-পাচঁটিকে একসাথে مفاعيل خمسةও বলা হয়।

فَاعِلٌ সম্পর্কে আলোচনা

فعل-এর পরিচয় : যেকোনো কাজকে ক্রিয়া বা فعل বলে। যেমন : عبد، ذهب، قرأ، فتح ইত্যাদি। এই শব্দগুলো কাজ বোঝায়। তাই এই শব্দগুলোকে فعل বলে।

فاعل-এর পরিচয় : যে কাজ করে তাকে কর্তা বা فاعل বলে। যেমন : قرأ التلميذُ. (ছাত্রটি পড়েছে।) এখানে التلميذ শব্দটি فاعل কারণ, قرأ (সে পড়েছে।) হচ্ছে একটি কাজ। আর এ-কাজটি অস্তিত্ব লাভ করেছে التلميذ-এর মাধ্যমে।

فاعل-এর শর্তসমূহ :

কোনো শব্দ فاعل হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত। যথা :

১. فعلটি فاعل-এর পূর্বে আসা। যেমন : لعبتِ البنتُ. সুতরাং, البنتُ لعبتْ. এ-বাক্যে البنت শব্দটি فاعل নয়। বরং তা مبتدأ. কারণ, তা ফেয়েলের আগে এসেছে।

২. فعل-কে শব্দটির দিকে إسناد করা। সুতরাং, قرأ التلميذُ كتابَه. -এ বাক্যে كتابَه শব্দটি فاعل নয়। কারণ, قرأ ফেয়েলটিকে তার দিকে إسناد করা হয়নি।

৩. ফেয়েলটি শব্দটির দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করা। সুতারাং, قُرِأَ الكتابُ. (কিতাবটি পড়া হয়েছে।) এ-বাক্যে যদিও ফেয়েলটি আগে এসেছে এবং ফেয়েলকে الكتاب-এর দিকে إسناد করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও الكتابُটি فاعل হয়নি। কারণ, ফেয়েলটি তার দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেনি।

فاعل-এর প্রকারভেদ

فاعل তিন প্রকার। যথা :

০প্রথম প্রকার : ماجدٌ، خالدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ، معلمٌ، كتابٌ، شمسٌ ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম। যেমন : قرأ التلميذُ، لعب ماجدٌ، نجحتْ فاطمةُ.

০০দ্বিতীয় প্রকার : ضَمِيْرٌ مَرْفُوْعٌ এটি তিন প্রকার । যথা :

ক. ضميرٌ مرفوعٌ متصلٌ بارزٌ অর্থাৎ ফেয়েলের সাথে যুক্ত ও رفع-বিশিষ্ট প্রকাশ্য যমীর। যেমন : ذهبتَ-এর تَ এবং ذهبا-এর ألف এবং ذهبوا-এর واو ইত্যাদি।

খ. ضميرٌ مرفوعٌ مُسْتَتِرٌ অর্থাৎ ফেয়েলের ভেতর লুক্কায়িত ও رفع-বিশিষ্ট যমীর। যেমন : ذَهَبَ ও ذَهَبْتُ বা كَتَبَ ও كَتَبْتُ ইত্যাদি ফেয়েলের ভেতর লুক্কায়িত هو ও هي যমীর।

গ. ضميرٌ مرفوعٌ منفصلٌ ফেয়েল থেকে বিচ্ছিন্ন ও رفع-বিশিষ্ট যমীর। যেমনঃ ما قام إلا أنا. ও إنما قام نحن. (শুধু আমিই দাঁড়িয়েছি। শুধু আমরাই দাঁড়িয়েছি।)

০০০**তৃতীয় প্রকার :** فاعلٌ مُؤَوَّلٌ অর্থাৎ কোনো জুমলা মাছদার কিংবা মুফরাদ শব্দ দ্বারা রূপান্তরিত فاعل যেমন : يعجبني أن تجتهدَ.

০প্রথম প্রকার فاعل

فاعل ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম ماجدٌ، خالدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

যদি কোনো ফেয়েলের পরে ماجدٌ، خالدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ، معلمٌ، كتابٌ، شمسٌ ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম আসে তাহলে তা তারকীবে ফায়েল হয় এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

ক. (মাজেদ পড়েছে।)

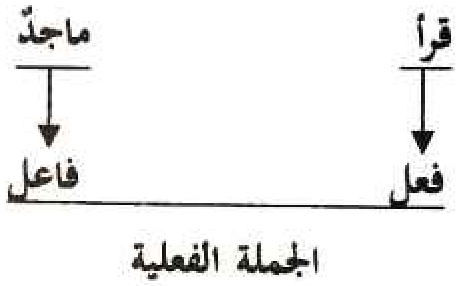

খ. (ফাতেমা হেসেছে।)

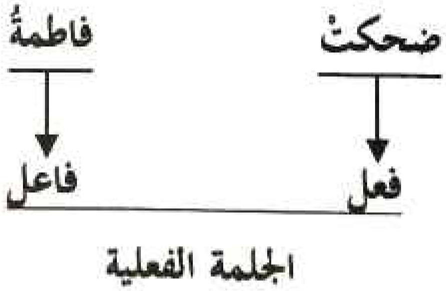

গ. (ছাত্রটি সফল হয়েছে।)

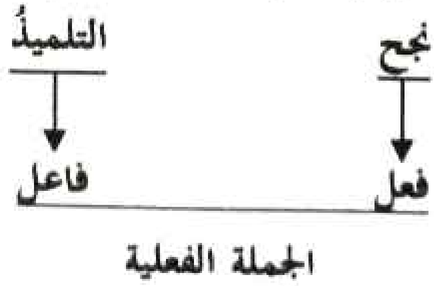

ঘ. (মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছেন।)

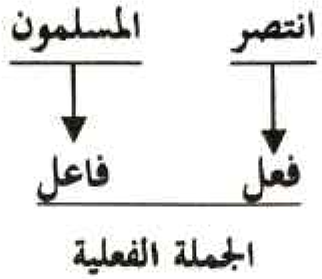

ঙ. (এরা বুঝেছে।)

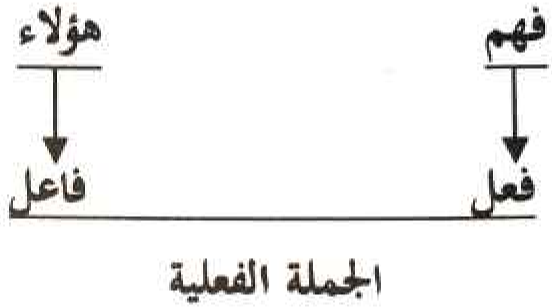

উল্লেখ্য, ماجدٌ، خالدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ، معلمٌ، كتابٌ، شمسٌ ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম যখন ফায়েল হয় তখন তা ফেয়েলের পরে আসে, আর ফেয়েলটি সর্বদা একবচন হয়। তবে, ফেয়েলের লিঙ্গ ফায়েল অনুযায়ী হয়ে থাকে।

০০দ্বিতীয় প্রকার فاعل

ضميرٌ مرفوعٌ সম্পর্কে আলোচনা

ضمير مرفوع কখন ফায়েল হয় ? আমরা জানি ফায়েলের অবস্থান ফেয়েলের পর। এখন এই ফায়েল যদি ফেয়েলের আগে আসে তাহলে ضمير مرفوع ফায়েল হয়। যেমন : الولدُ ذَهَبَ. এখানে ذَهَبَ-এর ফায়েল তার পরে আসেনি। বরং তার আগে এসে মুবতাদা হয়েছে। তাহলে তার ফায়েল কোনটি ? উত্তর একেবারেই সহজ। ذَهَبَ-এর ভেতর লুক্কায়িত هو যমীরই হলো তার ফায়েল, যা ফিরেছে পূর্ববর্তী الولدُ-এর দিকে। তাই الولدُ-কে নাহুর পরিভাষায় مَرْجِعٌ (অর্থাৎ যমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল) বলে।

ضمير مرفوع-এর প্রকারভেদ

ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ضمير مرفوع তিন প্রকার। যথা :

***প্রথম প্রকার** : ضميرٌ مرفوعٌ متصلٌ بارزٌ

****দ্বিতীয় প্রকার** : ضميرٌ مرفوعٌ مستترٌ

*****তৃতীয় প্রকার** : ضميرٌ مرفوعٌ منفصلٌ

ضميرٌ مرفوعٌ ১ম প্রকার*

ضميرٌ مرفوعٌ متصلٌ بارزٌ-এর উদাহরণ ও তারকীব

فعلتَ، فعلتِ، فعلتُ، تفعلين، فعلا، فعلوا ইত্যাদি ফেয়েলের সাথে ضمير مرفوع متصل بارز মিলিত থাকে এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ:

উদাহরণ ও তারকীব :

ক. (তুমি করেছ।)

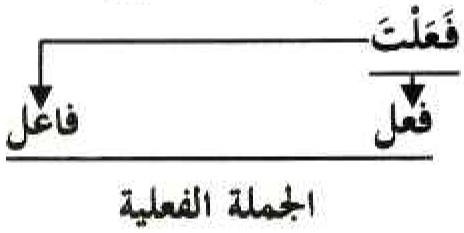

খ. (ছেলেদুটি খেলেছে।)

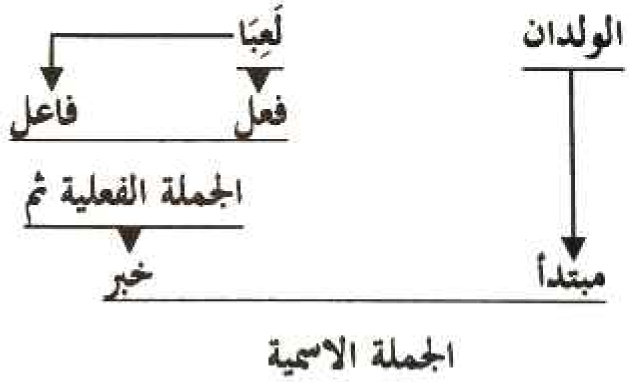

গ. (ছাত্ররা সফল হয়েছে।)

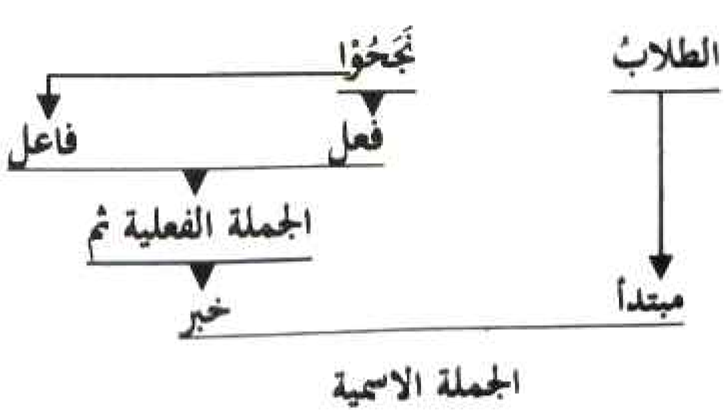

ضميرٌ مرفوعٌ متصلٌ بارزٌ-এর অবস্থান

ضمير مرفوع متصل بارز মাযীর মোট তেরোটি ফেয়েল এবং মুযারের নয়টি ফেয়েলের পরে যুক্ত থাকে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত ছকটি দ্রষ্টব্য।

فعل ماضي	ضمير مرفوع متصل بارز	الصيغة	فعل مضارع	ضمير مرفوع متصل	الصيغة
فعلتَ	تَ	واحد مذكر حاضر	تفعلين	ي	واحد مؤنث حاضر
فعلتِ	تِ	واحد مؤنث حاضر	يفعلان	ا	تثنية مذكر غائب
فعلتُ	تُ	واحد متكلم مذكر ومؤنث	تفعلان	ا	تثنية مؤنث غائب
فعلا	ا	تثنية مذكر غائب	تفعلان	ا	تثنية مذكر حاضر
فعلتا	تا	تثنية مؤنث غائب	تفعلان	ا	تثنية مؤنث حاضر
فعلتما	تما	تثنية مذكر حاضر	يفعلون	و	جمع مذكر غائب
فعلتما	تما	تثنية مؤنث حاضر	يفعلن	ن	جمع مؤنث غائب

فعلنا	نا	تثنية متكلم مذكر ومؤنث	تفعلون	و	جمع مذكر حاضر
فعلوا	و	جمع مذكر غائب	تفعلن	ن	جمع مؤنث حاضر
فعلن	ن	جمع مؤنث غائب			
فعلتم	تم	جمع مذكر حاضر			
فعلتن	تن	جمع مؤنث حاضر			
فعلنا	نا	جمع متكلم مذكر ومؤنث			

**২য় প্রকার ضمير مرفوع

ضميرٌ مرفوعٌ مستَتِرٌ-এর উদাহরণ ও তারকীব

فعل، فعلتْ يفعلُ، تفعلُ، أفعلُ ইত্যাদি ওজনের ফেয়েলের ভেতর ضمير مرفوع مستتر লুক্কায়িত থাকে এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

ক. فعل ওজনের ফেয়েলের ভেতর ضمير مرفوع مستتر-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(ছেলেটি খেলেছে।)

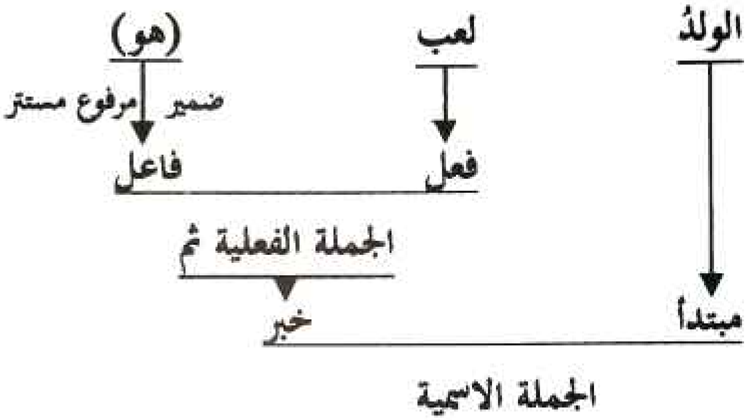

খ. فعلتْ ওজনের ফেয়েলের ভেতর ضمير مرفوع مستتر-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(মেয়েটি হেসেছে।)

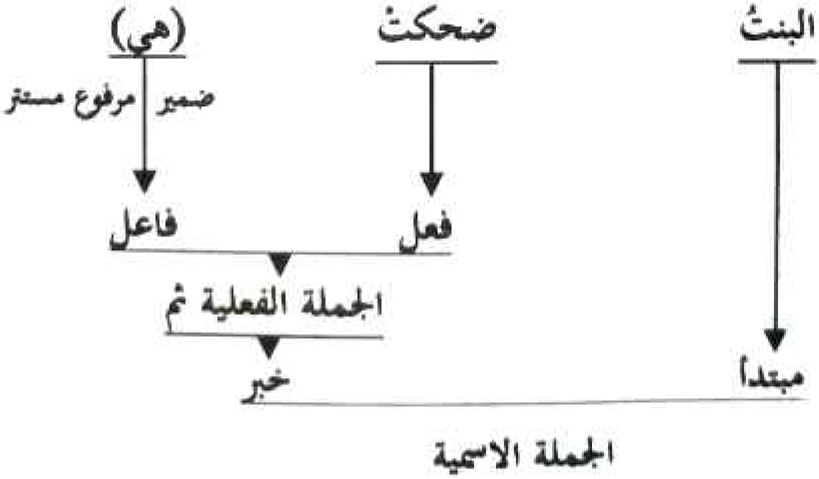

ضميرٌ مرفوعٌ مستترٌ-এর অবস্থান

ضمير مرفوع مستتر মাযীর দুইটি ফেয়েল এবং মুযারের ছয়টি ফেয়েলের ভেতরে লুক্কায়িত থাকে। বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত ছকটি দ্রষ্টব্য।

فعل ماضي	ضمير مرفوع مستتر	الصيغة	فعل مضارع	ضمير مرفوع مستتر	الصيغة
فعل	هو	واحد مذكر غائب	يفعل	هو	واحد مذكر غائب
فعلتْ	هي	واحد مؤنث غائب	تفعل	هي	واحد مؤنث غائب
			تفعل	أنتَ	واحد مذكر حاضر
			أفعل	أنا	واحد مذكر و مؤنث متكلم
			نفعل	نحن	تثنية مذكر ومؤنث متكلم
			نفعل	نحن	جمع مذكر ومؤنث متكلم

***তৃতীয় প্রকার ضميرٌ مرفوعٌ

ضمير مرفوع منفصل সম্পর্কে আলোচনা

ضمير مرفوع منفصل-গুলো নিম্নরূপ :

أنا، نحن، أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن.

যদি مستتر أو ضمير مرفوع متصل-কে إلا বা إنما দ্বারা حصر অর্থাৎ সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে ضمير-কে إلا বা إنما-এর পরে পৃথকরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন : إنما قام نحن. বা ما قام إلا أنا. (আমিই বা আমরাই দাঁড়িয়েছি।)

উদাহরণ ও তারকীব :

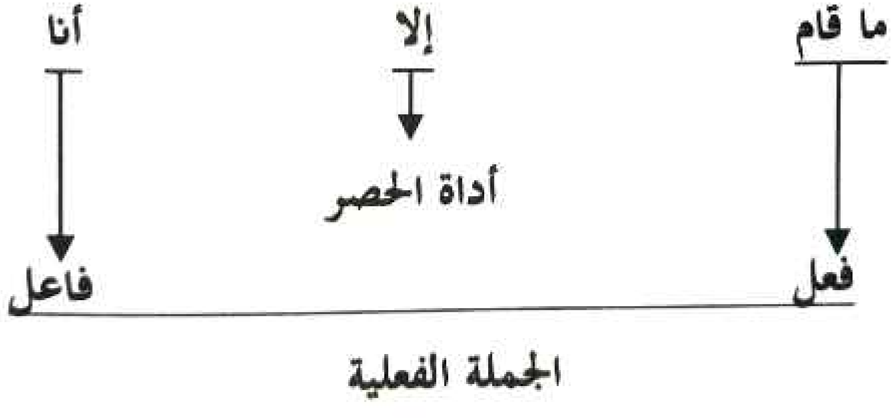

০০০তৃতীয় প্রকার فاعل

فاعلٌ مُؤَوَّلٌ-এর ব্যবহার ও তারকীব

فاعلٌ مُؤَوَّلٌটি মূলত এমন একটি জুমলা, যা أَنْ বা أَنَّ দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ববর্তী ফেয়েলের ফায়েল হয়। যেমন :

ক. জুমলা أَنْ দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তোমার পরিশ্রম করা আমাকে মুগ্ধ করে।)

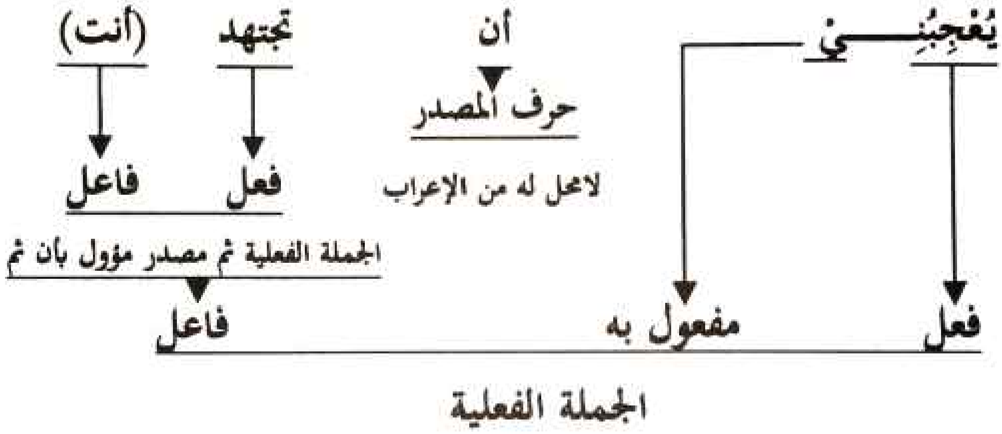

খ. জুমলা أَنَّ দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমাকে এই বিষয়টি আনন্দ দেয় যে, তুমি পরিশ্রমী।)

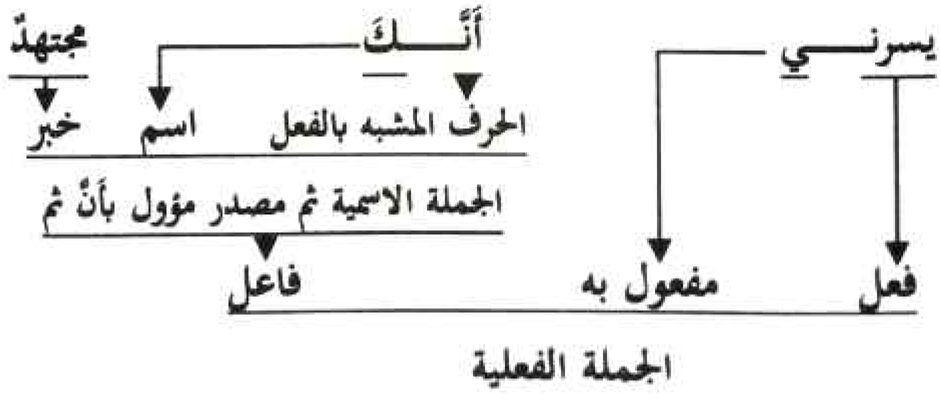

বি. দ্র. এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও উদাহরণ জানার জন্য حروف المصدر-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

اسم ظاهر কি সব ফেয়েলের ফায়েল হতে পারে ?

প্রশ্ন : اسم ظاهر কি সকল প্রকার ফেয়েলের ফায়েল হতে পারে ?

উত্তর : না। অর্থাৎ ফেয়েল مثبت হোক কিংবা منفي হোক ماضي، مضارع، أمر، نهي ইত্যাদি সকল بحث-এর চৌদ্দ সীগার মধ্য থেকে, শুধু দুই ছীগা তথা واحد مذكر غائب ও واحد مؤنث غائب শুধু এই দুই সীগার ক্ষেত্রে, ইসমে যাহির ফায়েল হতে পারবে। সুতরাং, এই দুই ফেয়েলের ক্ষেত্রে যদি ইসমে যাহির ফায়েল না হয় তাহলে ভেতরে লুক্কায়িত ضمير مرفوع مستتر ফায়েল হয়। যেমন :

ক. واحد مذكر غائب-এর উদাহরণ :

১. ذهب الولدُ

২. ذهب الولدانِ

৩. ذهب الأولادُ

খ. واحد مؤنث غائب-এর উদাহরণ :

১. ضحكتْ البنتُ

২. ضحكتْ البنتانِ

৩. ضحكتْ البناتُ

পক্ষান্তরে, ماضي، مضارع، أمر، نهي، مثبت، منفي ইত্যাদি সকল بحث-এর বাকি বার صيغة অর্থাৎ واحد مذكر حاضر থেকে নিয়ে جمع مذكر ومؤنث متكلم পর্যন্ত সকল صيغة-এর ক্ষেত্রে اسم ظاهر ফায়েল হয় না। বরং ضمير مرفوع مستتر বা ضمير مرفوع متصل ফায়েল হয়। কারণ, আমরা এভাবে বলি– يا ماجدا! تذهب إلى المدرسة. (হে মাজেদ, তুমি মাদরাসায় যাবে।) কিন্তু কখনো এভাবে বলি না–تذهبُ ماجدٌ إلى المدرسة. অবশ্য,

يا ماجدُ! تذهب يا ماجد إلى المدرسة. বলে থাকি। কিন্তু তখন يا ماجدُ! ফায়েল হয় না, বরং ضمير مستترই ফায়েল হয়।

যমীরের مرجع-এর প্রকার

واحد مذكر غائب ও واحد مؤنث غائب এই দুই صيغة-এর ফায়েল যখন যমীর হয় তখন যমীরের مرجع নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকারের কোনো একটি হয়ে থাকে। যথা :

১. مبتدأ যেমন : ماجدٌ لعب في الملعب.

২. موصوف যেমন : هذا كتابٌ ينفعك.

৩. الاسم الموصول যেমন : الذي اجتهد نجح.

৪. ذوالحال যেমন : جاءتْ البنتُ تضحك.

৫. معطوف عليه যেমন : قرأ التلميذُ وكتب.

আর সকল حاضر-এর واحد، تثنية ও جمع-এর সকল ছীগার ফায়েল اسم ظاهر হয় না, বরং যমীর হয়। আর সেই যমীরের مَرْجِعٌ হয় পূর্ববর্তী المنادى যেমন :

(ألف) يا ماجد! ذهبت إلى المدرسة. يا ماجد تذهب إلى المدرسة، يا ماجد! اذهب إلى المدرسة، يا ماجد! لا تذهب إلى المدرسة.

(ب) أيها الولدان! ذهبتما إلى المدرسة. أيها الولدان! تذهبان إلى المدرسة. أيها الولدان! اذهبا إلى المدرسة. أيها الولدان! لا تذهبا إلى المدرسة.

(ج) أيها الأولاد! ذهبتم إلى المدرسة! أيها الأولاد! تذهبون إلى المدرسة. أيها الأولاد! اذهبوا إلى المدرسة. أيها الأولاد! لا تذهبوا إلى المدرسة.

আর সকল بحث-এর واحد، تثنية ও جمع-এর সকল متكلم-এর ফেয়েলগুলোর ফায়েলও اسم ظاهر হয় না, বরং ভেতরে লুক্কায়িত যমীর ফায়েল হয়। কিন্তু তার জন্য এই ধরনের কোনো مرجع-এর প্রয়োজন হয় না।

نَائِبُ الفَاعِلِ ও فِعْلٌ مَجْهُوْلٌ সম্পর্কে আলোচনা

فعلٌ مجهولٌ-এর পরিচয় : যে-ফেয়েলের ফায়েল উল্লেখ নেই, বরং مفعول به-কে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে তাকে فعل مجهول বা فعلُ ما لَمْ يُسَمَّ فاعلُه বলে। যেমন : نُصِر ماجدٌ. (মাজেদকে সাহায্য করা হয়েছে।) এখানে, কে সাহায্য করেছে, তার নাম উল্লেখ নেই। বরং যাকে সাহায্য করা হয়েছে তার নাম উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ مفعول به উল্লেখ রয়েছে। আর তাকেই ফায়েলের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এ-ধরনের ফেয়েলকে فعل مجهول বা فعلُ ما لَمْ يُسَمَّ فاعلُه বলে।

نائبُ الفاعلِ-এর পরিচয় : نائب الفاعل হলো এমন প্রত্যেক مفعول به যার ফায়েলকে বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং তাকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন : نُصِرَ ماجدٌ. এখানে ماجد হলো نائب الفاعل

উল্লখ্য, نائب الفاعل-কে مفعولُ مالم يُسَمَّ فاعلُه-ও বলা হয়।

نائب الفاعل-এর প্রকারভেদ

فاعل-এর ন্যায় نائب الفاعل-ও তিনভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ماجدٌ، فاطمةُ، كتابٌ ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম ২. ضميرٌ مرفوعٌ ৩. نائبُ الفاعلِ المؤوَّلِ

প্রথম প্রকার : প্রকাশ্য ইসমের উদাহরণ ও তারকীব :

(দরিদ্রদেরকে সাহায্য করা হয়েছে।)

দ্বিতীয় প্রকার : ضمير مرفوع-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(মুসলমানদেরকে সাহায্য করা হয়েছে।)

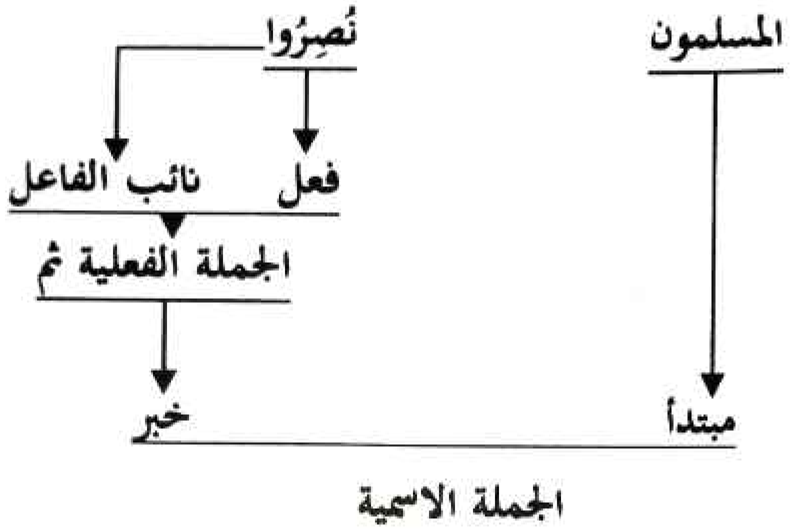

তৃতীয় প্রকার : نائب الفاعل المؤول-এর উদাহরণ ও তারকীব :

ক. জুমলা أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(দরিদ্রদেরকে সাহায্য করার ইচ্ছা করা হয়েছে।)

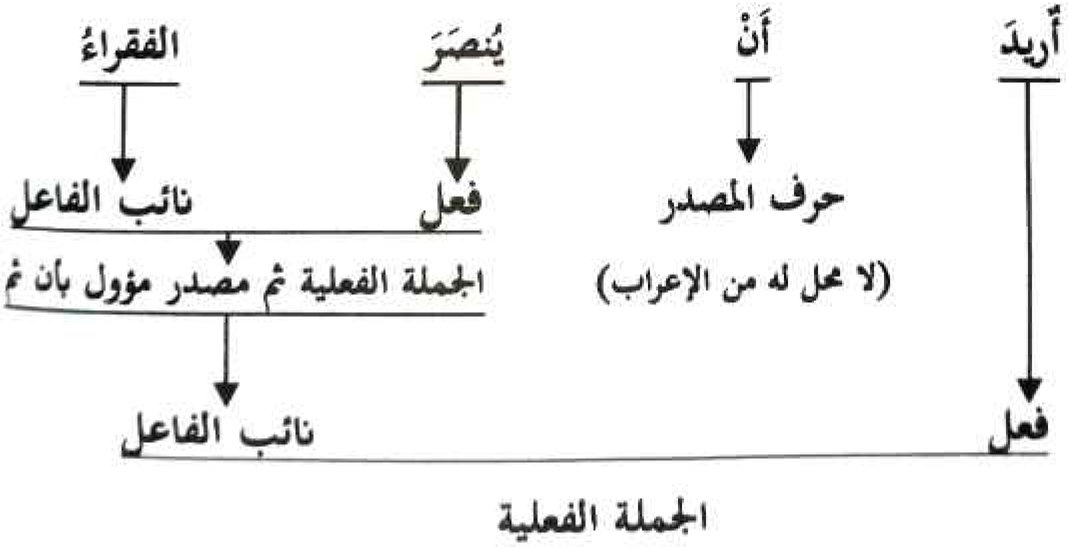

খ. জুমলা أَنَّ দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(জানা গিয়েছে যে, লোকটি মহান।)

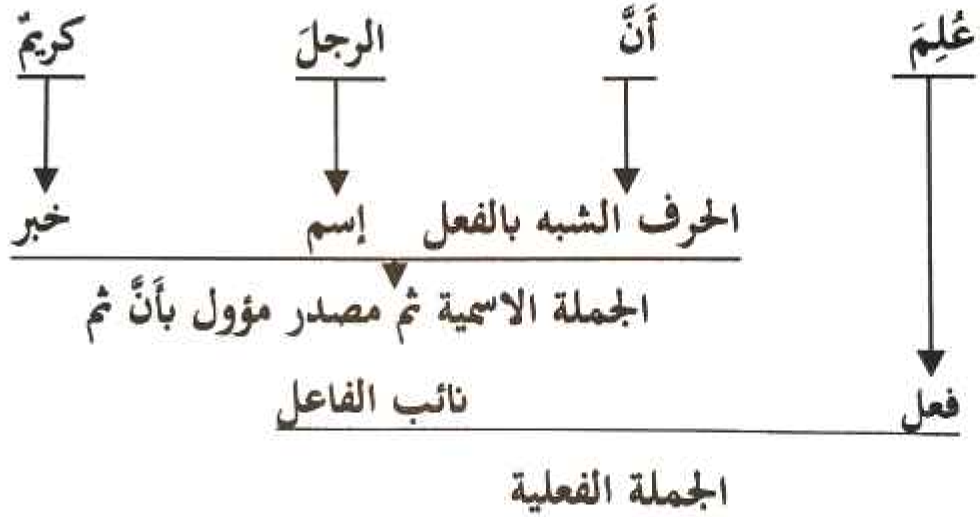

مَفْعُوْلٌ بِهٖ সম্পর্কে আলোচনা

مفعول به-এর পরিচয় : যে-ইসমের ওপর فاعل-এর ফেয়েল সংঘটিত হয় তাকে مفعول به বলে। مفعول به সর্বদা যবরযুক্ত হয়। যেমন : ضَرَبَ رَاشِدٌ مَاجِدًا. (রাশেদ মাজেদকে প্রহার করেছে।) এখানে ضرب ফেয়েলটি রাশেদের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সুতরাং, রাশেদ হচ্ছে فاعل আর ضرب ফেয়েলটি মাজেদের ওপর সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং, ماجد হচ্ছে مفعول به

আরেকটি উদাহরণ : أكل الولدُ فاكهةً. (ছেলেটি একটি ফল খেয়েছে।) এখানেও একই কথা। অর্থাৎ, ছেলেটি খেয়েছে। সুতরাং, الولد হচ্ছে فاعل আর কী খেয়েছে ? ফল খেয়েছে। সুতরাং, فاكهة হচ্ছে مفعول به

مفعول به চেনার সহজ উপায়

কোন ফেয়েলের مفعول به রয়েছে, কিংবা নেই; তা চেনার সহজ উপায় হলো– যদি ফেয়েলের ওপর 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, এই ফেয়েলের مفعول به রয়েছে। পক্ষান্তরে, যদি 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করা না যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, এই ফেয়েলের مفعول به নেই। যেমন مسح একটি ফেয়েল। এখানে 'কী মুছেছে ?' দ্বারা প্রশ্ন করা যায়। সুতরাং, বুঝা গেল যে, مسح-এর مفعول به রয়েছে।

তদ্রূপ, نصر একটি ফেয়েল। এখানে 'কাকে সাহায্য করেছে ?' দ্বারা প্রশ্ন করা যায়। সুতরাং, বুঝা গেলো যে, نصر-এর مفعول به রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্ররা এখানে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। যে-সমস্ত মাছদার مفعول به চায়, সেগুলোর ওপর সংক্ষেপে مف

অক্ষরদুটি লিখে রাখতে পারে। যাতে পরবর্তীতে মনে থাকে যে, এই মাছদারের مفعول به রয়েছে।

مفعول به-এর প্রকারভেদ

مفعول به তিন[২] প্রকার। যথা :

০প্রথম প্রকার : راشدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ، كتابٌ، فاكهةٌ ইত্যাদি প্রকাশ্য ইসম। যেমন : نصر سعيدٌ راشدًا.

০০দ্বিতীয় প্রকার : ضمير منصوب : যেমন : نصره، إياك نعبد.

০০০তৃতীয় প্রকার : مفعول به مُؤَوَّلٌ : যেমন : أريد أن أفهمَ القرآنَ، خذ بيده، أظنك تجتهد.

---

[২] প্রথম দুই প্রকারকে صريح (প্রত্যাক্ষ বা সরাসরি) مفعول به বলে। আর তৃতীয় প্রকারকে غير صريح (অপ্রত্যাক্ষ বা রূপান্তরিত) مفعول به বলে।

০প্রথম প্রকার مفعول به

مفعول به ইত্যাদি প্রকাশিত ইসম راشدٌ، تلميذٌ، كتابٌ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

مفعول به ইত্যাদি প্রকাশিত ইসম যদি راشدٌ، فاطمةُ، تلميذٌ، معلمٌ، كتابٌ، شمسٌ হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

ক. ব্যক্তির নাম مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(রাশেদ মাজেদকে মেরেছে।)

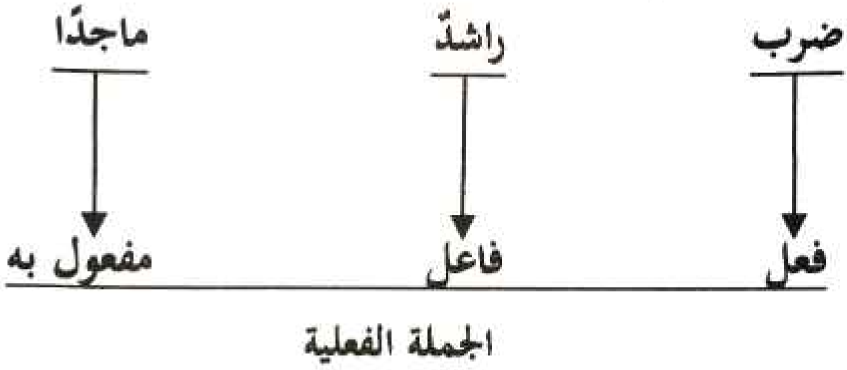

খ. বস্তুর নাম مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছেলেটি একটি ফল খেয়েছে।)

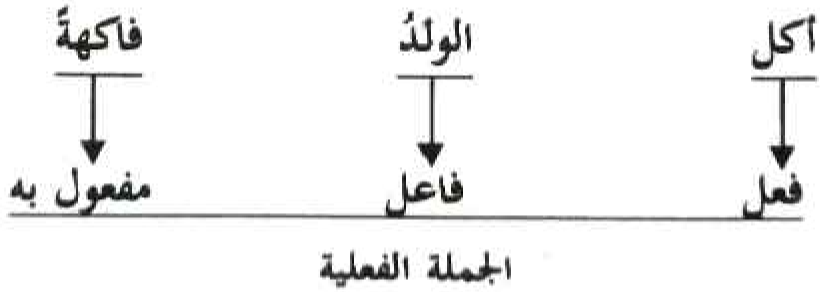

গ. اسم الإشارة ও مشار إليه মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটি এই গাছটি কেটেছে।)

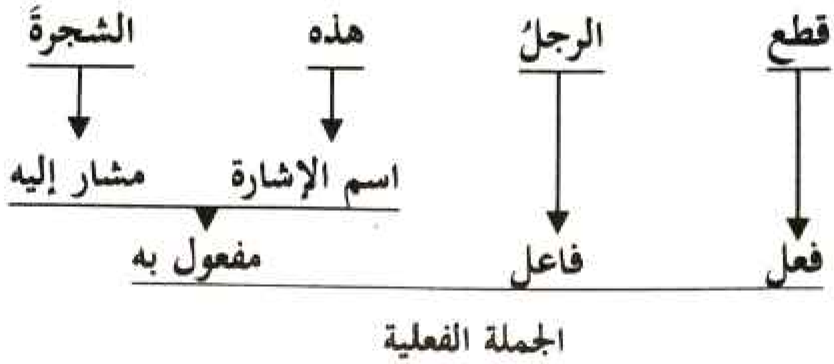

ঘ. مضاف ও مضاف إليه মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাজেদ মুরগির গোসত খেয়েছে।)

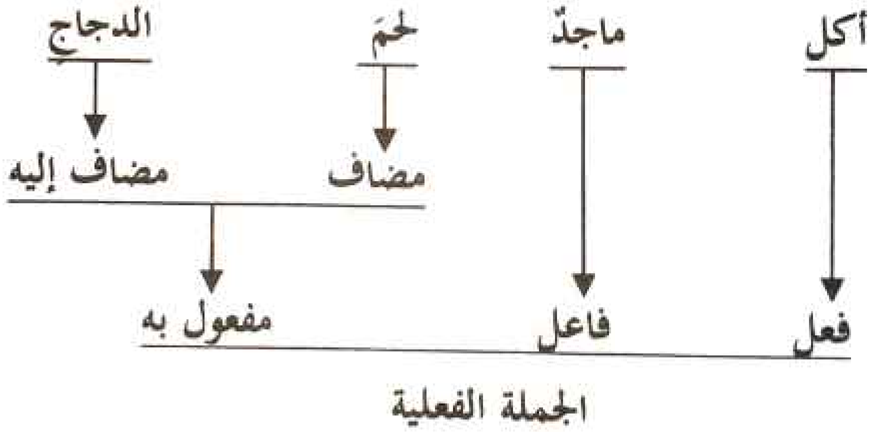

مفعول به যদি ফেয়েলের আগে আসে তার তারকীব

যদি مفعول به ফেয়েলের আগে আসে তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই তার তারকীব হয়। যেমন :

(আমি রাশেদকেই মেরেছি।)

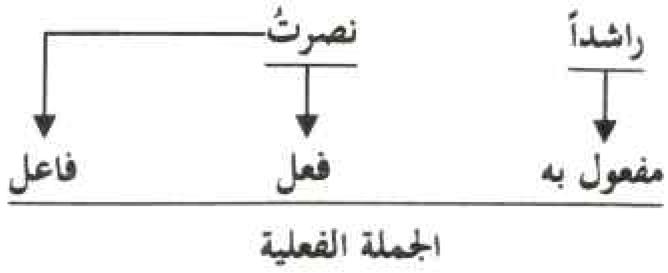

০০দ্বিতীয় প্রকার مفعول به

ضمير منصوب মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

ضمير منصوب দুই প্রকার। যথা : ক. ضمير منصوب متصل খ. ضمير منصوب منفصل

ক. নিম্নোক্ত যমীরগুলোকে ضمير منصوب متصل বলে। যথা :

ضربني، ضربنا، ضربكَ، ضربكِ، ضربكما، ضربكم، ضربكن، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهما، ضربهم، ضربهن .

ضمير منصوب متصل মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(সে তাকে মেরেছে।)

খ. নিম্নোক্ত যমীরগুলোকে ضمير منصوب منفصل বলে। যথা :

إياي نصر، إيانا نصر، إياكَ نصر، إياكِ نصر، إياكما نصر، إياكم نصر، إياكن نصر، إياه نصر، إياها نصر، إياهما نصر، إياهما نصر، إياهم نصر، إياهن نصر.

ضمير منصوب منفصل মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমরা আপনারই ইবাদত করি।)

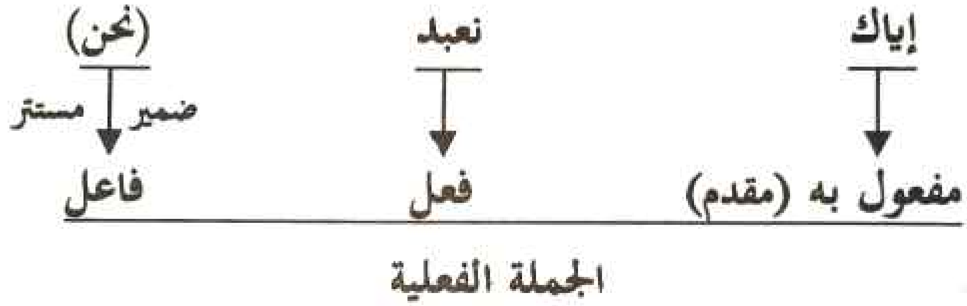

উল্লেখ্য, مفعول به যদি ফেয়েলের আগে আসে তাহলে তা حصر অর্থাৎ সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়।

০০০তৃতীয় প্রকার مفعول به

مفعول به مُؤَوَّلٌ বা রূপান্তরিত মাফ'উলের উদাহরণ ও তারকীব

পূর্বে উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে ইসম বা যমীরগুলো সরাসরি مفعول به হয়েছে। কিন্তু কখনো-কখনো একটি জুমলা حرف المصدر দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে مفعول به হয়ে থাকে। অথবা, حرف المصدر ছাড়া একটি مفرد শব্দে রূপান্তরিত হয়ে مفعول به হয়ে থাকে। কিংবা, مفعول بهটি حرف الجر-এর মাদখূল হয়ে মাজরূর হয়ে থাকে। এটিকে مفعول به مؤول বলা হয়। যেমন :

ক. জুমলা حرف المصدر দ্বারা মাছদারে রূপান্তরিত হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি কুরআন বুঝতে চাই।)

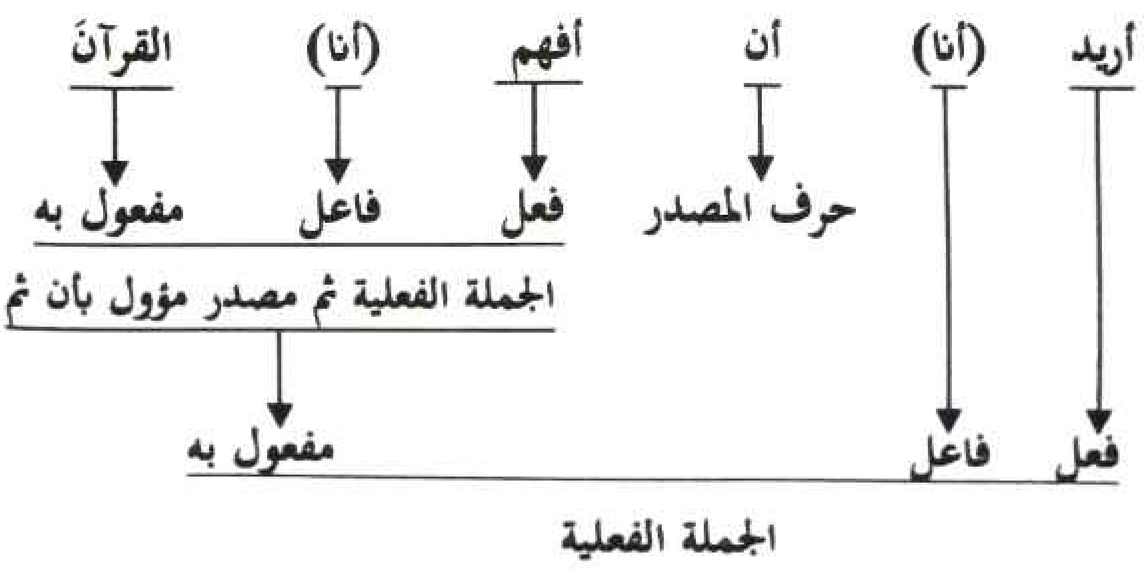

খ. জুমলা حرف المصدر ছাড়া একটি مفرد শব্দে রূপান্তরিত হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি তোমাকে পরিশ্রমী ধারণা করেছি।)

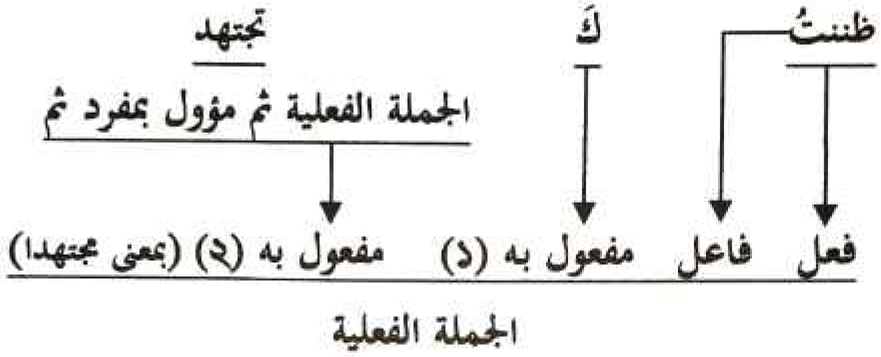

ঘ. مفعول بهটি حرف الجر-এর মাদখূল হয়ে মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি তার হাত ধরো।)

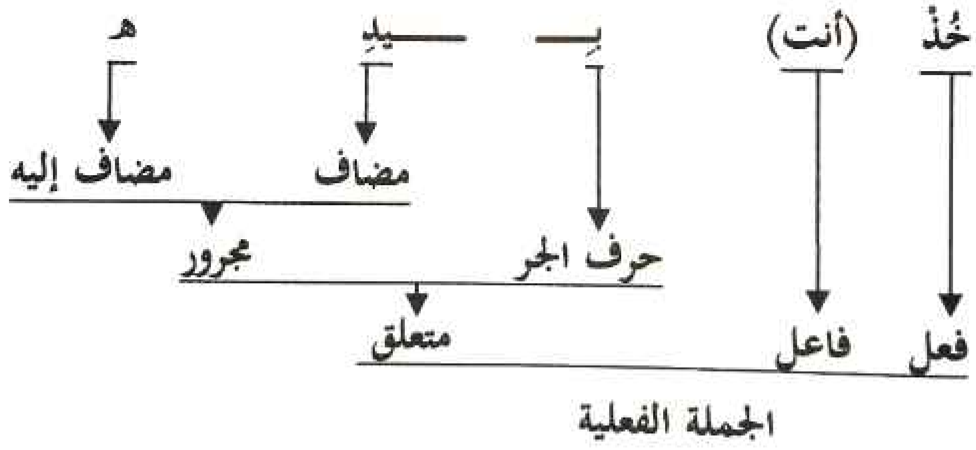

مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ সম্পর্কে আলোচনা

نزع অর্থ 'সরিয়ে দেওয়া; তুলে ফেলা; হটিয়ে দেওয়া'। خافض অর্থ 'নিচুকারী; যরদাতা'। সুতরাং, منصوب بنزع الخافض অর্থ হলো– যরদাতাকে হটিয়ে দেওয়ার দ্বারা নছবপ্রাপ্ত। এটি একটি পরিভাষা। যদি কোনো مجرور-এর শুরু থেকে حرف الجر-কে সরিয়ে দিয়ে নছব দেওয়া হয় তাহলে তাকে منصوب بنزع الخافض বলে। তখন তারকীবে তা مفعول به হয়। যেমন : خُذْ بِيَدِه. (তুমি তার হাত ধরো।)

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বাক্যে حرف الجر ও مجرور মিলে متعلق-এর তারকীবও করা যায়, আবার حرف الجر-কে সরিয়ে দিয়ে منصوب بنزع الخافض হিসেবে مفعول بهও বানানো যায়।

আরেকটি উদাহরণ :

سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الأُوْلَى. (আমি অবশ্যই তাকে তার পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দেবো।) এই বাক্যটির মূলরূপ হলো– سنعيدها إلى سيرتها الأولى. সুতরাং, বর্তমান অবস্থা হিসেবে متعلق-এর তারকীব যেমন করা যায় তেমনিভাবে منصوب بنزع الخافض হিসেবে مفعول به-এর তারকীবও করা যায়।

আরেকটি উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি তোমাকে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে নিষেধ করেছি।)

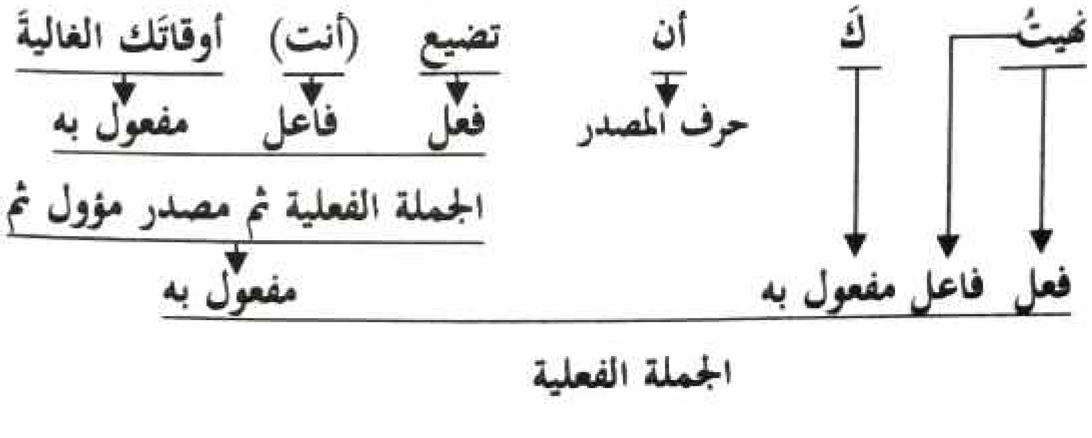

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে أن-এর পূর্বে عن উহ্য রয়েছে। সেটিকে উহ্য করে পরবর্তী অংশকে مفعول به منصوب بنزع الخافض-এর ভিত্তিতে বানানো হয়েছে। আবার উহ্য عن-কে ধরে নিয়ে متعلقও বানানো যায়।

النهي মাছদারের ন্যায় আরো অন্যান্য যে-সকল মাছদারের الصلة রয়েছে সেখানেও একই কথা। এ-ধরনের আরো কয়েকটি ফেয়েল হলো। যথা :

১. أمرتك (بِـ) أن تقرأ. ২. اسع (لِـ) أن تنجح في حياتك.

এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য حروف المصدر-এর أن-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

مَا أُضْمِرَ عَامِلُه على شَرِيْطَةِ التفسيرِ বা الاِشْتِغَالُ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

বাক্যে مفعول به-এর মূল স্থান হলো ফায়েলের পরে। مفعول به কখনো-কখনো ফেয়েলের আগে এসে থাকে। যেমন : راشدًا نصرتُ. এ-অবস্থায় راشداً হয় অগ্রবর্তী مفعول به

আর যদি راشد-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি যমীর এনে বলা হয়– راشدًا نصرتُه. তাহলে এই বাক্যটির তারকীব-পদ্ধতি হয় দুটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : راشدًا শব্দটি مرفوع হয়ে মুবতাদা হয়। যেমন :

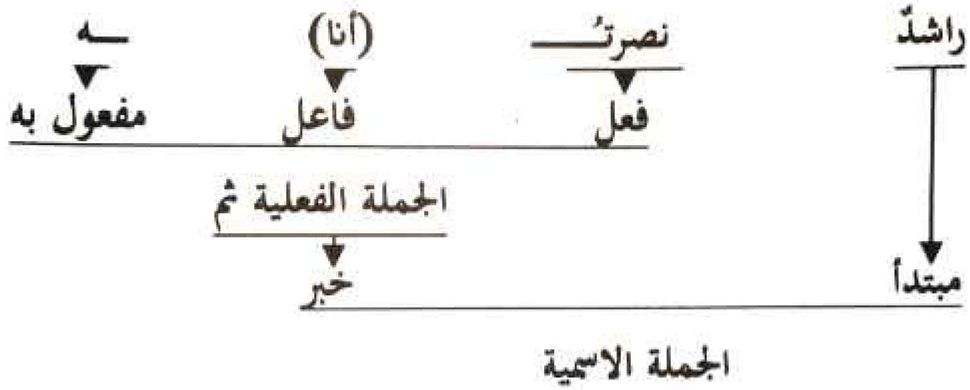

দ্বিতীয় পদ্ধতি : راشدا শব্দটি পূর্ববর্তী উহ্য ফেয়েলের مفعول به হিসেবে منصوب হয়, যে উহ্য ফেয়েলকে ব্যাখ্যা করে পরে উল্লিখিত ফেয়েলটি। যেমন :

ক. (আমি রাশেদকে সাহায্য করেছি।)

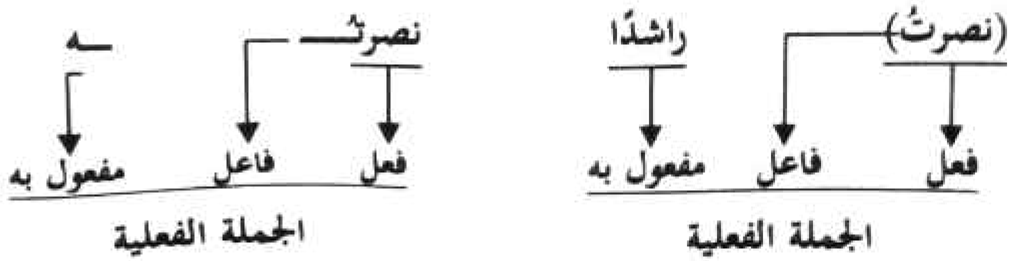

খ. (আমি জমিনকে বিছিয়েছি।)

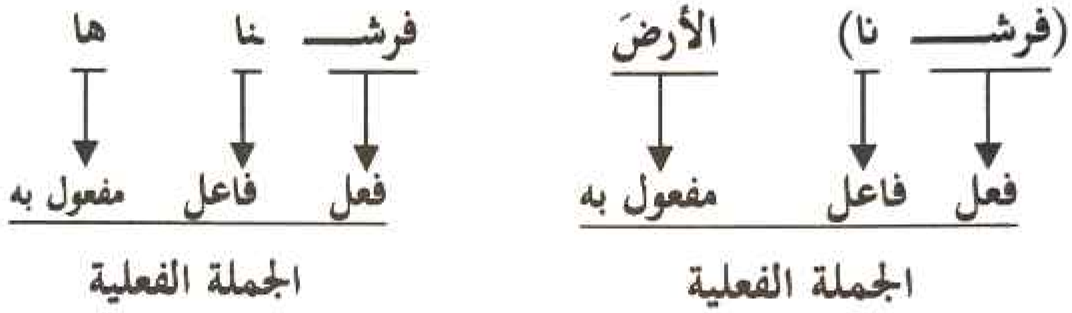

উল্লেখ্য, এই দ্বিতীয় পদ্ধতিকেই নাহুর পরিভাষায় اشتغال বা ما أُضْمِرَ عامله على شَرِيْطَةِ التفسيرِ বলে।

الشَّبِيْهُ بِالمفعولِ به-এর পরিচয়

الصفة المشبهة-এর معمول যদি مضاف হয়ে معرفة হয়, কিংবা ال-যুক্ত হয়ে معرفة হয় তাহলে তাকে الشبيه بالمفعول به-রূপে منصوب পড়া যায়। এটিকে المشَبَّهُ بالمفعول به ও বলে।

এটিকে 'مفعول به-এর সদৃশ' বলার কারণ হলো– الصفة المشبهة সাধারণত لازم হয়, যা مفعول به দাবি করে না। তাই معمولটি মূলত ফায়েল ছিল। অর্থের অতিশয়তার উদ্দেশ্যে الصفة المشبهة-এর ইসনাদকে ফায়েল থেকে সরিয়ে ভেতরে লুক্কায়িত যমীরের দিকে করা হয়েছে। আর معمول-কে شبيه بالمفعول به-রূপে নছব দেওয়া হয়েছে। যেমন : عَلِيٌّ جميلٌ وجهًا. (আলী তার চেহারা সুন্দর।) المسجدُ الفسيحُ الساحةَ جميلٌ. (প্রশস্ত প্রাঙ্গণবিশিষ্ট মসজিদটি সুন্দর।)

এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য شبه الفعل-এর অধ্যায়ে الصفة المشبهة-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ظَرْفٌ বা مَفْعُوْلٌ فِيْه সম্পর্কে আলোচনা

مفعول فيه বা ظرف-এর পরিচয় : যে-শব্দ ফেয়েল ঘটার স্থান বা সময় বোঝায় তাকে مفعول فيه বা ظرف বলে। مفعول فيه সর্বদা منصوب হয়। যেমন : جَلَسَ التلميذُ أمامَ المعلمِ. (ছাত্রটি শিক্ষকের সামনে বসেছে।) এখানে أمام المعلم অংশটি পূর্ববর্তী ফেয়েল ঘটার স্থান বুঝিয়েছে। তাই এটি তারকীবে مفعول فيه বা ظرف হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ : يلعب ماجدٌ بعدَ العصرِ. (মাজেদ আছরের পরে খেলে।) এখানে بعد العصر অংশটি পূর্ববর্তী ফেয়েল ঘটার কাল বুঝিয়েছে। তাই এটি তারকীবে مفعول فيه বা ظرف হয়েছে।

উল্লেখ্য, পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, مفعول فيه বা ظرف দুই প্রকার। যথা :

ক. স্থানবাচক; এটিকে পরিভাষায় ظرفُ المكانِ বলে।

খ. সময়বাচক; এটিকে পরিভাষায় ظرفُ الزمانِ বলে।

যে-শব্দগুলো সর্বদা مفعول فيه বা ظرف হয়

নিম্নোক্ত শব্দগুলো সর্বদা مفعول فيه বা ظرف হয়। যথা :

(১. عند - নিকটে; কাছে
২. أمام - সামনে; সম্মুখে
৩. وراء - পেছনে; পশ্চাতে
৪. خلف - পেছনে
৫. تحت - নীচে; নিম্নে; অধীনে
৬. فوق - ওপরে; উর্ধ্বে
৭. بجانب - পাশে; পার্শ্বে;
৮. جانِبَ - পাশে; পার্শ্বে
৯. قبل - পূর্বে; আগে
১০. بعدَ - পরে

১১. يمِين - ডানে; ডান দিকে
১২. يَسَار বামে; বাম দিকে
১৩. شِمَال - বামে; বাম দিকে
১৪. ناحية - দিকে; প্রান্তে
১৫. مع - সাথে; সঙ্গে
১৬. حيث - যেখানে
১৭. لَدَى - কাছে; নিকটে
১৮. لَدُنْ - কাছে; নিকটে
১৯. بين - মাঝে
২০. نَحْوَ - দিকে; প্রতি
২১. تِلْقاءَ - দিকে; অভিমুখে
২২. قُدَّامَ - সামনে; সম্মুখে
২৩. وقت - সময়
২৪. إذا - যখন
২৫. إِذْ - যখন
২৬. حين - সময়ে)
(২৭. هُنا - এখানে
২৮. هناك - সেখানে
২৯. الآن - এখন
৩০ . أمسِ - গতকাল
৩১. اليوم - আজ
৩২. غدًا - আগামীকাল
৩৩. بعدَ غَدٍ -আগামী পরশু
৩৪. صباحا - সকালে
৩৫. بعدَ - পরে
৩৬. قبلَ - পূর্বে
৩৭. مساء - সন্ধ্যায়
৩৮. أبدا - কখনো
৩৯. دائما - সর্বদা
৪০. بُكْرَةً - সকালে
৪১. قَطُّ - কখনো
৪২. عَشِيَّةً - সন্ধ্যায়
৪৩. ساعةً - কিছু সময়
৪৪. لَحْظَةً - এক মুহূর্ত
৪৫. ساعتئذٍ - সে-সময়
৪৬. حينئذٍ - তখন
৪৭. أصيلا - সন্ধ্যায়
৪৮. حينا - কিছু সময়
৪৯. أسبوع - সপ্তাহ
৫০. شهر - মাস
৫১. سنة - বছর
৫২. دهر - যুগ

৫৩. بين - মাঝে

৫৪. بينما - মাঝে

৫৫. ثَمَّ - সেখানে

৫৬. ميل - মাইল, فرسخ ফারছাখ)

(৫৭. أين - কোথায় ?

৫৮. متى - কখন ?

৫৯. أيان - কখন ? কবে ?

৬০. انى কোথায় ? কখন ?)

উল্লেখ্য, এ ছাড়াও আরো বিভিন্ন শব্দ রয়েছে, যা مفعول فيه বা ظرف হয়।

উপরোক্ত শব্দগুলোর প্রকারভেদ

উপরোক্ত শব্দগুলো তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত;
খ. ২৭ থেকে ৫৬ পর্যন্ত;
গ. ৫৭ থেকে ৬০ পর্যন্ত।

'ক' ভাগের শব্দগুলোর ব্যবহার ও তারকীব

'ক' ভাগের শব্দগুলো সাধারণত إضافة-এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে مفعول فيه বা ظرف হয়।

উল্লেখ্য, مفعول فيه বা ظرف যেমনিভাবে ফেয়েলের পরে আসে তেমনিভাবে ফেয়েলের আগেও এসে থাকে। যেমন : بعد العصرِ يلعب الولدُ.

ক. مفعول فيه বা ظرف ফেয়েলের পরে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছাত্রটি শিক্ষকের সামনে বসেছে।)

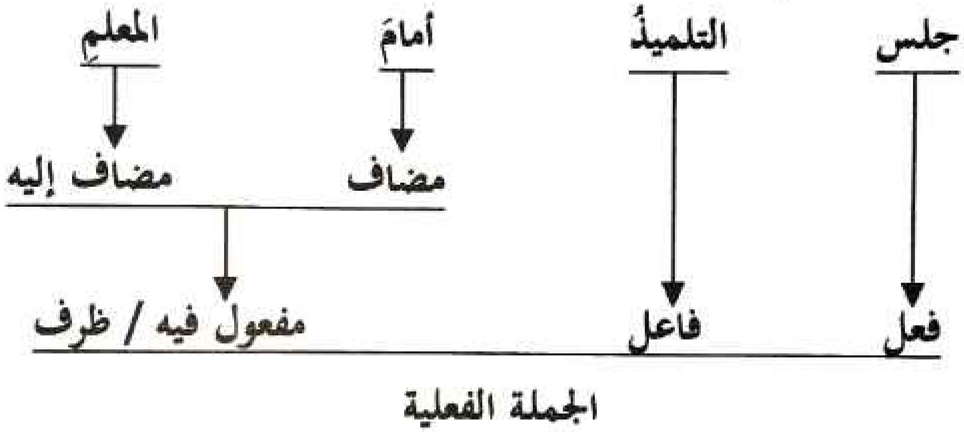

খ. مفعول فيه বা ظرف ফেয়েলের আগে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাগরিবের পর ফাতেমা তার কামরায় বসবে।)

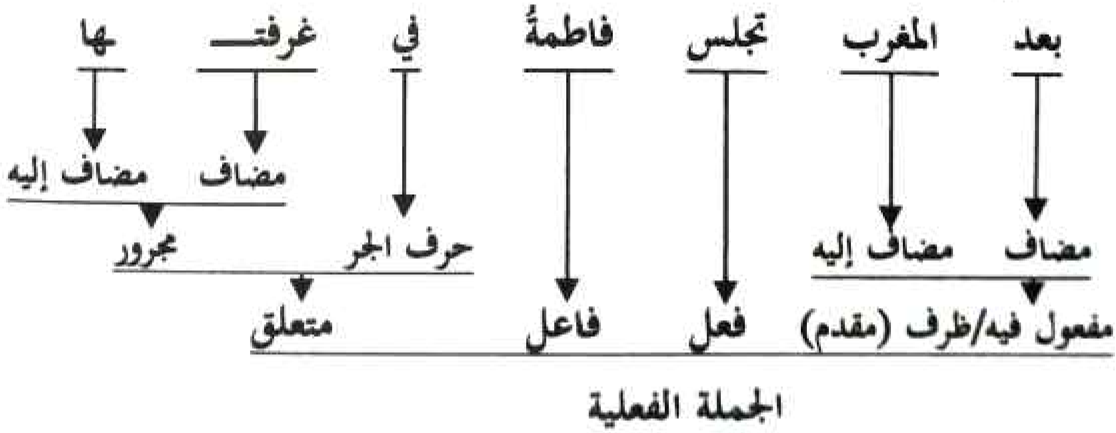

'খ' ভাগের শব্দগুলোর ব্যবহার ও তারকীব

'খ' ভাগের শব্দগুলো সাধারণত إضافة-মুক্ত অবস্থায় সরাসরি مفعول فيه বা ظرف হয়। যেমন :

ক. مفعول فيه বা ظرف ফেয়েলের পরে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (মাজেদ আজ শহরে গিয়েছে।)

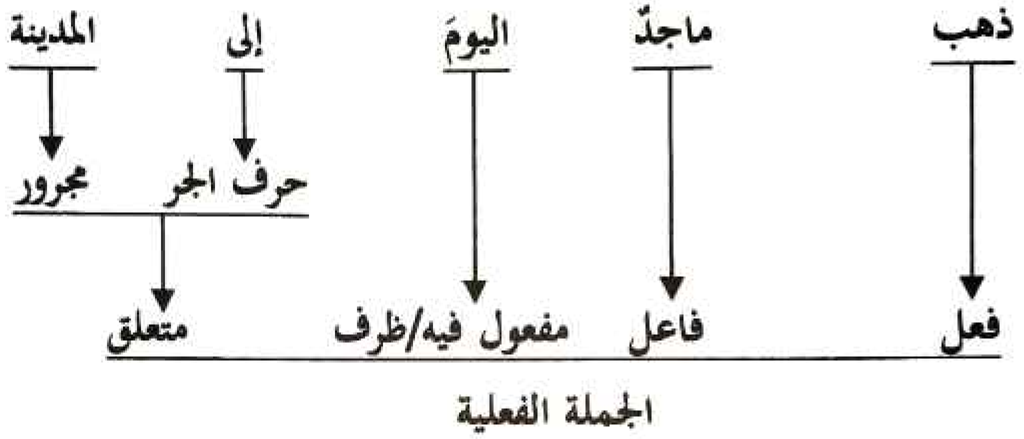

২. (মাজেদ আজ সকালে শহরে গিয়েছে।)

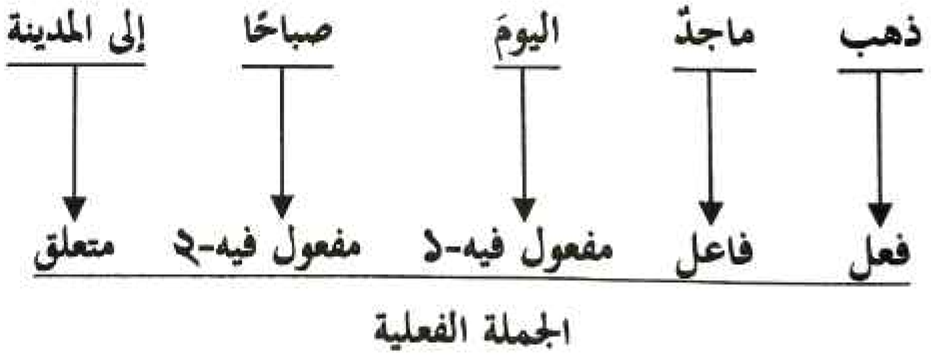

৩. (মাজেদ আজ সকালে শহরে গিয়েছে।)

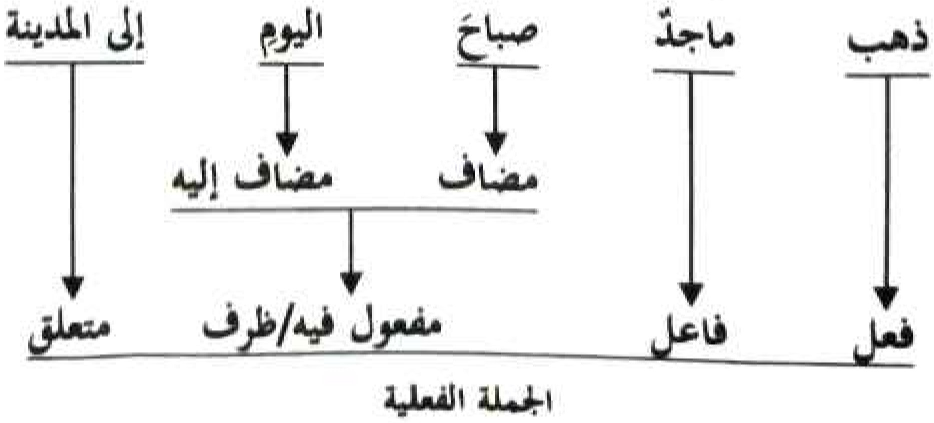

ঘ. مفعول فيه/ظرف ফেয়েলের আগে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (খালেদের আব্বা এখন মসজিদে যাবে।)

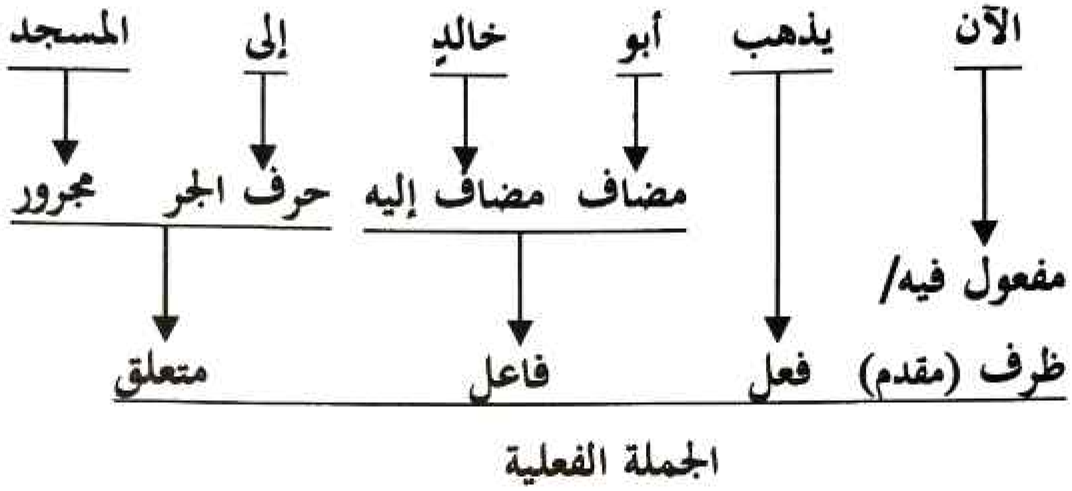

২. (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম।)

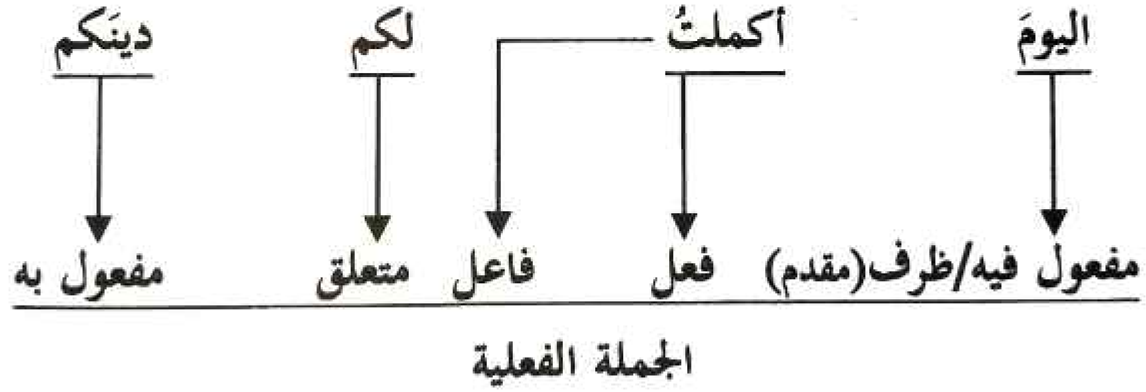

'গ' ভাগের শব্দগুলোর ব্যবহার ও তারকীব

'গ' ভাগের শব্দগুলো সর্বদা ফেয়েলের আগে আসে এবং সরাসরি مفعول فيه বা ظرف হয়। যেমন :

(ছেলেটি কোথায় সাঁতার কাটবে ?)

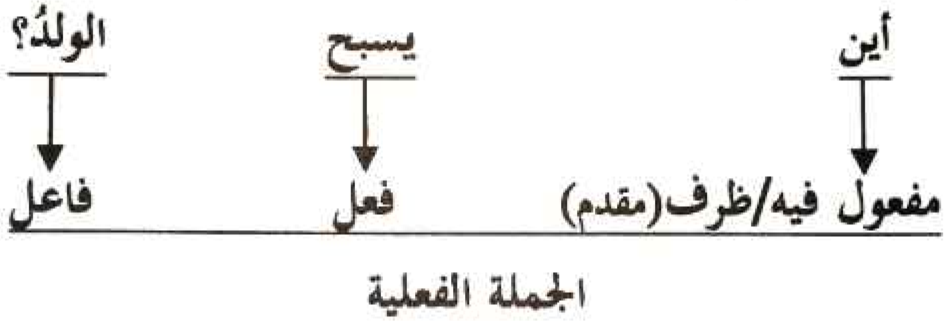

ظرف/مفعول فيه যখন متعلق হয়

مفعول فيه বা ظرف-এর শুরুতে যদি حرف الجر প্রবেশ করে তাহলে তা متعلق হয়। যেমন :

ক. (আমাদের কাছ থেকে চলে যাও।)

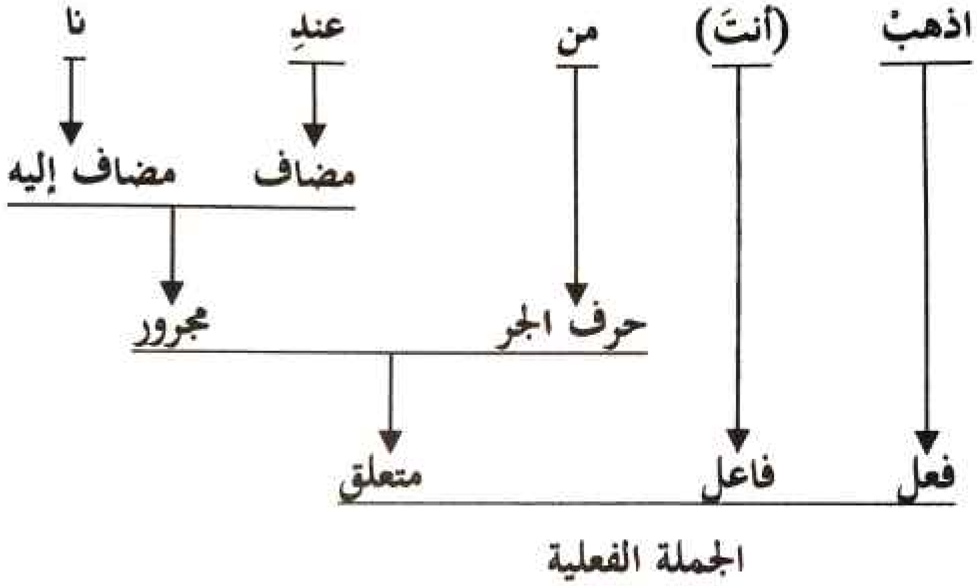

খ. (শিশুটি ছাদের ওপর থেকে পড়ে গিয়েছে।)

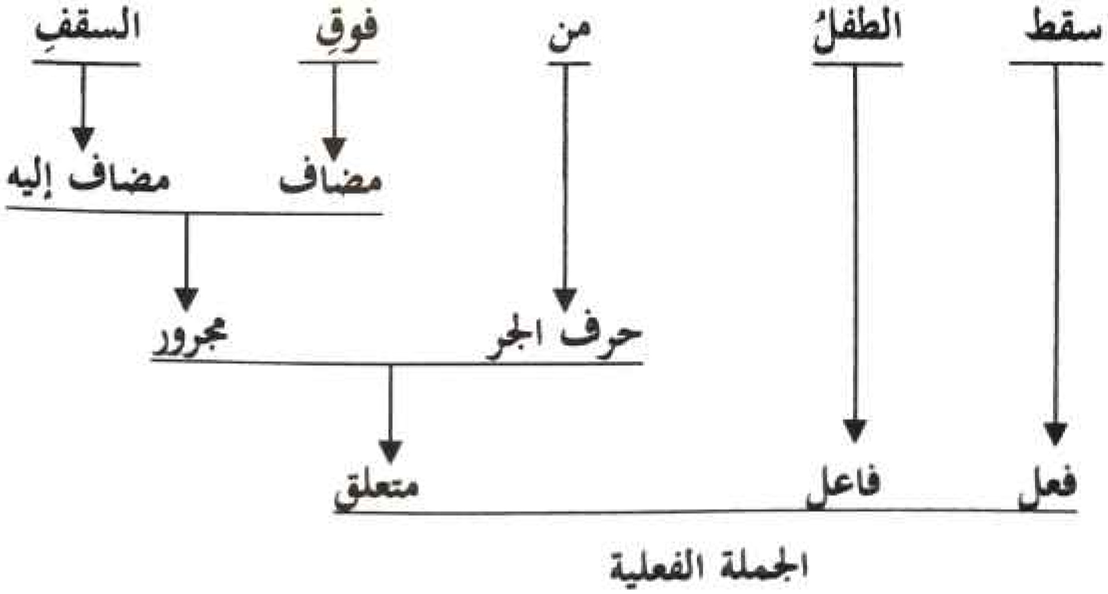

গ. (মুসলমানগণ রমাযান মাসে রোযা রাখেন।)

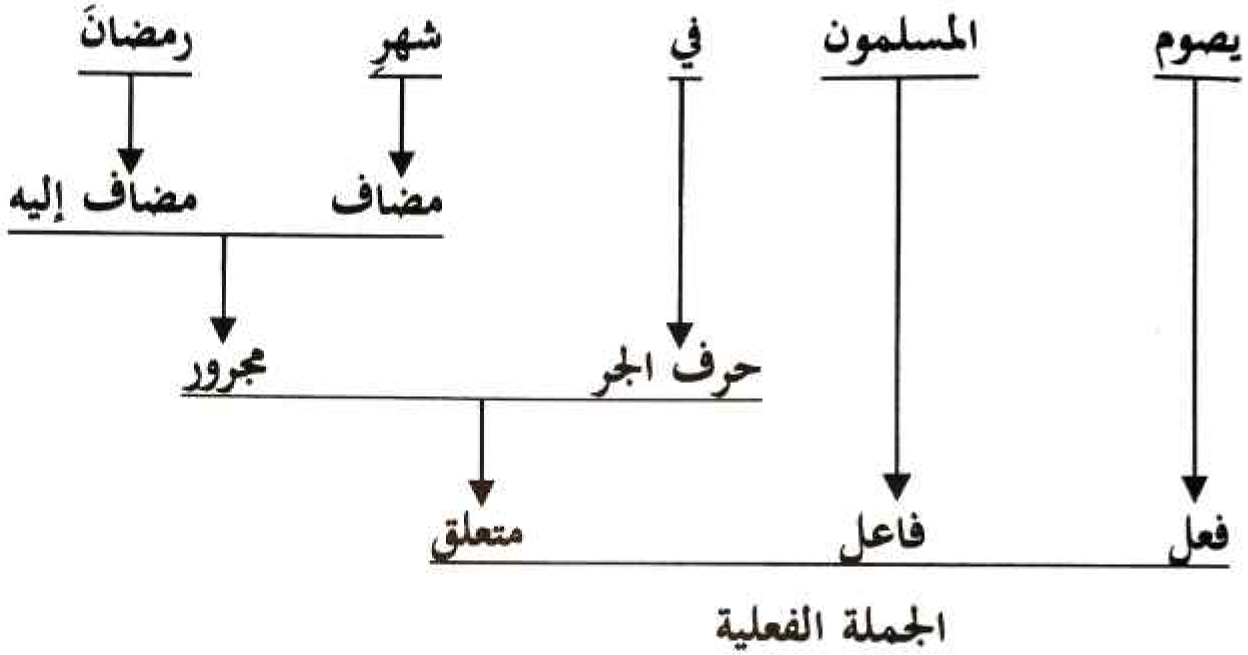

ঘ. (তুমি কোথায় গিয়েছ ?)

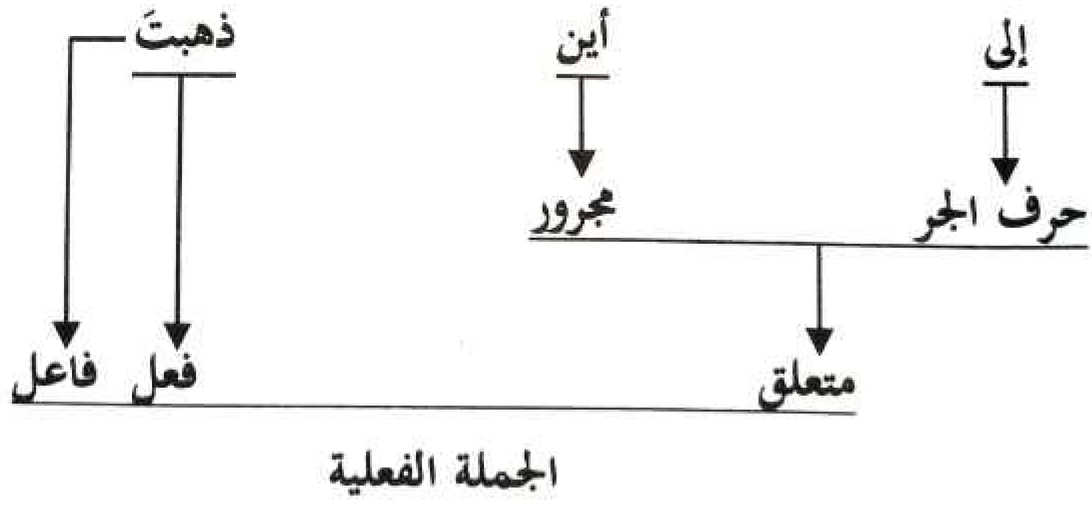

إذا-এর ব্যবহার ও তারকীব

إذا অর্থ 'যখন'। إذا যখন ظَرْفِيَّةٌ হয় অর্থাৎ ظَرْفٌ-এর অর্থ ধারণ করে তখন তা পরবর্তী জুমলার দিকে مضاف হয়, আর পরবর্তী জুমলাটি হয় مضاف إليه

إذا দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা : إِذَا الشَّرْطِيَّةُ ও إِذَا غَيْرُ الشَّرْطِيَّةِ إذا الظَّرْفِيَّةُ

إذا الشرطية সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য حروف الشرط وأسماء الشرط আলোচনা দ্রষ্টব্য। এখানে শুধু إذا الظرفيةُ غيرُ الشرطيةِ-এর তারকীব দেওয়া হচ্ছে।

ক. إذا الظرفيةُ غيرُ الشرطيةِ -এর পরবর্তী বাক্যটি الجملة الفعلية হতে পারে। তবে, এটিই অধিক। যেমন :

(আমি ঘর থেকে বের হয়েছি যখন সূর্য উদিত হয়েছে।)

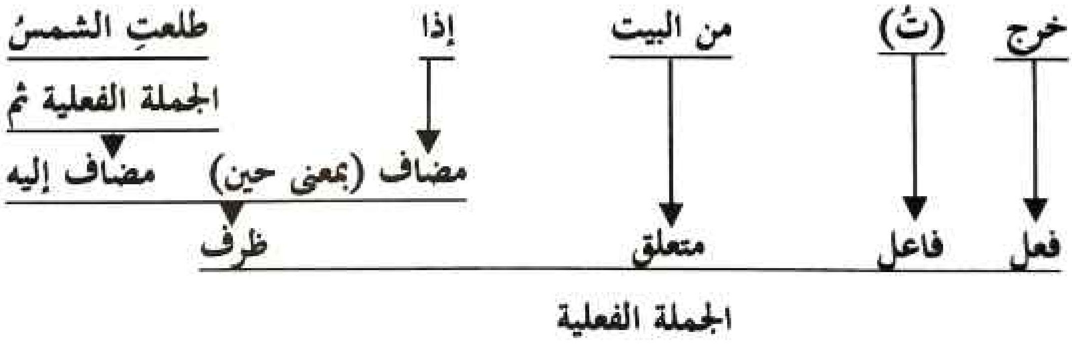

খ. إذا الظرفيةُ غيرُ الشرطيةِ -এর পরবর্তী বাক্যটি الجملة الاسميةও হতে পারে। তবে, এটি কম। যেমন :

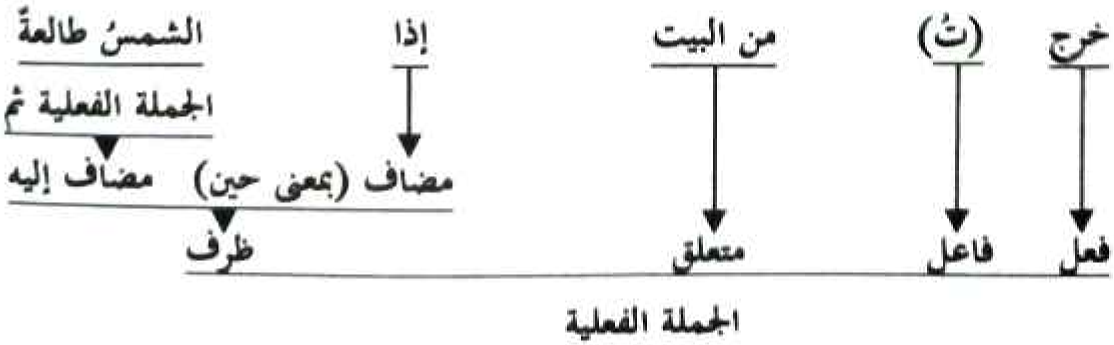

উল্লেখ্য, إذا الظرفية غير الشرطية**-এর পরে যদি ইসম আসে, তাহলে তা উহ্য ফেয়েলের ফায়েল হয়। যেমন :** إذا (انشقت) السماء انشقت.
এখানে السماء **শব্দটি উহ্য** انشقت**-এর ফায়েল হয়েছে।**

إذ-এর ব্যবহার ও তারকীব

إذ অর্থ 'যখন'। إذ যখন ظَرْفِيَّةٌ হয় অর্থাৎ ظَرْفٌ-এর অর্থ ধারণ করে তখন তা পরবর্তী বাক্যের দিকে مضاف হয়, আর পরবর্তী বাক্যটি হয় مضاف إليه

إذ-এর তারকীব-পদ্ধতি চারটি। যথা : ১. ظرف ২. مفعول به
৩. مفعول به-এর بدل ৪. مضاف إليه

প্রথম পদ্ধতি : إذটি ظرف হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

ক. إذ-এর পরবর্তী বাক্যটি الجملة الاسمية হলে–

(আমি শিক্ষককে সালাম দিয়েছি যখন তিনি জাগ্রত ছিলেন।)

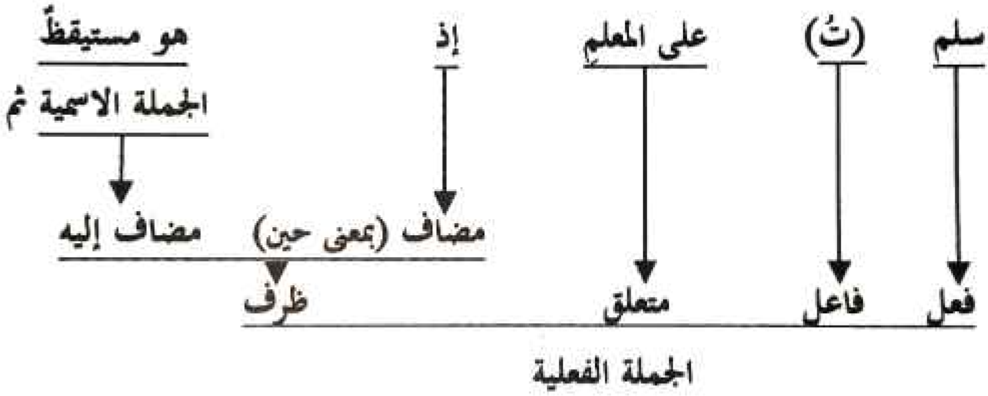

খ. إذ -এর পরবর্তী বাক্যটি الجملة الفعلية হলে–

(তুমি তোমার পড়া বুঝতে যখন তুমি পরিশ্রম করতে।)

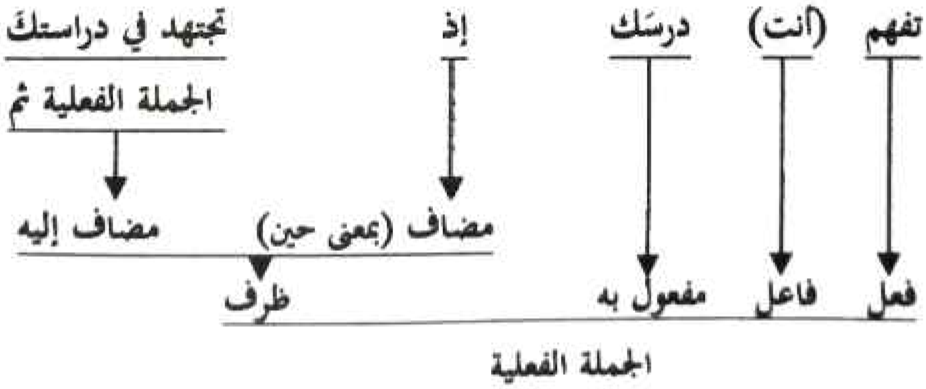

দ্বিতীয় পদ্ধতি : إذ টি مفعول به হয়, যদি তার পূর্বে الذكر মাছদার থেকে উল্লিখিত কিংবা অনুল্লিখিত فعل أمر আসে। যেমন :

ক. উল্লিখিত فعل أمر-এর উদাহরণ ও তারকীব :

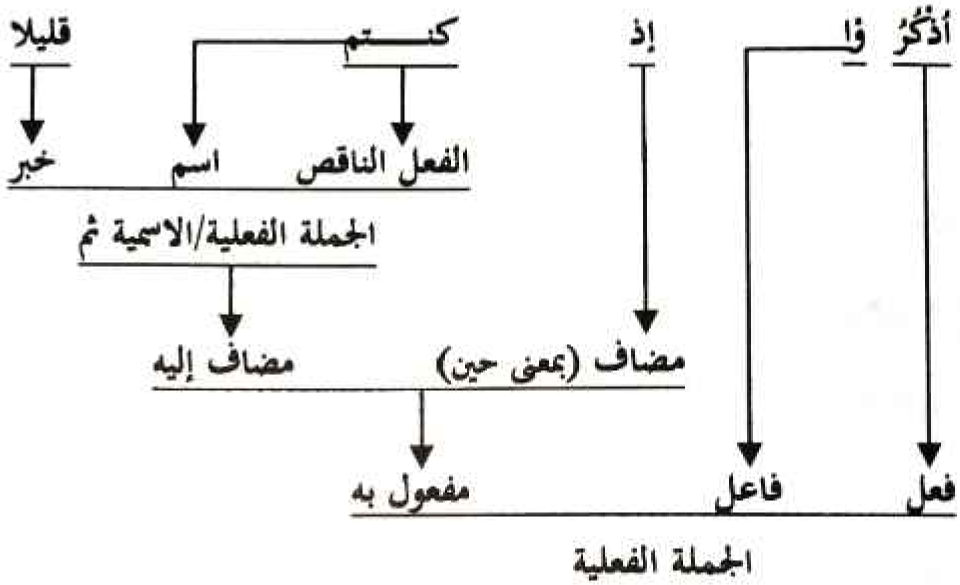

খ. অনুল্লিখিত فعل أمر-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(তোমরা ওই সময়কে স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের পরিবার থেকে মুক্তি দিলাম।)

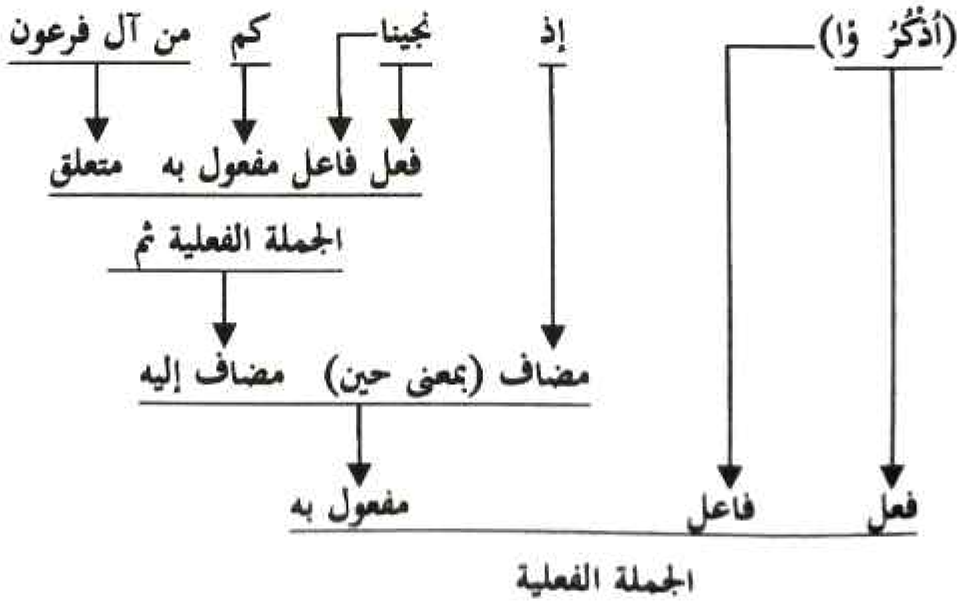

তৃতীয় পদ্ধতি : إذ-টি مفعول به-এর بدل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আপনি 'আদ সম্প্রদায়ের ভাইকে স্মরণ করুন, যখন তিনি তার কওমকে সতর্ক করেছেন।)

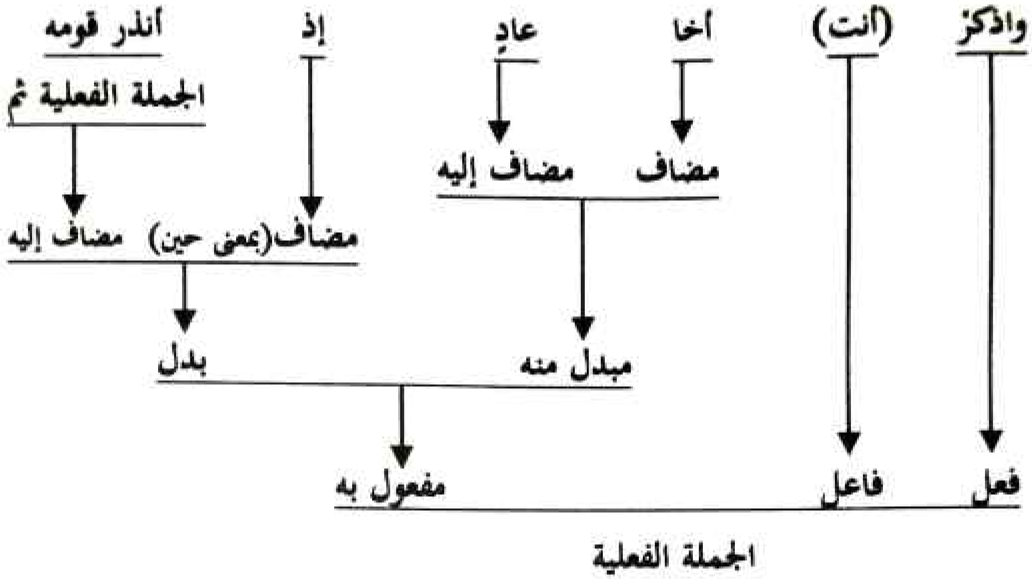

চতুর্থ পদ্ধতি : إذ-টি مضاف إليه হয়, যদি তার পূর্বে কোনো ظرف-এর শব্দ مضاف হিসেবে আসে। যেমন :

(তুমি মাগরিবের পরে খেল, আর আমি তখন পড়ি।)

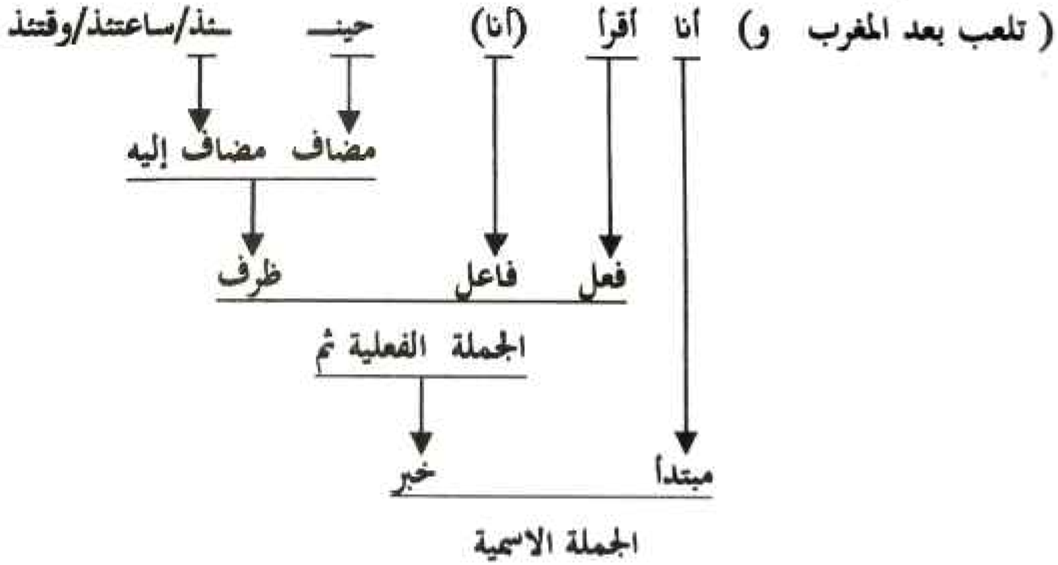

উল্লেখ্য, حينئذ-এর শেষে تنوين এসেছে উহ্য مضاف إليه-এর পরিবর্তে। অর্থাৎ বাক্যটির মূলরূপ ছিলো এরূপ– أنا أقرأ حين لعبك بعد المغرب.

حَيْثُ সম্পর্কে আলোচনা, ব্যবহার ও তারকীব

حيث অর্থ 'যেখানে'। এটি স্থানবাচক শব্দ। এটি সাধারণত পরবর্তী বাক্যের দিকে مضاف হয়। তখন পরবর্তী বাক্যটি হয় مضاف إليه অধিকাংশ সময় حيث-এর তারকীব-পদ্ধতি হয় তিনটি। যথা :

১. ظرف ২. مفعول به ৩. مجرور

প্রথম পদ্ধতি : حيث-টি ظرف হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

ক. حيث-এর পরবর্তী বাক্যটি যদি الجملة الاسمية হয় তাহলে তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(আমি বসবাস করব, যেখানে ঈমান নিরাপদ।)

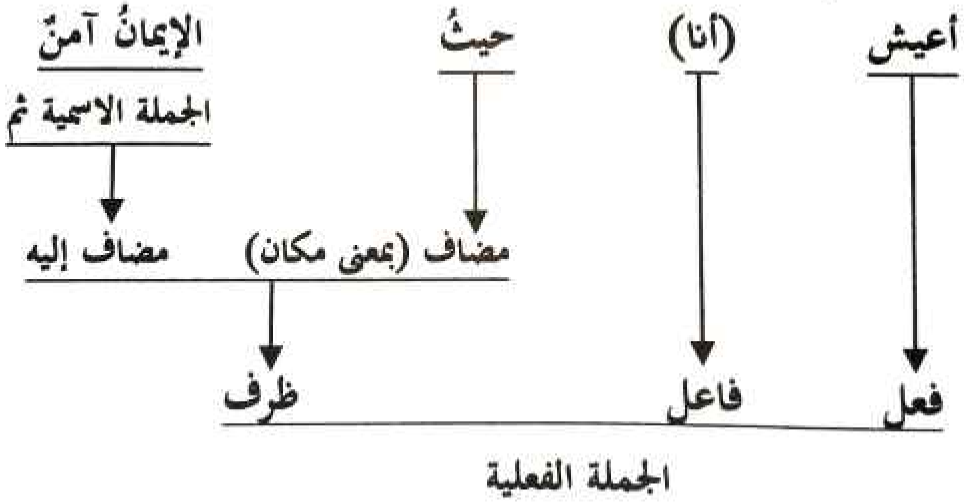

খ. حيث-এর পরবর্তী বাক্যটি যদি الجملة الفعلية হয় তাহলে তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(তুমি ঘুমাও যেখানে ইচ্ছা করো।)

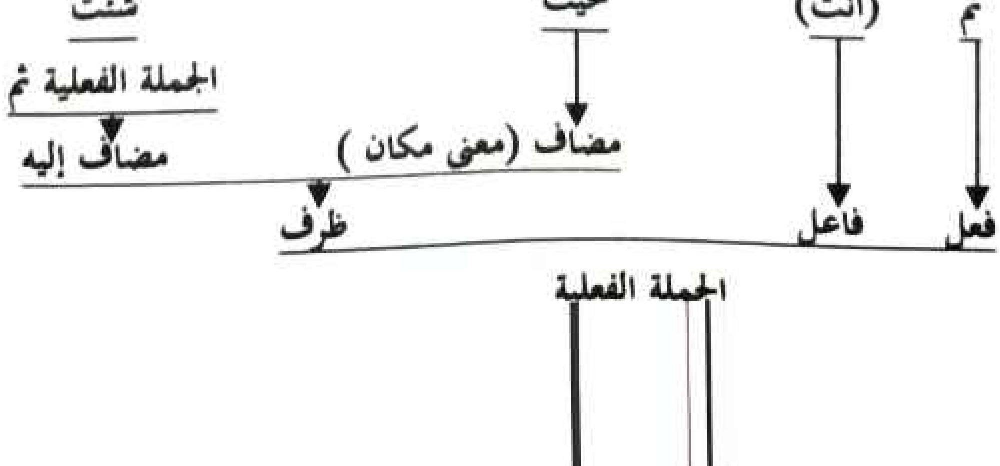

দ্বিতীয় পদ্ধতি : حيث-টি مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিশু জানে, কোথায় সে তার খাবার পাবে।)

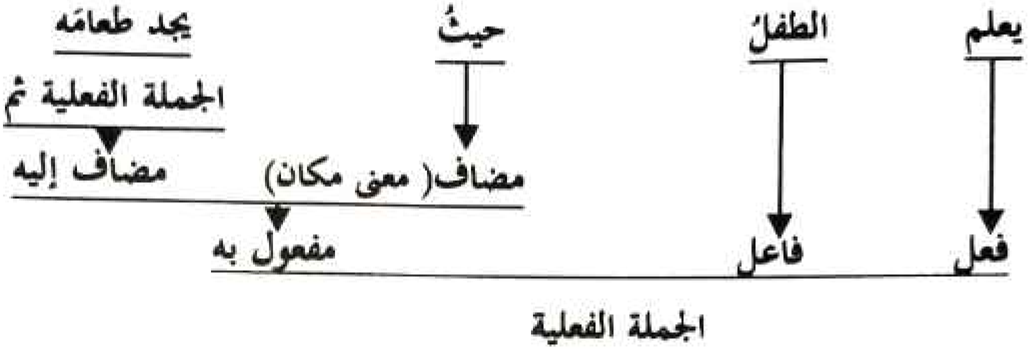

তৃতীয় পদ্ধতি : . حيث-টি مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি সেখান থেকে খাব যেখান থেকে তুমি খেয়েছ।)

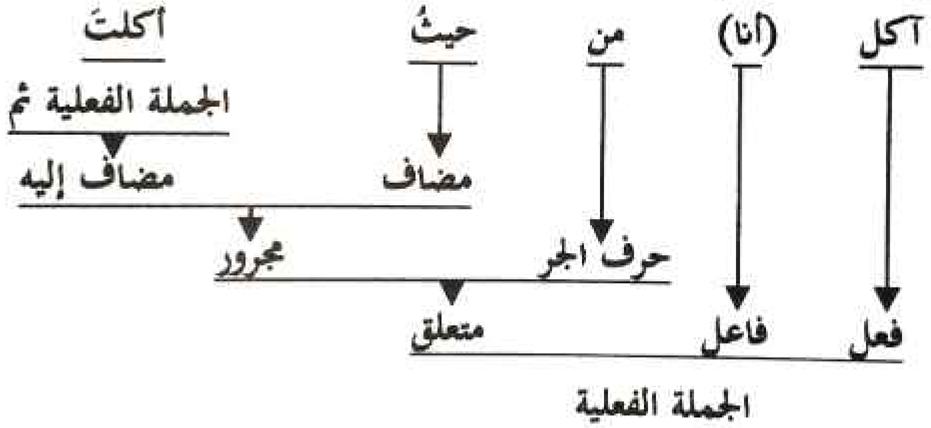

উল্লেখ্য, যদি حيث-এর পরে ইসম আসে তাহলে তা উহ্য খবরের মুবতাদা হয়। যেমন : اجلس حيث خالد. (তুমি বসো যেখানে খালেদ আছে।) এ-বাক্যটির মূলরূপ হলো– (جالسٌ.) اجلس حيثُ خالدٌ এক নং পদ্ধতি অনুযায়ী এখানে حيث-এর ظرف-এর তারকীব হয়।

বি. দ্র. حيث-এর পরে যদি ما الزائدة যুক্ত হয় তাহলে তা اسم الشرط হয়ে যায়। এ-সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য أسماء الشرط و حروف الشرط-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

بين-এর ব্যবহার ও তারকীব

بين অর্থ 'মাঝে'। এটি ظرف-এর শব্দ। এটি পরবর্তী শব্দের দিকে مضاف হয়। مضاف إليه যদি ইসম হয় তাহলে তা বহুবচন অর্থাৎ একাধিক সদস্যবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। যেমন :

(আমি গাছ-গাছালির মাঝে হেঁটেছি।)

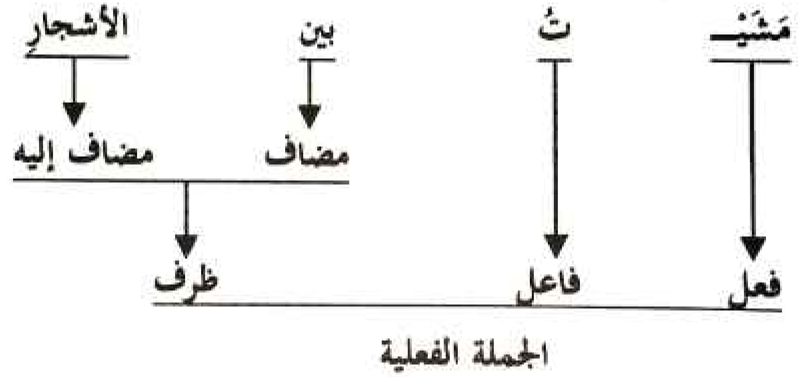

পক্ষান্তরে, مضاف إليه যদি واحد হয় তাহলে واو-এর মাধ্যমে عطف আনা আবশ্যক। যেমন :

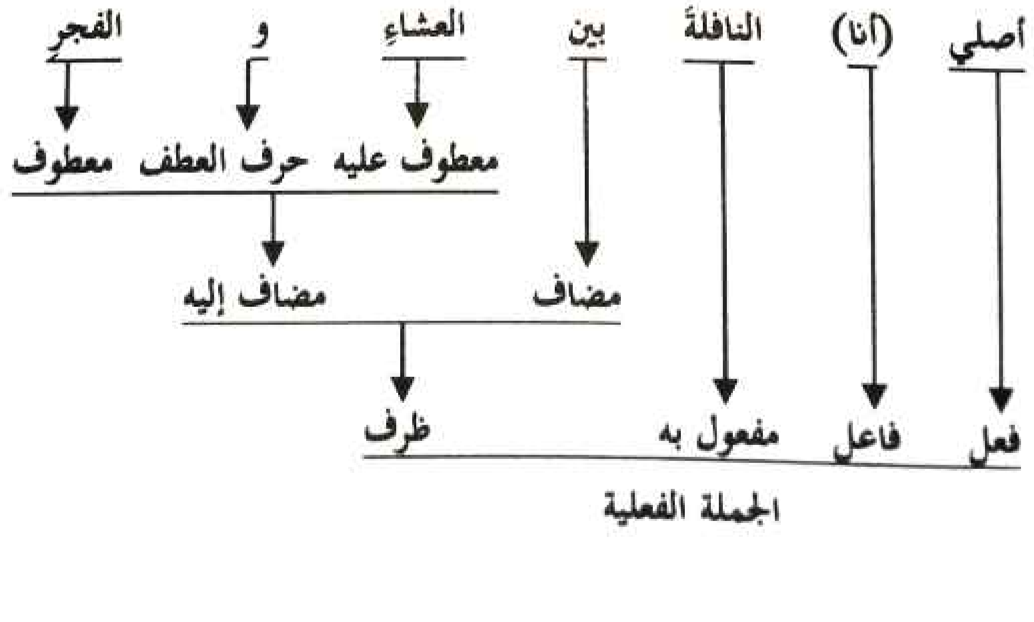

আর مضاف إليه যমীর হলে بين-কে পুনরোক্ত করা আবশ্যক। যেমন :

(আমাদের মাঝে এবং তোমাদের মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।)

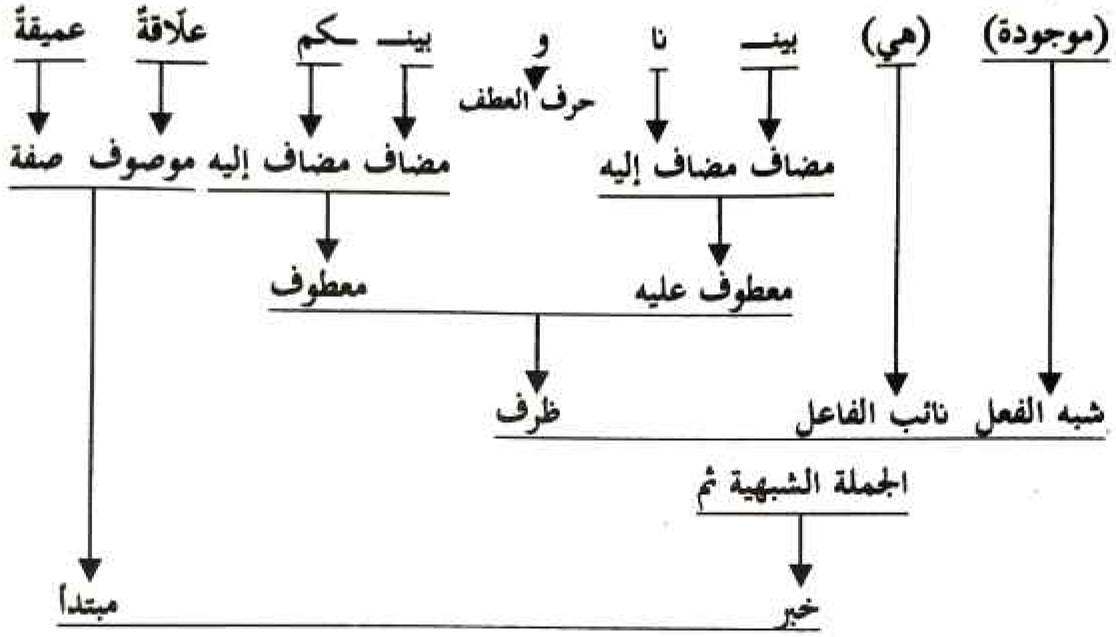

الجملة الاسمية

উল্লেখ্য, بين মাজরূর হয়, যদি তার পূর্বে حرف الجر আসে। যেমন :

(তাদের থেকে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে।)

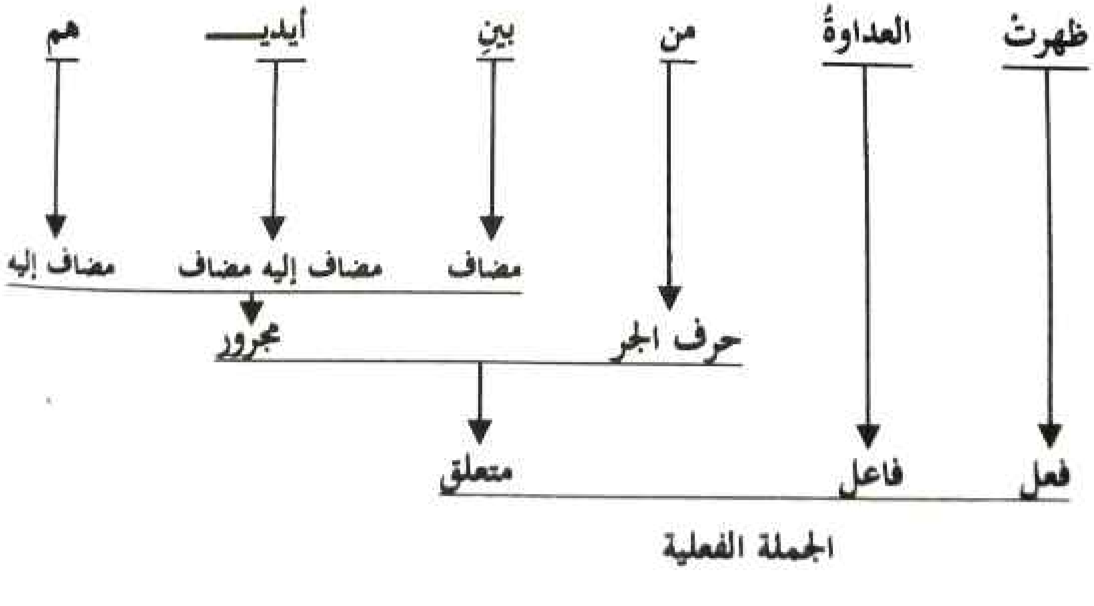

الجملة الفعلية

بَيْنَا، بَيْنَمَا-এর ব্যবহার ও তারকীব

بينا অর্থ 'সময়ে; কালে'। এটি পরবর্তী বাক্যের দিকে মুযাফ হয়। আর পরবর্তী বাক্যটি হয় مضاف إليه তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে পরবর্তী ফেয়েলের ظرف زمان হয়। যেমন : بينا أنا جالسٌ حضر المعلمُ. (আমি বসে থাকাকালে আমার শিক্ষক উপস্থিত হয়েছেন।)

بَيْنَا-এর ا-টি এখানে উহ্য مضاف إليه-এর পরিবর্তে এসেছে। এ-জন্য এই ا-কে الف العوض বলা হয়। আর উহ্য مضاف إليهটি হলো وقت আর وقتটি মুযাফ হয়েছে পরবর্তী জুমলার দিকে। অর্থাৎ وقت-এর অবর্তমানে بيناটি সরাসরি জুমলার দিকে মুযাফ হয়েছে। সুতরাং, উপরোক্ত বাক্যটির মূলরূপ হলো– بينَ وقتِ أنا جالسٌ حضر المعلمُ.

بينا-এর তারকীব :

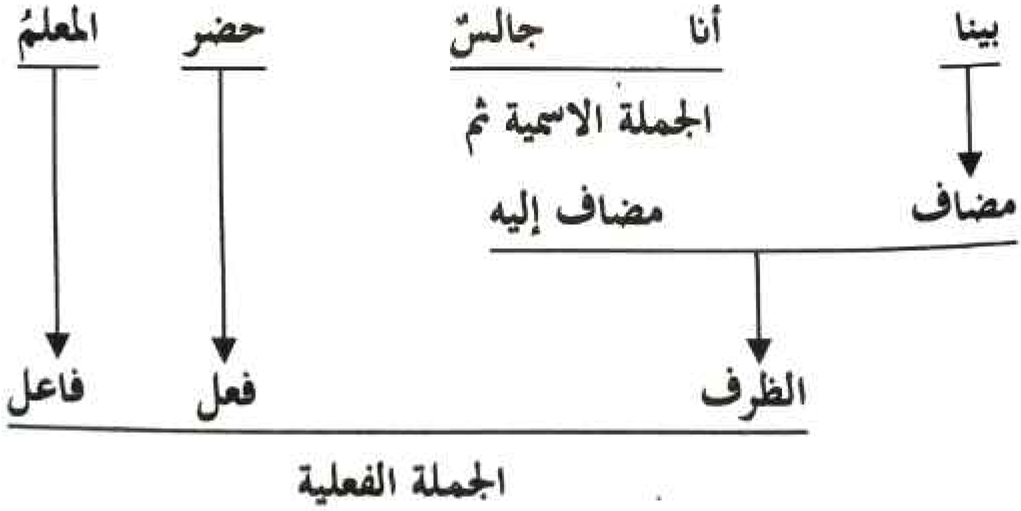

بينما–এর বিধান ও তারকীব بين–এর ন্যায়।

مُتَعَلِّقٌ সম্পর্কে আলোচনা

ক. متعلق-এর পরিচয় : فعل বা شبه الفعل-এর পরে, কিংবা পূর্বে حرف الجر-যুক্ত শব্দকে متعلق বলে। যেমন : كتب المعلم بالقلم. এখানে بالقلم অংশটি পূর্ববর্তী كتب ফেয়েলের متعلق হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ : أنا ذاهب الآن إلى المدرسة. (আমি এখন মাদরাসায় যাব।) এখানেও إلى المدرسة অংশটি ذاهب এই شبه الفعل-এর متعلق হয়েছে।

الجملة الفعلية-এর মাঝে متعلق-এর অবস্থান ও তারকীব

الجملة الفعلية-এর মাঝে متعلق সাধারণত বাক্যের শেষে আসে। আবার কখনো-কখনো বাক্যের মাঝেও আসে, কিংবা ফেয়েলের আগে আসে। যেমন :

ক. الجملة الفعلية-তে متعلق সবার পরে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিক্ষক কলম দ্বারা লিখেছেন।)

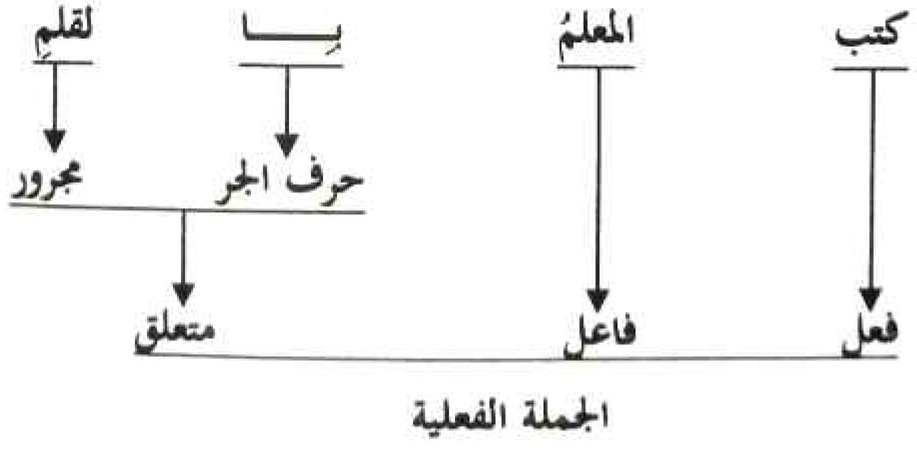

খ. الجملة الفعلية-তে متعلق বাক্যের মাঝে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছেলেটি আছরের পর মাঠে খেলেছে।)

لعب	الولدُ	في الملعبِ	بعدَ العصرِ
فعل	فاعل	متعلق	مفعول فيه

الجملة الفعلية

গ. الجملة الفعلية -তে متعلق ফেয়েলের আগে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(মানুষ নাফরমানির দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়।)

بالمعصية	يخرج	الإنسانُ	من طاعةِ اللهِ
متعلق(مقدم)	فعل	فاعل	متعلق

الجملة الفعلية

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বাক্যে متعلق দুটি হয়েছে।

الجملة الاسمية-এর মাঝে شبه الفعل-এর متعلق-এর ব্যবহার ও তারকীব

الجملة الاسمية-এর মাঝে شبه الفعل কখনো অনুল্লিখিত থাকে, আবার কখনো উল্লিখিত থাকে। شبه الفعل যদি অনুল্লিখিত থাকে তাহলে তারকীব করার সময় তা উল্লেখ করে নিতে হয়।

ক. الجملة الاسمية -এর মাঝে অনুল্লিখিত شبه الفعل-এর متعلق-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(গল্পটি বইয়ে আছে।)

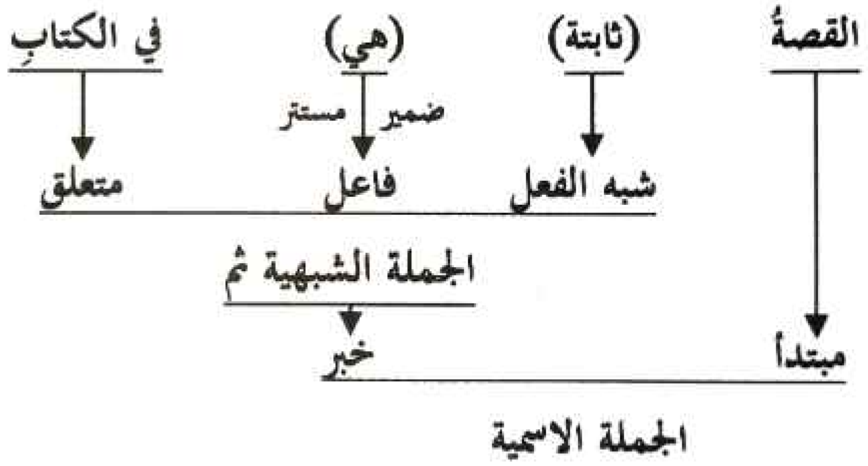

খ. الجملة الاسمية-এর মাঝে উল্লিখিত شبه الفعل-এর متعلق-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(ব্যবসায়ীটি এখন বাজারে যাবে।)

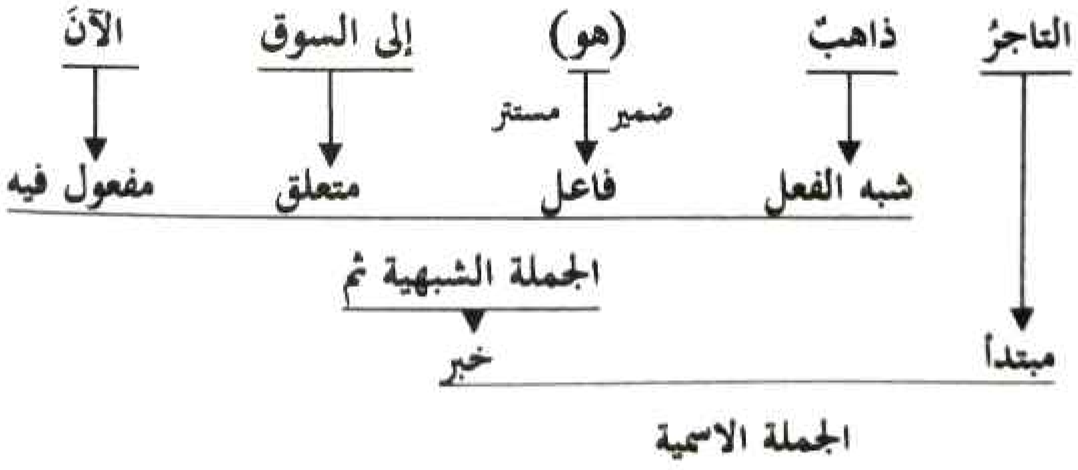

مَفْعُوْلٌ مَعَه সম্পর্কে আলোচনা

ক. واو المعية-এর পরিচয় : مع-এর অর্থবিশিষ্ট واو-কে واو المعية বলে।

খ. مفعول معه-এর পরিচয় : واو المعية-এর পরে বিদ্যমান এমন اسم منصوب-কে مفعول معه বলে, যার ناصب হলো পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل

যেমন : سافر المسافرُ والليلَ. (মুসাফির রাতে চলেছে।) এখানে واوটি واو المعية তাই পরবর্তী الليل শব্দটি مفعول معه হয়েছে।

● واو কখন واو المعية হয় ?

ক. واوটি واو المعية হয়, যদি তার পূর্বে جملة বা شبه الجملة থাকে এবং واوটিকে حرف العطف হিসেবে গ্রহণ করতে অর্থগত বাধা থাকে। যেমন: سافر المسافرُ والليلَ. (মুসাফির রাতে সফর করেছে।) এখানে واو-কে حرف العطف হিসেবে গ্রহণ করতে অর্থগত বাধা রয়েছে। কারণ, তখন অর্থ হবে– 'মুসাফির ও রাত উভয়ে একসাথে সফর করেছে'। এটা অসম্ভব। তাই واوটি واو المعية

খ. ঠিক তেমনিভাবে واو-কে যদি حرف العطف হিসেবে গ্রহণ করতে ব্যাকরণগত কোনো বাধা থাকে তাহলে واوটি واو المعية হয়। যেমন : سافرتُ وماجدًا. (আমি ও মাজেদ একসাথে সফর করেছি।) এখানে واو-কে حرف العطف হিসাবে গ্রহণ করতে ব্যাকরণগত বাধা রয়েছে। কারণ, ضمير مرفوع متصل-এর ওপর আতফ করতে হলে ضمير مرفوع منفصل দ্বারা একটি তাকীদ আনতে হয়। যেমন : اُسْكُنْ أنت وزوجُك. (তুমি ও তোমার স্ত্রী বসবাস করো।) সুতরাং, سافرتُ وماجدًا. বাক্যে واوটি واو المعية হয়েছে।

واو যখন শুধু حرف العطف হয়

واوটি শুধু حرف العطف হয়, যদি তার পূর্ববর্তী ফেয়েলটি একাধিক ফায়েল ছাড়া ঘটা অসম্ভব হয়। যেমন : جادل ماجدٌ وخالدٌ. (মাজেদ ও খালেদ ঝগড়া করেছে।) এখানে واوটি শুধু حرف العطف হবে। কারণ, جادل ফেয়েলটি একাধিক ফায়েল ছাড়া ঘটা অসম্ভব। باب المفاعلة-এর মাছদারগুলো সাধারণত একাধিক ফায়েল দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে।

واو যখন واو المعية ও حرف العطف উভয়টিই হয়

واو-এর পূর্ববর্তী ফেয়েলের জন্য যদি একাধিক ফায়েলের প্রয়োজন না হয় এবং واو-কে حرف العطف হিসেবে গ্রহণ করতে অর্থগত কিংবা ব্যাকরণগত কোনো বাধা না থাকে তাহলে واو-এর পরবর্তী শব্দটি معطوفও হতে পারে, আবার مفعول معهও হতে পারে। যেমন : ذهب ماجدٌ وخالدٌ / خالدًا. এখানে خالد শব্দটিকে خالدٌ যেমন পড়া যায় তেমনিভাবে مفعول معه হিসেবে خالدًاও পড়া যায়।

واو المعية-এর তারকীব

সকল শর্ত পূর্ণ করার পর এবং সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার পর واو যখন واو المعية হয় তখন তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

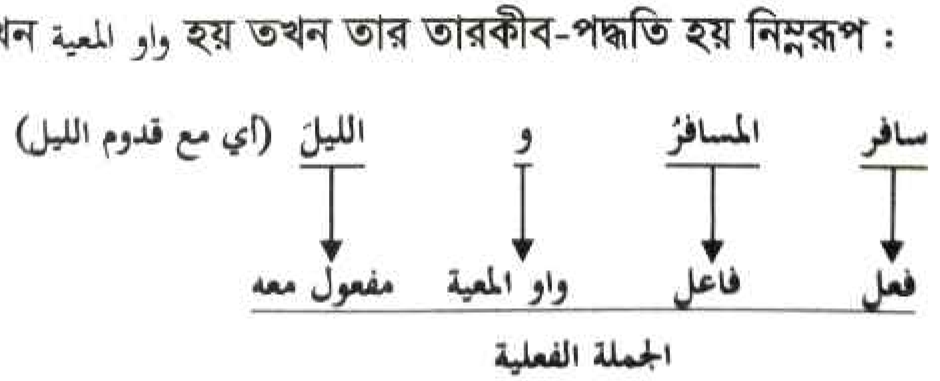

مَفْعُوْلٌ لَه সম্পর্কে আলোচনা

مفعول له-এর পরিচয় : যে مصدر منصوب পূর্ববর্তী ফেয়েল ঘটার কারণ বা উদ্দেশ্য বোঝায় তাকে مفعول له বা مفعول لأَجْلِه বা مفعول من أجلِه বলে।

যেমন : هرب الجنديُّ من الحرب خوفًا. (সৈনিক ভয়ে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছে।) এখানে خوفا মাছদারটি مفعول له হয়েছে। কেননা, তা পূর্ববর্তী ফেয়েল অর্থাৎ هرب-এর কারণ বা উদ্দেশ্য বুঝিয়েছে।

مفعول له-এর শর্তসমূহ

কোনো মাছদার مفعول له হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত। যদি কোনো একটি শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে তা مفعول له হয় না। বরং, পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী বাক্যের কোনো একটি معمول হয়। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. مفعول لهটি মাছদার হওয়া। যেমন : لا أنزل فِي النهرِ (خوفا). (আমি ভয়ের কারণে নদীতে নামি না।) এখানে خوفا শব্দটি মাছদার হওয়ার কারণে مفعول له হয়েছে। কিন্তু যদি মাছদার না হয় তাহলে তা مفعول له হয় না। যেমন : خلق الله الجنة (للناس). এখানে الناس শব্দটি মাছদার নয়। তাই مفعول له হয়নি।

২. مفعول له-এর মাছদার ও তার পূর্ববর্তী ফেয়েলের ফায়েল এক হওয়া। যেমন : يبكي هذا الرجلُ الصالحُ للهِ خشيةً. (এই সৎ লোকটি আল্লাহর জন্য ভয়ে কাঁদে।) এখানে خشية ও يبكي উভয়ের ফায়েল এক ও অভিন্ন হয়েছে।

কিন্তু যদি ফায়েল ভিন্ন হয় তাহলে مفعول له হয় না। যেমন : أحبكَ لاحترامِكَ معلمَكَ. (তুমি তোমার শিক্ষককে সম্মান করার কারণে আমি তোমাকে ভালোবাসি।) ফায়েলের ভিন্নতার কারণে এখানে لاحترامك মাছদারটি متعلق হয়েছে।

৩. مفعول له ও তার পূর্ববর্তী ফেয়েলের কাল এক হওয়া। যেমন : لا ينفق ماله خشيةَ الفقرِ. (সে তার মাল দরিদ্রতার ভয়ে খরচ করে না)। এখানে ভয় করা ও খরচ না করার কাল এক হয়েছে। তাই مفعول له হয়েছে।

কিন্তু যদি কাল এক না হয় তাহলে مفعول له হয় না। যেমন : ذهبتُ إلى المدرسةِ للعلمِ. এখানে জানা ও যাওয়ার সময় এক হয়নি। তাই للعلم অংশটি مفعول له হয়নি।

৪. মাছদারটি পূর্ববর্তী ফেয়েল ঘটার কারণ বা উদ্দেশ্য বোঝানো, যাতে তা ? لِمَ فعلتَ-এর উত্তর হতে পারে। যেমন : أنفق في سبيل الله ابتغاءَ مرضاةِ اللهِ. (আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর পথে খরচ করি।) এখানে ابتغاء মাছদারটি أنفق-এর কারণ বা উদ্দেশ্য বুঝিয়েছে। তাই مفعول له হয়েছে।

কিন্তু যদি উদ্দেশ্য না বোঝায় তাহলে مفعول له হয় না। যেমন : ضرب الوالدُ ولدَه ضربًا. (পিতা তার ছেলেকে আচ্ছা মেরেছেন।) এখানে ضربا মাছদারটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের উদ্দেশ্য বুঝায়নি। বরং, তাকীদ ও দৃঢ়তা বুঝিয়েছে। তাই তা مفعول مطلق হয়েছে।

৫. মাছদারটি قلبي বা মনগত হওয়া। অর্থাৎ মাছদারের উৎস অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়শক্তি হওয়া; বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না হওয়া। পূর্বোল্লিখিত উদাহরণগুলোর মাছদারগুলো قلبي বা মনগত হয়েছে। তাই مفعول له

হয়েছে। কিন্তু যদি মাছদারটি قلبي না হয়, বরং বাহ্যিক কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ হয় তাহলে مفعول له হয় না। যেমন : جلستُ أمام الطاولة للقراءة. এখানে قراءة মাছদারটি যবানের কাজ। ذهبتُ إلى المدرسة مَشْيًا. (আমি পায়ে হেঁটে মাদরাসায় গিয়েছি।) এখানে مشيا মাছদারটি পায়ের কাজ। তাই মাছদারদুটি مفعول له হয়নি।

مصدر قلبي-এর কয়েকটি নমুনা

নিম্নোক্ত মাছদারগুলো مصدر قلبي-এর অন্তর্ভুক্ত। যথা :

১. خوف - ভয়; ভীতি; ডর
২. خشية - ভয়; আতঙ্ক
৩. جرأة - দুঃসাহস; সাহস; স্পর্ধা
৪. حَذَرٌ - ভয়; সতর্কতা
৫. رغبة - আগ্রহ; কামনা; আকাঙ্ক্ষা
৬. رهبة - ভয়; ভীতি; ডর
৭. حياء - লজ্জা; শরম; লাজুকতা
৮. وقاحة - নির্লজ্জতা
৯. شفقة - স্নেহ; দয়া; সহানুভূতি
১০. رجاء - আশা
১১. ابتغاء - কামনা; ইচ্ছা; অভিলাষ
১২. علم - জ্ঞান; অবগতি
১৩. جهل - অজ্ঞতা; মূর্খতা

পক্ষান্তরে, নিম্নোক্ত মাছদারগুলো أفعالُ الجوارِح অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। যথা : قراءة، كتابة، قعود، قيام، وقوف، جلوس، مشي، نوم، يقظة ইত্যাদি।

مفعول له-এর ব্যবহার ও তারকীব-পদ্ধতি

مفعول له-এর ব্যবহার-পদ্ধতি তিনটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : মাছদারটি إضافة ও أل থেকে মুক্ত হয়, অর্থাৎ نكرة অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। যেমন :

(সৈনিক ভয়ে যুদ্ধ থেকে পলায়ন করেছে।)

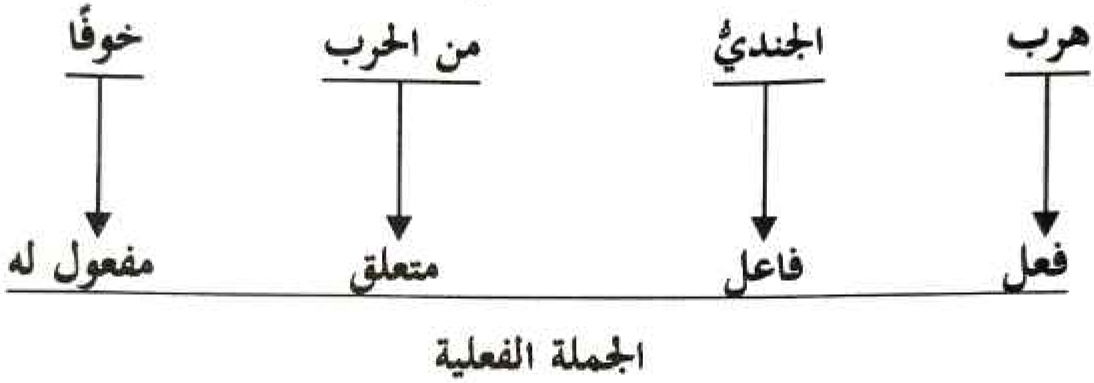

ফায়দা : এ-অবস্থায় مفعول لهটি কখনো-কখনো حرف الجر-এর মাদখূল হয়ে মাজরূর হয় এবং তারকীবে متعلق হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : মাছদারটি مضاف-রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

ক. (আমি হিদায়াতের আশায় মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকি।)

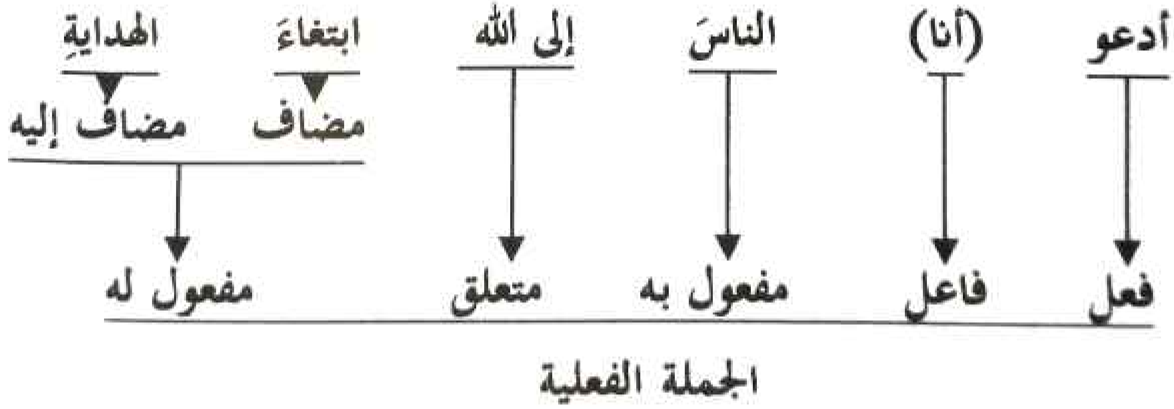

খ. (আমি মানুষকে ক্ষমা করে দেই এ-আশায় যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।)

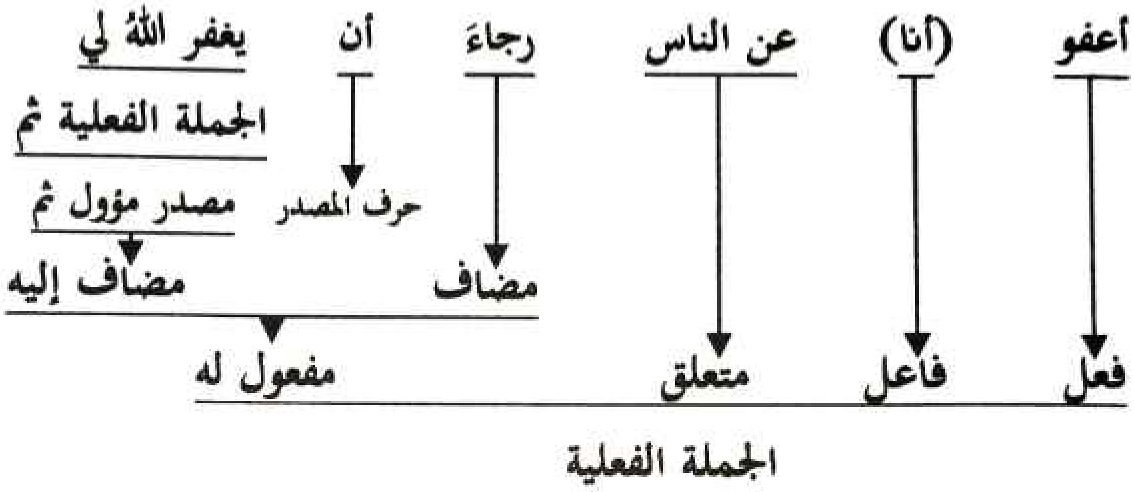

ফায়দা : مفعول له মুযাফ হলে মানছূব হওয়া বা ل দ্বারা মাজরূর হওয়া উভয়টি বরাবর।

তৃতীয় পদ্ধতি : মাছদারটি ال-যুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। যেমন :

(মেয়েটি লজ্জায় কথা বলছে না।)

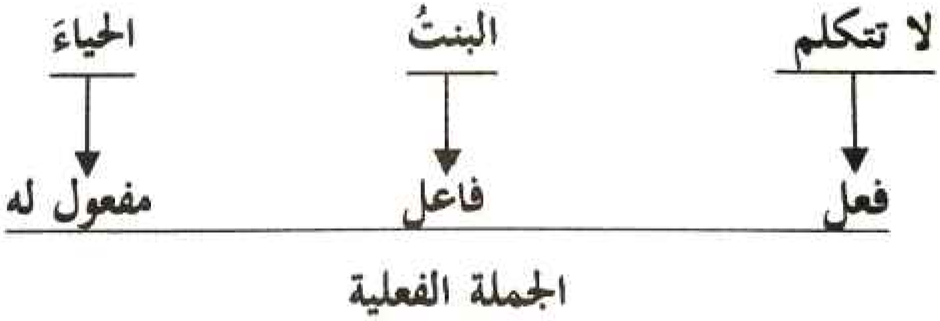

ফায়দা : ال-যুক্ত مفعول له অধিকাংশ সময় ل দ্বারা মাজরূর হয় এবং তারকীবে متعلق হয়।

مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ সম্পর্কে আলোচনা

مفعول مطلق-এর পরিচয় : কোনো ফেয়েলের পর অভিন্ন মাদ্দাবিশিষ্ট কিংবা সমার্থবোধক منصوب مصدر-কে مفعول مطلق বলে।

যেমন : ضرب صاحبُ البيتِ اللِّصَّ ضربًا. (বাড়ির মালিক চোরকে বেদম পিটিয়েছে।) এখানে ضربا এই مصدر منصوب এবং পূর্ববর্তী ضرب ফেয়েলের مادة অভিন্ন হয়েছে। তাই ضربا মাছদারটি مفعول مطلق হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ : قعدتُ جلوسًا. (আমি ভালো করে বা বসার মতো বসেছি।) এখানে جلوسا মাছদারটি قعدت ফেয়েলের مادة-বিশিষ্ট হয়নি, কিন্তু অর্থবিশিষ্ট হয়েছে। তাই এটিও مفعول مطلق হয়েছে।

مفعول مطلق-এর উদ্দেশ্য, ব্যবহার ও তারকীব

مفعول مطلق-এর উদ্দেশ্য তিনটি। যথা :

প্রথম উদ্দেশ্য : পূর্ববর্তী ফেয়েলকে তাকীদ ও দৃঢ় করা। এক্ষেত্রে صفة বা إضافة-বিহীন শুধু একটি সাধারণ ওজনের মাছদার ব্যবহার করা হয়। যেমন :

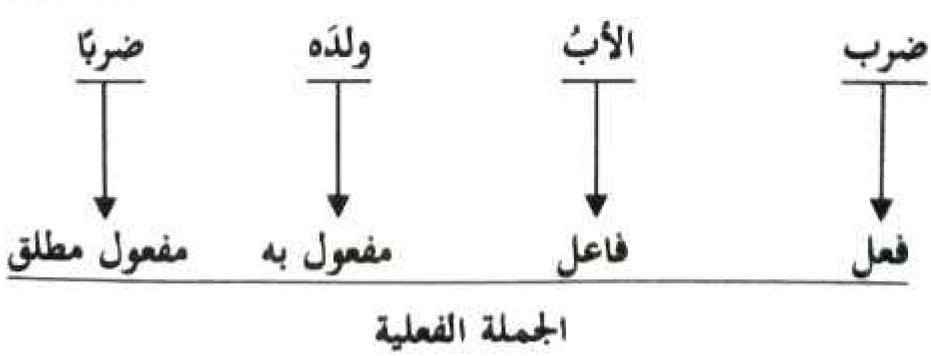

الجملة الفعلية

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : পূর্ববর্তী ফেয়েলের অবস্থা, ধরন বা প্রকৃতি প্রকাশ করা। এক্ষেত্রে সাধারণ ওজনের মাছদারকে মাওছূফ বা মুযাফরূপে কিংবা فِعْلَة ওজনের মাছদারকে মুযাফরূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

ক. সাধারণ ওজনের মাছদারকে মাওছূফরূপে ব্যবহার করার উদাহরণ ও তারকীব :

(হযরত ইয়াকূব আ. উত্তম ধৈর্য ধারণ করেছেন।)

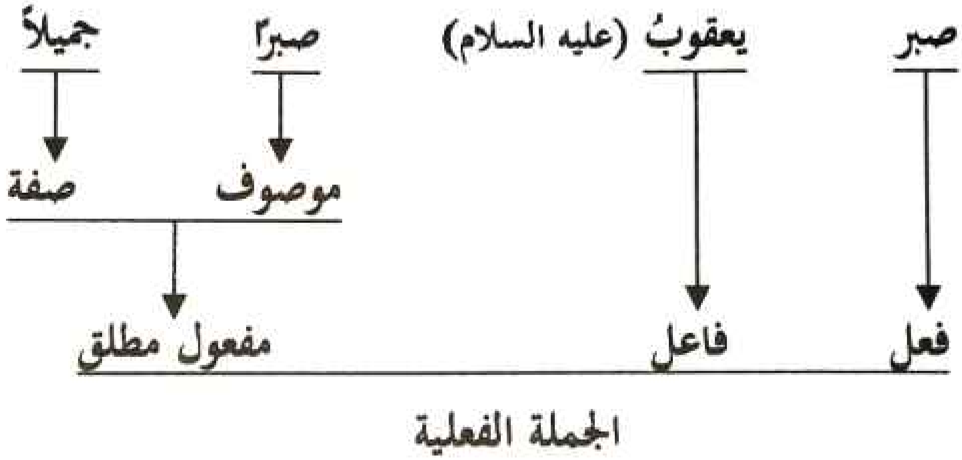

খ. সাধারণ ওজনের মাছদারকে মুযাফরূপে ব্যবহার করার উদাহরণ ও তারকীব :

(সে জ্ঞানীদের ন্যায় চলে।)

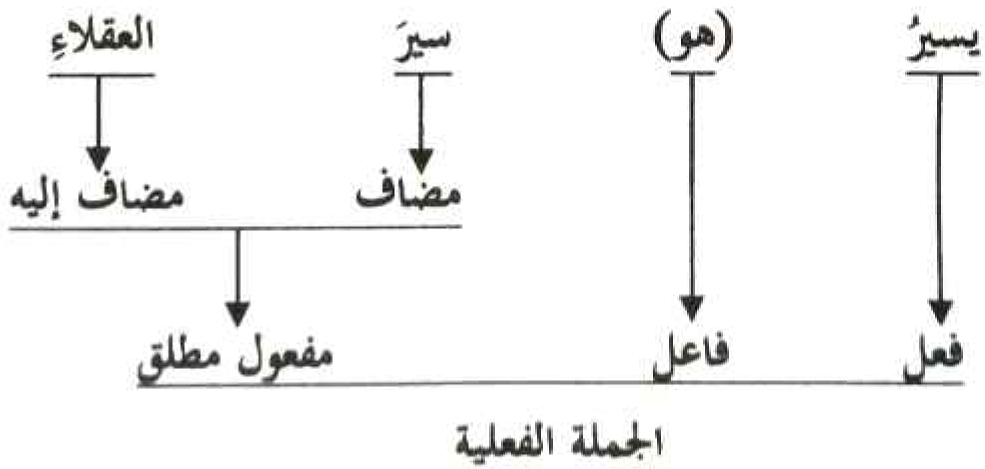

গ. فِعْلة ওজনের মাছদারকে মুযাফরূপে ব্যবহার করার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটি বিনয়ীদের ন্যায় বসেছে।)

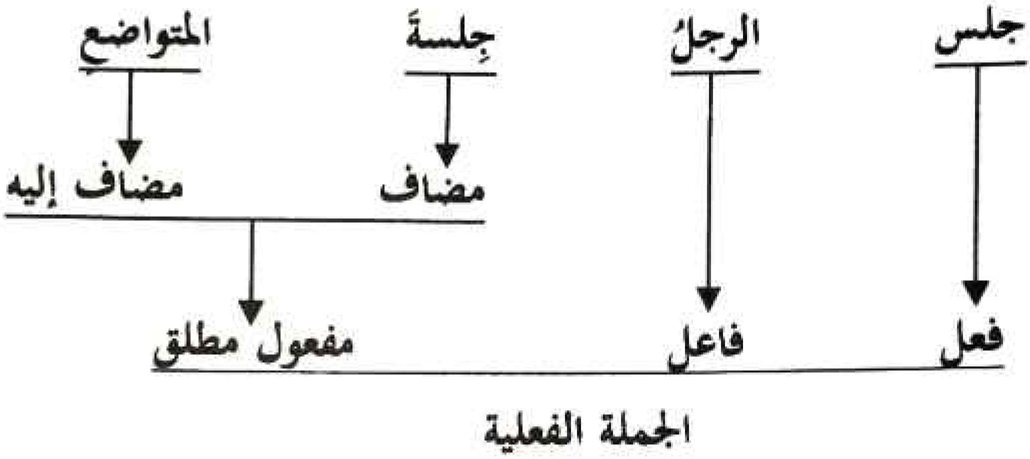

তৃতীয় উদ্দেশ্য : পূর্ববর্তী ফেয়েলের বার বা সংখ্যা বোঝানো। এক্ষেত্রে فَعْلة ওজনের মাছদারকে واحد، تثنية বা جمع-রূপে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

ক. أَكلتُ أَكْلَةً / أَكْلَتَيْنِ / أَكْلَاتٍ

খ. جلستُ جلسةً / جلستين/جلسات

গ. وقفتُ وقفةً /وقفتين/وقفات

সমার্থবোধক مفعول مطلق সম্পর্কে আলোচনা

مفعول مطلق যদি তার পূর্ববর্তী ফেয়েলের সমার্থবোধক হয় তাহলে তার তিন অবস্থা। যথা :

১. মাছদার ও ফেয়েল উভয়ের مادة ভিন্ন হবে। যেমন : قعدتُ جلوسًا.

২. মাছদার ও ফেয়েল উভয়ের বাব ভিন্ন হবে। যেমন : وأنبت الله نباتًا حسنًا.

৩. মাছদার ও ফেয়েল উভয়ের باب ও مادة উভয়ই ভিন্ন হবে। যেমন: فأوجس في نفسه خيفةً موسى.

উল্লেখ্য, مفعول مطلق তার পূর্ববর্তী ফেয়েলের مادة-বিশিষ্ট হোক, কিংবা অর্থবিশিষ্ট হোক– উভয় অবস্থার তারকীব-পদ্ধতি এক ও অভিন্ন হয়।

نائب المفعول المطلق সম্পর্কে আলোচনা ও প্রকারভেদ

مفعول مطلق সাধারণত মাছদার হয়। কিন্তু কখনো-কখনো বিভিন্ন প্রকার শব্দ مفعول مطلق-এর نائب বা স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. اسم مصدر অর্থাৎ مفعول مطلقটি মাছদারের অর্থবিশিষ্ট কোনো শব্দ হয়। যেমন : قام قيامًا، جادل جدالًا، سلمت سلامًا، كلمت كلامًا.

২. صفة যেমন : قلتُ أحسنَ القولِ، شكرتُ الله كثيرًا. বাক্যদুটির মূলরূপ ছিল যথাক্রমে- قلتُ قولًا أحسنَ القولِ، شكرتُ الله شكرًا كثيرًا .

৩. مرادف অর্থাৎ সমার্থক মাছদার। যেমন : قعدتُ جلوسًا.

৪. মুযাফ অবস্থায় كُلٌّ، بَعْضٌ، خَيْرٌ، حَقٌّ، أَيٌّ ইত্যাদি শব্দ। যেমন: سعيت كلَّ السعيِ، نصحته خيرَ النصيحةِ، بلغتُ حقَّ التبليغِ، اجتهدتُ أيَّ اجتهادٍ. (আমি যেকোনো চেষ্টাই করেছি।)

৫. عدد অর্থাৎ সংখ্যা। যেমন : فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.

৬. প্রশ্নবাচক ما ও أي যেমন : وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

৭. শর্তের অর্থবোধক ما ও أي যেমন : أيَّ سيرٍ تَسِرْ أَسِرْ.
(তুমি যে-চালেই চলবে আমি সে চালেই চলব।)

৮. ঐ ضمير যা মাছদারের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়। যেমন : فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. এ-বাক্যে لا أعذبه-এর ه যমীরটি পূর্ববর্তী عذابا এই মাছদারের দিকে ফিরেছে। তাই ه যমীরটি مفعول مطلق হয়েছে।

৯. উত্তরে বিদ্যমান ওই اسم الإشارة যা প্রশ্নে বিদ্যমান মাছদারে দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যেমন : প্রশ্ন করা হলো– هل سعيت سعيًا حسنًا؟ উত্তরে বলা হলো– نعم سعيتُ ذلك. এখানে ذلكটি مفعول مطلق হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার উহ্য ফেয়েলের مفعول مطلق

কিছু-কিছু مفعول مطلق এমন রয়েছে, যাদের ফেয়েল উহ্য থাকে। এই ধরনের ফেয়েল পাঁচ প্রকার। যথা :

১.উহ্য أمر-এর مفعول مطلق যেমন : صبرا على المصيبة. অর্থাৎ اصبر صبرا على المصيبة. এবং مَهْلًا يا سيدي. অর্থাৎ أَمْهِلْ مهلا يا سيدي. (জনাব, একটু অপেক্ষা করুন।)

২. উহ্য نهى-এর مفعول مطلق যেমন : مَهْلًا لا عَجَلَةً. অর্থাৎ أَمْهِلْ مَهْلًا ولا تَعْجَلْ عجلة. এখানে عجلةটি উহ্য لا تعجلْ-এর مفعول مطلق হয়েছে।

৩. উহ্য দু'আ বা বদদু'আসূচক ফেয়েলের مفعول مطلق যেমন : بُعْدًا لك، سُحْقًا لك، تَبًّا لك.

৪. استفهام-এর পর বিস্ময় বা ভর্ৎসনাজ্ঞাপক ফেয়েলের مفعول مطلق যেমন : أ جرأة أمام المعلم ؟ অর্থাৎ أ تجرأ جرأةً أمام المعلم ؟ (শিক্ষকের সামনে দুঃসাহস দেখাচ্ছ ?)

৫. এমন ফেয়েল যেগুলোকে আরবদের থেকে শুনে-শুনে হযফ করা হয়। যেমন : شكرا، عجبا، سمعا وطاعة অর্থাৎ أشكرُك شكرًا، أعجبُ منك عجبًا، أسمع كلامَك سمعًا وأطيعكَ طاعةً.

بَدَلٌ ও مُبْدَلٌ مِنْهُ সম্পর্কে আলোচনা

مبدل منه ও بدل-এর পরিচয় : যদি حرف العطف-এর মাধ্যম ব্যতীত বাক্যস্থ দুটি অংশের দিকে কোনো হুকুম আরোপ করা হয় এবং প্রথমটি উপলক্ষ্য ও দ্বিতীয়টি লক্ষ্য হয় তাহলে প্রথমটিকে مبدل منه আর দ্বিতীয়টিকে بدل বলে।

পক্ষান্তরে, যদি حرف العطف-এর মাধ্যমে হুকুম আরোপ করা হয় তাহলে প্রথমটিকে معطوف عليه আর দ্বিতীয়টিকে معطوف বলে।

বলাবাহুল্য, مبدل منه ও بدل-এর মধ্যে بدلটি مقصود بالذات অর্থাৎ লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট হয়, আর مبدل منه-কে শুধু আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য বা ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়, যাতে কিছুটা তাকীদ ও স্পষ্টতা অর্জিত হয়। যেমন : أخوك ماجدٌ ذكيٌّ. (তোমার ভাই মাজেদ মেধাবী।) এ-বাক্যে أخوك অংশটি مبدل منه এটি উপলক্ষ্য; এটিকে ভূমিকাস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আর ماجد অংশটি হলো بدل আর এটিই লক্ষ্য।

بدل-এর প্রকারভেদ

بدل **প্রথমত চার প্রকার। যথা :**

প্রথম প্রকার : بَدَلُ الكلِّ من الكلِّ অর্থাৎ مبدل منه ও بدل উভয়টি অভিন্ন হয়। এই প্রকার بدل-কে بدل المطابقও বলা হয়। যেমন : جاء صديقُك ماجدٌ. (তোমার ভাই মাজেদ এসেছে।) এখানে صديقك ও ماجد একই ব্যক্তি। সুতরাং, এটি প্রথম প্রকার بدل

দ্বিতীয় প্রকার : بَدَلُ البعضِ من الكلِّ **অর্থাৎ** بدلটি مبدل منه-এর অংশ হয়। যেমন : سقطتِ الشجرةُ أوراقُها. (গাছ অর্থাৎ তার পাতা পড়ে গিয়েছে।) এখানে أوراقها শব্দটি الشجرة-এর অংশ হয়েছে। সুতরাং, এটি দ্বিতীয় প্রকার بدل

তৃতীয় প্রকার : بَدَلُ الاشتمالِ **অর্থাৎ** بدলটি مبدل منه-এর مُتَعَلِّقٌ অর্থাৎ সম্পর্কিত বিষয় হয়। যেমন : أعجبني التاجرُ أمانتُه. (ব্যবসায়ী অর্থাৎ তার আমানতদারিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।) এখানে أمانته শব্দটি التاجر-এর সম্পর্কিত বিষয় হয়েছে। সুতরাং, এটি بدل-এর তৃতীয় প্রকার।

চতুর্থ প্রকার : البَدَلُ المبَايِنُ **অর্থাৎ** بدل ও مبدل منه **উভয়টি ভিন্ন হয়।**

بدل المباين আবার তিন প্রকার। যথা :

ক. **بَدَلُ الغَلَطِ** অর্থাৎ সঠিক بدلটি যেহেনে থাকা সত্ত্বেও, যদি ভুলে ও মুখ ফসকে অন্য শব্দ বলে ফেলা হয়, তারপর ভুলকে শুদ্ধ করে সঠিকটি উল্লেখ করা হয় তাহলে সেই بدل-কে بدل الغلط বলে। যেমন : কারো রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও কুলকুচা করার সময় ভুলে গলার ভেতরে পানি চলে গেল। এই ভুলকে আরবীতে غلط বলে। আরেকটি উদাহরণ : যেমন কেউ বলল, আমার নাম মাজেদ, না-না রাশেদ। (اسمي ماجدٌ راشدٌ.)

খ. **بَدَلُ النِسيانِ** অর্থাৎ যদি সঠিক بدل-কে আসলেই ভুলে গিয়ে অন্য শব্দ বলা হয়, তারপর মনে আসার পর সঠিক بدলটি বলা হয় তাহলে এই بدل-কে بدل النسيان বলে। যেমন : রোযার কথা আসলেই ভুলে গিয়ে কেউ পেট ভরে খাবার খেয়ে ফেলল। এই ভুলকে আরবীতে النسيان বলে। আরেকটি উদাহরণ : যেমন কেউ বলল, আজ শনিবার, না-না রবিবার। (اليومُ يومُ السبتِ يومُ الأحدِ.)

গ. بَدَلُ الإضرابِ অর্থাৎ যদি কোনো بدل-কে সঠিক মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবেই বলা হয়, তারপর তার পরিবর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য শব্দ বলা হয় তাহলে সেই বদলকে بدل الإضراب বলে। যেমন : কেউ বলল, আমাকে বইটি না-না খাতাটি দাও। (أعطني الكتابَ الكراسةَ.)

উল্লেখ্য, بدل البعض ও بدل الاشتمال-এর মূলরূপ হলো مضاف ও مضاف إليه অর্থাৎ سقطت الشجرةُ أوراقُها. ও أعجبني التاجرُ أمانتُه. এ-দুটি বাক্যের মূলরূপ হলো যথাক্রমে سقطت أوراقُ الشجرةِ. ও أعجبتني أمانةُ التاجرِ.

مبدل منه ও بدل-এর তারকীব

بدل-এর প্রকার একাধিক হলেও مبدل منه ও بدل-এর তারকীব-পদ্ধতি এক ও অভিন্ন হয়। অর্থাৎ مبدل منه ও بدل মিলে مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، مفعول فيه، مجرور ইত্যাদি হয়।

ক. مبدل منه ও بدل মিলে مبتدأ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তোমার ভাই মাজেদ ভদ্র।)

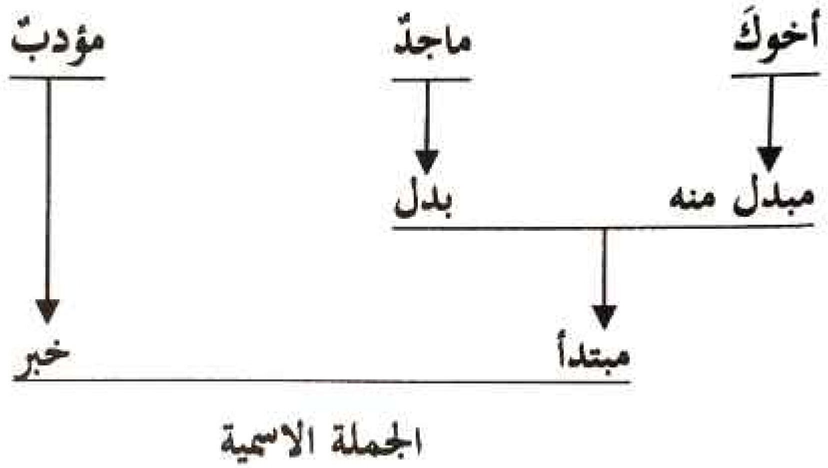

খ. مبدل منه ও بدل মিলে خبر হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি তোমার বন্ধু রাশেদ।)

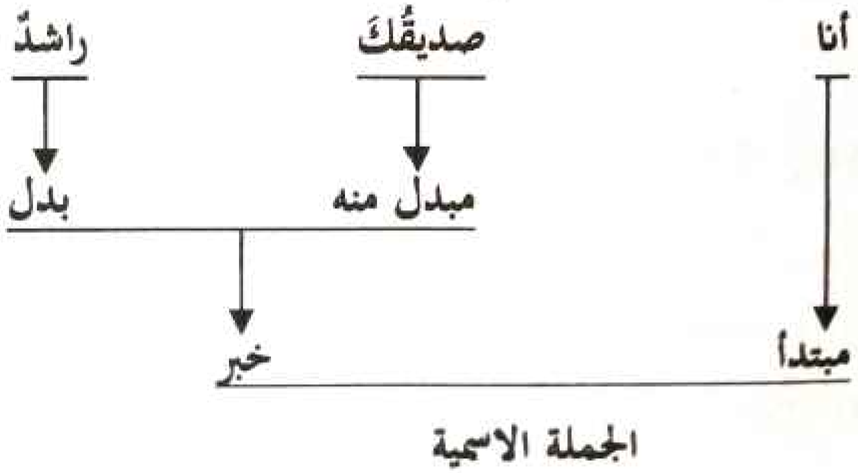

গ. بدل ও مبدل منه মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সা. তাঁর কওমকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছেন।)

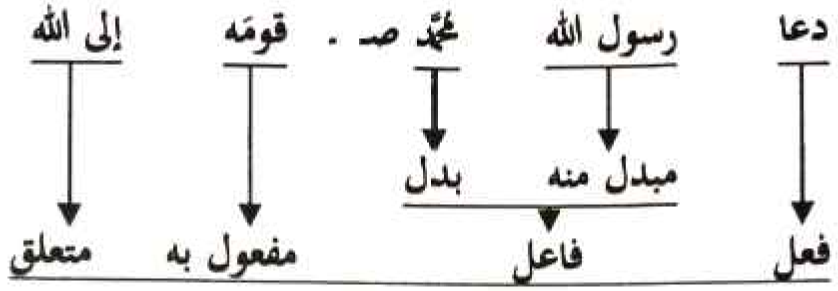

الجملة الفعلية

ঘ. بدل ও مبدل منه মিলে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(যায়েদ অর্থাৎ তার কাপড় চুরি হয়ে গিয়েছে।)

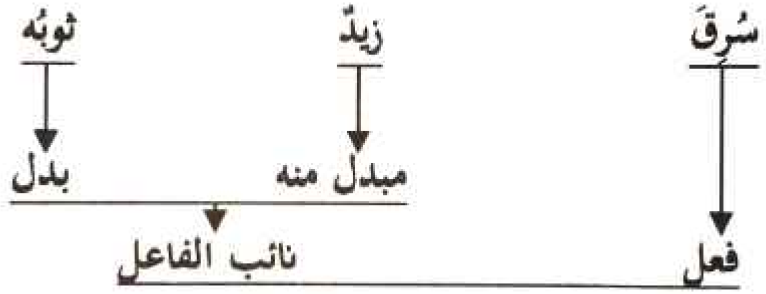

الجملة الفعلية

ফায়দা : এখানে بدلটি بدل الاشتمال হয়েছে।

ঙ. بدل ও مبدل منه মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহ তাঁর নবী নূহ আ.-কে তাঁর কওমের নিকট পাঠিয়েছেন।)

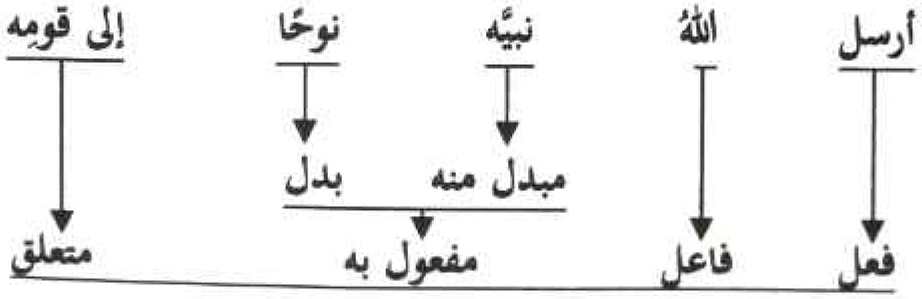

الجملة الفعلية

চ. مبدل منه ও بدل মিলে مفعول فيه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি শনিবার না-না রবিবার রোযা রেখেছি।)

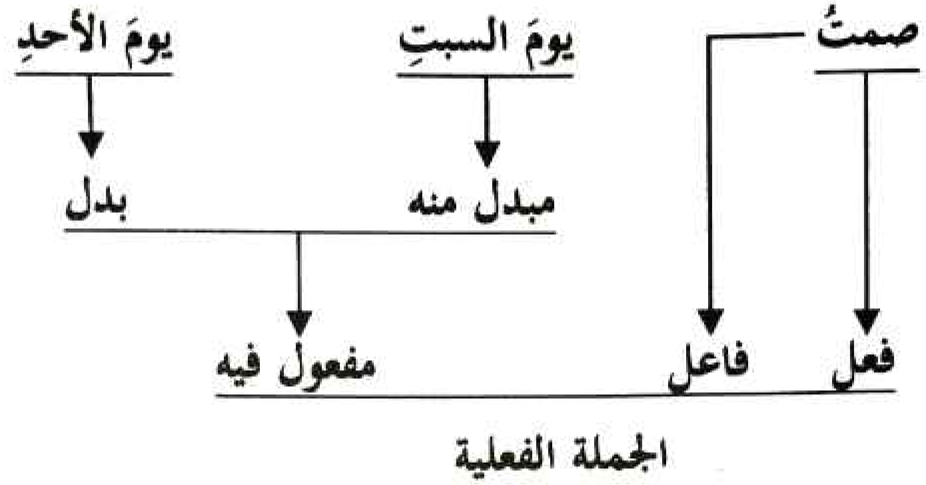

ফায়দা : এখানে بدلটি بدل الكل হয়েছে।

ছ. مبدل منه ও بدل মিলে মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ব্যবসায়ী সাইকেল দ্বারা না-না গাড়ি দ্বারা তার দোকানে গিয়েছে।)

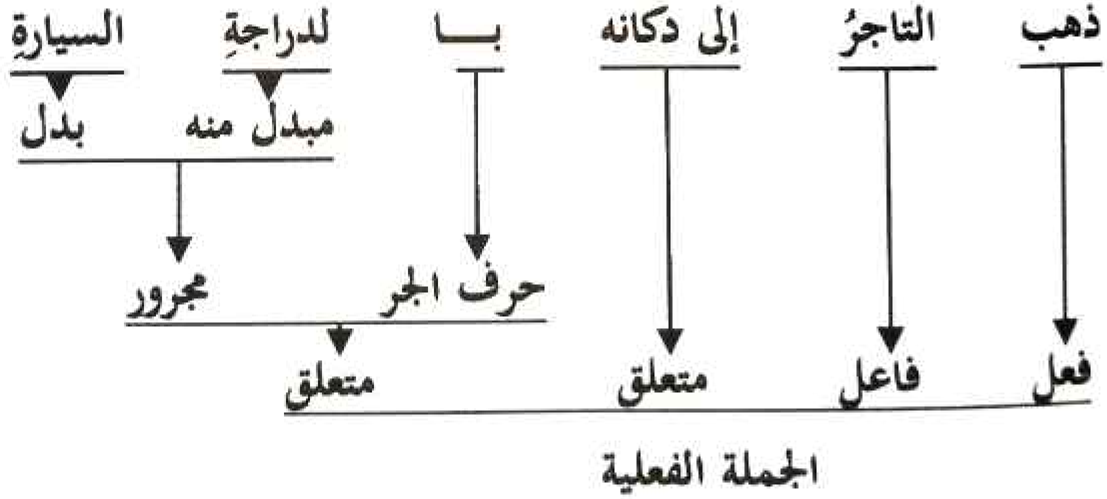

ফায়দা : এখানে بدلটি بدل الكل হয়েছে।

بدل الكل من الكل চেনার উপায়

চার প্রকার বদলের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার بدل-গুলো সহজেই চেনা যায়। কিন্তু প্রথম প্রকার بدل অর্থাৎ بدل الكلটিকে অনেক সময় চেনা সহজ হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপায়টি আমাদেরকে তা চিনতে সহায়তা করবে।

بدل যদি দোষ, গুণ, উপাধি বা যোগ্যতাজ্ঞাপক শব্দের পরে আসে তাহলে তা بدل الكل من الكل হয়। যেমন : الإمام الأعظم، حجة الإسلام، شيخ الحديث، الخطيب الأعظم، مفكر الإسلام، مدير الجامعة، أمير الشريعة، رئيس الوزراء، مولانا، سيدنا، سماحة الشيخ، السيد، الداعية কিংবা بدل যদি مضاف ও مضاف إليه-বিশিষ্ট আত্মীয়তা বা সম্পর্কজ্ঞাপক শব্দের পরে আসে তাহলেও তা بدل الكل من الكل হয়। যেমন : رسول الله محمد، نبي الله نوح، صديقك خالد، عاصمة بنغلاديش داكا.

بدل-সংক্রান্ত কয়েকটি বিধান

ক. معرفة ও نكرة-এর ক্ষেত্রে بدل ও مبدل منه এক হওয়া আবশ্যক নয়। বরং, مبدل منه নাকিরা হলে بدل মা'রিফাও হতে পারবে। যেমন : إلى صراط مستقيم .... صراط الله তেমনিভাবে مبدل منه মা'রিফা হলে بدل নাকিরাও হতে পারবে। যেমন : بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. তবে, এক্ষেত্রে بدل-এর একটি صفة আনা উত্তম।

খ. مبدل منه ও بدل সবর্দা اسم ظاهر হয়, যেমনটা পূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং, اسم ظاهر থেকে যমীরের بدل নেওয়া যাবে না। কিন্তু ضمير الغائب থেকে اسم ظاهر দ্বারা بدل নেওয়া যাবে। যেমন : وأسروا

আর مبدل منه হলো واو এখানে ফেয়েলসংলগ্ন النجوى الذين ظلموا. الذين হলো بدل

বলাবাহুল্য, যেকোনো বহসের واحد مؤنث غائب ও واحد مذكر غائب ছাড়া অন্যান্য صيغة-এর ফায়েল اسم ظاهر হলে, ফেয়েলসংলগ্ন ضمير مرفوع متصل بارز টি হয় مبدل منه আর اسم ظاهر টি হয় بدل তারপর উভয়টি মিলে ফায়েল হয়। যেমন : وأسروا النجوى الذين ظلموا.

গ. ইসম থেকে ইসম যেমনিভাবে بدل নেওয়া যায় তেমনিভাবে ফেয়েল থেকে ফেয়েলও بدل নেওয়া যায়। যেমন : ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب এখানে يلق হলো مبدل منه আর يضاعف হলো بدل ঠিক তেমনিভাবে জুমলা থেকে জুমলাও بدل নেওয়া যায়। যেমন : أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. এখানে প্রথম বাক্যটি হলো مبدل منه আর দ্বিতীয় বাক্যটি হলো بدل

عَطْفُ الْبَيَانِ সম্পর্কে আলোচনা

عطف بيان-এর পরিচয় : যদি বাক্যস্থ দুটি শব্দ এমন হয়, যাদের দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে স্পষ্ট করে তাহলে দ্বিতীয়টিকে عطف البيان বা مُبَيِّنٌ বলে, আর প্রথমটিকে مُبَيَّنٌ বলে। যেমন : جاء عبدُ اللهِ ابنُ عمرَ.

عطف البيان-এর হুকুম : عطف البيان সর্বদা نكرة، معرفة، এবং واحد، تثنية، جمع ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তার مبيَّن-কে অনুসরণ করে।

فائدة عطف البيان : عطف البيان ও مبيَّن যদি معرفة হয় তাহলে عطف البيان স্পষ্টকরণের ফায়দা দেয়। যেমন : جاء عبدُ اللهِ ابنُ عمرَ. আর যদি نكرة হয় তাহলে বিশিষ্টকরণের ফায়দা দেয়। যেমন : أكلتُ فطورًا خبزًا. (আমি নাস্তা অর্থাৎ রুটি খেয়েছি।)

বলাবাহুল্য, কোনো-কোনো নাহুবিদের নিকট عطف البيان ও مبيَّنটি কোনো বস্তুর নাম হওয়া আবশ্যক। তবে, কারো-কারো নিকট নাম হওয়া আবশ্যক নয়।

عَطْفُ الْبَيَانِ-এর তারকীব

স্বাভাবিকভাবেই عطف البيان ও مبيَّن মিলে মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ‘উল বা মাজরূর হয়ে থাকে।

ক. عطف البيان ও مبين মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হলেন মুফাস্‌সিরগণের সরদার।)

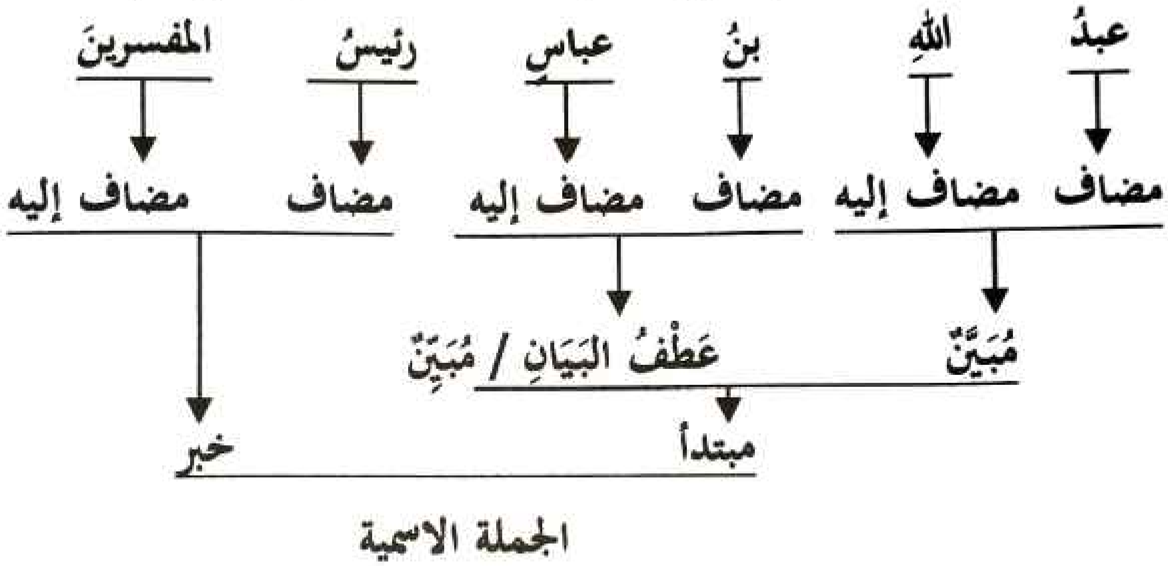

খ. عطف البيان ও مبين মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এটি সিংহ।)

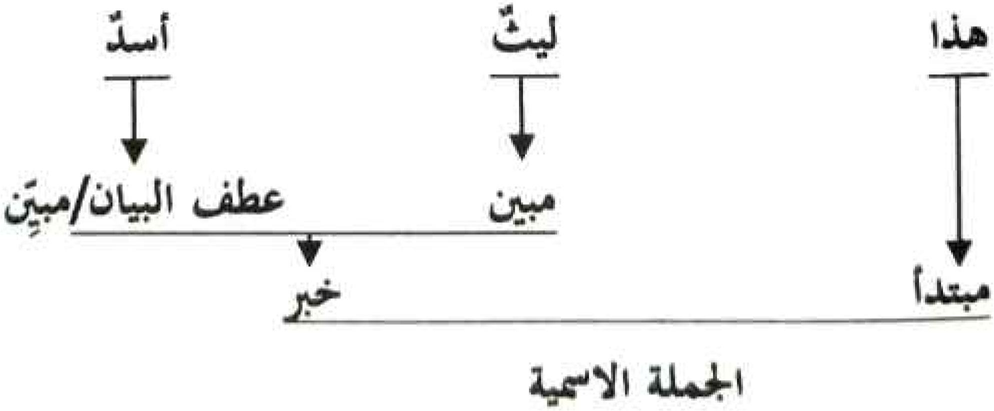

গ. عطف البيان ও مبين মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. একটি প্রসিদ্ধ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন।)

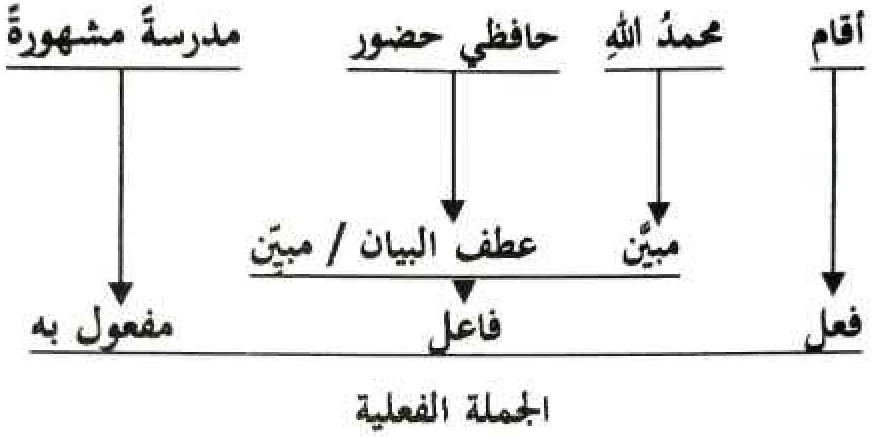

ঘ. عطف البيان ও مبين মিলে মাফ'উল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(মুসলমানগণ নামাযে বাইতুল্লাহ অর্থাৎ কা'বার দিকে অভিমুখী হন।)

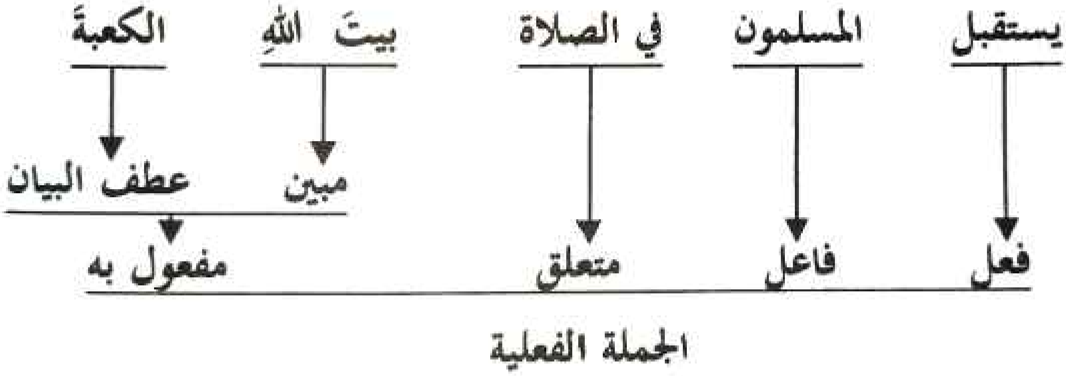

ঙ. عطف البيان ও مبين মিলে মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তাদেরকে পানি অর্থাৎ পুঁজ পান করানো হবে।)

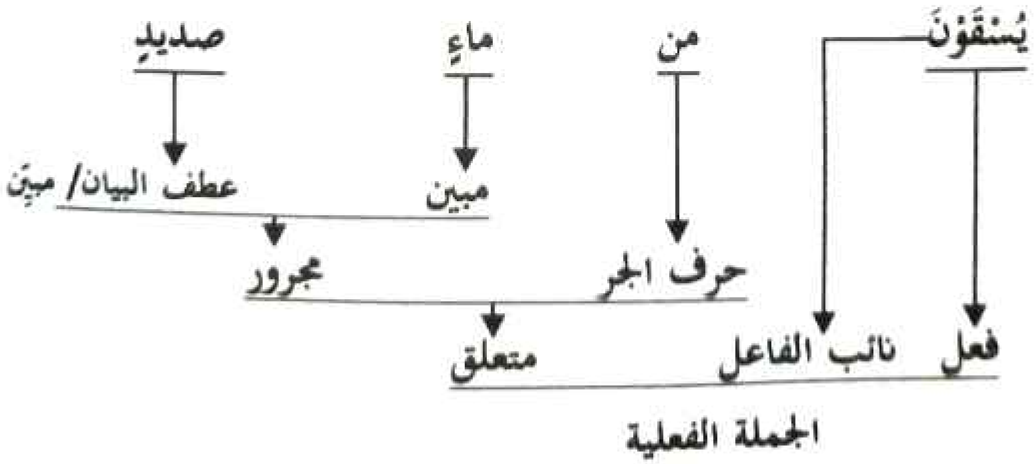

عطف البيان ও بدل-এর মাঝে মৌলিক কিছু পার্থক্য

১. معرفة ও نكرة-এর ক্ষেত্রে عطف البيان সর্বদা অভিন্ন হয়। কিন্তু بدل ভিন্নও হয়ে থাকে।

২. عطف البيان সর্বদা اسم جامد হয়। কিন্তু بدلটি اسم جامد، اسم مشتق، ضمير، فعل، جملة সবই হতে পারে।

৩. عطف البيان তার مبيَّن থেকে অধিক প্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু بدل-এর ক্ষেত্রে তা হওয়া আবশ্যক নয়।

৪. عطف البيان ও مبيَّن উভয়টি লক্ষ্য হয়। কিন্তু بدل হয় লক্ষ্য, আর مبدل منه হয় উপলক্ষ্য।

৫. কারো-কারো নিকট عطف البيان নাম হওয়া আবশ্যক। কিন্তু بدل-এর ক্ষেত্রে নাম হওয়া আবশ্যক নয়।

تَأكِيْدٌ ও مُؤَكَّدٌ সম্পর্কে আলোচনা

تاكيد ও مؤكَّد-এর পরিচয় : যে-ইসম পূর্ববর্তী শব্দর ওপর আরোপিত হুকুমকে, কিংবা পূর্ববর্তী শব্দের সকল অংশের জন্য হুকুমের সামগ্রিকতাকে সুদৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত করে তাকে تأكيد বা مؤكِّد বলে। আর পূর্ববর্তী শব্দটিকে مؤكَّد বলে। যেমন : جاء المديرُ نفسُه. (পরিচালক স্বয়ং এসেছেন।) এ-বাক্যে نفسه শব্দটি المدير-এর ওপর আরোপিত হুকুমকে সুদৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত করেছে।

আরেকটি উদাহরণ : قرأتُ الكتابَ كلَّه. (আমি সমগ্র বইটি পড়েছি।) এ-বাক্যে كله শব্দটি হুকুমের ক্ষেত্রে الكتاب-এর সমগ্র অংশ অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে সুদৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত করেছে।

التأكيد-এর প্রকারভেদ : تأكيد দুই প্রকার । যথা : تأكيدٌ معنويٌ ও تأكيدٌ لفظيٌ

تأكيد معنوي সম্পর্কে আলোচনা

نَفْسٌ، عَيْنٌ، كِلَا، كِلْتَا، كُلٌّ، جَمِيْعٌ، أَجْمَعُ، أَكْتَعُ، أَبْتَعُ، أَبْصَعُ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে-তাকীদ করা হয় তাকে تأكيد معنوي বলে। এই শব্দগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যথা :

১. نفس ও عين এ-দুটি শব্দ তাদের مُؤَكَّدٌ-এর দিকে নিসবতকৃত হুকুমকে সুদৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত করে।
২. كلا، كلتا، كل، جميع، أجمع، اكتع، ابتع، ابصع এ-শব্দগুলো হুকুমের ক্ষেত্রে তাদের مؤكد-এর সকল অংশ বা সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে সুদৃঢ় করে।

উল্লেখ্য, أكتع، أبتع، أبصع এই তিনটি শব্দের আলাদা ব্যবহার নেই। এগুলো أجمع-এর অনুগামী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তারকীবের تاكيد ثاني হয়।

نفس ও عين-এর তারকীব

نفس ও عين শব্দদুটি তাদের مؤكد-কে নিয়ে তারকীবে সর্বদা ফায়েল মাফ‘উলে বিহী বা মাজরূর হয়। যেমন :

ক. ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(পরিচালক স্বয়ং এসেছেন।)

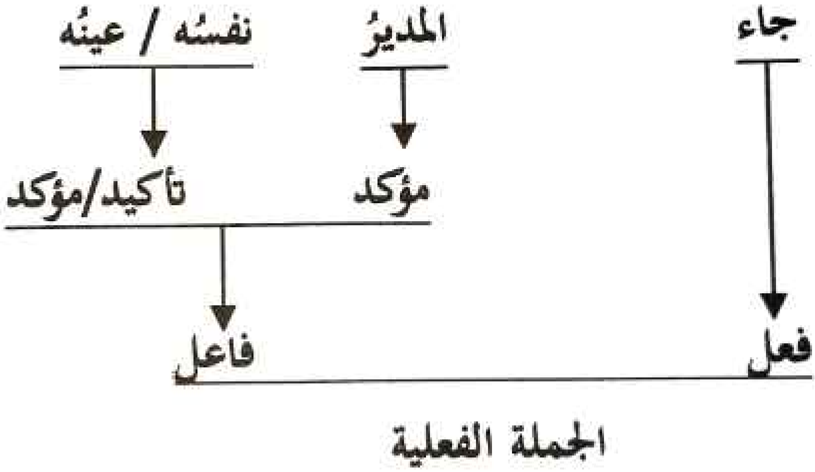

খ. মাফ‘উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি স্বয়ং মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি।)

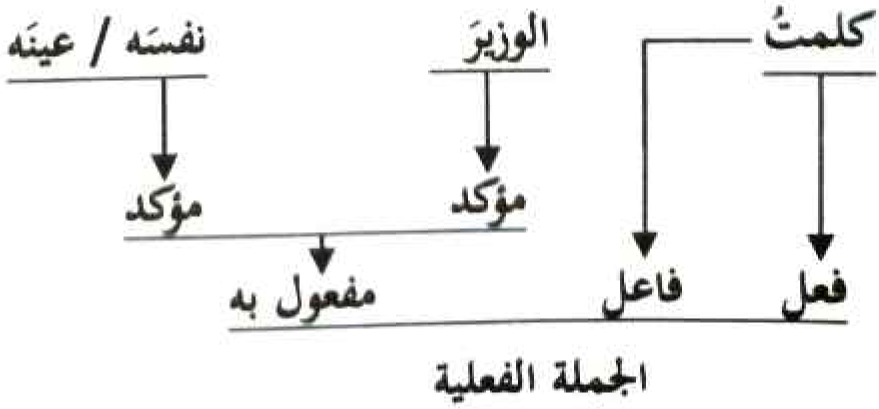

গ. মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি স্বয়ং ইমামকে সালাম দিয়েছি।)

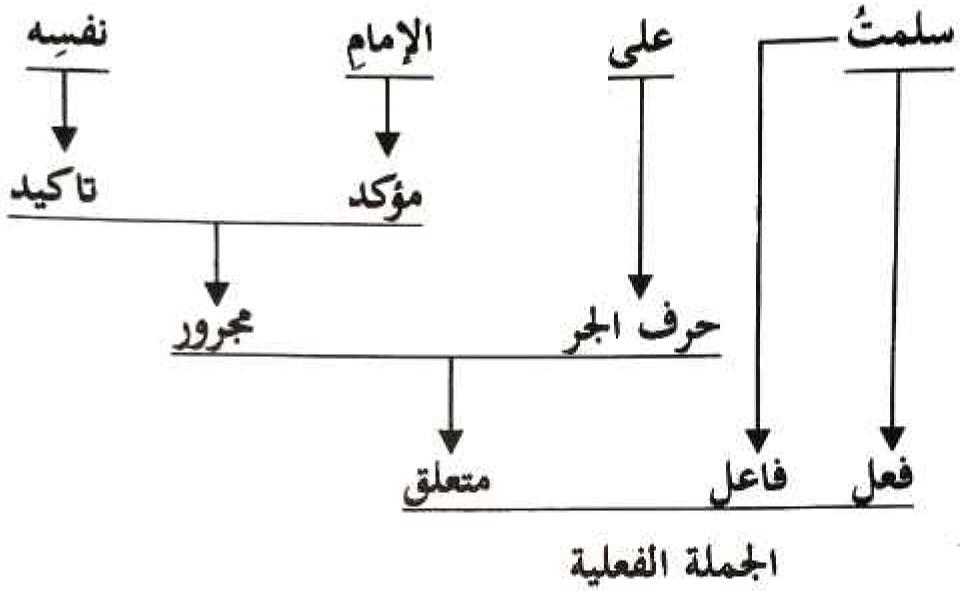

বলাবাহুল্য, কখনো-কখনো نفسه ও عين-এর শুরুতে باء এই حرف الجر অতিরিক্ত হিসেবে এসে থাকে। যেমন :

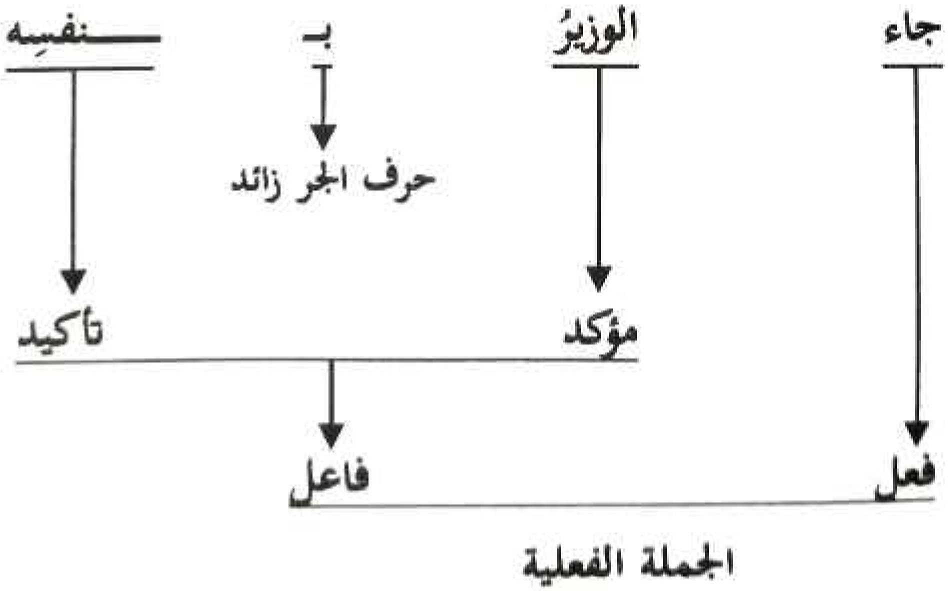

كلا، كلتا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كلا ও كلتا এ-দুটি শব্দ সর্বদা مثنى-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। مثنىটি হয়ত اصطلاحي (পারিভাষিক) হয়। যেমন : نجح التلميذان كلاهما. কিংবা مثنىটি حرف العطف-এর মাধ্যমে হয়। যেমন : نجح خالدٌ وماجدٌ كلاهما.

كلا ও كلتا তাদের مؤكد-কে নিয়ে মুবতাদা, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী, মাফ'উলে ফীহ বা মাজরূর হয়।

ক. মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছাত্রদুটি উভয়ে মেধাবী।)

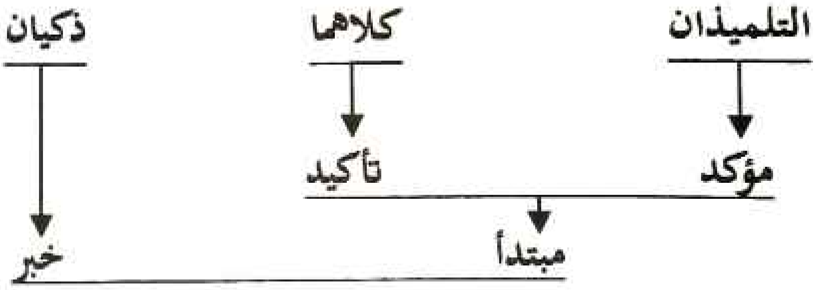

الجملة الاسمية

খ. ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছাত্রীদুটি উভয়ে সফল হয়েছে।)

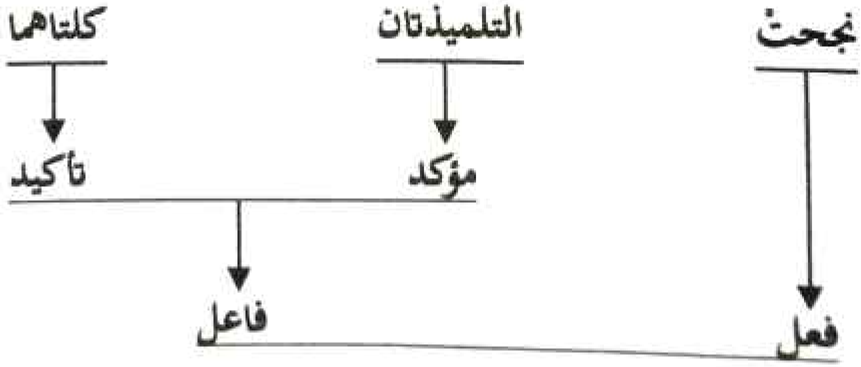

الجملة الفعلية

গ. মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি গল্পদুটি পড়েছি।)

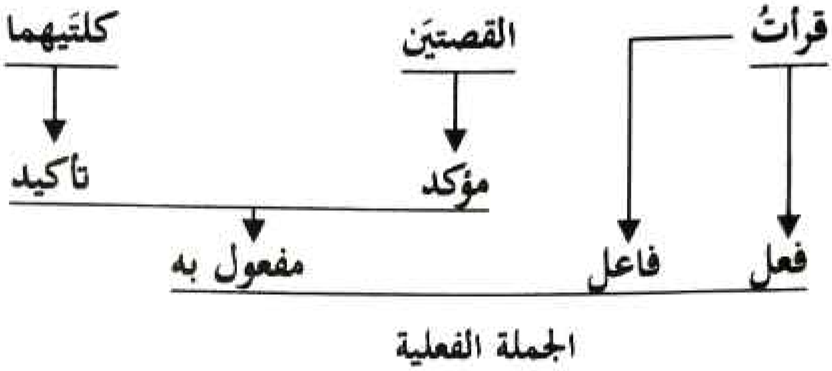

ঘ. মাফ'উলে ফীহি হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি উভয় দিন রোযা রেখেছি।)

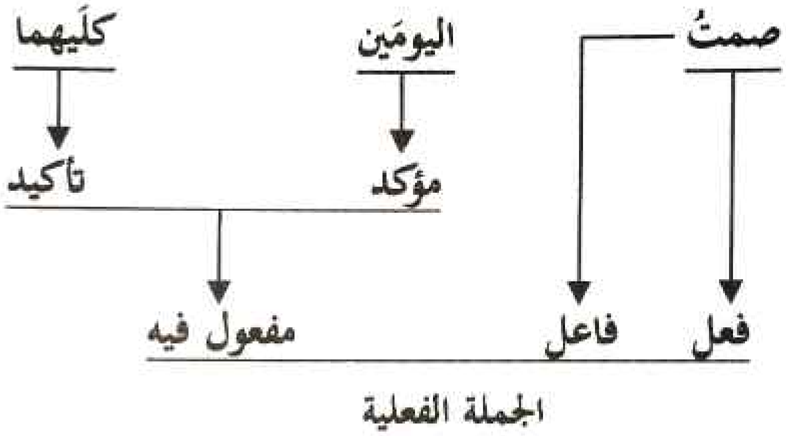

ঙ. মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(পিতা মাজেদ ও খালেদ উভয়ের ওপর রাগ করেছেন।)

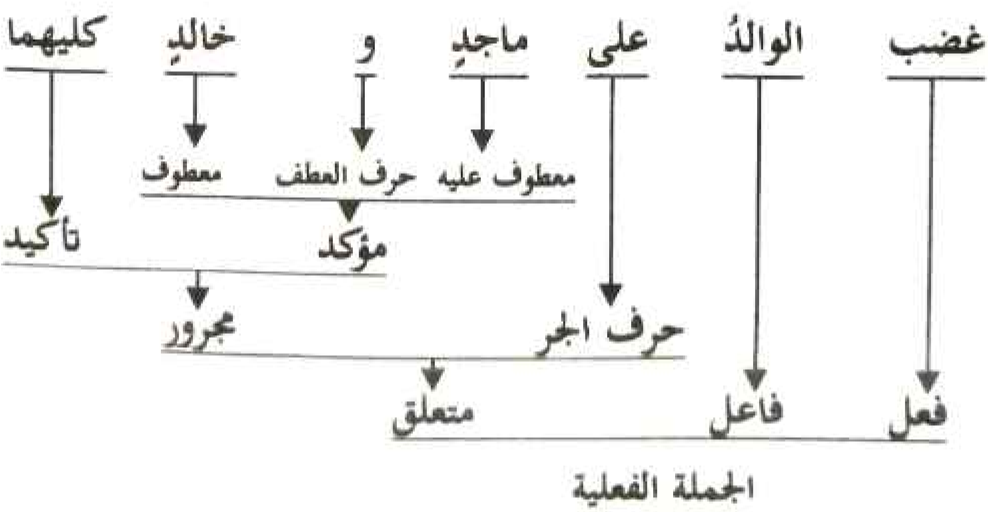

كُلٌّ، جَمِيْعٌ، أَجْمَعُ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كُلٌّ، جَمِيْعٌ، أَجْمَعُ এ-তিনটি শব্দ مفرد ও جمع উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন : ضحكتْ البناتُ كلُّهن/ جميعُهن / جُمَعُ. এবং جاء الأولادُ كلُّهم / جميعُهم / أجمعون. এবং قرأتُ الكتابَ كلَّه / جميعَه / أجمعَ.

তবে, শব্দ তিনটি বহুবচনের জন্য ব্যবহৃত হলে, বহুবচনটি اصطلاحي অর্থাৎ পারিভাষিক যেমনিভাবে হতে পারে। যেমন : حضر العاملون كلُّهم. তেমনিভাবে حرف العطف-এর মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন : حضر ماجدٌ وخالدٌ وسعيدٌ أجمعون.

كُلٌّ، جَمِيْعٌ، أَجْمَعُ তাদের مؤكد-কে নিয়ে মুবতাদা, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী, মাফ'উলে ফীহি বা মাজরূর হয়।

ক. মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (শ্রমিকরা সকলে কর্মঠ।)

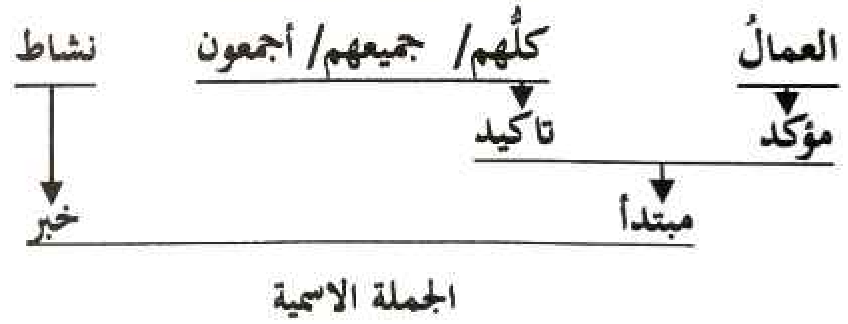

২. (আয়েশা খাদীজা ফাতেমা সকলে উদ্যমী।)

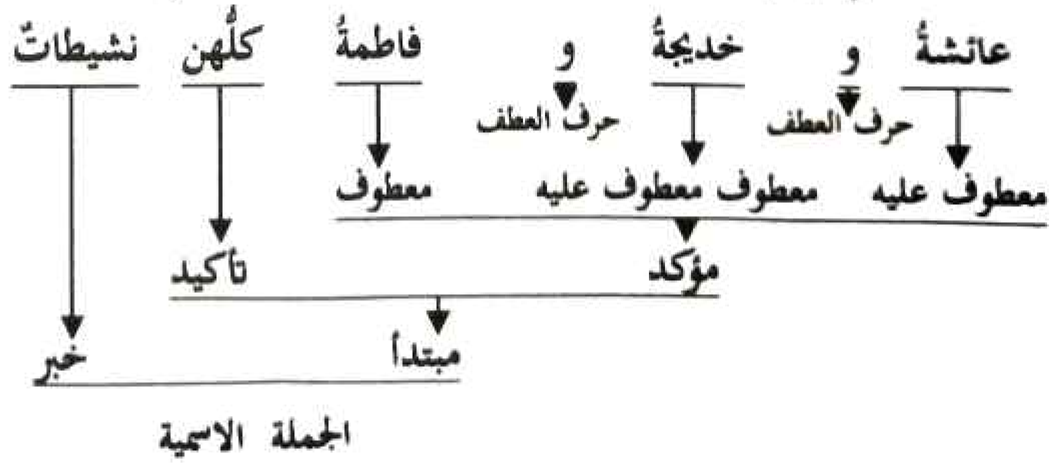

খ. ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

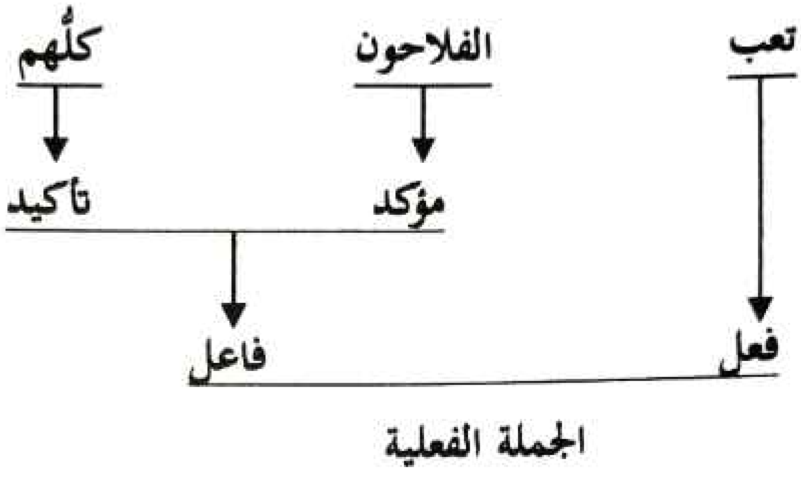

গ. মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

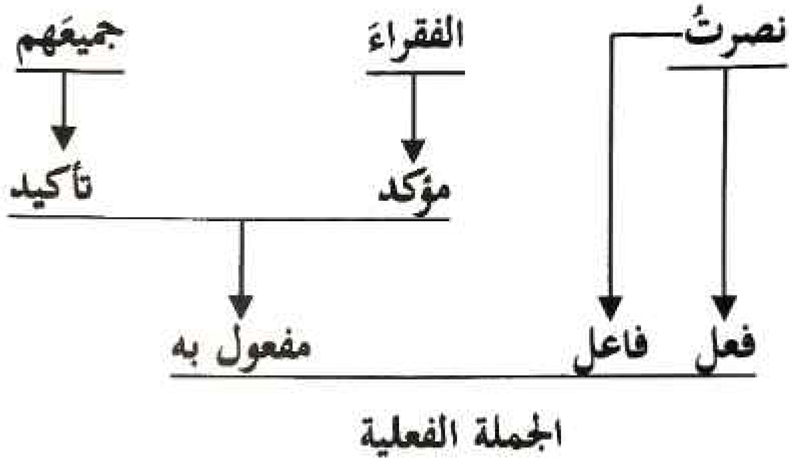

ঘ. মাফ'উলে ফীহি হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি এই শহরে পুরো এক বছর বসবাস করেছি।)

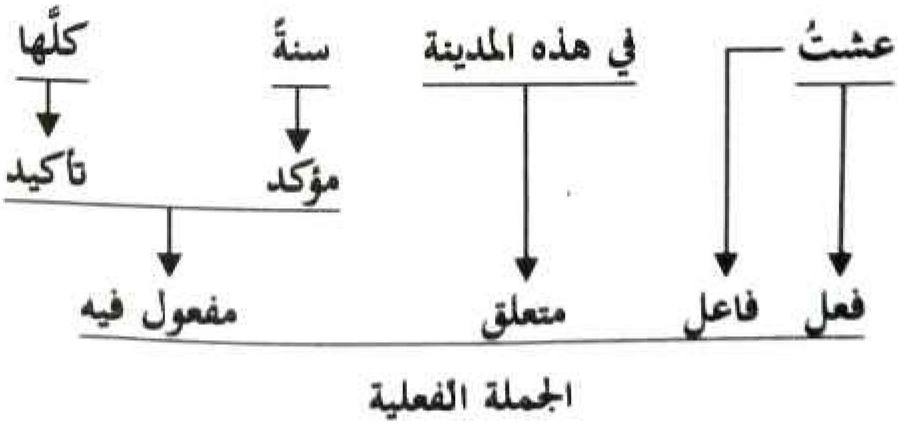

ঙ. মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(কুরআন সকল মানুষের জন্য।)

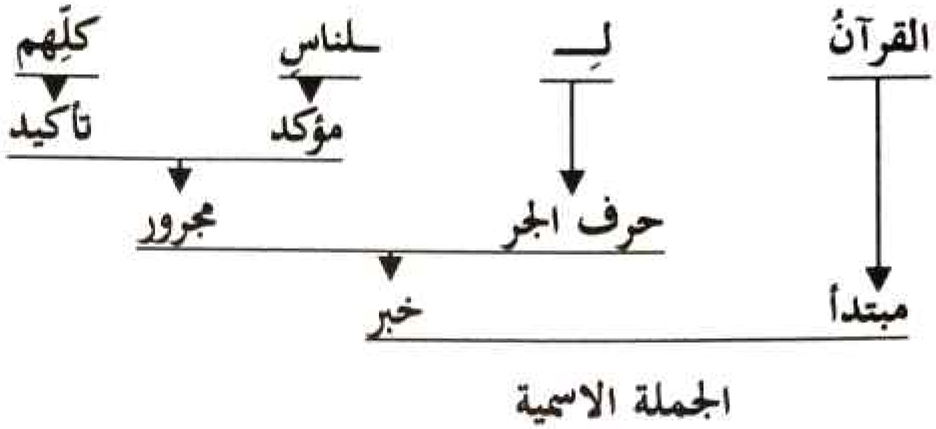

أَبْتَعُ، أَكْتَعُ، أَبْصَعُ-এর তারকীব

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, أَبْتَعُ، أَكْتَعُ، أَبْصَعُ এই তিনটি শব্দ أجمع-এর অনুগামী হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তারকীবে দ্বিতীয় تاكيد হয়। **যেমন:**

هاجر المسلمون أجمعون أكتعون/أبتعون/أبصعون.

(সকল মুসলিম নারী হিজরত করেছে।)

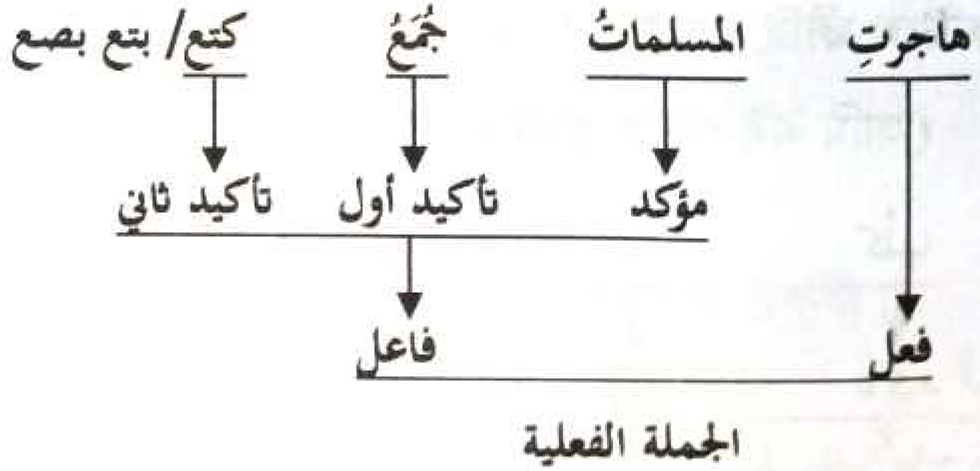

أجمع যখন كل-এর আনুগামী হয়

অধিকতর তাকীদের জন্য কখনো-কখনো أجمع শব্দটি كل-এর অনুগামী হয়ে থাকে। তখন তারকীবে তা تأكيد ثاني হয়। যেমন :

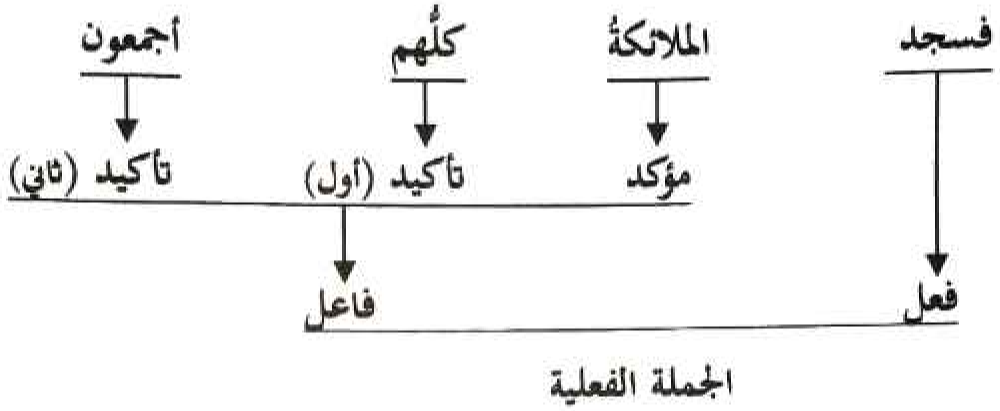

نفس বা عين যদি ضمير مرفوع متصل أو مستتر-এর تأكيد হয়

نفس বা عين দ্বারা যদি ضمير مرفوع متصل أو مستتر-এর জন্য تأكيد হিসেবে আনা হয় তাহলে ضمير منفصل দ্বারা তার তাকীদ আনতে হয়।

যেমন : ذهب هو نفسه، ذهبتُ أنا نفسي.

তারকীব :

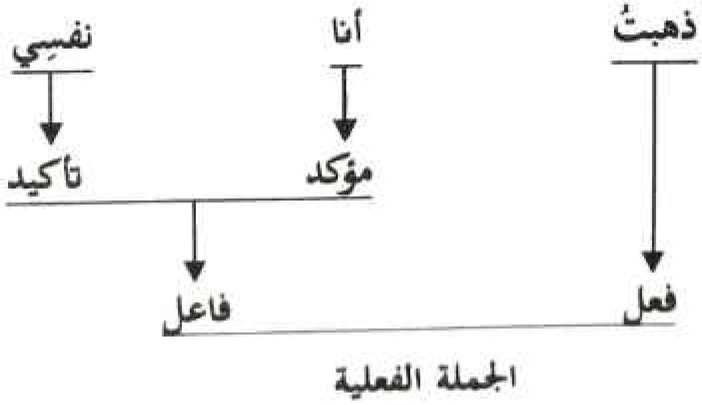

কিন্তু যমীরটি যদি ضمير منصوب أو مجرور হয় তাহলে ضمير منفصل দ্বারা তাকীদ আনা হয় না। যেমন : سلمتُ عليهم أنفسِهم، ضربتهم أنفسَهم

ضمير مرفوع منفصل যদি ضمير متصل-এর تأكيد হয়

ضمير مرفوع منفصل যে-কোনো ضمير متصل-এর তাকীদ হতে পারে। যেমন :

سلمتُ عليـ ـكَ أنتَ، دعوتك أنت، ذهبت أنت

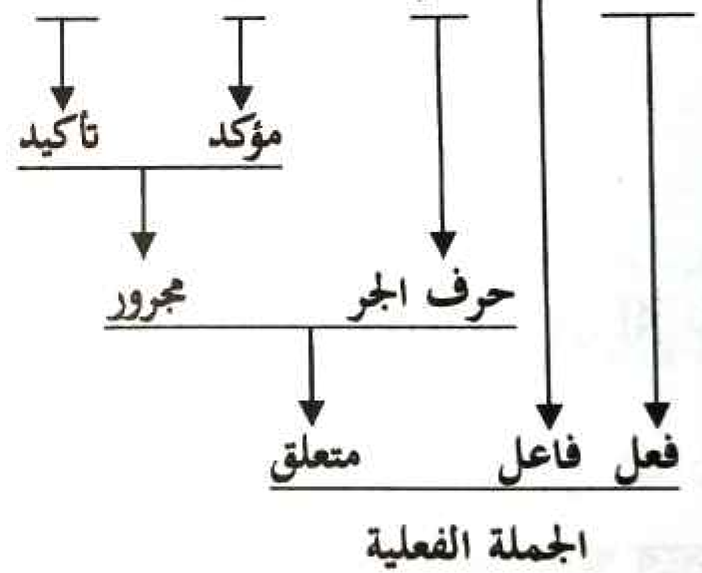

উল্লেখ্য, এখানে أنت এই ضمير مرفوع منفصلটি ك এই ضمير مجرور متصل-এর তাকীদ হয়েছে।

التأكيدُ اللفظيُّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ইসম, ফেয়েল, হরফ কিংবা জুমলাকে পুনরোক্ত করার দ্বারা যে-তাকীদ করা হয় তাকে التأكيد اللفظي বলে। যেমন :

ক. ইসমের উদাহরণ ও তারকীব :

(রাশেদই ভদ্র।)

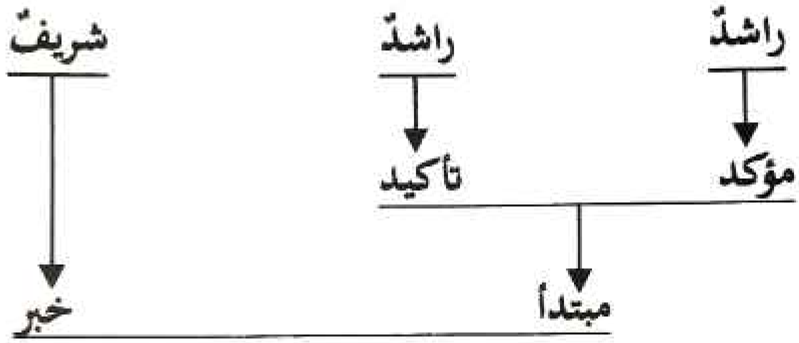

الجملة الاسمية

খ. ফেয়েলের উদাহরণ ও তারকীব :

(মাজেদ সফল হয়েছেই।)

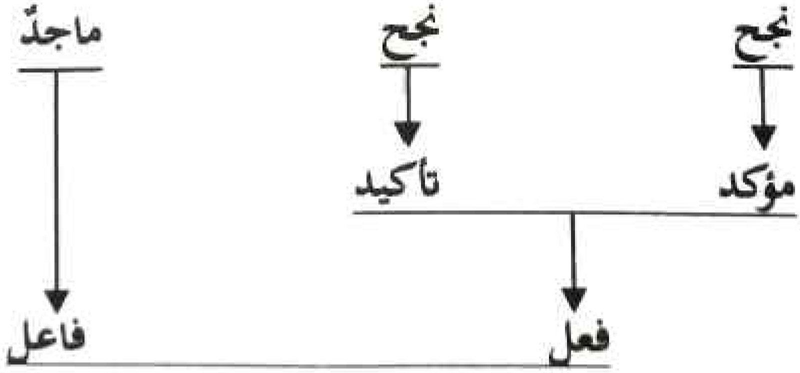

الجملة الفعلية

গ. হরফের উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয়-নিশ্চয় রাশেদ আলেম ।)

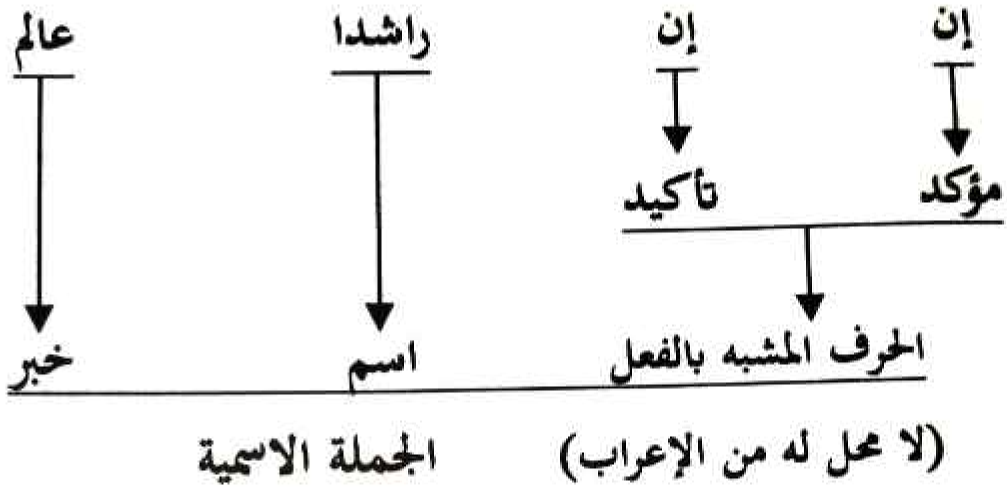

ঘ. জুমলার উদাহরণ ও তারকীব :

১. انتصر المسلمون انتصر المسلمون

২.

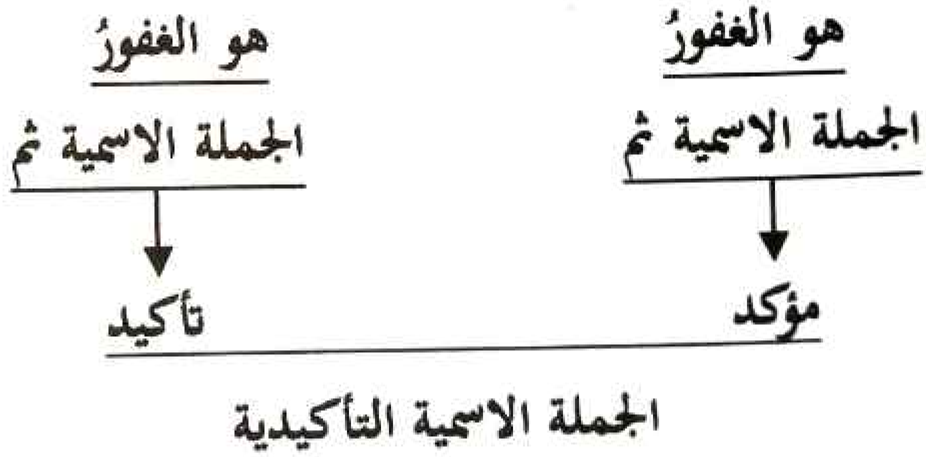

الإِسْمُ المَوْصُوْلُ সম্পর্কে আলোচনা

الاسم الموصول : من، ما، أي، الذي، اللذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي এবং أية، ذا، ذو এবং اسم الفاعل والمفعول-এর أل ইত্যাদিকে الأسماء الموصولة বলে। একটিকে الاسم الموصول বলে।

الصِّلَةُ : الأسماء الموصولة-এর পরবর্তী অংশকে الصلة বলে। الصلة সর্বদা পূর্ণ বাক্য হয় এবং তা দ্বারা الأسماء الموصولة-এর অর্থ পূর্ণতা লাভ করে।

العَائِدُ : الصلة-এর মধ্যে এমন একটি যমীর থাকে, যা الاسم الموصول-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। নাহুর পরিভাষায় এই যমীরকে عائد বলে। যেমন : قرأتُ ما قرأتَه. (তুমি যা পড়েছ আমি তা পড়েছি।) এখানে قرأته-এর ه যমীরটিকে العائد বলা হয়।

مُرَادُ المَوْصُوْلِ : الاسم الموصول দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে مراد الموصول বলে। مراد الموصول কখনো উল্লেখ থাকে, আবার কখনো অনুল্লেখ থাকে। যেমন : جاء (التلميذُ) الذى نجح. এ-বাক্যে التلميذ শব্দটিকে مراد الموصول বলে।

বলাবাহুল্য, من ও ما এ-দুটি اسم الموصول-এর مراد الموصول কখনো উল্লেখ থাকে না। عائد সর্বদা واحد، تثنية، جمع এবং مذكر، مؤنث এ-সকল ক্ষেত্রে مراد الموصول বা الاسم الموصول-কে অনুসরণ করে।

الاسم الموصول-এর তারকীব

اسم الموصول ও তার الصلة মিলে মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী বা মাজরূর ইত্যাদি হয়।

মুবতাদার মাঝে الاسم الموصول-এর বিভিন্ন ব্যবহার, উদাহরণ ও তারকীব

ক. الاسم الموصول যদি বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে তা তার الصلة-কে নিয়ে সরাসরি মুবতাদা হয়। যেমন :

(যে পরিশ্রম করে সে সফল হয়।)

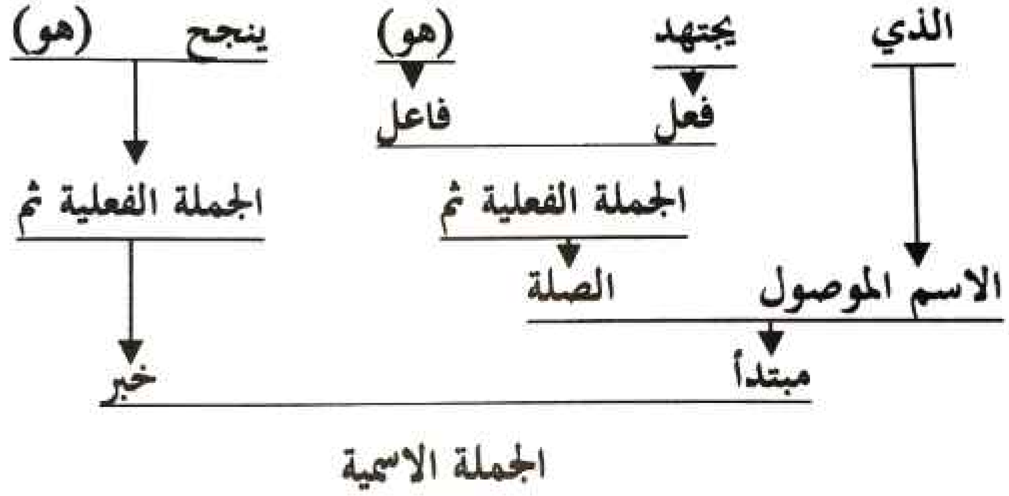

খ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে মুবতাদার صفة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (যে ছাত্র পরিশ্রম করেছে সে পরীক্ষায় সফল হয়েছে।)

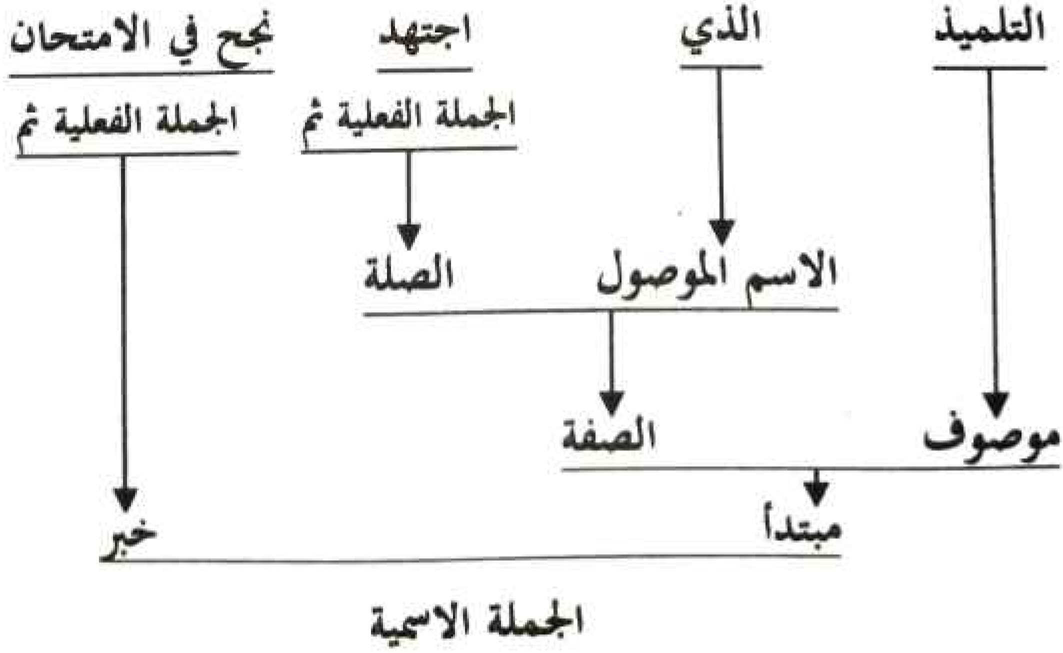

২. (এই ছাত্র, যে পড়ালেখায় পরিশ্রম করেছে সে পরীক্ষায় সফল হয়েছে।)

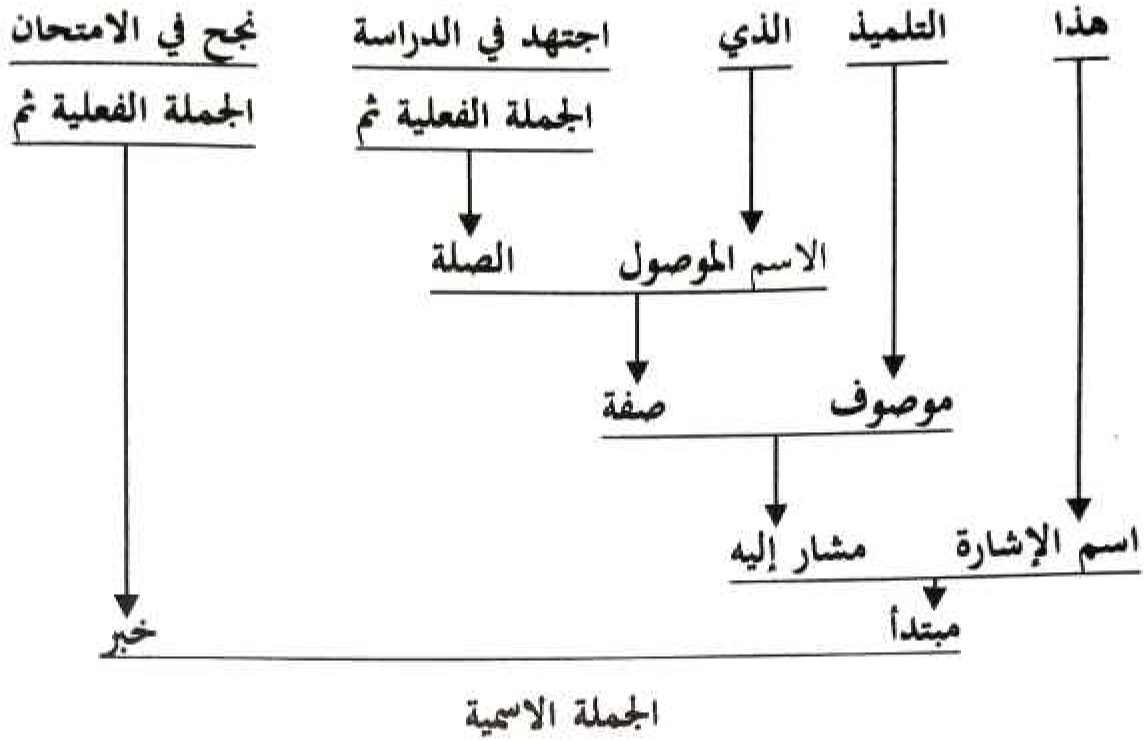

গ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে মুবতাদার مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(যে পড়ালেখায় পরিশ্রম করে তার বই উপকারী।)

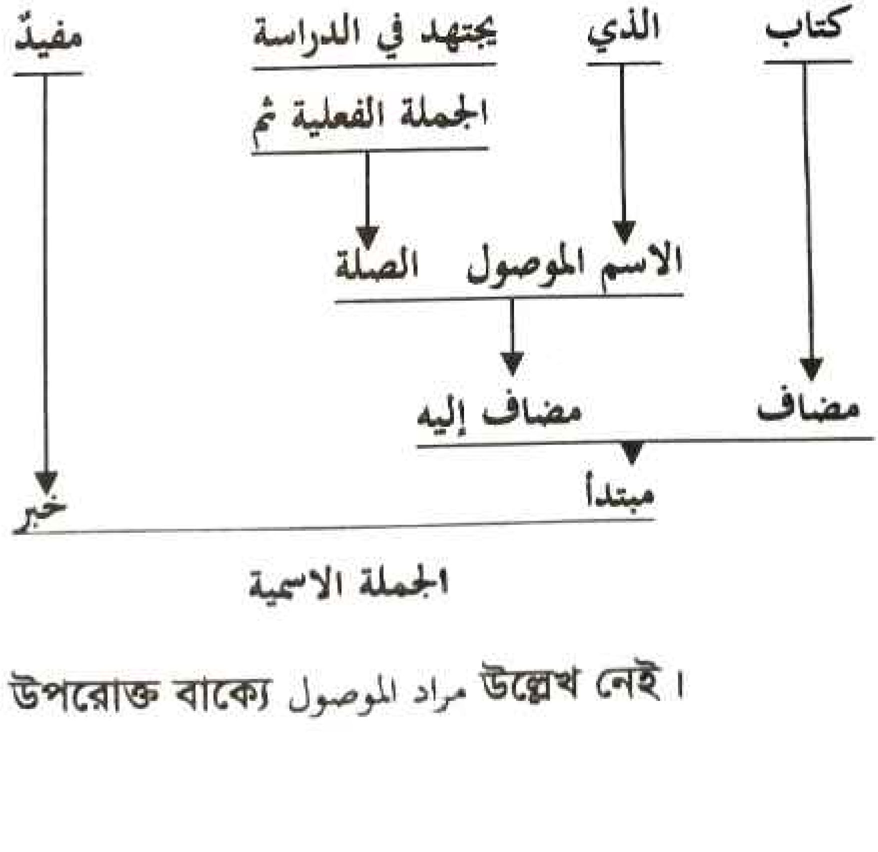

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে مراد الموصول উল্লেখ নেই।

ঘ. الاسم الموصول ও الصلة **মিলে মুবতাদার** مضاف إليه-এর صفة **হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :**

(ওই ছাত্রের বই, যে পড়ালেখায় পরিশ্রম করে তা উপকারী।)

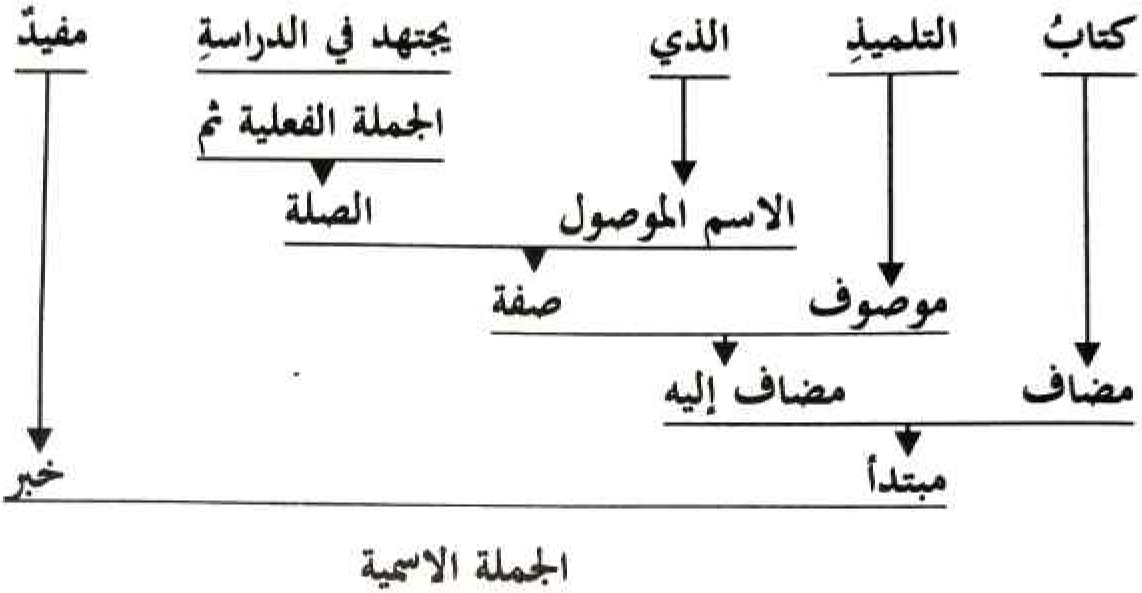

ঙ. الاسم الموصول ও الصلة **মিলে মুবতাদার** مضاف-এর صفة **হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :**

(ছাত্রের ওই বই যা নতুন তা উপকারী।)

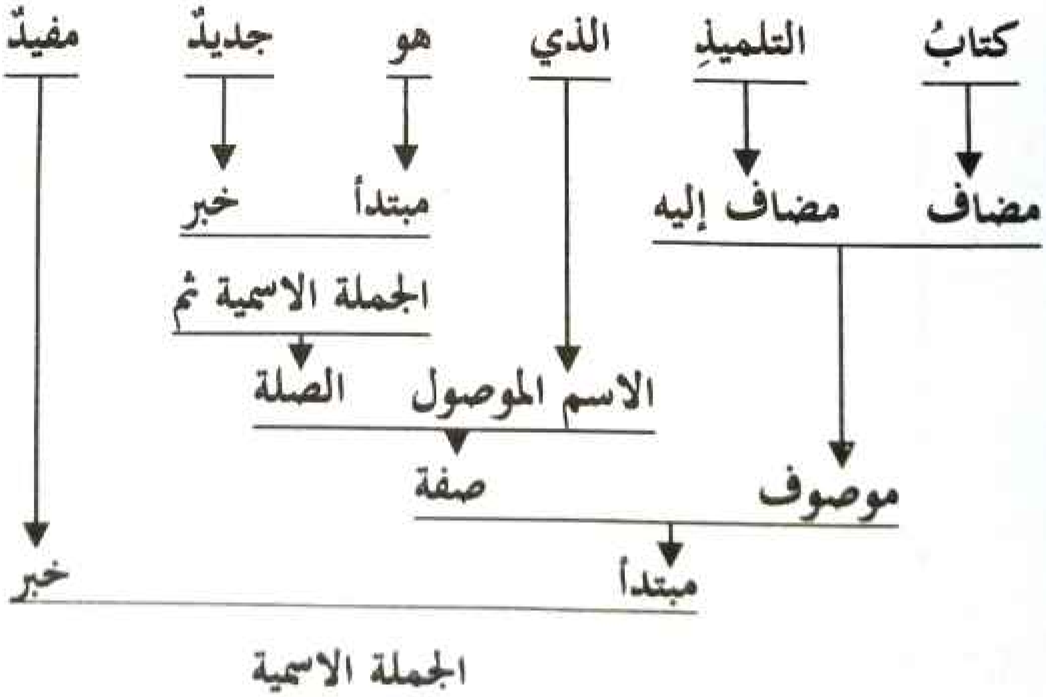

চ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে إن-এর ইসম হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় যে পড়ালেখায় অলসতা করে সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।)

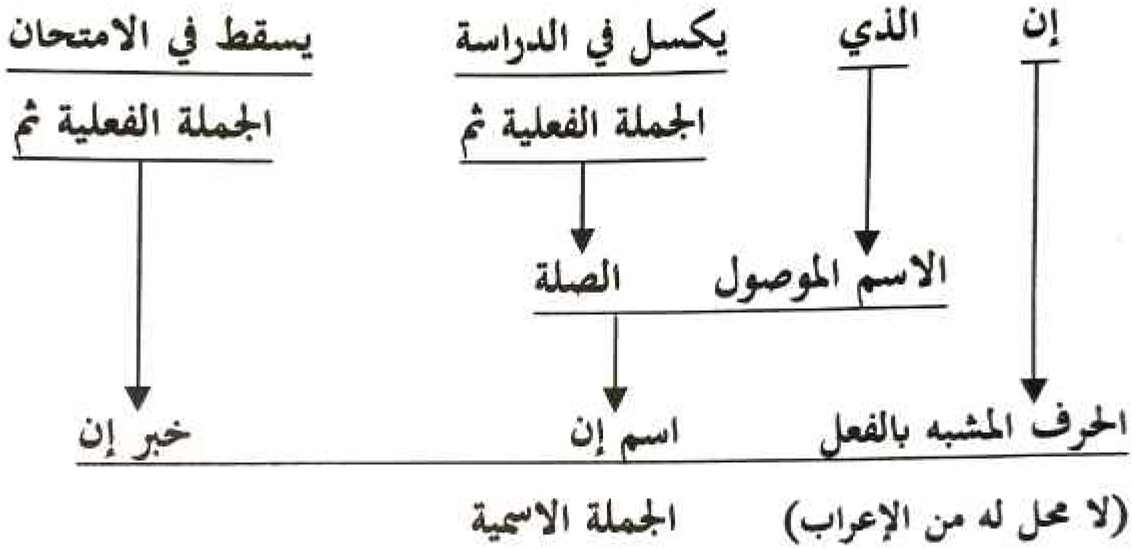

খবরের মাঝে الاسم الموصول-এর বিভিন্ন ব্যবহার, উদাহরণ ও তারকীব

ক. الاسم الموصول ও الصلة মিলে খবর হয়, যদি তার আগে هذا، هذه، أولئك، هؤلاء، تلك، ذلك ইত্যাদি اسم الإشارة আসে। যেমন :

(তারা ওই সমস্ত লোক, যাদেরকে আল্লাহ লা'নত দিয়েছেন।)

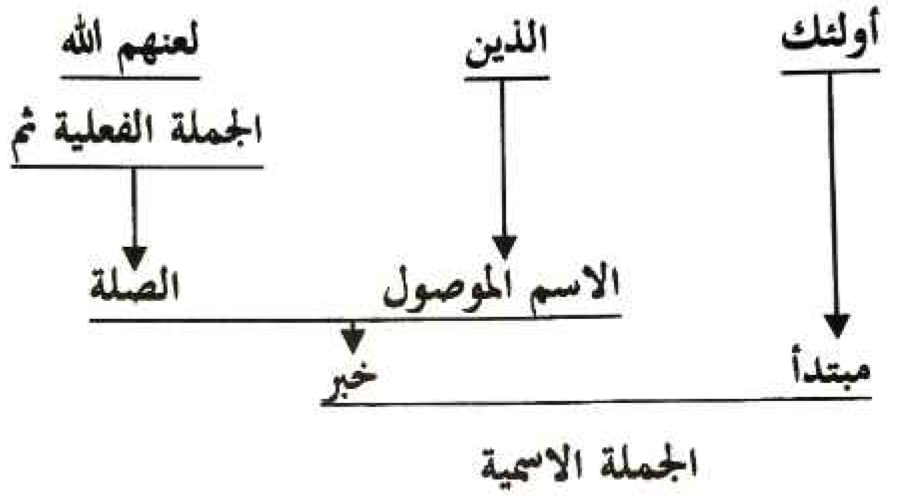

খ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে খবর হয়, যদি তার আগে علم অর্থাৎ ব্যক্তি বা বস্তুর একক নাম আসে। যেমন :

১. ব্যক্তির নামের উদাহরণ ও তারকীব :

(রাশেদ ওই ব্যক্তি, যে এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছে।)

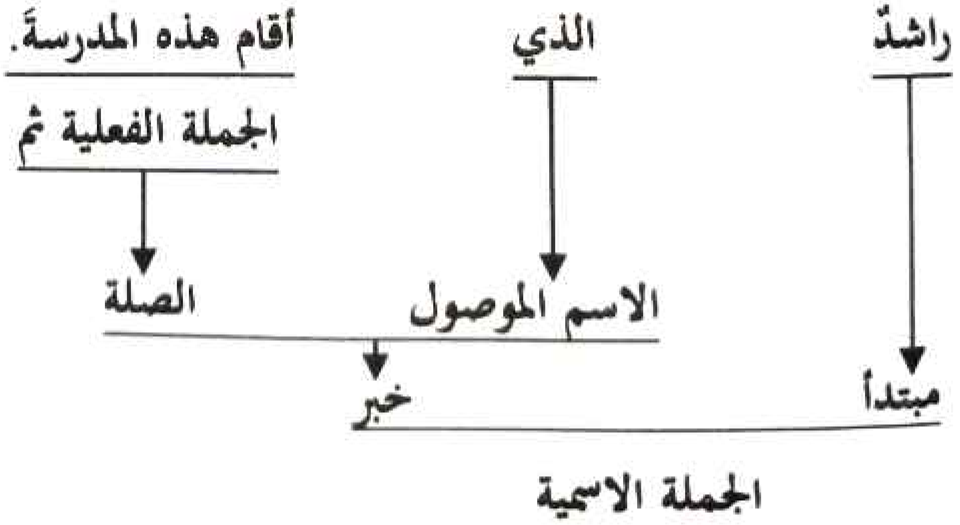

২. বস্তুর নামের উদাহরণ ও তারকীব :

(বাংলাদেশ ওই দেশ যার জনগণ উদার।)

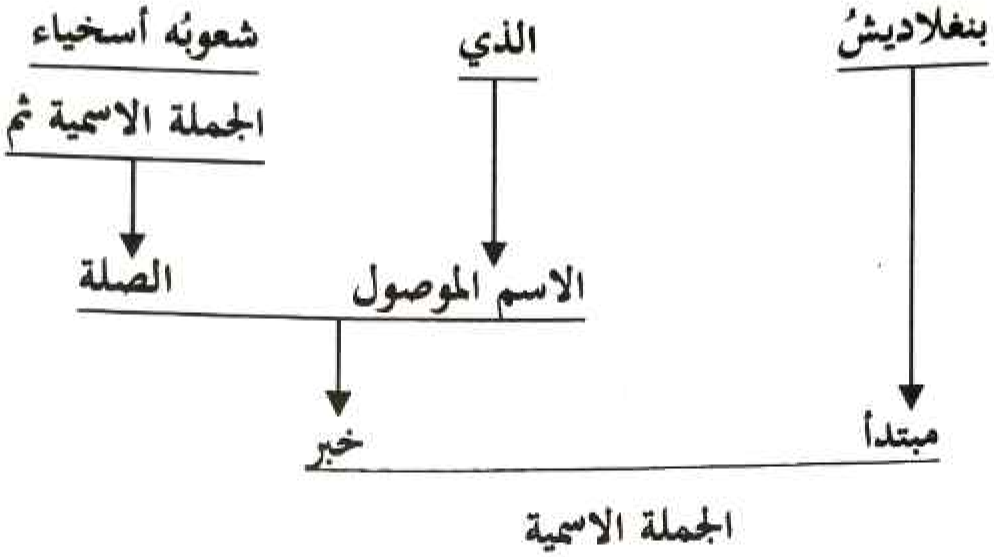

গ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে খবর হয়, যদি তার শুরুতে مضاف-বিশিষ্ট মুবতাদা আসে। যেমন :

(শিক্ষকের ছেলে হলো ওই ছাত্র, যে প্রথম বর্ষে পড়ে।)

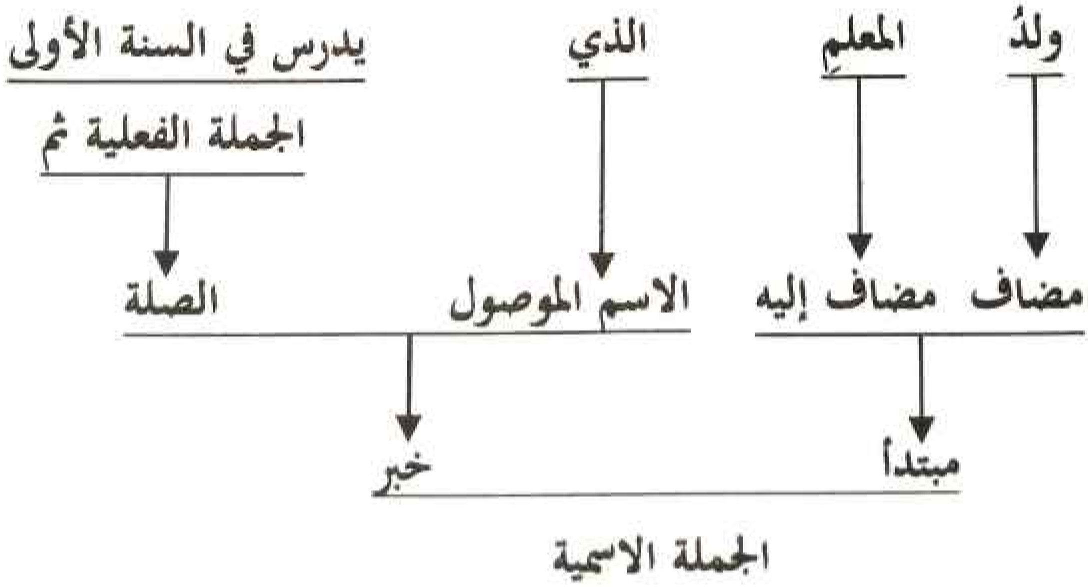

ঘ. الاسم الموصول ও الصلة **মিলে খবরের** مضاف إليه **হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :**

(আমি ওই ব্যাক্তির গোলাম, যে আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিয়েছে।)

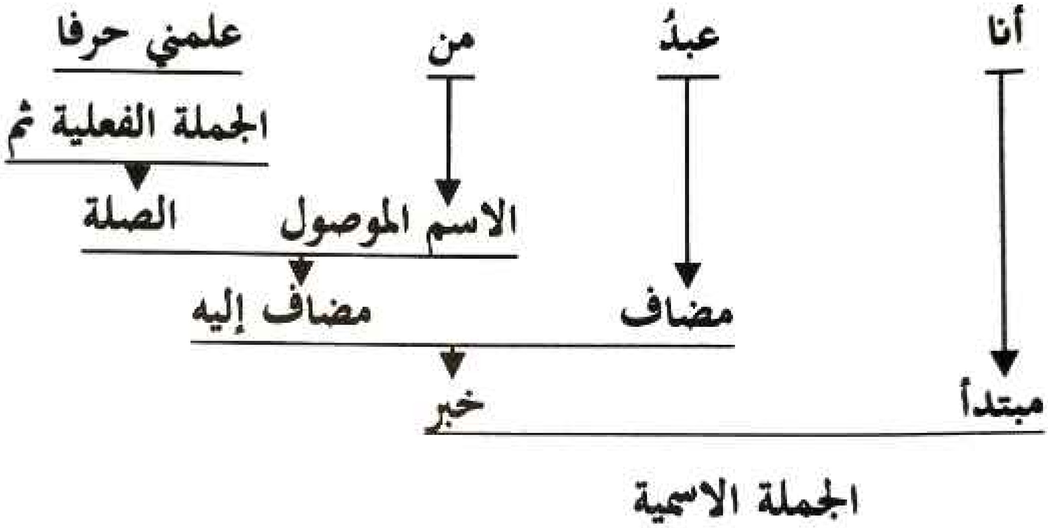

الاسم الموصول ও الصلة মিলে فاعل হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

ক. (ওই ব্যক্তি নাজাত পায় যে সর্বদা সত্য বলে।)

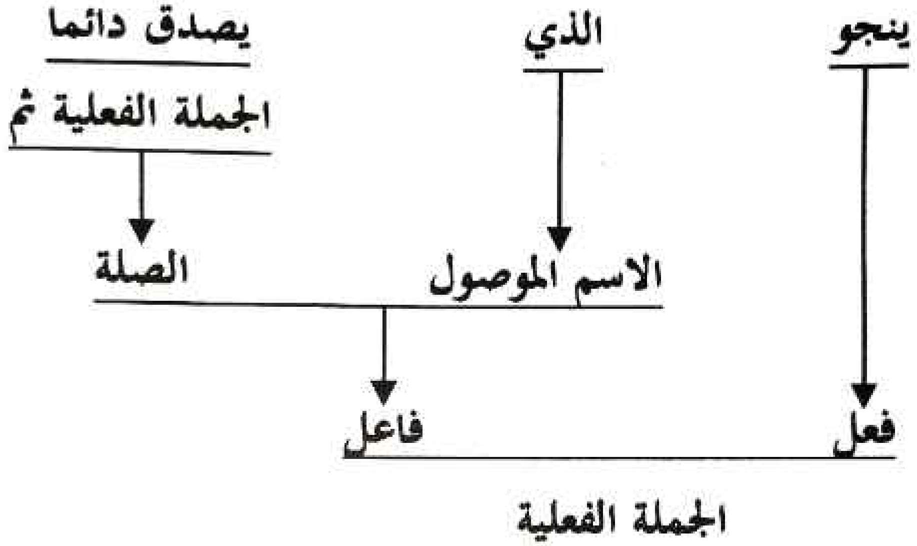

খ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে فاعل-এর صفة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ওই ব্যক্তি নাজাত পায় যে সর্বদা সত্য বলে।)

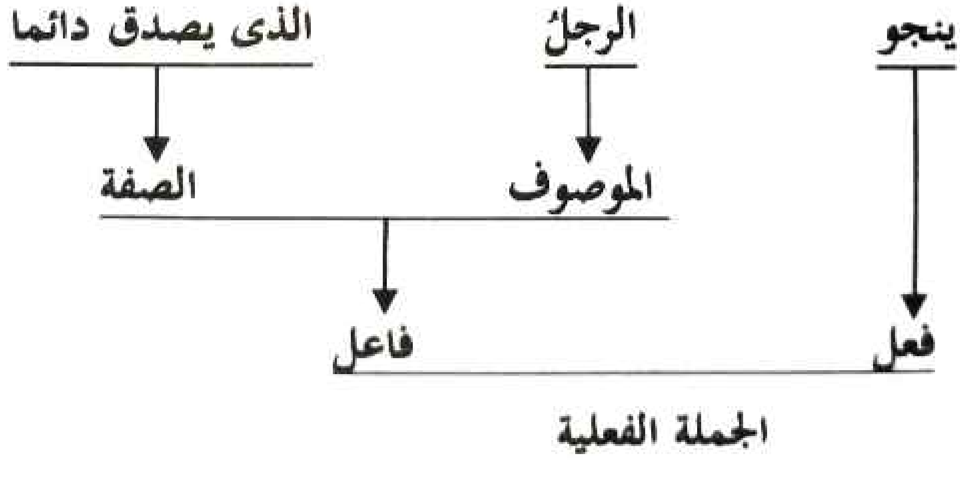

গ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে فاعل-এর مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ওই শিক্ষকের ছেলে সফল হয়েছে, যিনি আমাদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষা দেন।)

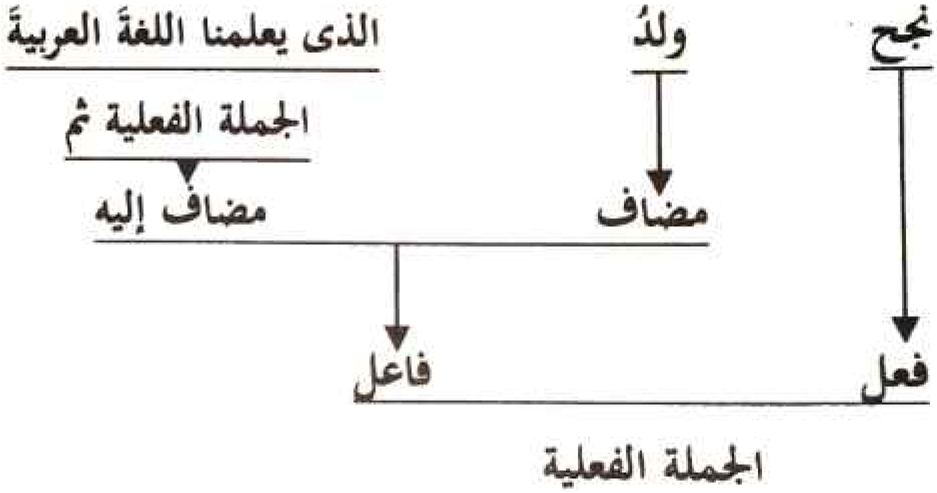

ঘ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে فاعل-এর مشار إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই ব্যক্তি আহার করেছে যে ক্ষুধার্ত হয়েছে।)

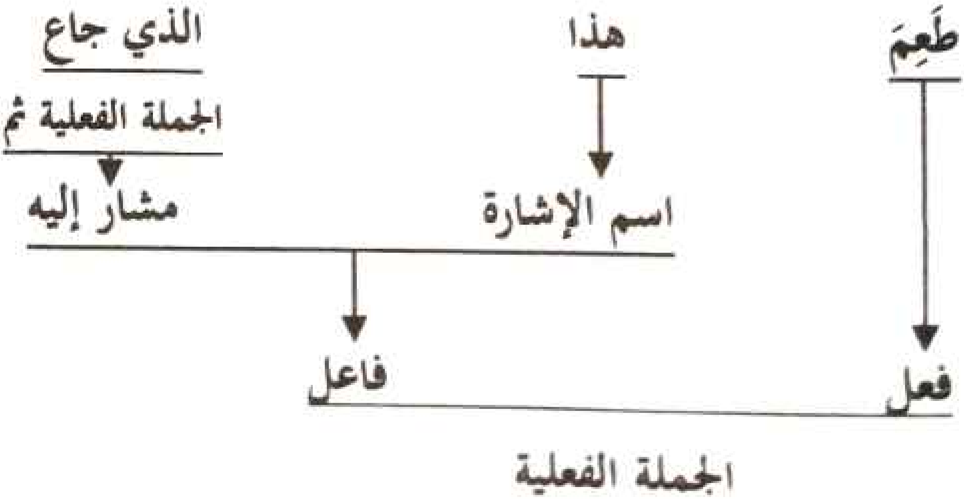

الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول به হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

ক. الاسم الموصول ও الصلة মিলে সরাসরি مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(যে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি।)

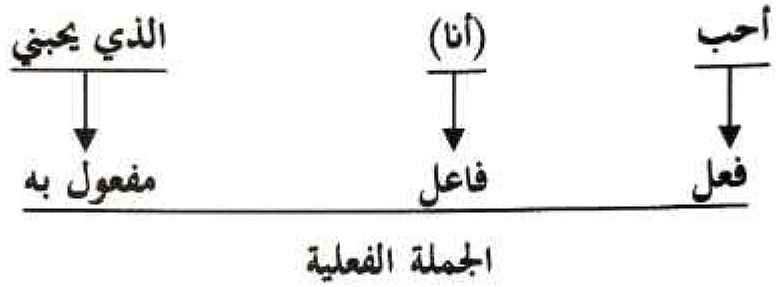

খ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول به-এর صفة হওয়ার উদাহরণ ও তরকীব :

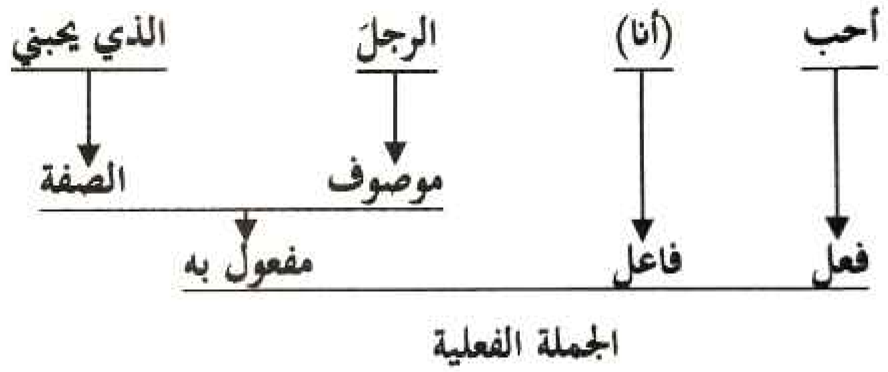

গ. الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول به-এর مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

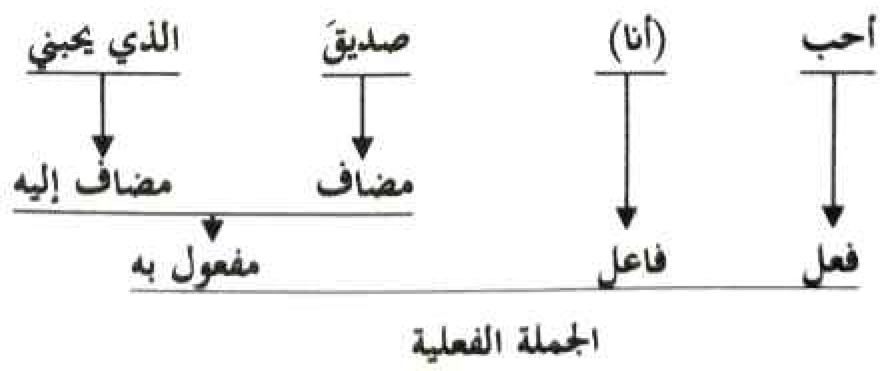

الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول فيه হওয়ার দুটি উদাহরণ ও তারকীব

(তুমি যে-জিনিসের সামনে নামায পড়েছ আমি তার সামনে নামায পড়েছি।)

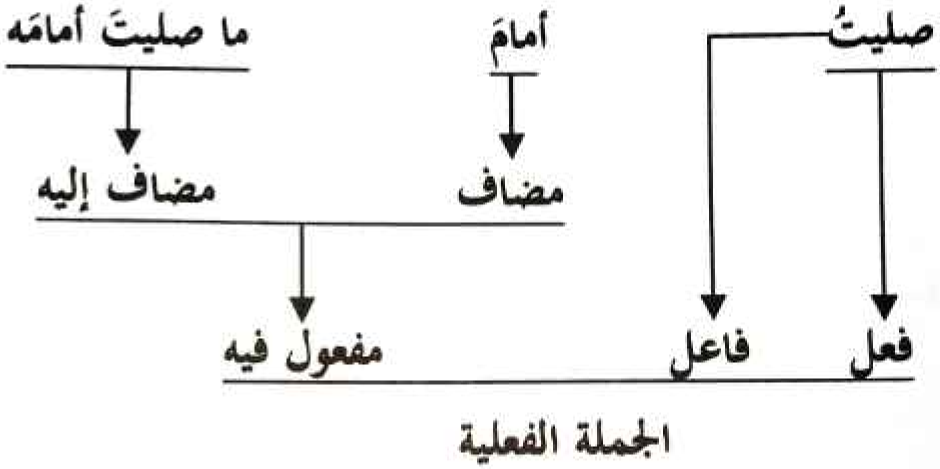

الاسم الموصول ও الصلة মিলে مفعول فيه-এর صفة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি ওই দিন রোযা রেখেছি যে-দিন তুমি রোযা রেখেছ।)

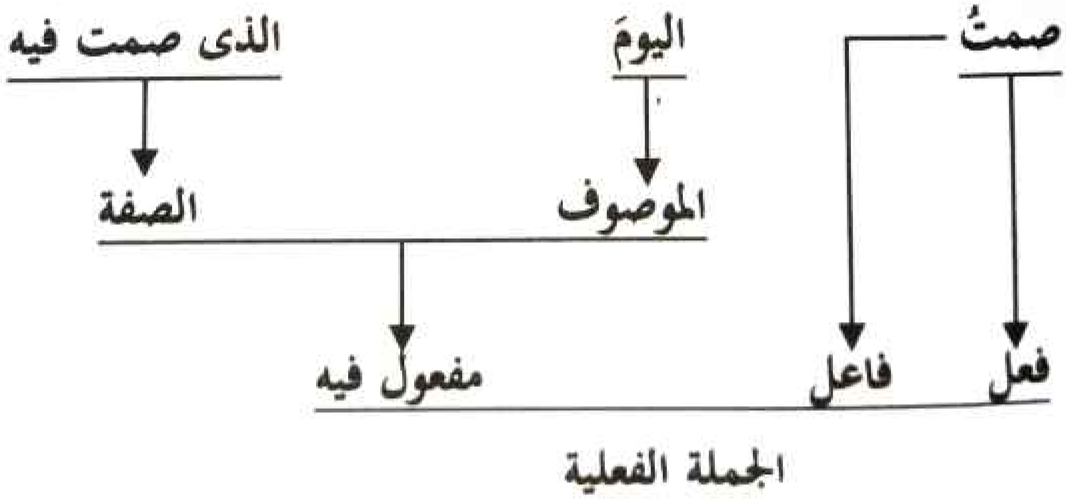

الاسم الموصول ও الصلة মিলে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

(আমি ওই জিনিস দ্বারা লিখেছি যা দ্বারা তুমি লিখেছ।)

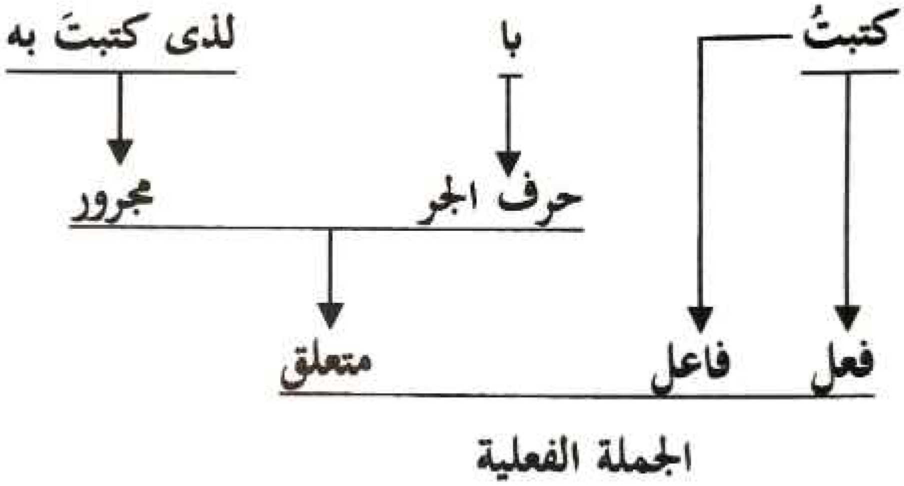

من، ما সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

من অর্থ 'যে; যাকে; যারা; যাদেরকে। আর ما অর্থ 'যা; যেগুলো; যেগুলোকে'। من، ما যখন الاسم الموصول হয় তখন তাদের ব্যবহার ও তারকীব الذي التي-এর ন্যায় হয়ে থাকে। সুতরাং, ইতিপূর্বে الذي التي-এর ক্ষেত্রে যে-কয়টি উদাহরণ ও তারকীব গত হয়েছে সবকটি উদাহরণ ও তারকীব এখানেও প্রযোজ্য হবে।

من-এর একটি উদাহরণ ও তারকীব :

(যে সত্য বলে সে সফল হয়।)

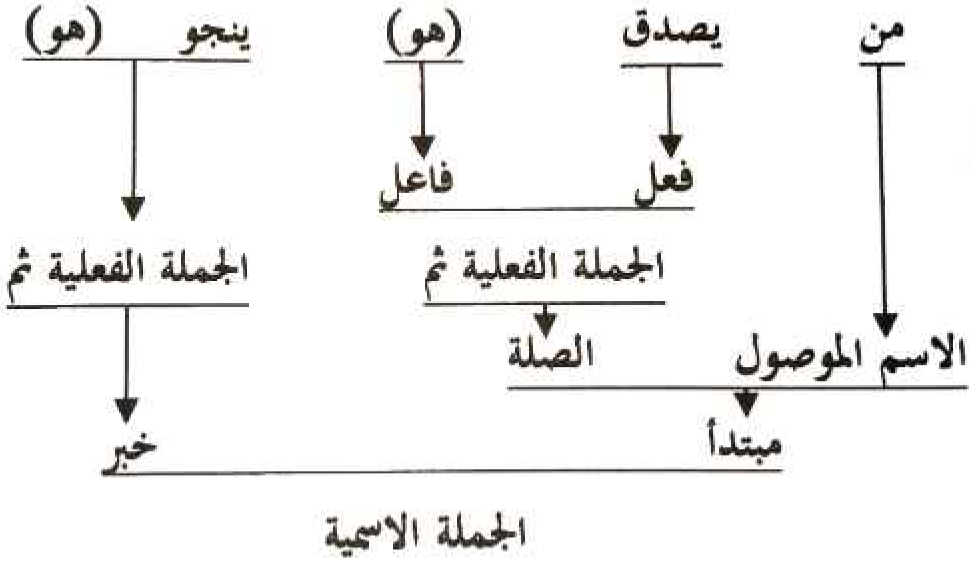

ما-এর একটি উদাহরণ ও তারকীব :

(ছেলেটি ওই জিনিস খেয়েছে যা পেকেছে।)

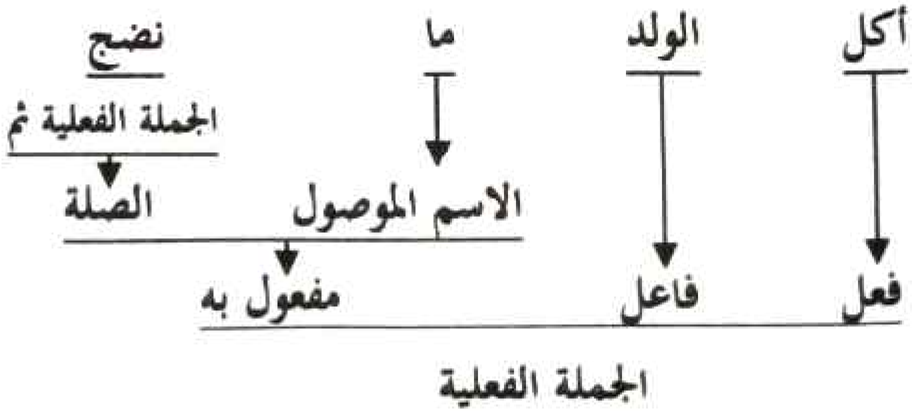

ذا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ذا শব্দটি الاسم الموصول হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত । যথা :

১. প্রশ্নবাচক من ও ما-এর পরে আসা।

২. ذاটি اسم الإشارة না হওয়া।

৩. من ذا বা ما ذا এক শব্দ না হওয়া।

من ذا বা ما ذا যদি الاسم الموصول হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় দুটি। যথা :

ক. من ذا বা ماذاটি খবর হয়। যেমন :

(কে খেলেছে ?)

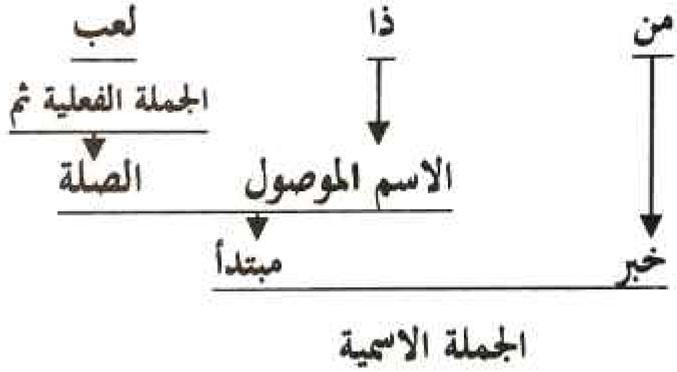

খ. من ذا বা ما ذا টি মুবতাদা হয়। যেমন :

(কে খেলেছে ?)

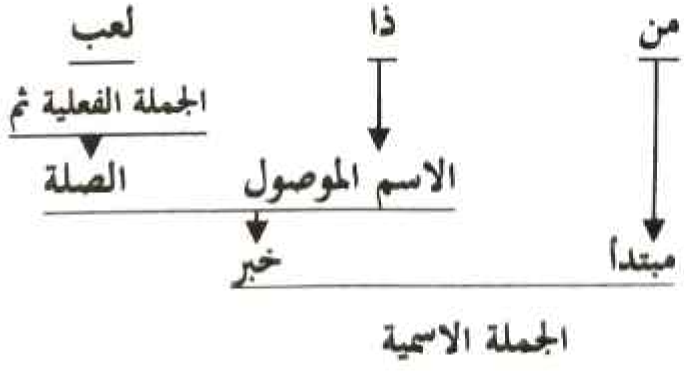

উল্লেখ্য, ما ذا-এর তারকীব হুবহু من ذا-এর ন্যায়।

أَيٌّ ও أَيَّةٌ -এর ব্যবহার-পদ্ধতি

أَيٌّ ও أَيَّةٌ এ-দুটি الاسم الموصول অন্যান্য الاسم الموصول থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম। এ-দুটি الاسم الموصول-এর ব্যবহার-পদ্ধতি চারটি। যথা :

১. أي ও أية শব্দদুটি مضاف হয় এবং صدر الصلة অর্থাৎ الصلة-এর প্রথম অংশ উল্লেখ থাকে। যেমন : نجح أَيُّهم هو مجتهدٌ. (ওই ব্যক্তি সফল হয়েছে, তাদের মধ্যে যে পরিশ্রমী।)

২. أي ও أية শব্দদুটি مضاف হয় এবং صدر الصلة উল্লেখ থাকে না। যেমন : نجح أَيُّهم (هو) مجتهدٌ.

৩. أي ও أية শব্দদুটি مضاف হয় না এবং صدر الصلة উল্লেখ থাকে। যেমন : نجح أيٌّ هو مجتهدٌ.

৪. أي ও أية শব্দদুটি مضاف হয় না এবং صدر الصلة অনুল্লেখ থাকে। যেমন : نجح أَيٌّ (هو) مجتهدٌ.

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত চারটি পদ্ধতির মধ্যে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে أي ও أيةটি مبني হয়। আর বাকি তিন পদ্ধতিতে معرب হয়।

أَيٌّ ও أَيَّةٌ-এর তারকীব

মনে রাখতে হবে যে, أي ও أية শব্দদুটি যখন শর্তের অর্থমুক্ত الاسم الموصول হয় তখন তা তারকীবে فاعل، مفعول به، مجرور হয়, কিন্তু কখনো مبتدأ হয় না। নীচে أي ও أية-এর ব্যবহারের চার পদ্ধতির তারকীব দেওয়া হলো–

প্রথম পদ্ধতির তারকীব :

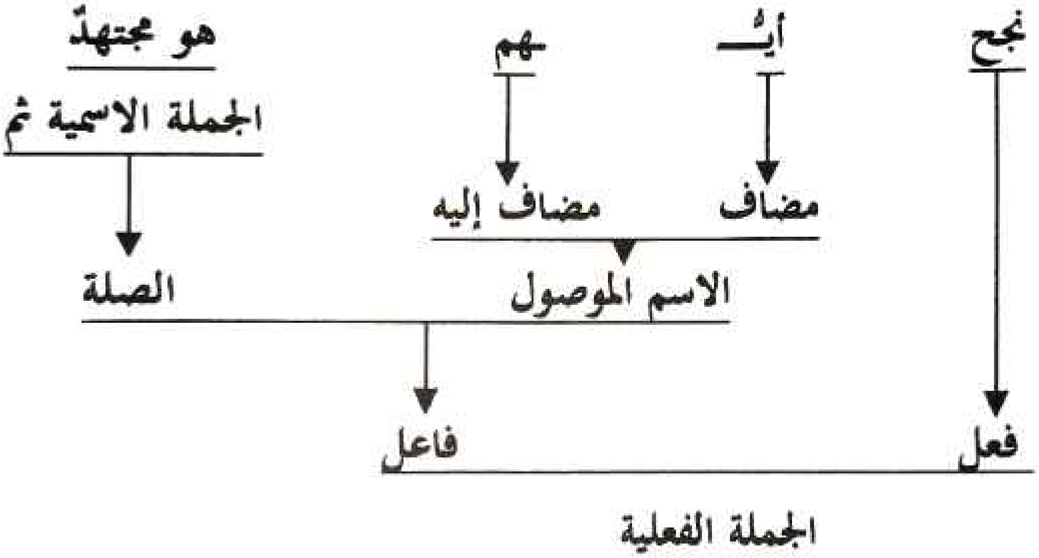

ফায়দা : এখানে أي টি ফায়েল হয়েছে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির তারকীব :

(আমি ওই ব্যক্তিকে সাহায্য করেছি তাদের মধ্যে যে দরিদ্র।)

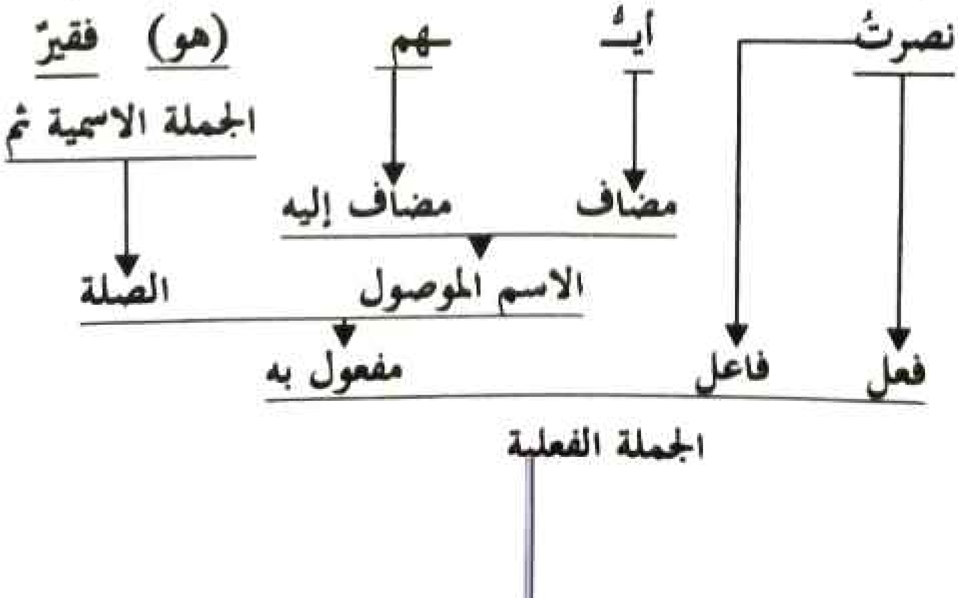

ফায়দা : এখানে أيটি مفعول به হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতির তারকীব :

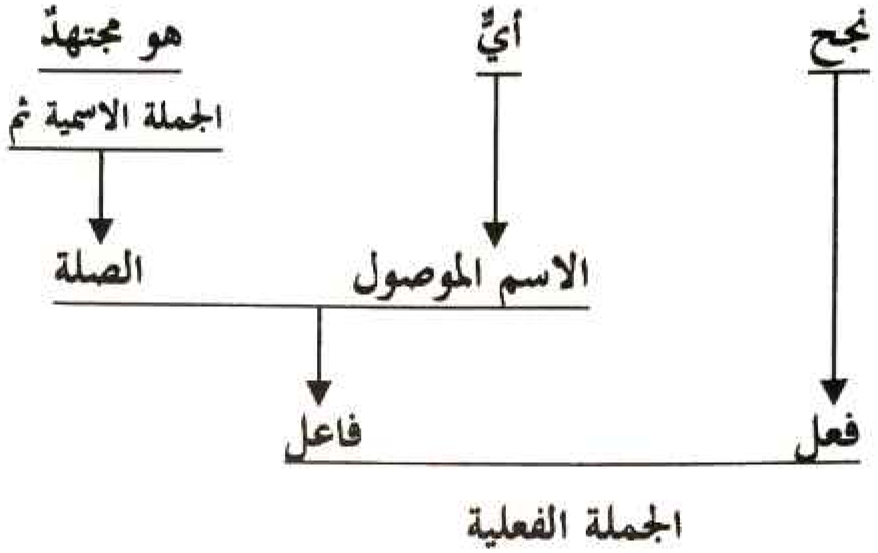

চতুর্থ পদ্ধতির তারকীব :

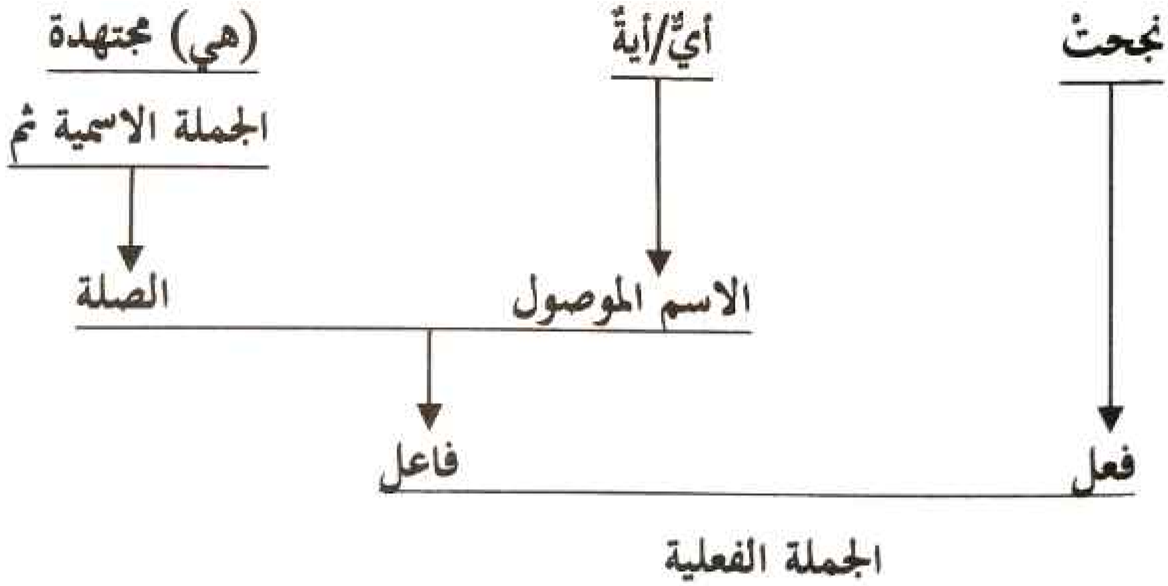

ফায়দা : أي-এর مضاف إليه যদি مذكر হয় তাহলে أي শব্দটিও مذكر হয়। পক্ষান্তরে, مضاف إليه যদি مؤنث হয় তাহলে أيটি مذكر ও مؤنث দুটিই হতে পারে। তবে, مذكر হওয়াই উত্তম।

ذو সম্পর্কে আলোচনা

ذو শব্দটি শুধু তৃই গোত্রের নিকট الاسم الموصول হিসাবে বিবেচিত। এ-জন্য এটিকে ذو الطائية ও বলা হয়। এটি مذكر، واحد، تثنية، جمع এবং مؤنث সর্ব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন : مات ذو مرض، ماتت ذو مرضت، مات ذو مرضوا، ماتت ذو مرضن.

اسم الفاعل والمفعول-এর أل-এর তারকীব

اسم الفاعل والمفعول-এর أل ও الاسم الموصول-এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং الاسم الموصول-এর ন্যায় তারকীব হয়। যেমন :

ক. اسم الفاعل-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(ঘাতক পলায়ন করেছে।)

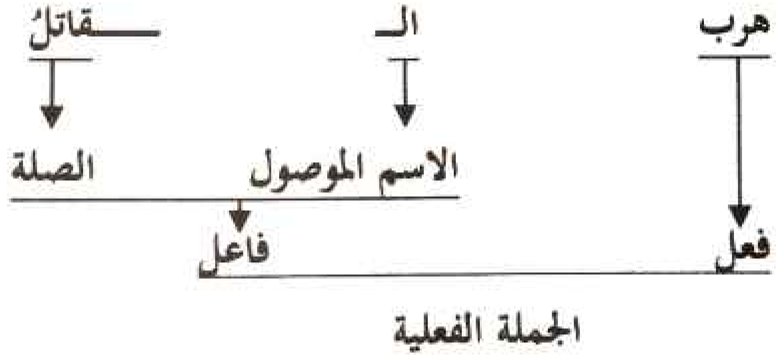

খ. اسم المفعول-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(আহত ব্যক্তি মারা গিয়েছে।)

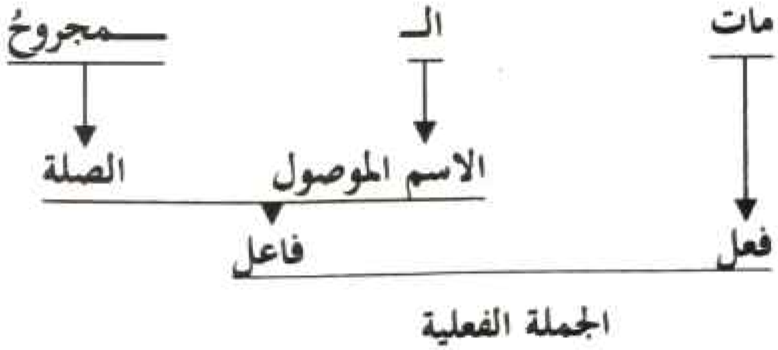

الصلة-এর প্রকারভেদ

الصلة-এর পরিচয় পূর্বে গত হয়েছে। الصلة-এর বাক্যটি চার প্রকার। যথা :

১. الصلةটি الجملة الفعلية হয়। যেমন : ينجو الذى يصدق.

২. الصلةটি الجملة الاسمية হয়। যেমন : نصرت الذى هو فقير.

৩. الصلةটি حرف الجر ও مجرور-বিশিষ্ট الجملة الشبهية হয়। যেমন : قرأت الكتاب الذى (موجود) في المكتبة.

৪. الصلةটি اسم الظرف-বিশিষ্ট الجملة الشبهية হয়। যেমন : رأيت الذى (موجود) عندك.

مراد الموصول সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব-পদ্ধতি

مراد الموصول-এর পরিচয় পূর্বে গত হয়েছে।
স্মর্তব্য, مراد الموصول সর্বদা الاسم الموصول-এর পূর্বে আসে এবং ال-যুক্ত হয় এবং তারকীবে موصوف হয়। যেমন :

(ওই ছাত্র যে পরিশ্রম করে সে সফল হয়েছে।)

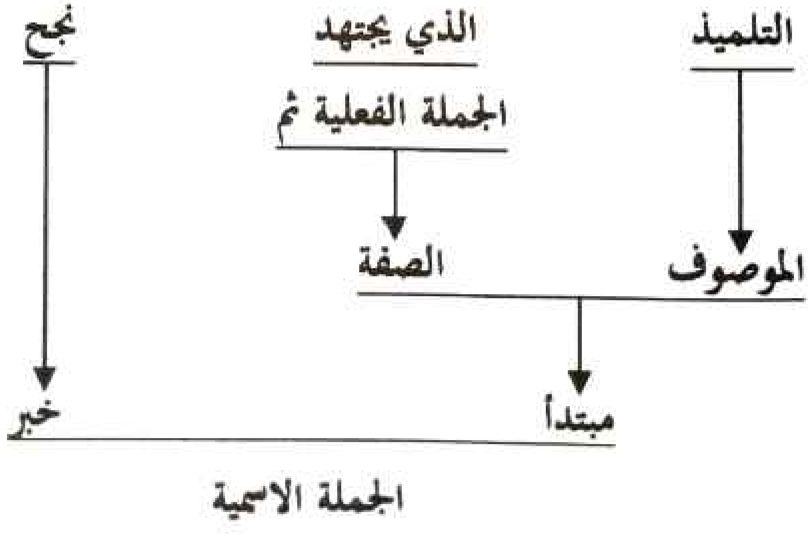

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : الاسم الموصول-এর পূর্বে আগত ال-যুক্ত যে-কোনো শব্দই কি مراد الموصول হয় এবং তা موصوف হয় ?

উত্তর : উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হলো– না, অর্থাৎ الاسم الموصول যদি ال-যুক্ত শব্দের পরিচয় প্রদান করে তাহলে الযুক্ত শব্দটি মুবতাদা হয়। যেমন :

(শিক্ষক হলেন ওই ব্যক্তি, যিনি তোমার ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করেন।)

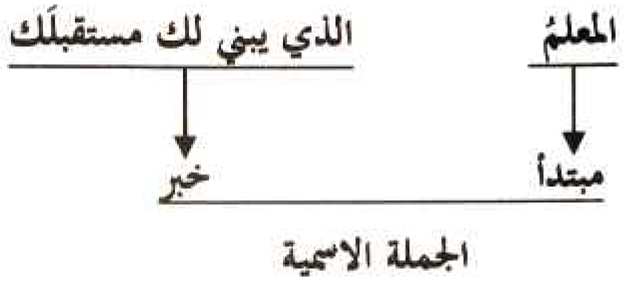

উল্লেখ্য, من ও ما এ-দুটি الاسم الموصول-এর পূর্বে কখনো مراد الموصول উল্লেখ থাকে না। তাই من ও ما-এর পূর্বে আগত ال-যুক্ত শব্দটি মুবতাদা হয়। যেমন :

ক. من-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(শহিদ হলো ওই ব্যক্তি, যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে, অথবা যাকে রণক্ষেত্রে ....পাওয়া গিয়েছে।)

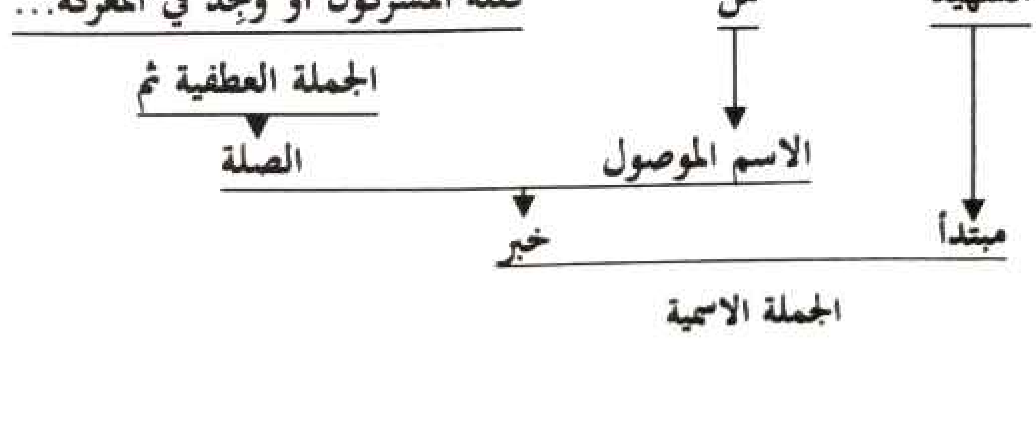

খ. ما-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(হাদীছ হলো ওই কথা যা রাসূলের বাণী।)

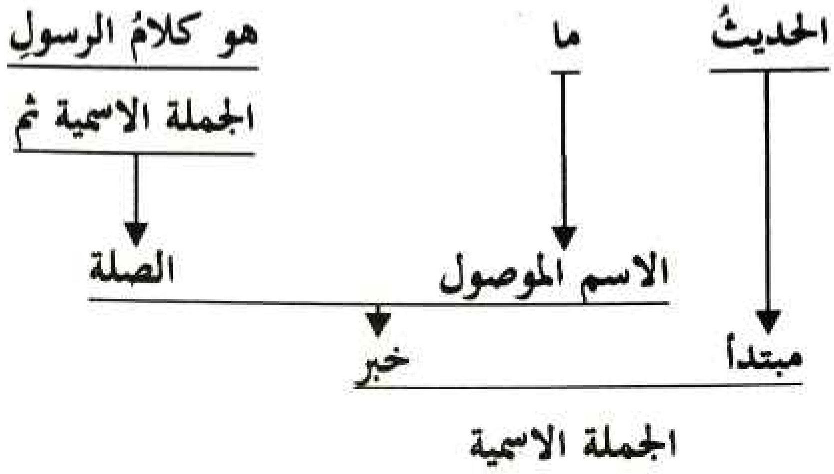

الأسماء الموصولة-এর প্রকারভেদ ও ব্যবহার

الأسماء الموصولة দুই প্রকার ১. الموصولُ الخاصُّ ২. الموصولُ المشْتَرَكُ

الموصول الخاص : الموصول الخاص হলো ওই সকল ইসম যা বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী مذكر، مؤنث এবং واحد، مثنى، جمع হয়ে থাকে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. الذي للمفرد المذكر

২. اللذان واللذين للمثنى المذكر

৩. الذين للجمع المذكر العاقل

৪. الألي للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل

৫. التي للمفرد المؤنث

৬. اللتان واللتين للمثنى المؤنث

৭. اللاتي واللواتي واللائي واللاء للجمع المؤنث

الموصول المشترك : الموصول المشترك হলো ওই সকল ইসম যা واحد، تثنية، مذكر، مؤنث، جمع এবং সব কিছুর ওপর প্রযোজ্য হয়। যথা : من، ما، ذا، ذو، أي ও اسم الفاعل والمفعول-এর أل

الاسم الموصول-এর একটি বিশদ তারকীব

(আমরা আমাদের ওই শিক্ষককে সম্মান করি, যিনি আমাদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষা দেন, ওই কিতাব দ্বারা যা আমাদের উস্তাদ আবূ তাহের মিছবাহ রচনা করেছেন।)

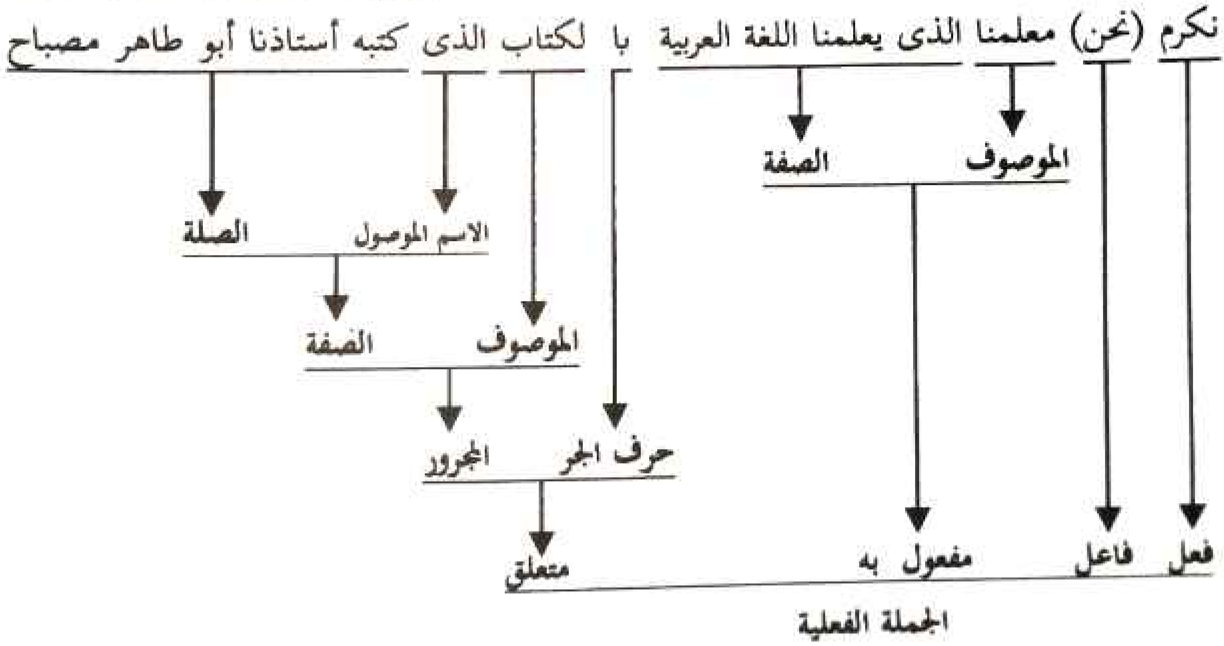

ذُوْ الحالِ ও حَالٌ সম্পর্কে আলোচনা

حَالٌ-এর সংজ্ঞা : যে-শব্দ বা বাক্য ফেয়েল ঘটার সময় فاعل বা مفعول به কিংবা উভয়ের অবস্থা বোঝায় তাকে حال বলে।

ذُوْ الحالِ বা صاحبُ الحالِ-এর সংজ্ঞা : যে-ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থা বোঝানো হয় তাকে ذو الحال বা صاحب الحال বলে।

যেমন : شرب ماجدٌ جالسًا. (মাজেদ বসে পান করেছে।) এখানে মাজেদ হলো ফায়েল। আর جالسا এই শব্দটি মাজেদের পান করার সময় কী অবস্থা ছিল তা বুঝিয়েছে। সুতরাং, جالس শব্দটি حال আর ماجد শব্দটি ذوالحال

আরেকটি উদাহরণ : نصرتُ الرجلَ مظلومًا. (আমি লোকটিকে মাযলূম অবস্থায় সাহায্য করেছি।) এখানে الرجل শব্দটি مفعول به তো এখানে مظلوم এই শব্দটি الرجل-কে সাহায্য করার সময় তার কী অবস্থায় ছিল তা বুঝিয়েছে। সুতরাং, مظلوم হলো حال আর الرجل হলো ذو الحال

حال-এর প্রকারভেদ

حال মোট সাত প্রকার। যথা :

১. اسمٌ مُشْتَقٌّ مفردٌ نكرةٌ

২. الجملة الاسمية

৩. الجملة الفعلية

৪. الجملة الشبهية

৫. معرفة

৬. اسمٌ جامدٌ مُؤَوَّلٌ باسمٍ جامدٍ

৭. اسمٌ جامدٌ غيرُ مؤولٍ باسمٍ جامدٍ

১ম প্রকার হাল

اسم مشتق হাল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

جالس، قائم، مظلوم، بشير ইত্যাদি গুণবাচক শব্দকে اسم مشتق বলে।
فاعل، نائب الفاعل، مفعول به ، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، مبتدأ، خبر থেকে اسم مشتق হাল হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব :

১. حال ও ذوالحال মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছেলেটি বসে পান করেছে।)

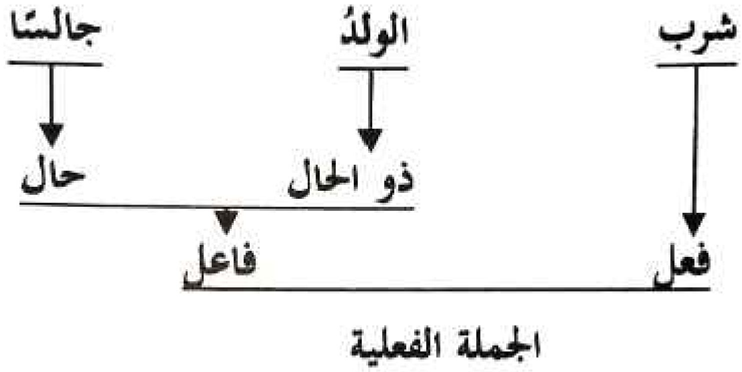

ফায়দা : উপরোক্ত حال-টি اسم الفاعل হয়েছে।

২. حال ও ذوالحال মিলে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটিকে মাযলূম অবস্থায় সাহায্য করা হয়েছে।)

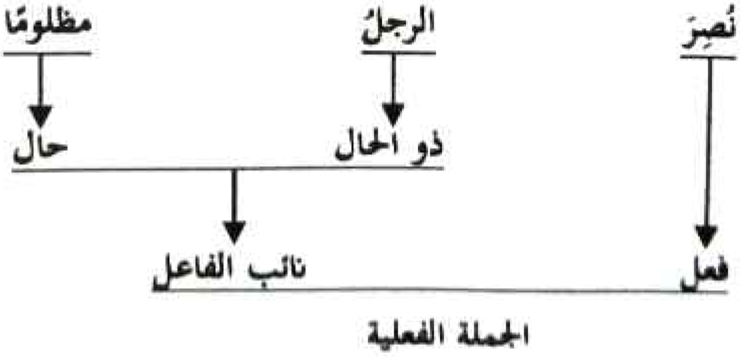

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে حال-টি اسم المفعول হয়েছে।

৩. حال ও ذو الحال মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সুসংবাদ দানকারী অবস্থায় পাঠিয়েছেন।)

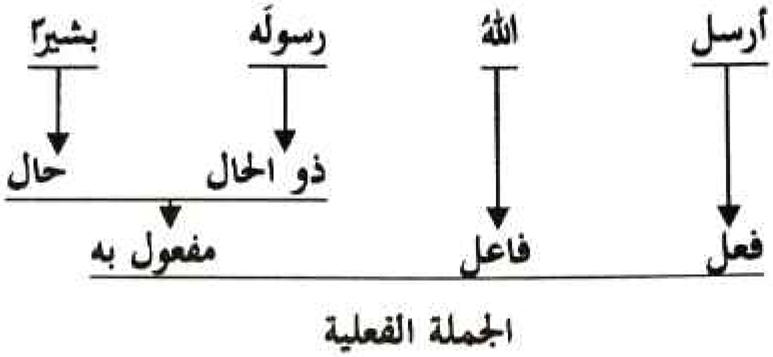

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে حال-টি الصفة المشبهة হয়েছে।

৪. حال ও ذو الحال মিলে مفعول فيه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(রোযাদার সম্পূর্ণ মাস রোযা রেখেছে।)

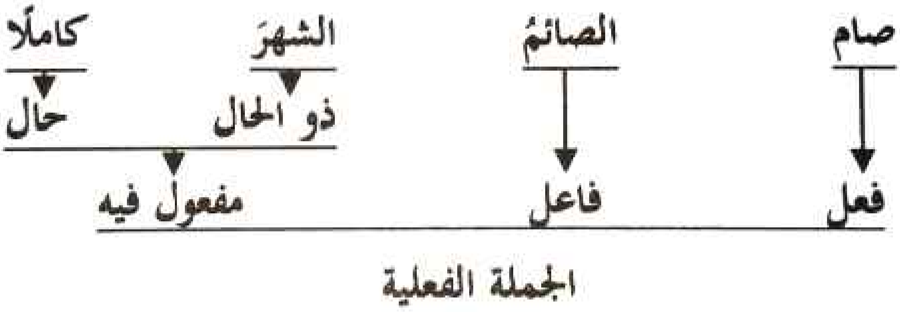

৫. حال ও ذو الحال মিলে مفعول له হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি আল্লাহর ইবাদত করি এমতাবস্থায় যে, ভয় অন্তর থেকে হয়।)

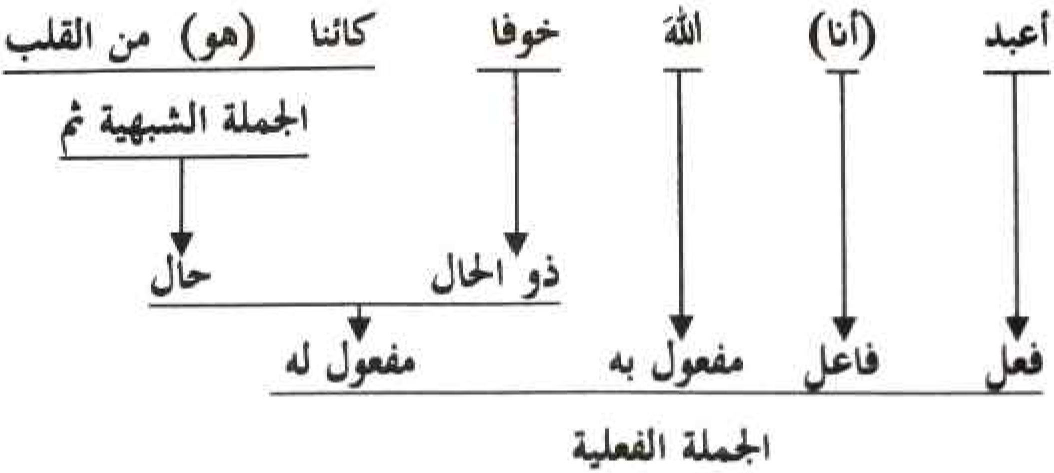

৬. حال ও ذو الحال মিলে مفعول معه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি ও মাজেদ হেঁটেছি এমতাবস্থায় যে, সে আমার ডান দিকে ছিল ।)

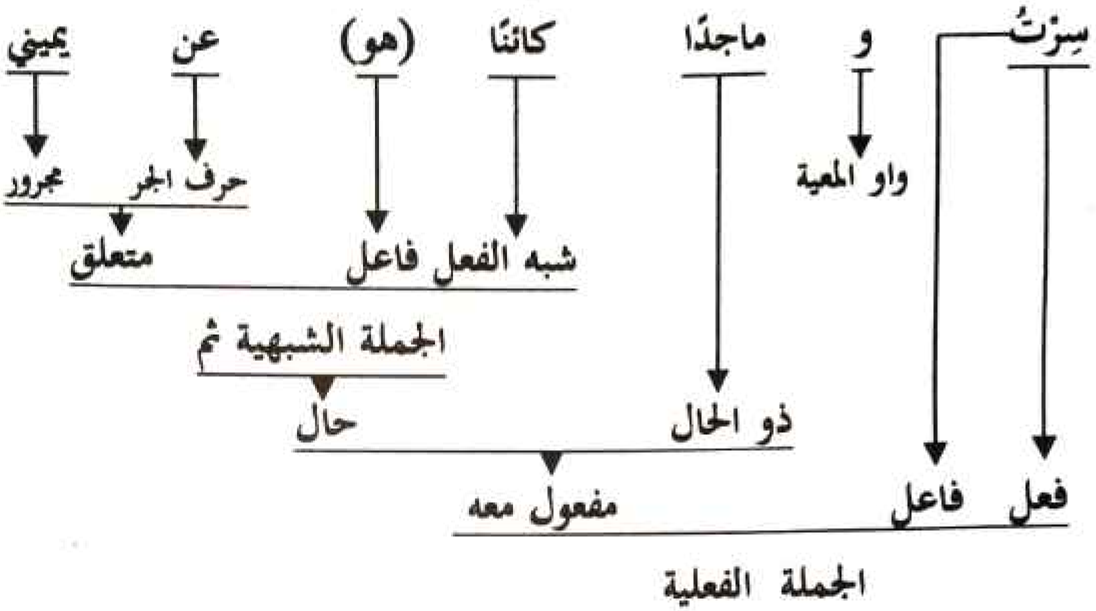

৭. حال ও ذو الحال মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি আমার বন্ধু এমতাবস্থায় যে, তুমি পরিশ্রমী ।)

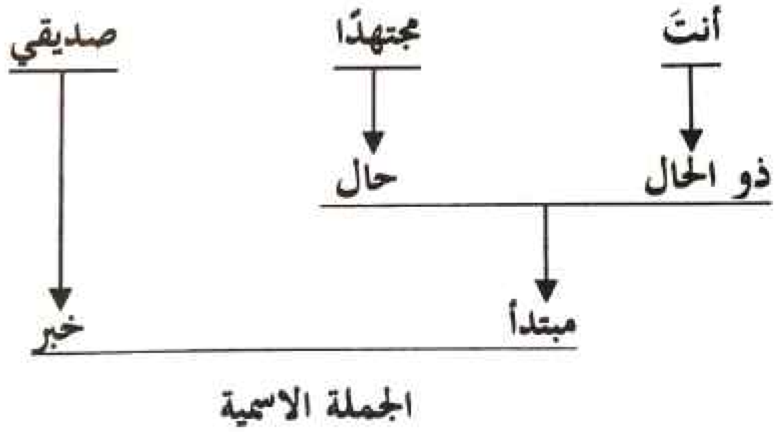

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে مجتهدا শব্দটি أنت থেকে হাল হওয়া ইমাম সীবাওয়াইহের মত এবং এটিই শুদ্ধ ।

إنك مجتهدا أخي.(তুমি পরিশ্রমী অবস্থায় আমার ভাই ।) تكون مجتهدا أخي. (নিশ্চয় তুমি আমার ভাই এমতাবস্থায় যে, তুমি পরিশ্রমী ।) উভয় বাক্যে مجتهدا শব্দটি যমীর থেকে হাল হয়েছে ।

৮. حال ও ذو الحال মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

ক. (এইতো নতুন চাঁদ উদিত অবস্থায় রয়েছে।)

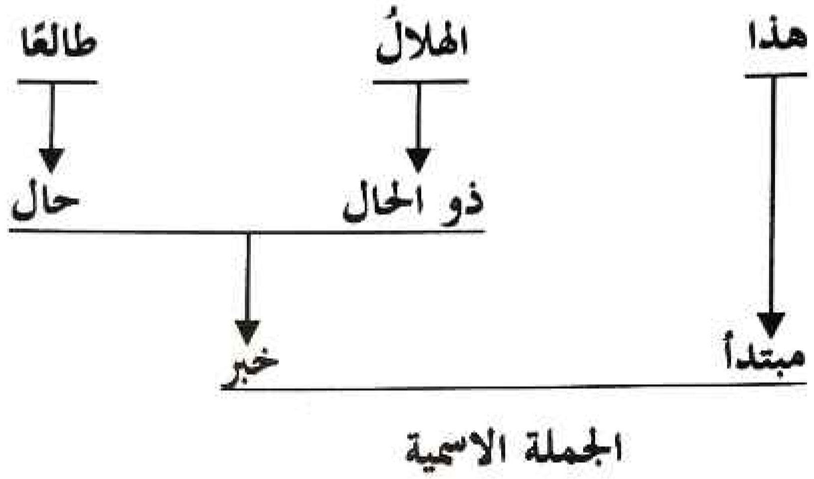

খ. (আল্লাহর দিকে গমন করা অবস্থায় কে আমার সাহায্যকারী।)

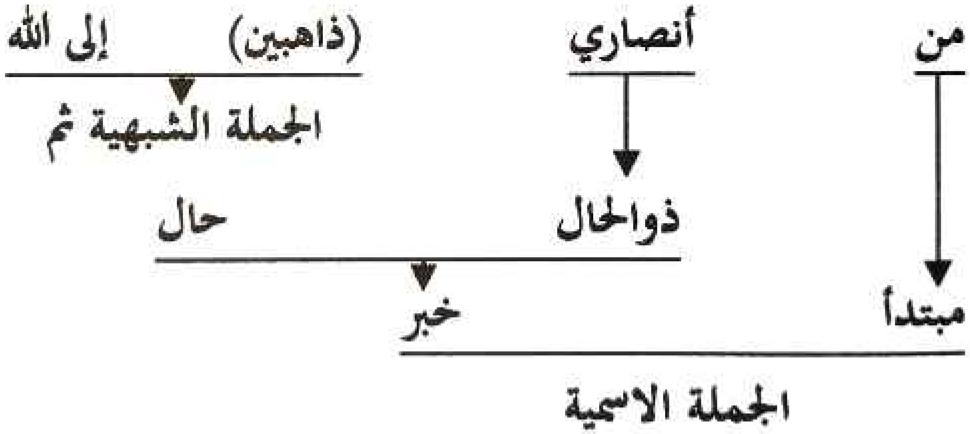

২য় প্রকার হাল

الجملة الاسمية হাল হওয়ার فاعل، مفعول به، مجرور থেকে বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

১. حال ও ذوالحال মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

ক. (ইমাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন।)

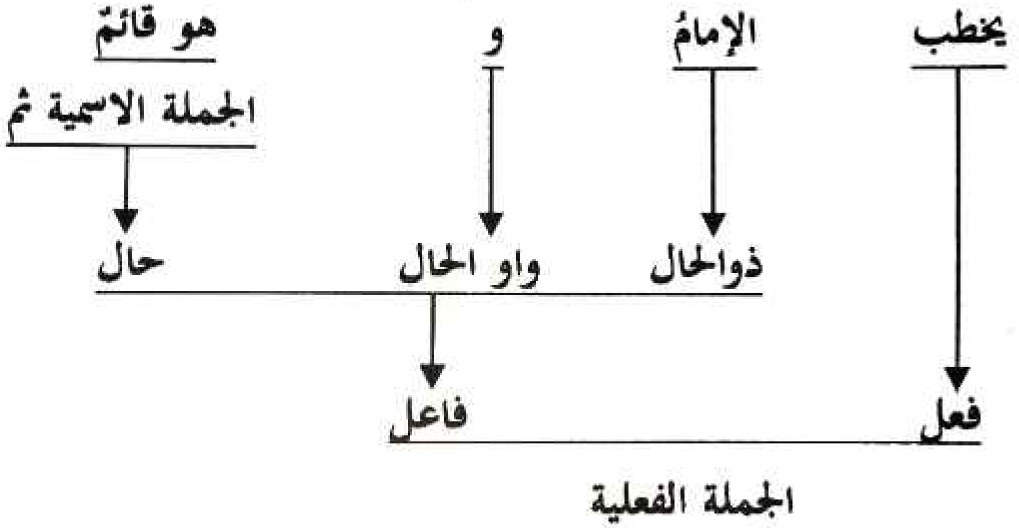

খ. (ব্যবসায়ী হেঁটে-হেঁটে বাজারে যাচ্ছে।)

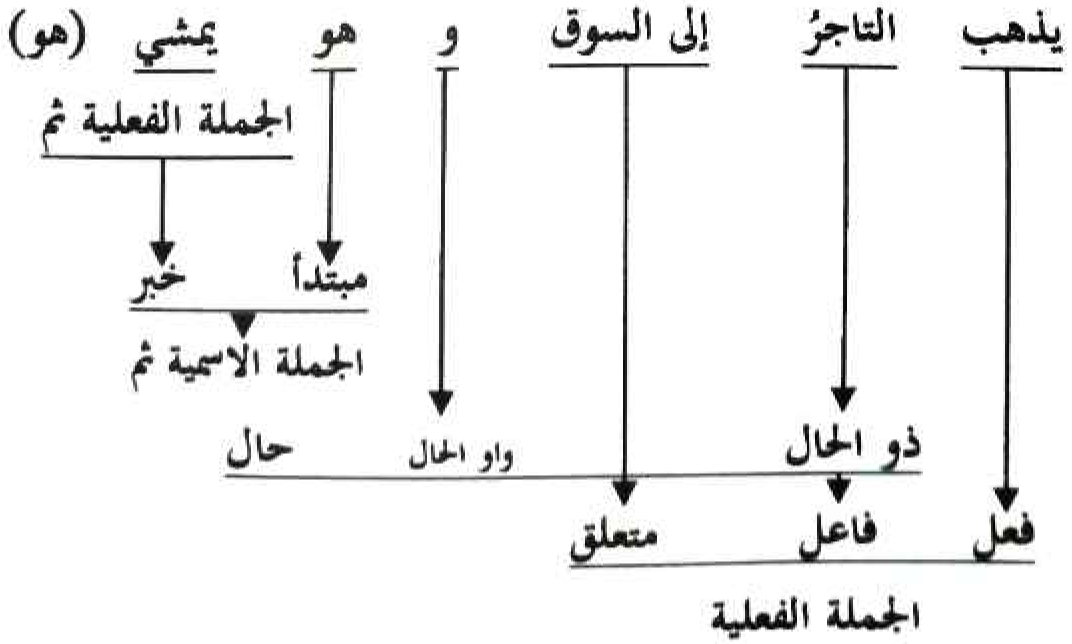

২. حال ও ذو الحال মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

ক. (মা তাঁর ছেলেকে খাওয়াচ্ছেন এমতাবস্থায় যে, সে ক্ষুধার্ত।)

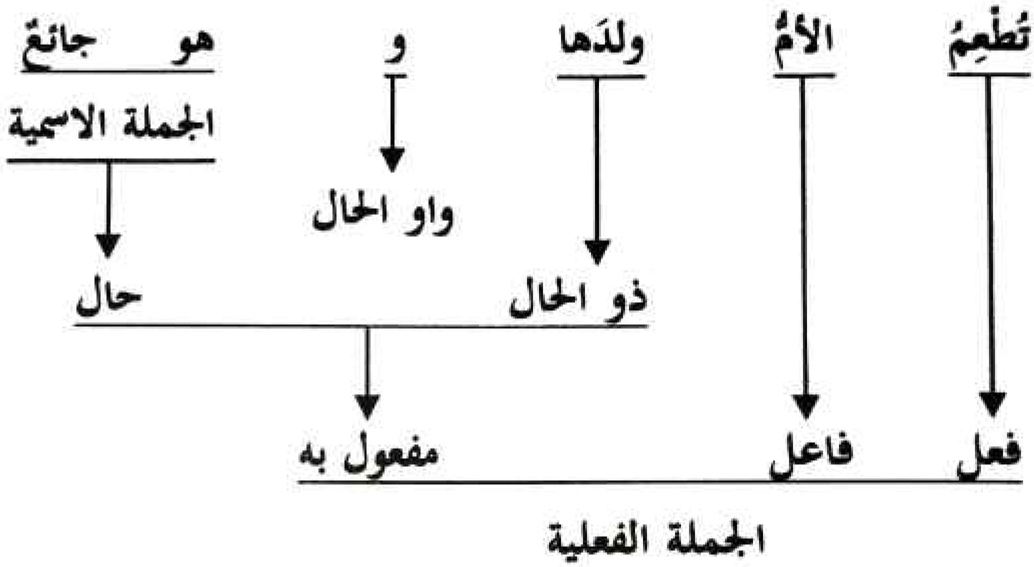

খ. (শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন এমতাবস্থায় যে, সে পাঠ শুনছে।)

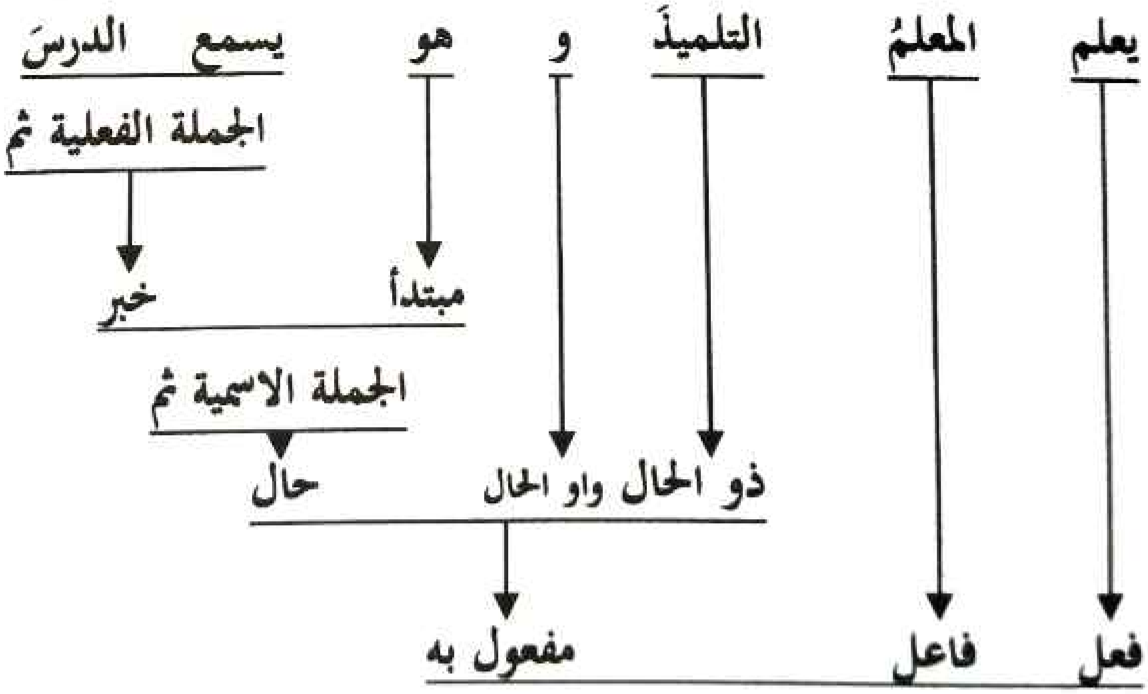

৩. حال ও ذو الحال মিলে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

ক. (পিতা তাঁর ছেলের ওপর রাগ করছেন এমতাবস্থায় যে, সে উদাসীন।)

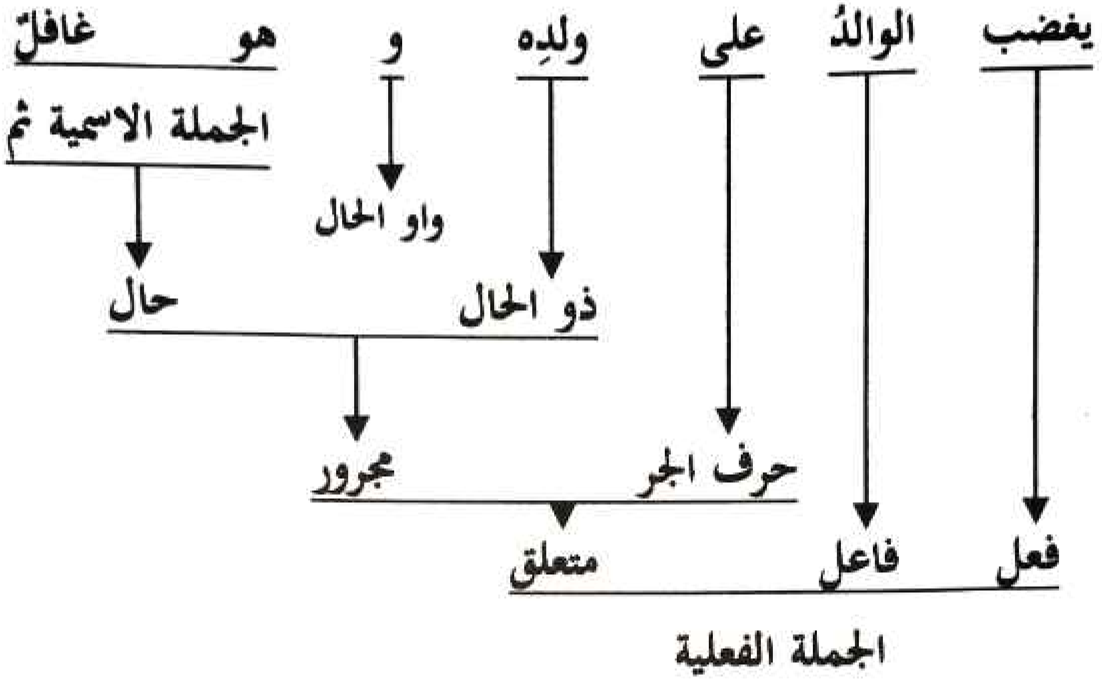

খ. (ধনী ব্যবসায়ী দরিদ্র লোকটিকে দান করছে এমতাবস্থায় সে আনন্দিত।)

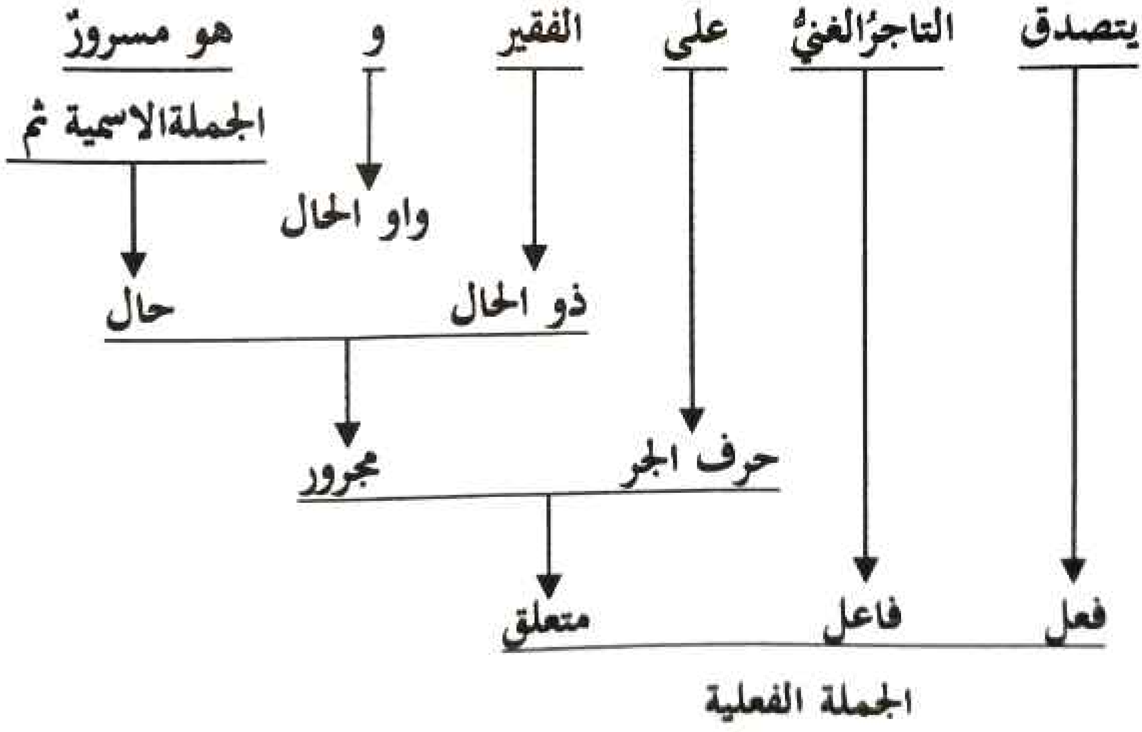

৩য় প্রকার হাল

الجملة الفعلية হাল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

স্মর্তব্য, الجملة الفعلية যদি حال হয় তাহলে তার দুই অবস্থা। যথা :

প্রথম অবস্থা : الجملة الفعليةটি فعل مضارع-বিশিষ্ট হয়। তখন حال ও ذوالحال-এর মাঝে رابط হয় ফেয়েলের মাঝে লুক্কায়িত যমীর।

فاعل، مفعول به، مجرور হয়ে الجملة الفعلية হাল فعل مضارع-বিশিষ্ট ইত্যাদি হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব :

১. حال ও ذو الحال মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তাঁরা রাতে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁদের পিতার নিকট আসল।)

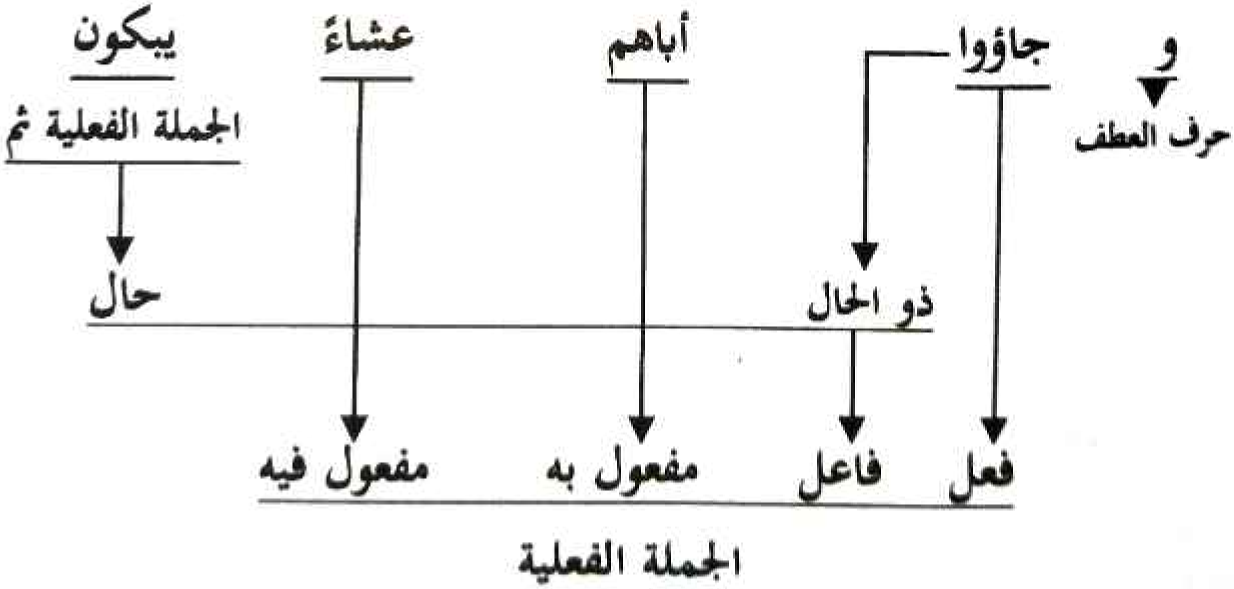

২. حال ও ذو الحال মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(মা তাঁর ছেলেকে প্রহার করছেন এমতাবস্থায় যে, সে হাসছে।)

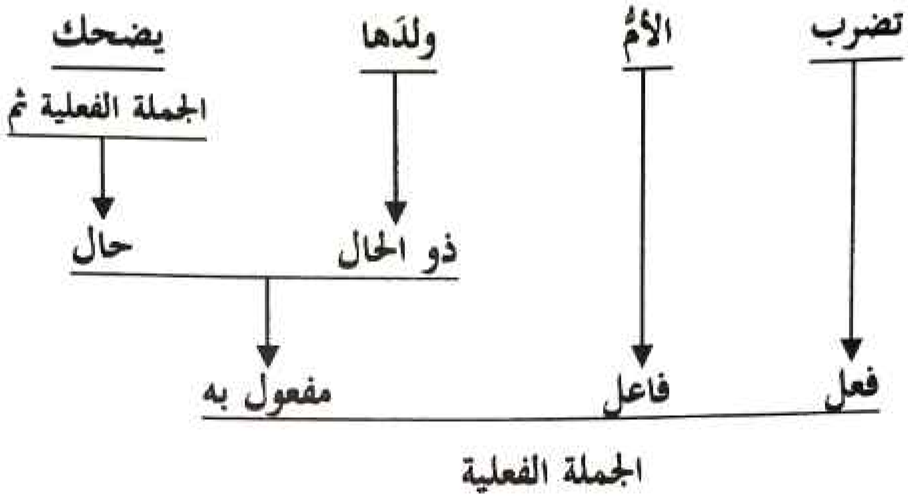

৩. حال ও ذو الحال মিলে مجرور তারপর حرف الجر ও مجرور মিলে متعلق হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছাত্র শিক্ষককে সালাম দিয়েছে এমতাবস্থায় যে তিনি মুতালা'আ করছেন।)

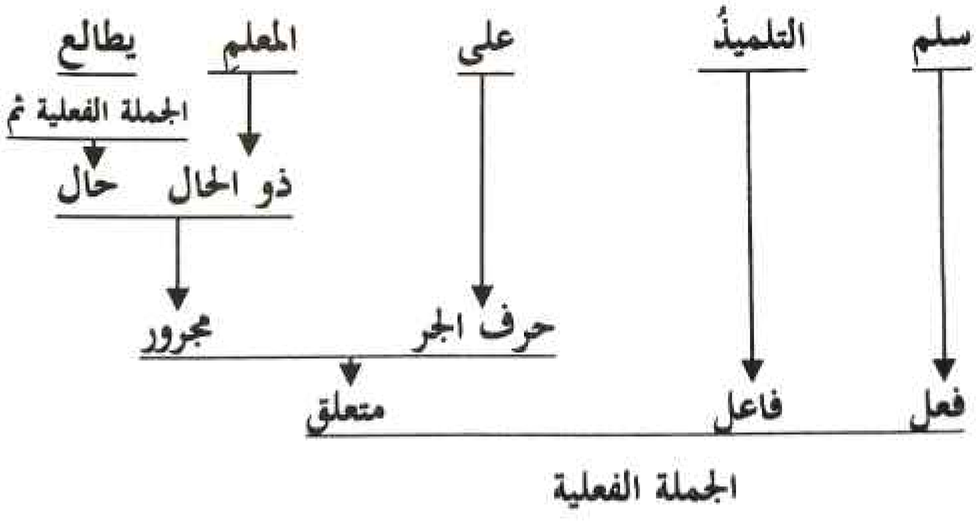

ফায়দা : আমরা যদি ওপরের বাক্যগুলোর দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব যে, ওপরের প্রত্যেকটি উদাহরণে দুটি করে বাক্য রয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যটি الجملة الفعلية হয়েছে। এখন এই বাক্য দুটিকে معطوف عليه ও معطوف-এর তারকীব করা যায় না। কারণ, মাঝে

কোনো حرف العطف নেই। ঠিক তেমনিভাবে موصوف ও صفة-এর তারকীবও করা যায় না। কারণ, الجملة الخبرية মাওছূফ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পূর্বে নাকিরা শব্দ থাকা। কিন্তু এখানে কোনো নাকিরা শব্দ নেই। সুতরাং, এখানে একমাত্র তারকীব হলো حال-এর তারকীব।

দ্বিতীয় অবস্থা : الجملة الفعليةটি فعل ماضي-বিশিষ্ট হয়। তখন তার শুরুতে واو ও قد এই দুটি رابط আসে। قد-কে حرف التحقيق-ও বলা হয়।

উল্লেখ্য, واو ও قد-এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন :

(আমি আমার পিতাকে স্বাগত জানিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তিনি হজ্ব থেকে ফিরেছেন।)

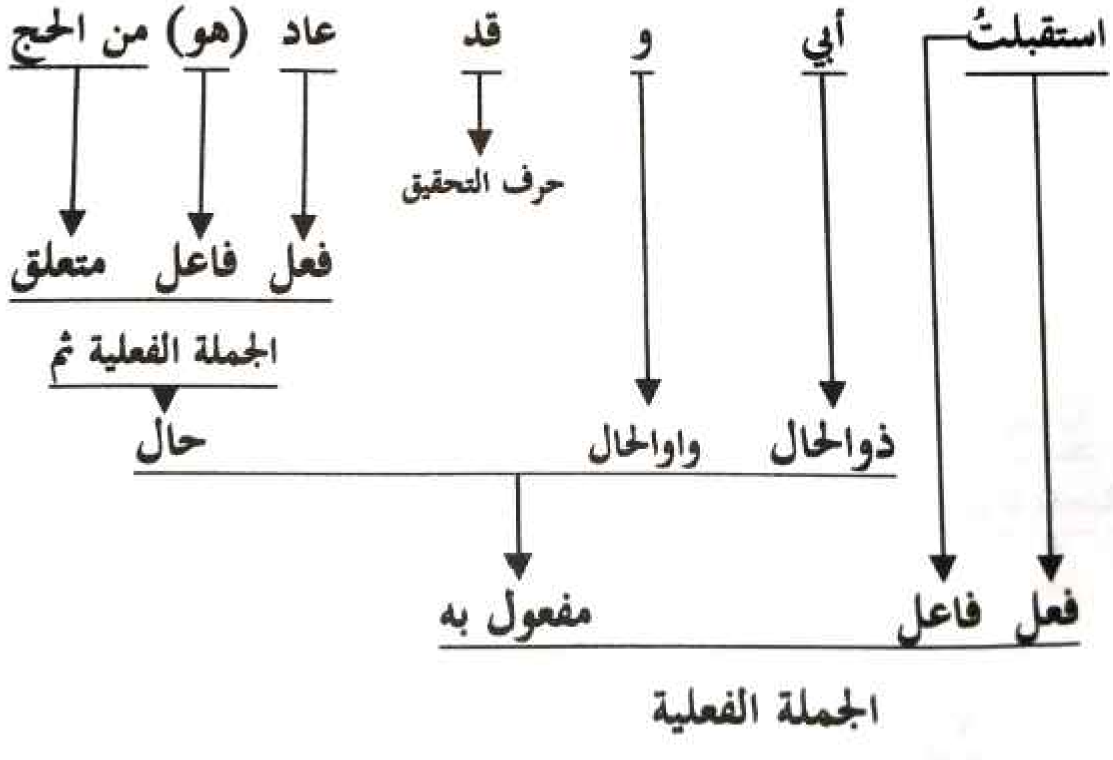

৪র্থ প্রকার হাল

شبه الفعل فاعل، نائب الفاعل، مفعول به، مجرور থেকে হাল হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

১. حال ও ذو الحال মিলে فاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটি তার স্বর উঁচু করে কথা বলেছে।)

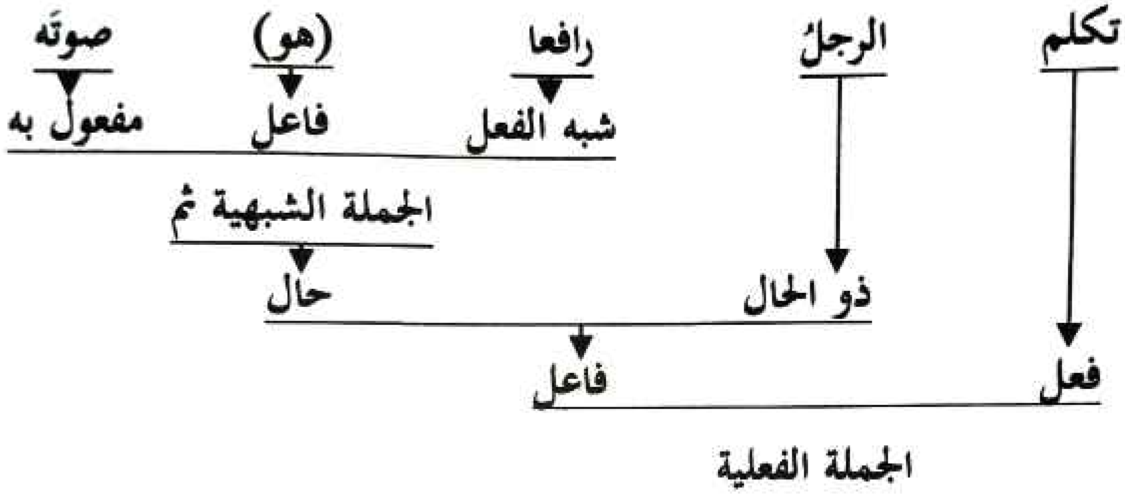

২. حال ও ذو الحال মিলে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটিকে তার প্রতিপালকের সাথে শিরক করা অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে।)

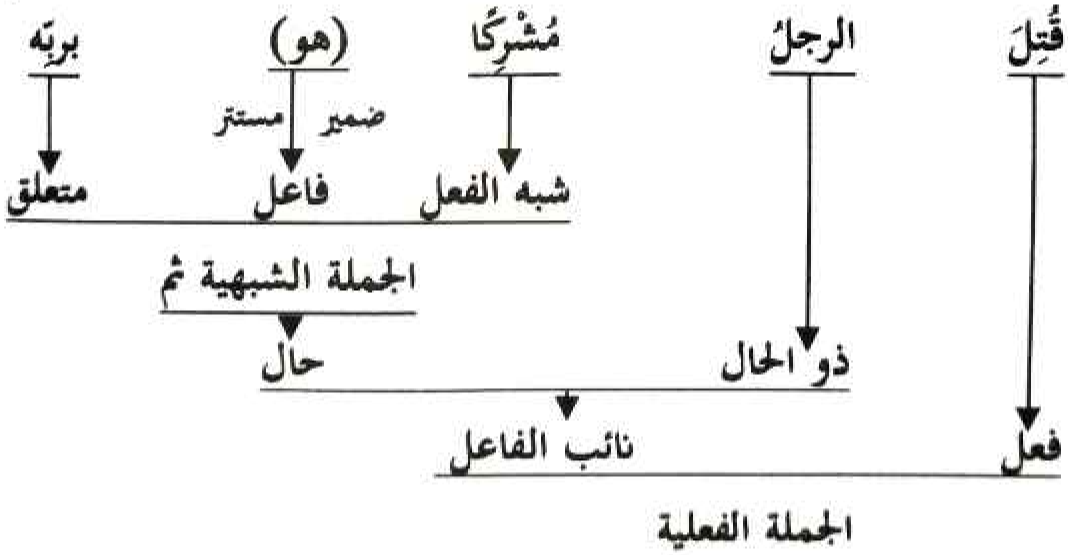

৩. حال ও ذو الحال মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি লোকটিকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, সে তার প্রতিপালককে ভুলে গিয়েছে।)

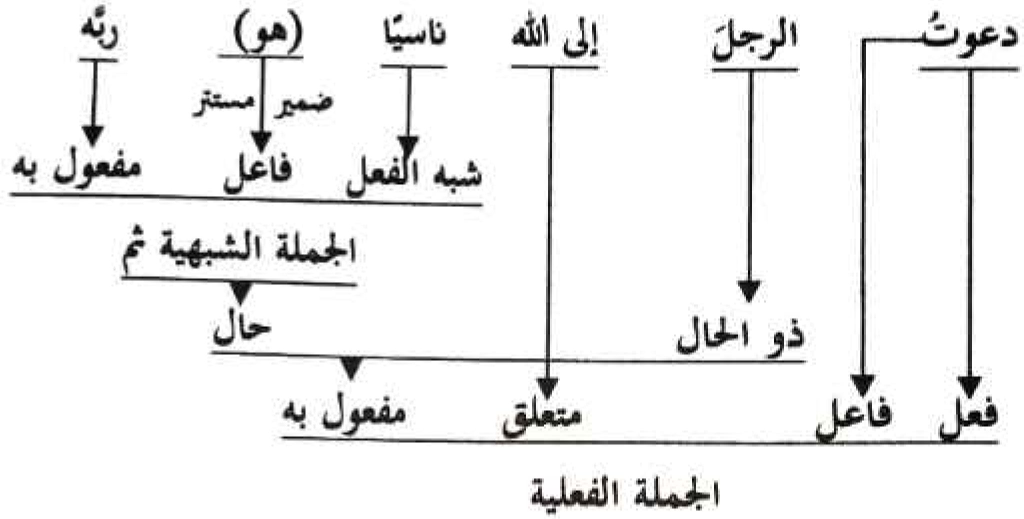

৪. حال ও ذو الحال মিলে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি পিতাকে সালাম দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তিনি চেয়ারের ওপর বসে আছেন।)

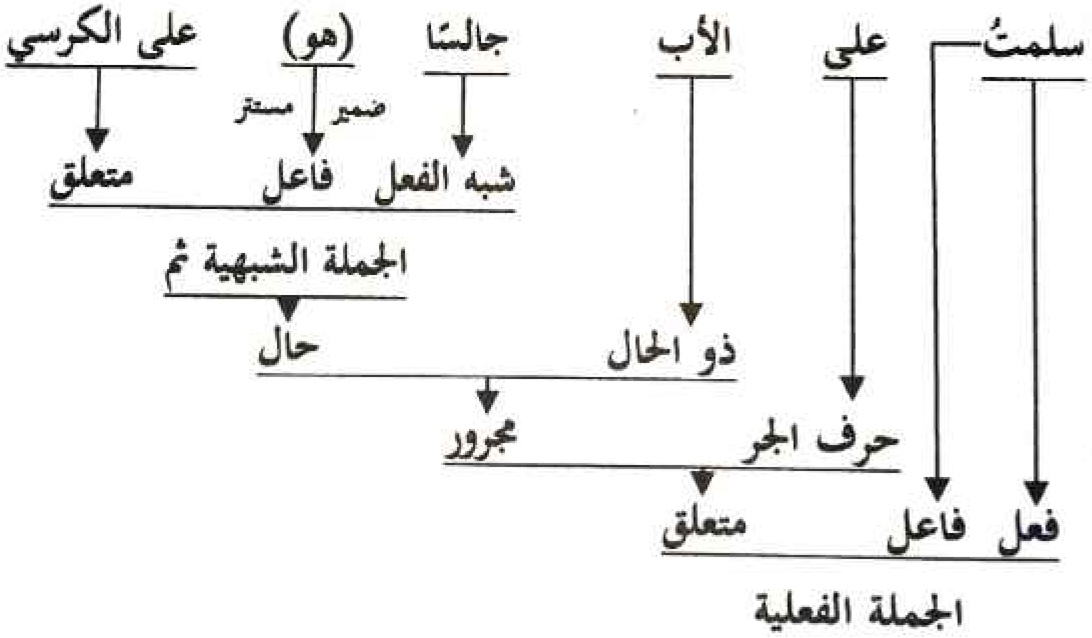

৫ম প্রকার হাল

معرفة হালের কয়েকটি উদাহরণ

حال সাধারণত নাকিরা হয়। যেমন : شربت جالسا. (আমি বসে পান করেছি।) কিন্তু কখনো-কখনো معرفة শব্দও হাল হয়ে থাকে। তখন একটি নাকিরা শব্দ দ্বারা তাকে ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। যেমন :

ক. أعبد الله وحدَه (أي منفردًا). (আমি এক আল্লাহর ইবাদত করি।)

খ. أجاب التلاميذُ الأولَ فالأولَ (أي مترتبين). (ছাত্ররা এক-এক করে উত্তর দিয়েছে।)

গ. هاجر المسلمون إلى المدينة الجَمَّاءَ الغفيرَ (أي جميعا). (মুসলমানগণ সকলে মদিনায় হিজরত করেছেন।)

৬ষ্ঠ প্রকার হাল

اسمٌ جامدٌ مُؤَوَّلٌ باسمٍ مُشْتَقٍّ হালের আলোচনা ও উদাহরণ

حال সাধারণত اسم مشتق হয়। যেমন : أجاب التلميذ قائمًا. (ছাত্রটি দাঁড়িয়ে উত্তর দিয়েছে।) কিন্তু কখনো-কখনো اسم جامدও হাল হয়ে থাকে। তখন হালটিকে একটি اسم مشتق দ্বারা তাবীল বা ব্যাখ্যা করে নিতে হয়। আর হালটি তখন নিম্নোক্ত তিন অর্থের কোনো একটি অর্থ বোঝায়। যথা :

ক. হালটি تشبيه অর্থাৎ তুলনা বোঝায়। যেমন : هجم الجنديُّ الشجاعُ على العدو أسدًا (بمعنى شجاعا كالأسد). (সাহসী সৈন্যটি সিংহের ন্যায় শত্রুর ওপর আক্রমণ করেছে।) এখানে أسدا শব্দটি الجندي الشجاع থেকে হাল হয়েছে।

খ. হালটি باب المفاعلة অর্থাৎ দুই ফায়েলবিশিষ্ট বোঝায়। যেমন :

১. باع التاجر البقرة من المشتري يدًا بيدٍ (بمعنى متقابضين). (ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট গরুটি নগদ বিক্রি করেছে।)

২. تكلم ماجدٌ خالدًا فاهُ إلى فيه (بمعنى متشافهين). (মাজেদ খালেদের সাথে মুখে-মুখে কথা বলেছে।)

উল্লেখ্য, এখানে হালটি ফায়েল ও মাফ'উল উভয় থেকে হয়েছে অর্থাৎ فاه إلى فيه অংশটি ماجد ও خالد উভয় থেকে হাল হয়েছে।

গ. হালটি ترتيب অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বোঝায়। যেমন :

১. دخل القومُ رجلاً رجلاً (بمعنى مترتبين). (লোকেরা একজন-একজন করে প্রবেশ করেছে।)

ফায়দা : এখানে رجلا رجلا অংশটি القوم থেকে হাল হয়েছে।

২. قرأت الكتاب بابًا بابًا (بمعنى مترتبا). (আমি বইটি এক অধ্যায়-এক অধ্যায় করে পড়েছি।)

ফায়দা : এখানে بابا بابا অংশটি الكتاب থেকে হাল হয়েছে।

৭ম প্রকার হাল

اسمٌ جامدٌ غيرُ مؤولٍ باسمِ مشتقٍ হাল হওয়ার আলোচনা ও উদাহরণ

اسم جامد যদি হাল হয় তাহলে কখনো-কখনো তা اسم مشتق দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় না। তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

১. হালটি موصوف ও صفة হয়। যেমন : إنا أنزلناه (قرآنا عربيا). (আমি তা আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি।)
এখানে قرآنا عربيا অংশটি ه যমীর থেকে হাল হয়েছে।

২. হালটি সংখ্যা বোঝায়। যেমন : فتم ميقات ربه أربعين ليلةً. (তখন তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত পূর্ণ হয়েছে।) এখানে أربعين অংশটি ميقات থেকে হাল হয়েছে।

৩. হালটি ذو الحال-এর نوع অর্থাৎ প্রকার বোঝায়। যেমন : هذا مالك ذهبًا. (এগুলো তোমার সম্পদ অর্থাৎ তোমার স্বর্ণ।) এখানে ذهبا শব্দটি مالك থেকে হাল হয়েছে।

৪. হালটি ذو الحال-এর تفضيل অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বোঝায়। যেমন :
(মাজেদ ব্যবসায়ী হওয়ার চেয়ে শিক্ষক হওয়া উত্তম।)

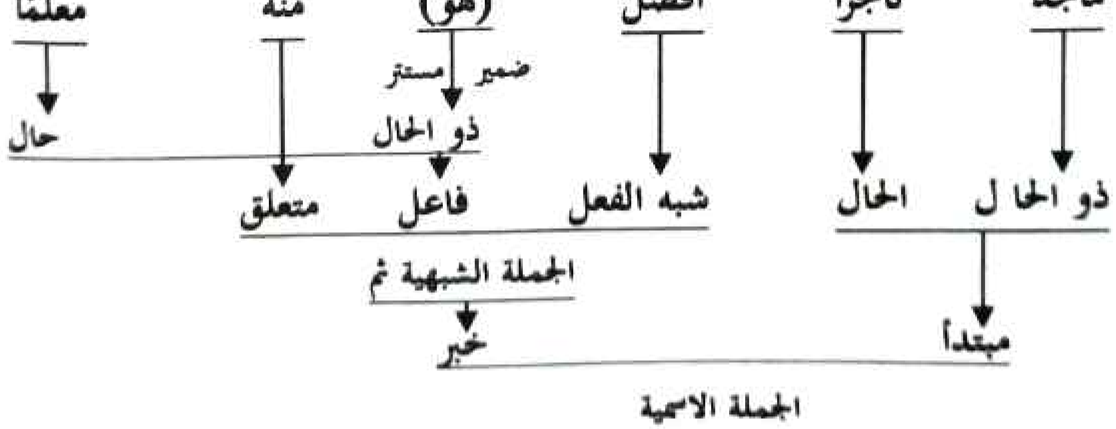

৫. হালটি ذو الحال-এর শাখা বোঝায়। যেমন : بعت قطني ثوبًا. (আমি আমার তুলা কাপড় অবস্থায় বিক্রি করেছি।) এখানে ثوبا শব্দটি قطني থেকে হাল হয়েছে।

৬. হালটি ذو الحال-এর أصل অর্থাৎ মূল বোঝায়। যেমন : أكلت الخبز دقيقا. (আমি আটা থেকে তৈরি রুটি খেয়েছি।) এখানে دقيقا শব্দটি الخبز থেকে হাল হয়েছে।

হাল কখনো-কখনো ফায়েল ও মাফ'উল উভয়ের অবস্থায় বোঝায়

হাল যেমনিভাবে এককভাবে ফায়েল, কিংবা মাফ'উলের অবস্থা বোঝায়, ঠিক তেমনিভাবে একসাথে উভয়ের অবস্থাও বোঝায়। যেমন:

(পিতা ও তাঁর ছেলে হেঁটে-হেঁটে মসজিদে গিয়েছেন।)

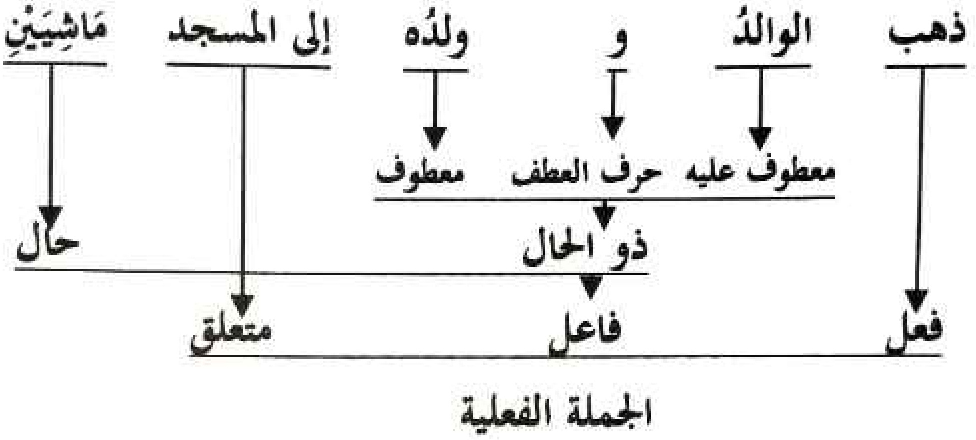

হাল কখনো-কখনো একাধিক হয়ে থাকে

হাল যেমন একটি হয়ে থাকে তেমনি একাধিকও হয়ে থাকে। যেমন : فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا. মূসা আ. তাঁর কওমের নিকট ক্রুদ্ধ অবস্থায় ও আফসোস করতে-করতে ফিরে আসলেন।) এখানে غضبان ও أسفا শব্দদুটি موسى থেকে হাল হয়েছে।

ذو الحال কখনো-কখনো একাধিক হয়ে থাকে

ذو الحال যেমন একটি হয় তেমনি একাধিকও হয়। যেমন :

سخر لكم الشمس والقمر دائبين. এখানে دائبين শব্দটি الشمس ও القمر থেকে হাল হয়েছে।

ذو الحال কখনো-কখনো مضاف إليه হয়ে থাকে

ذو الحال যদি مضاف إليه হয় তাহলে তার দুই অবস্থা। যথা :

প্রথম অবস্থা : মুযাফটি মাছদার হয়। যেমন : سرني قدومك سالما. (তোমার নিরাপদে আগমন করা আমাকে মুগ্ধ করেছে।) এখানে سالما শব্দটি ك থেকে হাল হয়েছে, আর মুযাফ হয়েছে মাছদার।

দ্বিতীয় অবস্থা : মুযাফ হয় مضاف إليه-এর অংশ। যেমন :
لا تأكل لحم أخيك ميتًا. (তুমি তোমার মৃত ভাইয়ের গোসত খেয়ো না।) এখানে ميتا শব্দটি أخيك থেকে হাল হয়েছে, আর মুযাফ হয়েছে مضاف إليه-এর অংশ।

হাল কখনো-কখনো অন্যের কাজ হয়ে থাকে

হাল যেমনিভাবে ذو الحال-এর কাজ হয়ে থাকে, তেমনিভাবে অন্যের কাজও হয়ে থাকে। হালটি ذو الحال-এর কাজ হওয়ার উদাহরণ হলো- شربت الماء جالسًا. এখানে جالسا হালটি ذو الحال-এর কাজ। কারণ, شربت ও جالسا উভয়ের ফায়েল একই ব্যক্তি।

হালটি ذو الحال ছাড়া অন্যের কাজ হওয়ার উদাহরণ হলো-
خرجت من البيت والشمس طالعةٌ. (আমি ঘর থেকে বের হয়েছি এমতাবস্থায় যে, সূর্য উদিত রয়েছে।) এখানে والشمس طالعة অংশটি হাল হয়েছে। কিন্তু তা خرجت-এর ফায়েলের কাজ নয়। অর্থাৎ হালের মধ্যে যে-উদয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সূর্যের কাজ। خرجت-এর ফায়েলের কাজ নয়।

الأسماء الموصولة-এর عائد থেকে حال হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

الأسماء الموصولة-এর الصلة-এর মাঝে বিদ্যমান যে-যমীর الأسماء الموصولة-এর দিকে ফিরে তাকে عائد বলে। এই عائد-এর পর যদি من البيانية আসে তাহলে منটি উহ্য شبه الفعل-এর সাথে متعلق হয়। অতঃপর شبه الفعل তার متعلق-কে নিয়ে الجملة الشبهية হয়ে عائد থেকে হাল হয়। আর عائد হয় ذوالحال যেমন :

(তোমরা যে-উত্তম জিনিস ভালোবাসো তা আহার করো।)

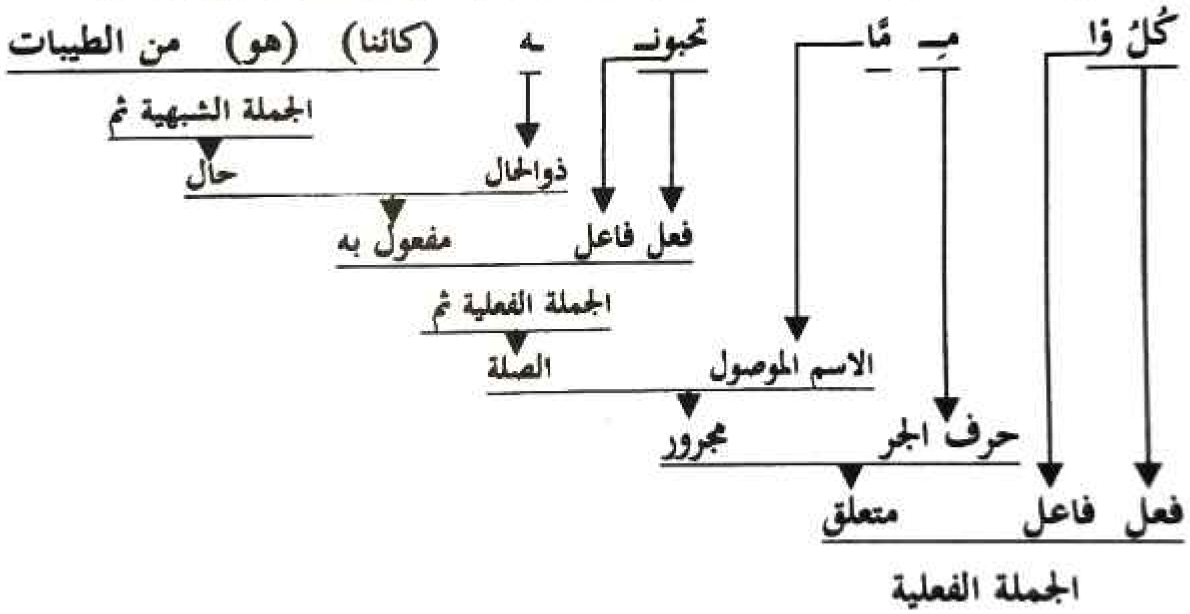

উল্লেখ্য, কখনো-কখনো عائد উহ্য থাকে। তখন তারকীব করার সময় তাকে উল্লেখ করে নিতে হয়।

رَابِطٌ বা সংযোগ-অব্যয় সম্পর্কে আলোচনা

حال ও ذوالحال-এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টিকারী অব্যয়কে رابط বলে।

رابط মোট তিনটি। যথা : واو الحال، ضمير ও قد

حال যদি اسم مشتق বা اسم جامد হয় তাহলে حال ও ذو الحال মাঝে কোনো رابط থাকে না। যেমন : شربت الماء جالسًا. (আমি বসে পানি পান করেছি।) এখানে উপরোল্লিখিত তিনটি অব্যয়ের মধ্য থেকে কোনো অব্যয় নেই।

আর حال যদি الجملة الاسمية হয় তাহলে رابط কখনো একটি হয়, আবার কখনো দুটি হয়। যেমন : شربت الماء وأنا جالس. (আমি বসে পানি পান করেছি।) এখানে حال ও ذو الحال-এর মাঝে رابط দুটি হয়েছে অর্থাৎ واو الحال ও أنا এই দুটি শব্দ। يعلِّم المعلمُ والتلميذُ يسمع الدرسَ. (শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন এমতাবস্থায় যে, ছাত্র ছবক শুনছে।) এখানে رابط হয়েছে শুধু واو الحال

আর হাল যদি الجملة الفعلية হয় এবং হালের ফেয়েল যদি فعل مضارع হয় তাহলে رابط হয় শুধুমাত্র ফেয়েলের ভেতর লুক্কায়িত যমীর। যেমন: جاؤوا أباهم عشاء يبكون. (তাঁরা রাতে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁদের পিতার নিকট আসল।)

পক্ষান্তরে, حال-এর ফেয়েল যদি فعل ماضي হয় তাহলে رابط হয় একসাথে মোট তিনটি। যেমন : استقبلت أبي في المطار وقد عاد من سفرِ الحجِّ.

إِسْتِثْنَاءٌ সম্পর্কে আলোচনা

ক. استثناء-এর আভিধানিক অর্থ হলো 'বাদ দেওয়া'। আর পারিভাষিক অর্থ হলো– إلا বা তার সমার্থক কোনো অব্যয়ের মাধ্যমে বহু সদস্যবিশিষ্ট কোনো শব্দের ওপর আরোপিত হুকুম থেকে কোনো সদস্যকে বাদ দেওয়া।

খ. যে-সদস্যকে পূর্ববর্তী হুকুম থেকে বাদ দেওয়া হয় তাকে مستثنى বলে, আর বহু সদস্যবিশিষ্ট যে-শব্দ থেকে বাদ দেওয়া হয়, তাকে مستثنى منه বলে।[৩] যেমন : جاء الطلابُ إلا عليًا. (আলী ছাড়া ছাত্ররা এসেছে।) এখানে طلاب হলো مستثنى منه আর عليا হলো مستثنى

গ. استثناء-এর মূল অব্যয় হলো إلا। তবে, এর সমার্থক আরো সাতটি শব্দ রয়েছে। যথা : غيرٌ، سِوَى، عَدَا، خَلَا، حاشا، ليس، لايكونُ সবগুলোকে একত্রে أدوات الاستثناء বলে। আর একটিকে أداة الاستثناء বলে।

ঘ. مُسْتَثْنَى ও مُسْتَثْنَى منه মিলে তারকীবে মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উল বা মাজরূর ইত্যাদি হয়ে বাক্যের অংশ হয়।

---

[৩] উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোকে আরো সহজে এভাবেও বলা যায়– استثناء মানে হলো কাউকে বাদ দেওয়া। যাকে বাদ দেওয়া হয় তাকে مستثنى বলে। আর যার থেকে বাদ দেওয়া হয় তাকে مستثنى منه বলে।

استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের প্রকারভেদ

প্রথম প্রকার : مستثنى منه উল্লেখ থাকবে এবং শুরুতে نفي، نهي، استفهام থাকবে না। যেমন : جاء الأولادُ إلا عليًا. (আলী ছাড়া ছাত্ররা এসেছে।)

দ্বিতীয় প্রকার : مستثنى منه উল্লেখ থাকবে এবং শুরুতে نفي، نهي، استفهام থাকবে। যেমন : ما حضر العاملون إلا واحدًا/واحدٌ. (একজন ছাড়া শ্রমিকরা উপস্থিত হয়নি।)

তৃতীয় প্রকার : مستثنى منه উল্লেখ থাকবে না, কিন্তু শুরুতে نهي، نفي ও استفهام থাকবে। যেমন : ما جاء إلا واحدٌ. (শুধু একজনই এসেছে।)

প্রথম প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ ও তারকীব

استثناء-বিশিষ্ট বাক্যে مستثنى منه যদি উল্লেখ থাকে এবং শুরুতে نفي، نهي، استفهام না থাকে তাহলে তার مستثنى منه ও مستثنى মিলে ফায়েল, নায়িবুল ফায়েল, মাফ'উলে বিহী, মাফ'উলে ফীহি, মাজরূর, মুবতাদা, খবর ইত্যাদি হয়। উদাহরণ ও তারকীব নিম্নরূপ :

ক. مستثنى منه ও مستثنى মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আলী ছাড়া ছাত্ররা এসেছে।)

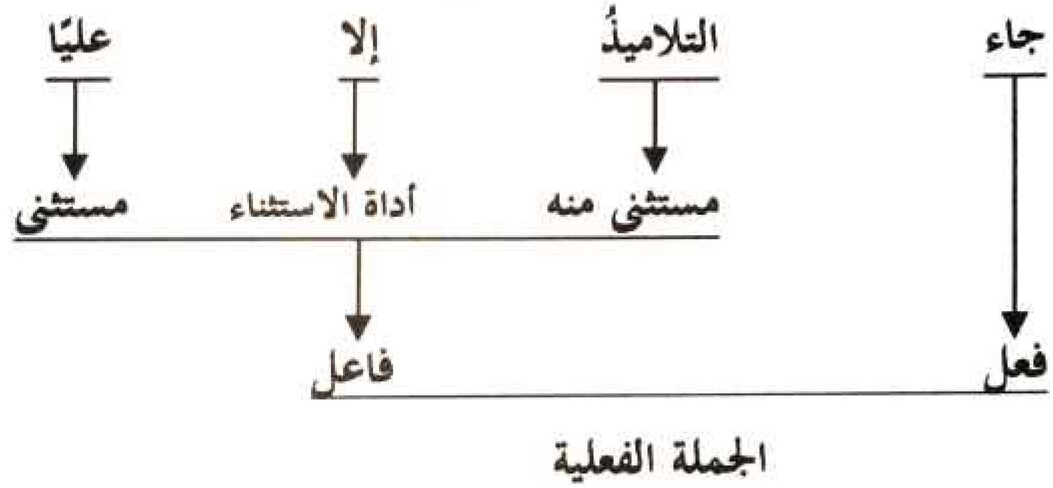

খ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(একটি ব্যতীত কাপড়গুলো ধোয়া হয়েছে।)

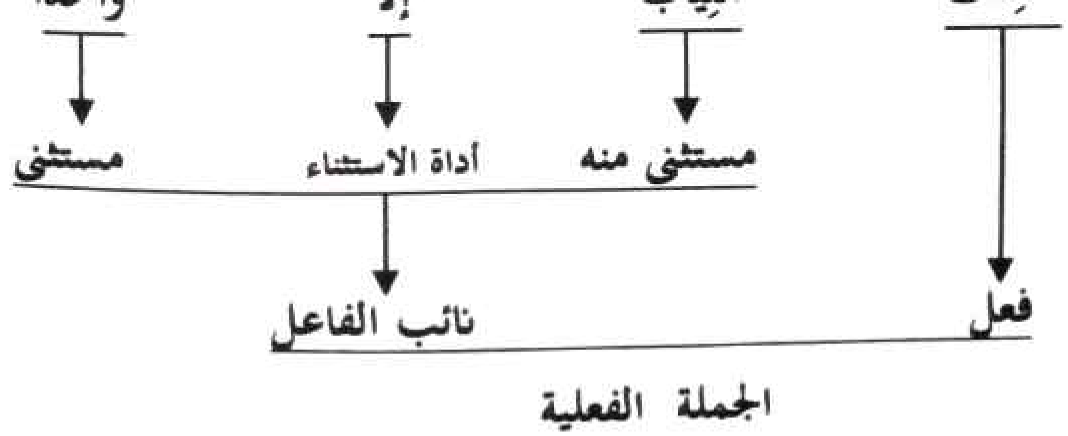

গ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি মাথা ব্যতীত মাছটি খেয়েছি।)

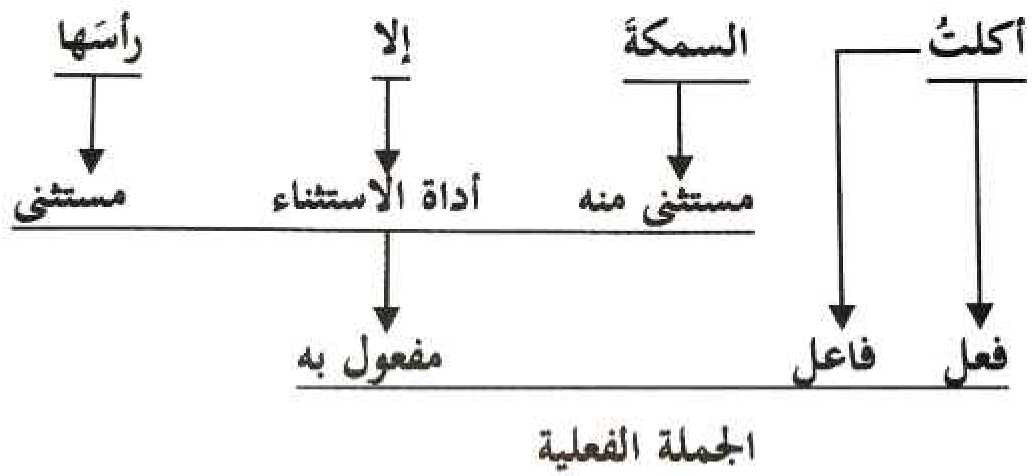

ঘ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে মাফ'উলে ফীহি হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(মাজেদ একদিন ব্যতীত এক মাস রোযা রেখেছে।)

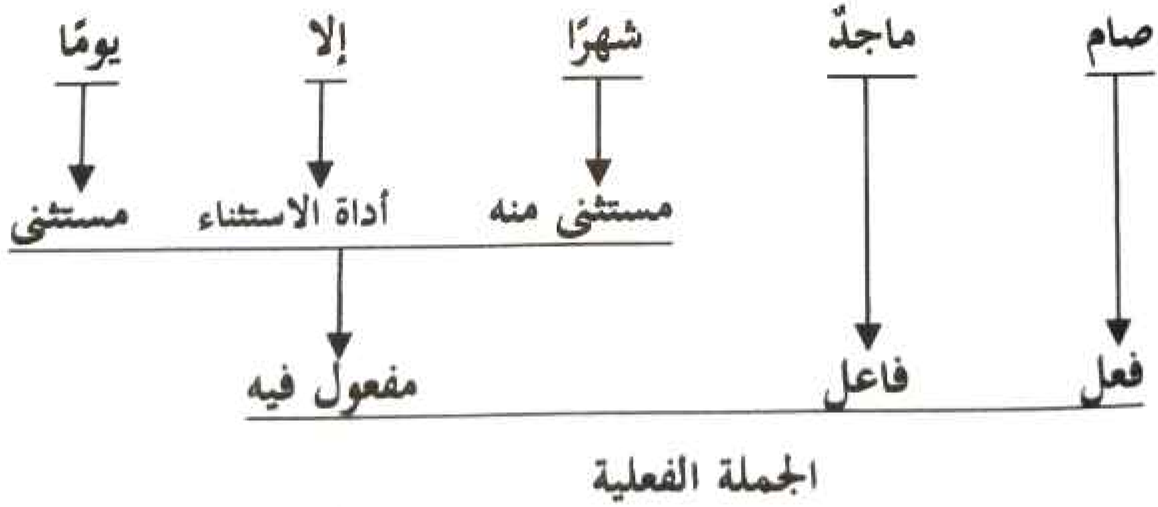

ঙ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিক্ষক রাশেদ ব্যতীত ছাত্রদের ওপর রাগ করেছেন।)

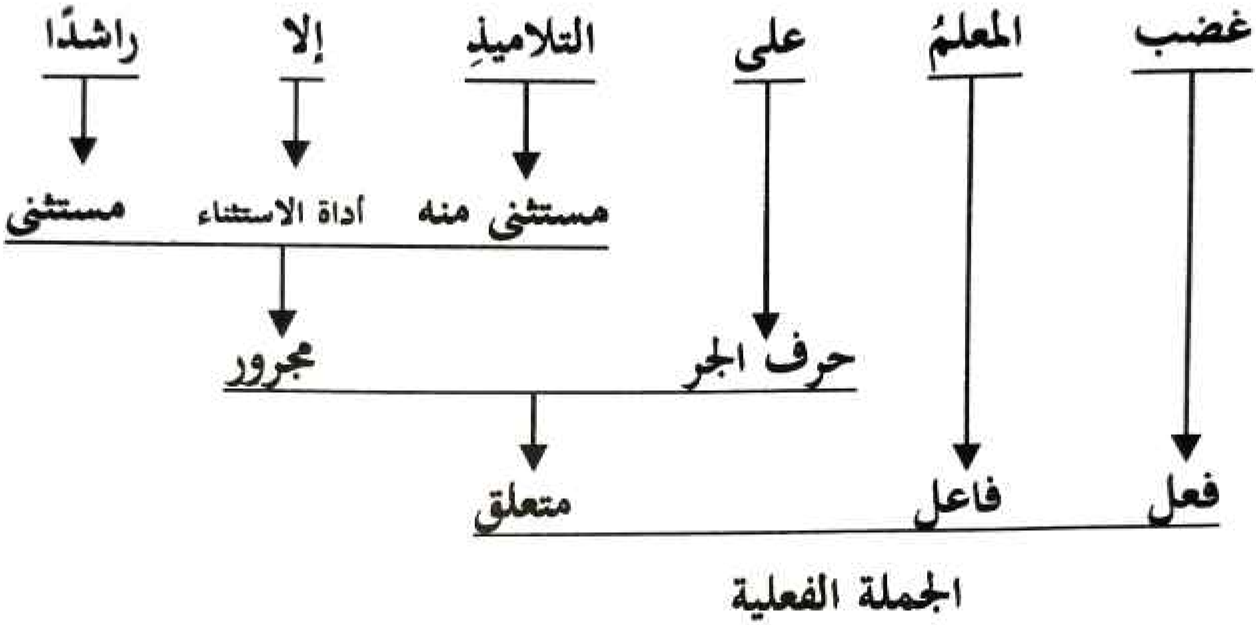

চ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাদরাসায় একজন ব্যতীত পঞ্চম বর্ষের ছাত্ররা রয়েছে।)

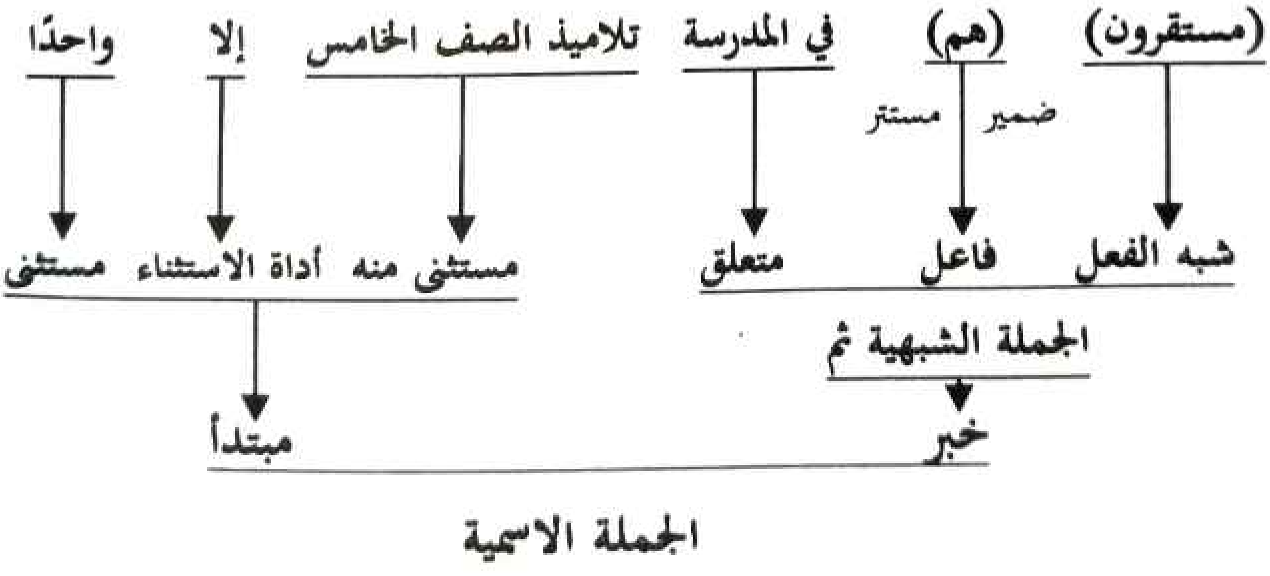

ছ. مستثنى منه **ও** مستثنى **মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :**

(প্রথম দলের সদস্যবৃন্দ হলো প্রথম বর্ষের ছাত্ররা, তবে রাশেদ ছাড়া।)

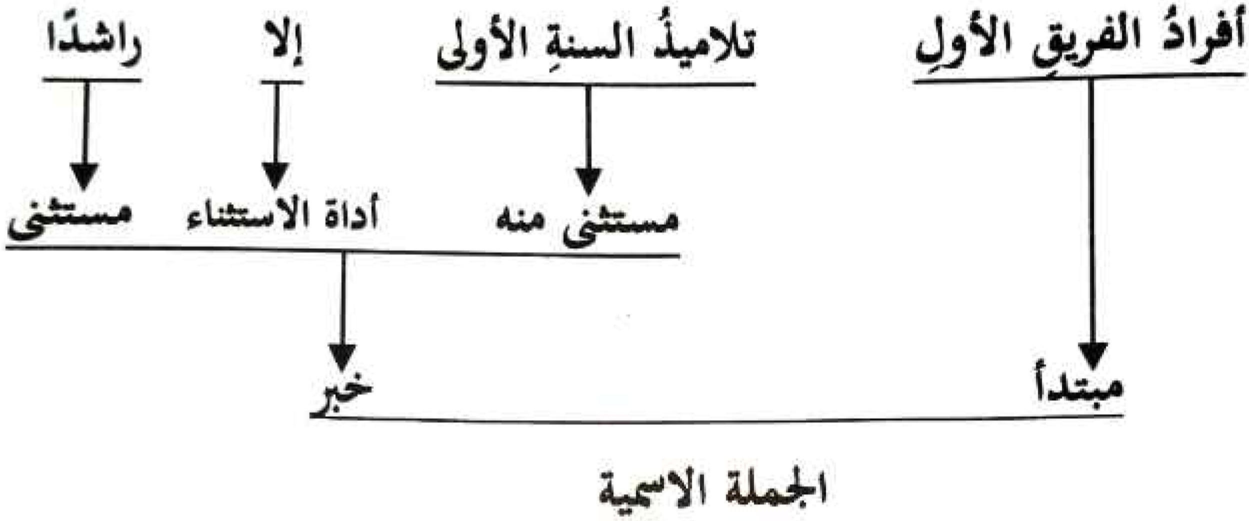

ফায়দা : استثناء যদি موجب বাক্যে হয় তাহলে مستثنىটি সর্বদা منصوب হয় এবং مستثنى منه সর্বদা উল্লেখ থাকে। যদিও তা যমীর হয়। যেমন :

(ইবলিস ছাড়া তারা সকলে সিজদা করেছে।)

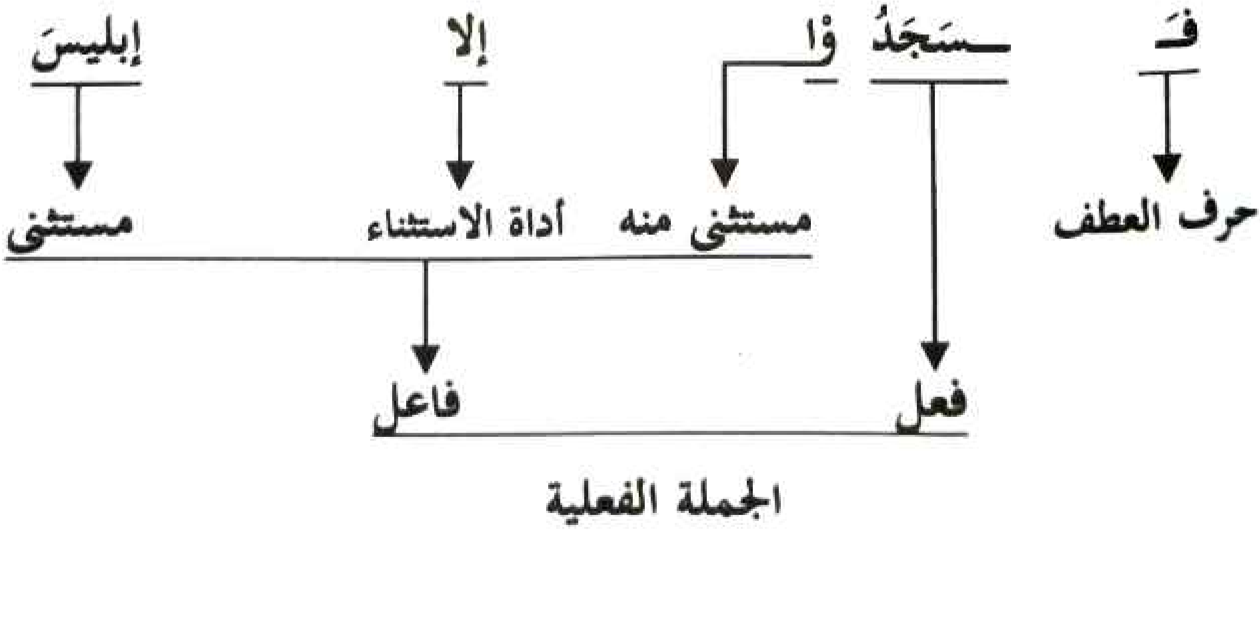

দ্বিতীয় প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ ও তারকীব

استثناء-বিশিষ্ট বাক্যে مستثنى منه যদি উল্লেখ থাকে এবং শুরুতে نفي، نهي، استفهام থাকে তাহলে তার مستثنى منه ও مستثنى মিলে ফায়েল, মাফ'উলে বিহী বা মাজরূর ইত্যাদি হয়। উদাহরণ ও তারকীব নিম্নরূপ:

ক. مستثنى منه ও مستثنى মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(রাশেদ ব্যতীত সকল ছাত্ররা উপস্থিত হয়নি।)

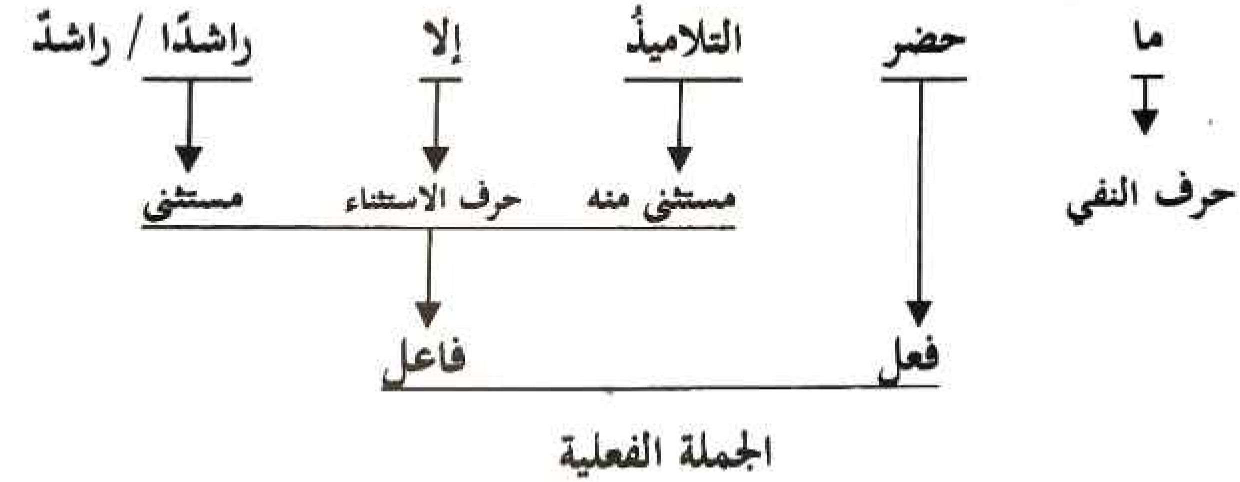

খ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি মাজেদ ব্যতীত বন্ধুদেরকে ডেকো না)

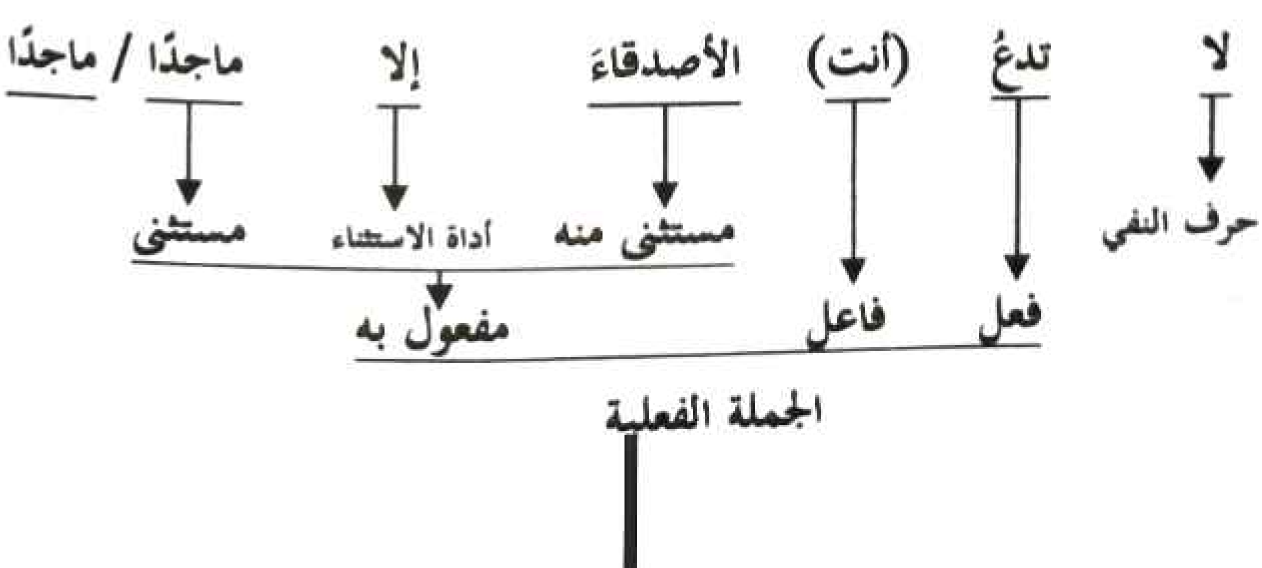

গ. مستثنى منه ও مستثنى মিলে মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি কি শিক্ষক ছাড়া কাউকে সালাম দিয়েছি ?)

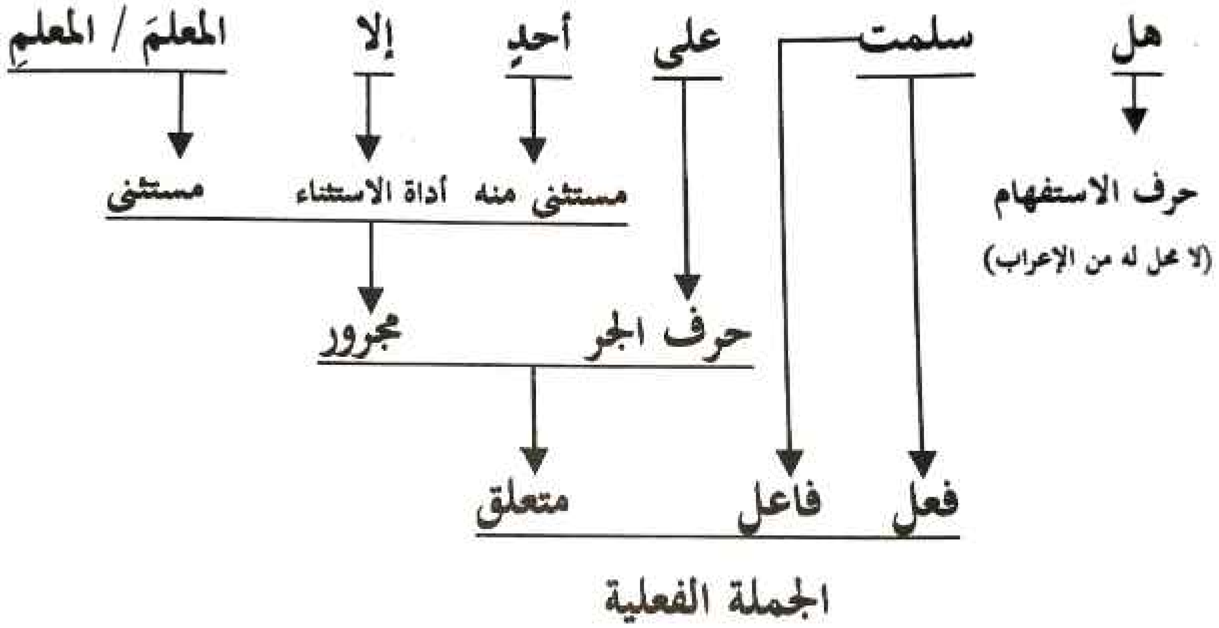

উল্লেখ্য, এমতাবস্থায় مستثنىটি استثناء হিসেবে মানছূব হয়। আবার বদল হিসেবে পূর্ববর্তী আমিলের ই'রাব গ্রহণ করে।

তৃতীয় প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের উদাহরণ ও তারকীব

استثناء-বিশিষ্ট বাক্যে مستثنى منه যদি উল্লেখ না থাকে, কিন্তু শুরুতে نفي، نهي، استفهام থাকে তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

উল্লেখ্য, এই প্রকার غير موجب বাক্যের তারকীব করার সময় مستثنى منه-কে উল্লেখ করে তারকীব করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ مستثنىটি সরাসরি পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী ফায়েল, মাফ'উল, খবর ইত্যাদি হয়ে থাকে। তবে এতটুকু মনে রাখতে হবে যে, উহ্য مستثنى منه যদি ব্যক্তি হয় তাহলে তা হবে أحد আর উহ্য مستثنى منه যদি বস্তু হয় তাহলে তা হবে شيء এই শব্দটি।

ক. مستثنىটি ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আলী ছাড়া কেউ উপস্থিত হয়নি।)

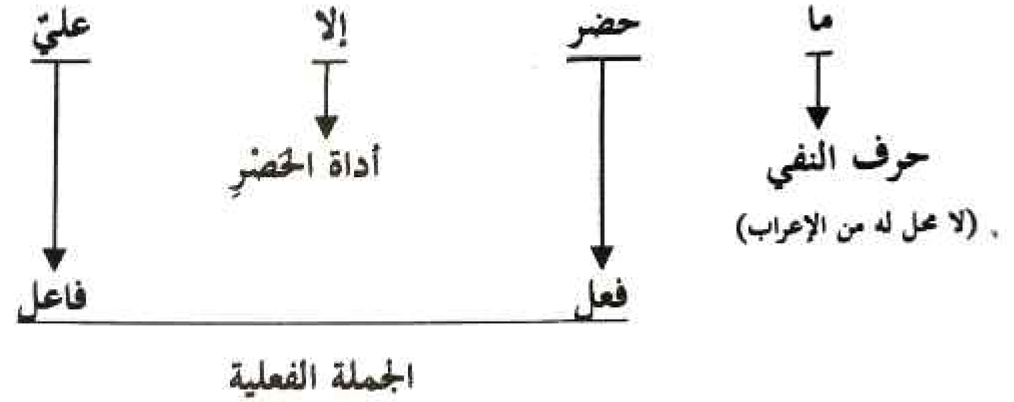

খ. مستثنىটি مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি দুধ ছাড়া কিছু পান করো না।)

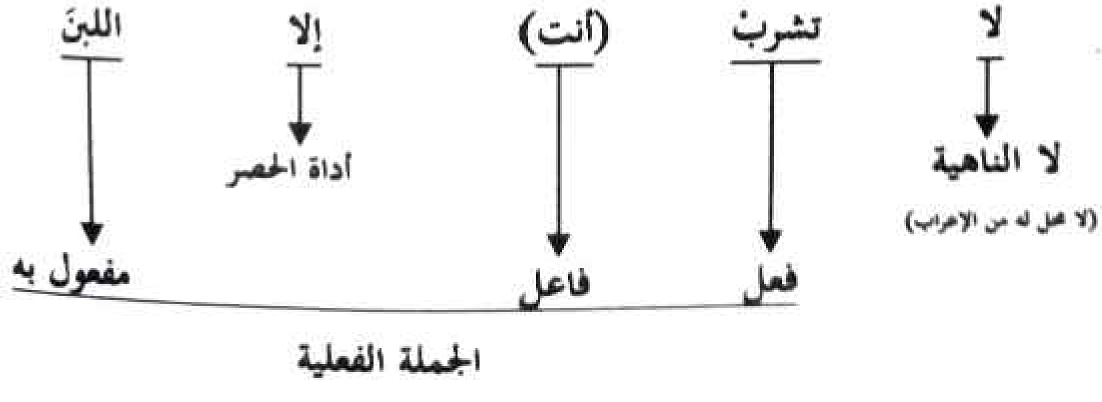

গ. বাক্যের পূর্বে هل আসার এবং مستثنى টি نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আখিরাতে অপরাধী ব্যতীত অন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না।)

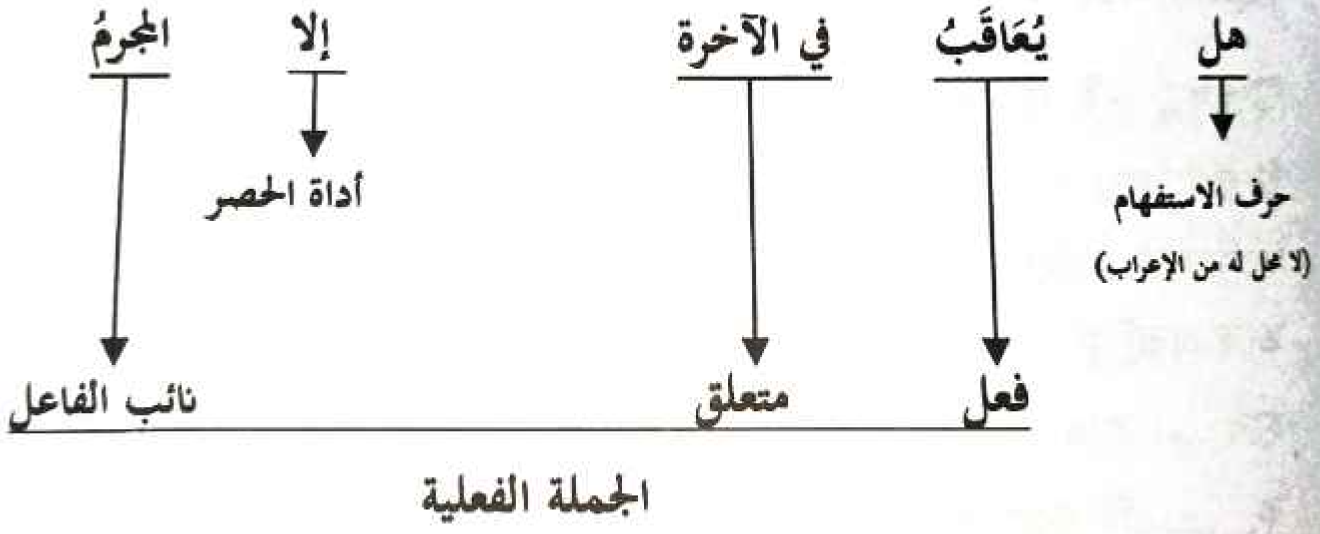

أَدَاةُ الحَصْرِ-এর পরিচয় ও مُسْتَثْنَى مُفَرَّغٌ

مستثنى مفرغ-এর পরিচয় : তৃতীয় প্রকার استثناء-বিশিষ্ট বাক্যের مستثنى-কে مستثنى مفرغ বলা হয়। অর্থাৎ বাক্যের শুরুতে যদি نفي، نهي، استفهام থাকে এবং مستثنى منه উল্লেখ না থাকে তাহলে সেই বাক্যের مستثنى-কে مستثنى مفرغ বলা হয়। কেননা, إلا-এর পূর্ববর্তী আমিলটি إلا-এর পরবর্তী مستثنى-এর ওপর আমল করার জন্য খালি হয়ে যায়। এমতাবস্থায় مستثنىটি পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী সরাসরি ফায়েল, মাফ'উলে বিহী বা মাজরূর ইত্যাদি হয়ে থাকে। যেমনটা আমরা পূর্ববর্তী উদাহরণগুলোতে দেখেছি।

أَدَاةُ الحَصْرِ-এর পরিচয় : مستثنى مفرغ-এর পূর্ববর্তী إلا-কে أداة الحصر বলা হয়।

إلا কখনো-কখনো صفة-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়; আলোচনা ও তারকীব

আমরা জানি যে, إلا মূলত استثناء-এর অব্যয়। তবে, কখনো-কখনো তা ব্যাকরণগত বা অর্থগত জটিলতার কারণে غير-এর অর্থে صفة-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন তারকীব করার সময় إلا-কে غير দ্বারা রূপান্তরিত করে নিতে হয়। তখন তারকীবে তা পূর্ববর্তী শব্দের صفة হয়। যেমন : النّاسُ هلكَى إلا العالمون. (সকল মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবে আলেমগণ ব্যতীত।)

নিয়ম হলো– موجب বাক্যে مستثنىটি মানছূব হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, এখানে তা মারফূ' হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, إلاটি এখানে استثناء-এর জন্য নয়, বরং صفة-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং, বাক্যটির রূপান্তরিত রূপ হলো :

(সকল মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত, তবে আলেমগণ ব্যতীত।)

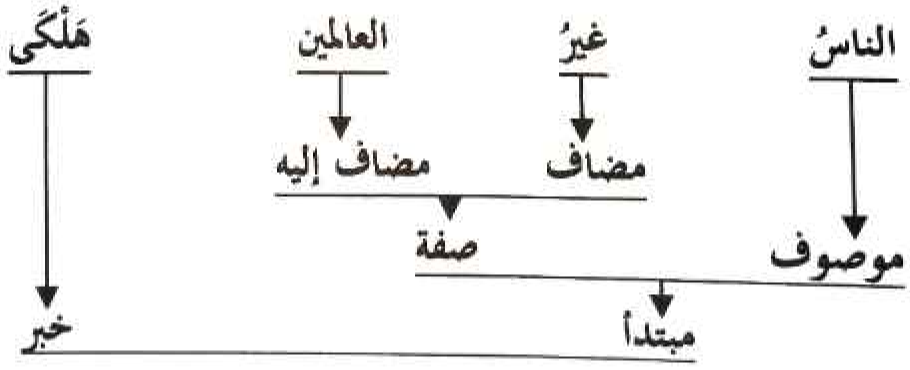

الجملة الاسمية

ফায়দা : এখানে ব্যাকরণগত কারণে إلا-কে غير-এর অর্থে নেওয়া হয়েছে। তবে, استثناء-এর জন্যও নেওয়া যায়।

অর্থগত বা আকীদাগত জটিলতার কারণেও إلا-কে غير-এর অর্থে নেওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

لا إله إلا الله এই বাক্যটির রূপান্তরিত রূপ হলো–

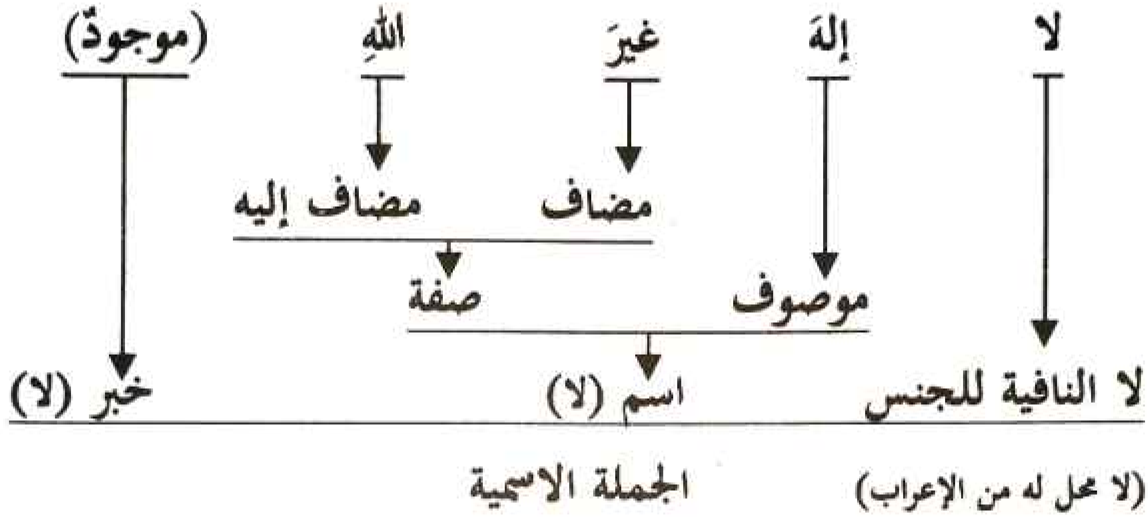

لا إله إلا الله
সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

لا إله إلا الله-এর إلا-কে استثناء-এর পরিবর্তে غير-এর অর্থে صفة-এর জন্য নিতে হবে কেন ? এখানে অর্থগত বা আকীদাগত জটিলতাটি কী? বিষয়টি বোঝার জন্য নিম্নের আলোচনা মনোযোগের সাথে পাঠিতব্য।

আমরা জানি, مستثنى দুই প্রকার : متصل ও منقطع এটি স্বীকৃত বিষয় যে, مستثنى متصل ও مستثنى منه-এর جنس বা জাতিসত্তা এক ও অভিন্ন হয়। পক্ষান্তরে, مستثنى منقطع ও مستثنى منه-এর جنس বা জাতিসত্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীত হয়।

এখন لا إله إلا الله-এর إلا-কে যদি استثناء-এর জন্য ধরা হয় তাহলে لفظ الله হবে مستثنى ও لفظ إله হবে مستثنى منه এখন যদি বলা হয়, এখানে مستثنىটি متصل তাহলে অবধারিতভাবে لفظ الله ও لفظ إله-এর جنس এক হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সাথে আরো অনেক উপাস্য মানা আবশ্যক হয়ে যাবে, যা সম্পূর্ণ শিরক। তেমনিভাবে যদি বলা হয়, এখানে مستثنىটি منقطع তাহলে الله-কে إله-এর جنس থেকে বাদ দেওয়া আবশ্যক হবে, যা সম্পূর্ণ কুফরি।

সুতরাং, এটা প্রমাণিত হলো যে, এখানে إلا-কে যদি استثناء-এর জন্য ধরা হয় তাহলে হয় শিরক, কিংবা কুফরি লাযিম আসে। তাই إلাটি صفة-এর জন্য হবে; استثناء-এর জন্য হবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : لفظ الله যদি إله-এর صفة হয় তাহলে তা মারফূ' হলো কেন ? অথচ إلهটি لا النافية للجنس-এর ইসম হিসেবে মানছূব হয়েছে ?

উত্তর : إله শব্দটি محل বা স্থানগতভাবে মুবতাদা। আর মুবতাদার ই'রাব হলো রফা'। তাই الله এই ছিফাতটি إله-এর محل থেকে ই'রাব নিয়ে মারফূ' হয়েছে।

আরেকটি উদাহরণ ও তরকীব

إلاটি অবধারিতভাবে استثناء-এর জন্য না হয়ে صفة-এর জন্য হওয়ার আরেকটি উদাহরণ ও তারকীব : لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا.
(যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া আরো উপাস্য হতো তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যেত।) বাক্যটির রূপান্তরিত রূপ হলো–

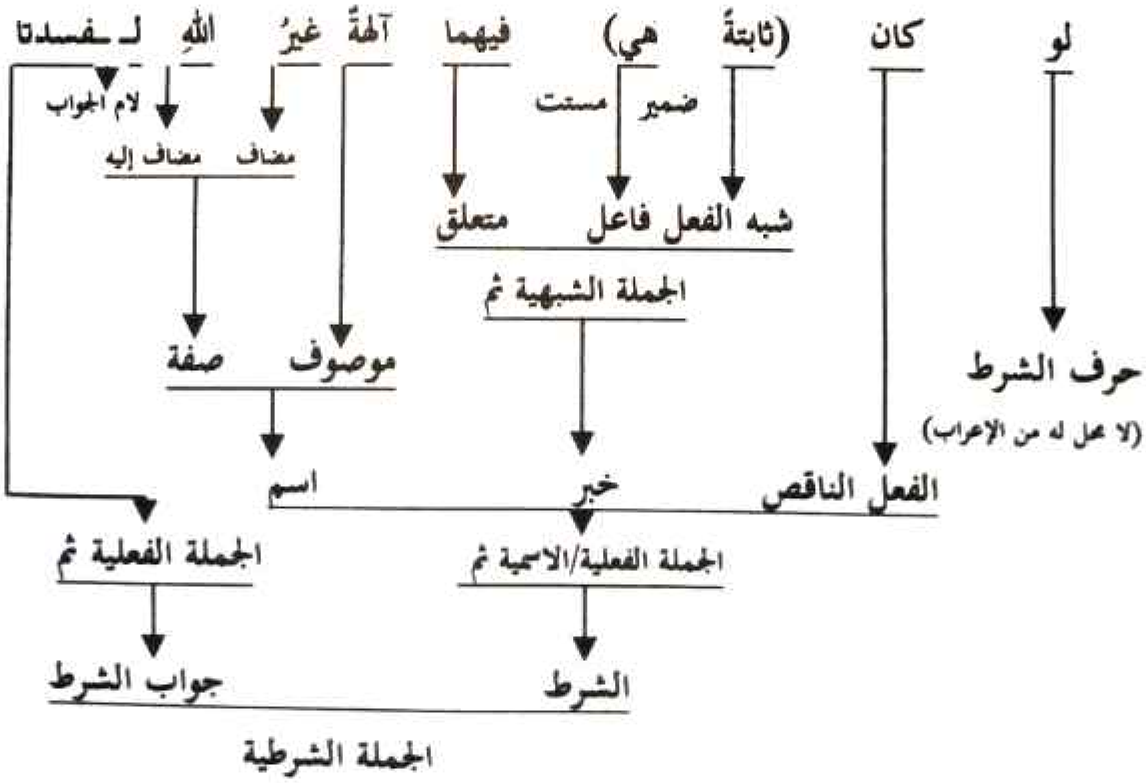

غير-এর ব্যবহার ও তারকীব

غير অর্থ 'অন্য; ভিন্ন; ব্যতীত; অ; বে; না; তবে'। غير মূলত صفة-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন :

(এটি একটি পুরাতন বই।)

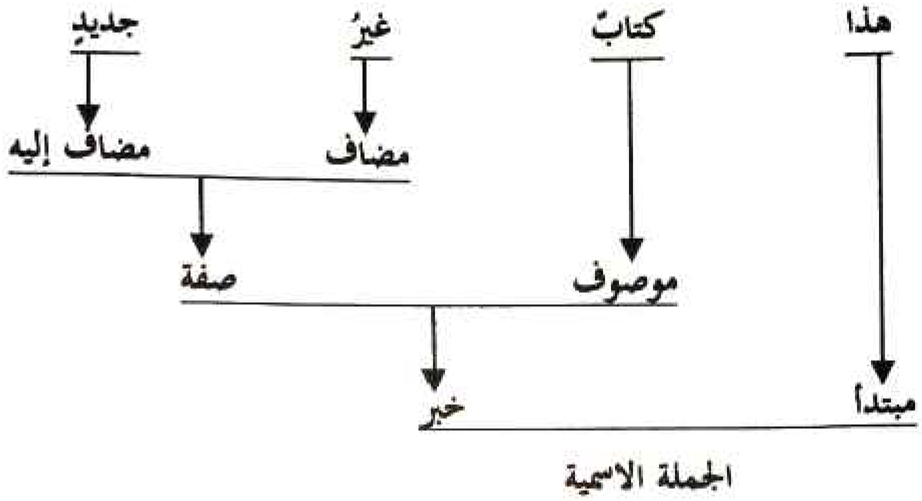

তবে, غير কখনো-কখনো استثناء-এর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন مستثنى بالا যে-ই'রাব গ্রহণ করে থাকে غيرটিও সেই একই ই'রাব গ্রহণ করে থাকে। আর غير-এর পরবর্তী مستثنىটি مضاف إليه-রূপে মাজরূর হয়ে থাকে। যেমন :

(রাশেদ ছাড়া ছেলেরা খেলেছে।)

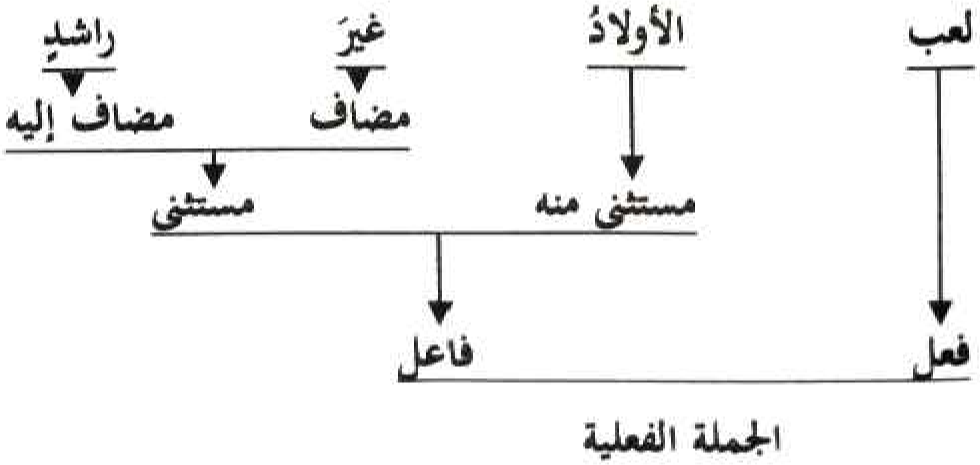

سِوَى-এর ব্যবহার ও তারকীব

سوى অর্থ 'ব্যতীত; বিনে; বিনা; ছাড়া; বাদে'। سوى শব্দটির প্রথম অক্ষরে যের দিয়েও পড়া যায়, আবার পেশ দিয়েও পড়া যায়।

غير-এর ন্যায় سوى শব্দটিও مستثنى بإلا-এর ই'রাব গ্রহণ করে থাকে। তবে, মাবনী হওয়ার কারণে ই'রাবটি প্রকাশ পায় না এবং পরবর্তী مستثنىটি مضاف إليه-রূপে মাজরূর হয়ে থাকে। যেমন :

(একজন ব্যতীত ছাত্ররা এসেছে।)

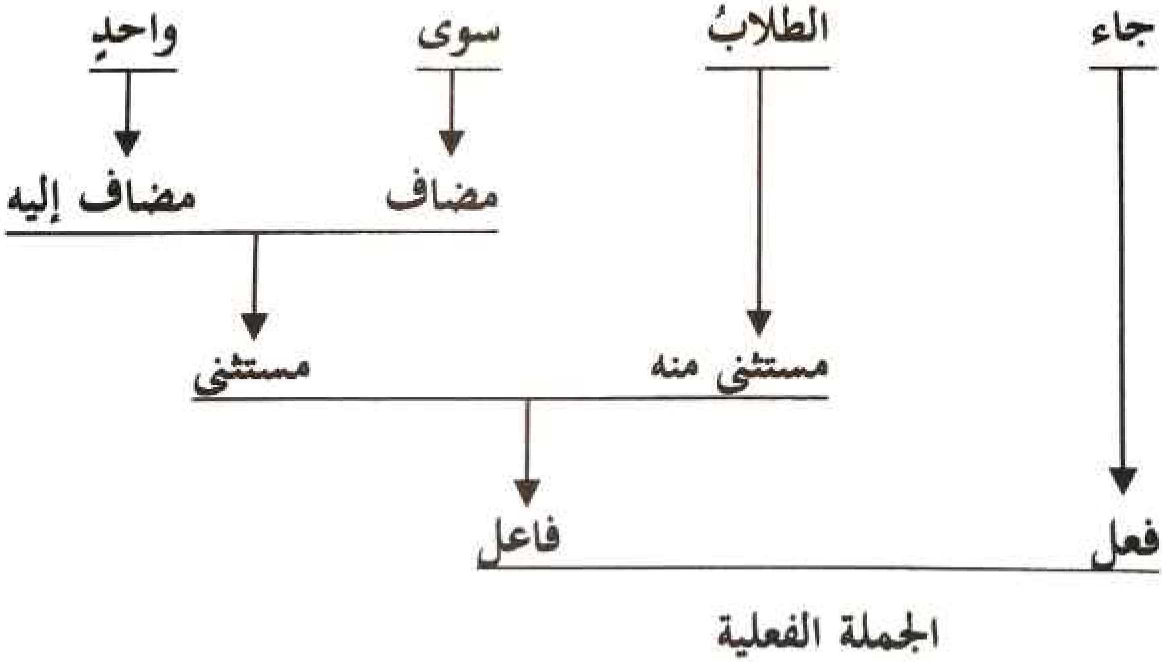

عدا، خلا، حاشا-এর ব্যবহার ও তারকীব

عدا، خلا، حاشا অর্থ 'ব্যতীত; ছাড়া; বাদে; বিনে'। এই তিনটি শব্দ মূলত فعل ماضي কিন্তু এগুলো استثناء-এর অর্থ ধারণ করেছে। عدا، خلا، حاشا এই শব্দগুলোর ব্যবহার-পদ্ধতি দুটি। যথা :

ক. حرفُ الجرِّ شَبِيْهٌ بالزائدِ

খ. الفعلُ الماضيُ الجامدُ

প্রথম পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

عدا، خلا، حاشا এই তিনটি শব্দকে যদি حرف الجر شبيه بالزائد ধরা হয় তাহলে তা পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে মিলিত হয় না। আর পরবর্তী শব্দটি হয় مستثنى কিন্তু তা শব্দগতভাবে মাজরূর হলেও স্থানগতভাবে মানছূব হয়। যেমন :

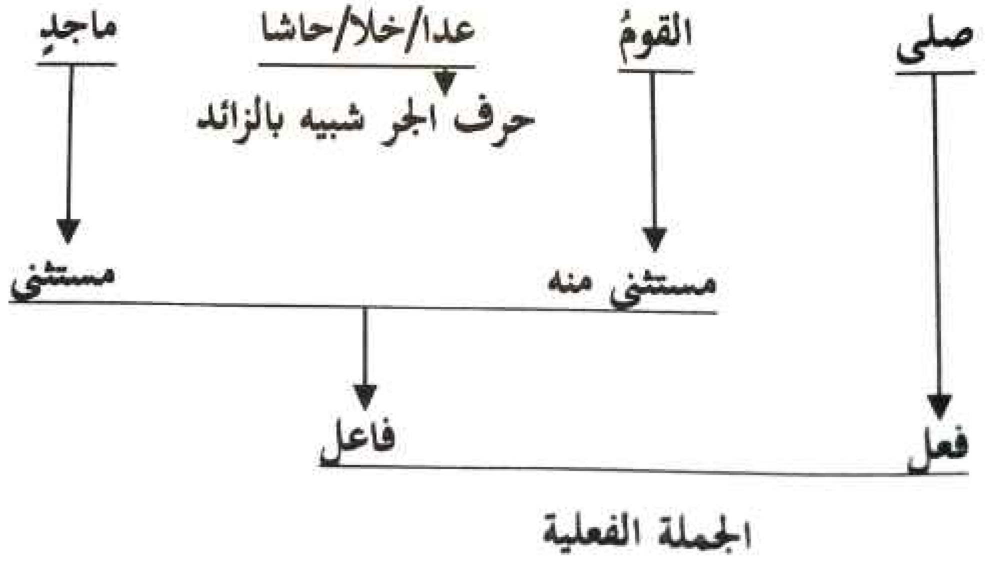

দ্বিতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা

عدا، خلا، حاشا এই তিনটি শব্দকে যদি فعل ماضي جامد ধরা হয় তাহলে ফেয়েলের ভেতর লুক্কায়িত هو যমীর হয় ফায়েল, যা مستثنى منه-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আর পরবর্তী শব্দটি مفعول به হিসাবে মানছূব হয়। এরপর ফেয়েল, ফায়েল ও মাফ'উলে বিহী মিলে জুমলা হয়ে হাল হয় কিংবা আলাদা জুমলা হয়।

ক. হাল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

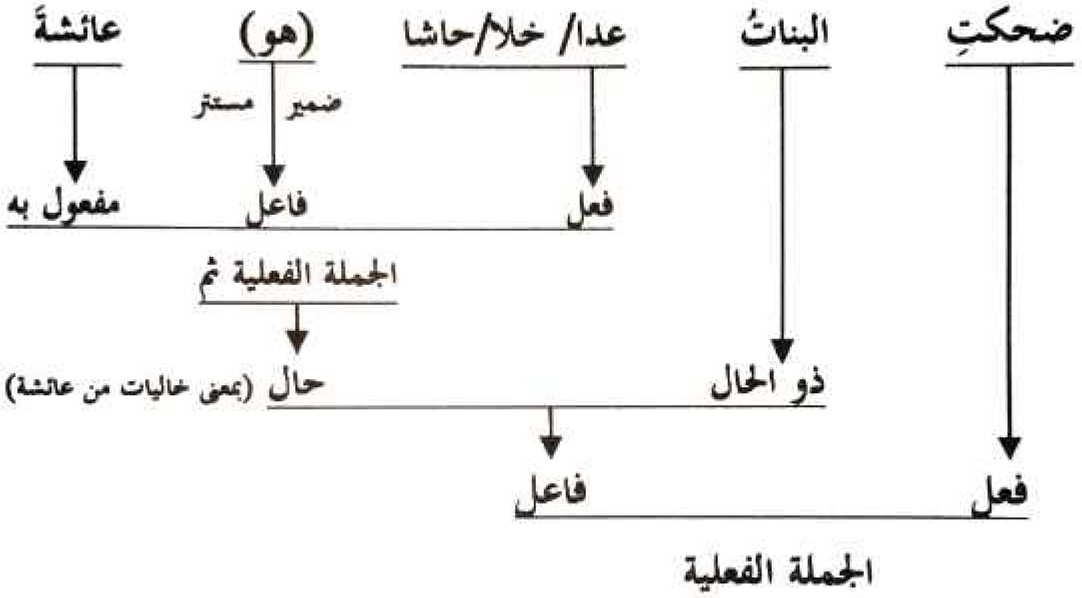

عدا، خلا، حاشا-কে যখন فعل ماضي ধরা হয় তখন هو এই ضمير مستتر হয় তাদের ফায়েল। তবে, ফায়েলটি সর্বদা واحد مذكر হয়। কারণ, ফেয়েলগুলো إلا-এর অর্থ ধারণ করেছে। আর إلا হলো হরফ। আর হরফ কখনো পরিবর্তন গ্রহণ করে না, বরং স্থির থাকে।

কোনো-কোনো নাহুবিদ বলেন– ضمير مستترটি مستثنى منه-এর দিকে নয়, বরং পূর্ববর্তী ইসম থেকে বোধগম্য بعض-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তখন বাক্যের মূলরূপ হয় এমন– ضحكتِ البناتُ خلا البعضُ عائشةَ.

আবার কেউ-কেউ বলেন, ضمير مستترটি পূর্ববর্তী ইসম থেকে বোধগম্য ইসমুল ফায়েলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে । তখন বাক্যটির মূলরূপ হয় এমন : ضحكت البنات خلا الضاحكُ عائشةَ.

আবার কেউ-কেউ বলেন, ضمير مستترটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের মাছদারের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তখন বাক্যটির মূলরূপ হয় এমন : ضحكت البنات خلا الضِحْكُ عائشةَ.

খ. আলাদা জুমলা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

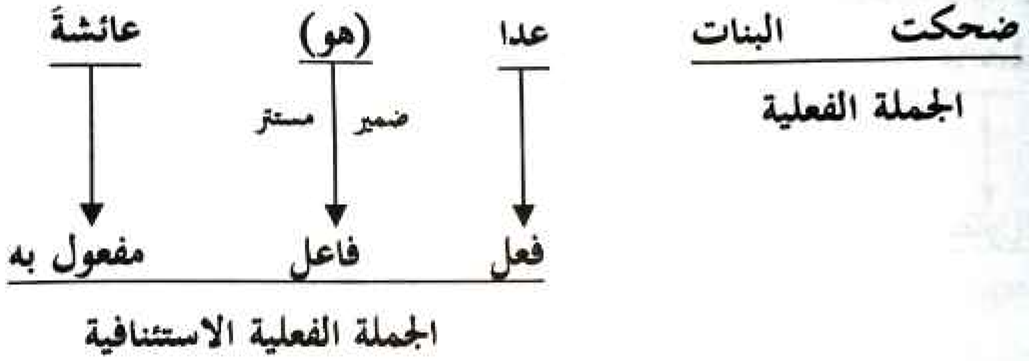

ما خلا ও ما عدا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, عدا ও خلا-এর ব্যবহার-পদ্ধতি দুটি। অর্থাৎ الفعل الماضي الجامد ও حرف الجر شبيه بالزائد কিন্তু عدا ও خلا-এর শুরুতে যদি ما المَصْدَرِيَّةُ আসে তাহলে শুধু فعل ماضي হিসাবে গণ্য হয়। ফলে পরবর্তী শব্দটি শুধু মাফ'উলে বিহী হিসাবে মানছূব হয়; কখনো মাজরূর হয় না। তারকীবে خلا ও عدا তাদের ফায়েল ও মাফ'উলকে নিয়ে জুমলা হয়ে একটি ইসমুল ফায়েল দ্বারা তাবীল হয়ে হাল হয়। যেমন :

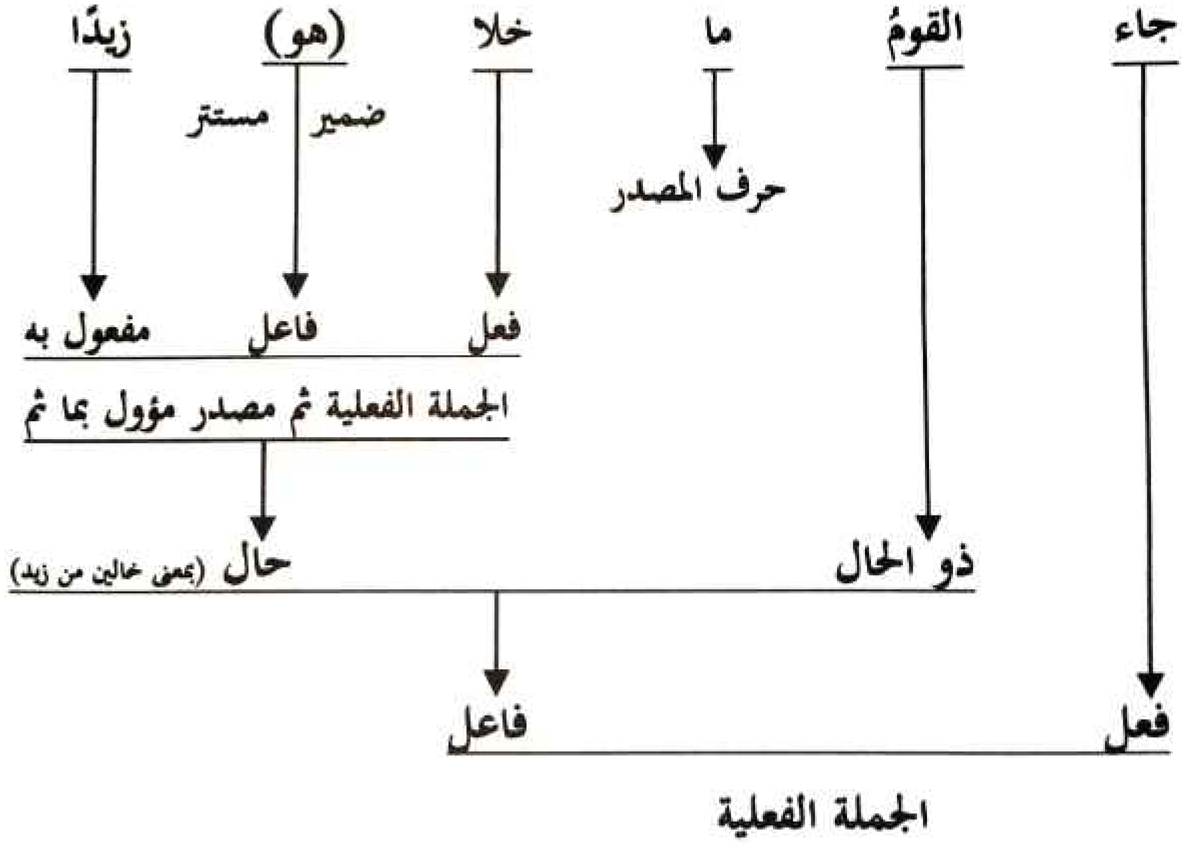

বলাবাহুল্য, حاشا-এর শুরুতে ما المصدريةُ খুব কমই এসে থাকে।

ليس ও لا يكون সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ليس ও لا يكون মূলত فعل ناقص কিন্তু এ-দুটি ফেয়েল কখনো-কখনো استثناء-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তারকীবে সাধারণ নিয়মে الجملة الفعلية হয়ে مستثنى হয় এবং নছবের স্থানে থাকে। যেমন :

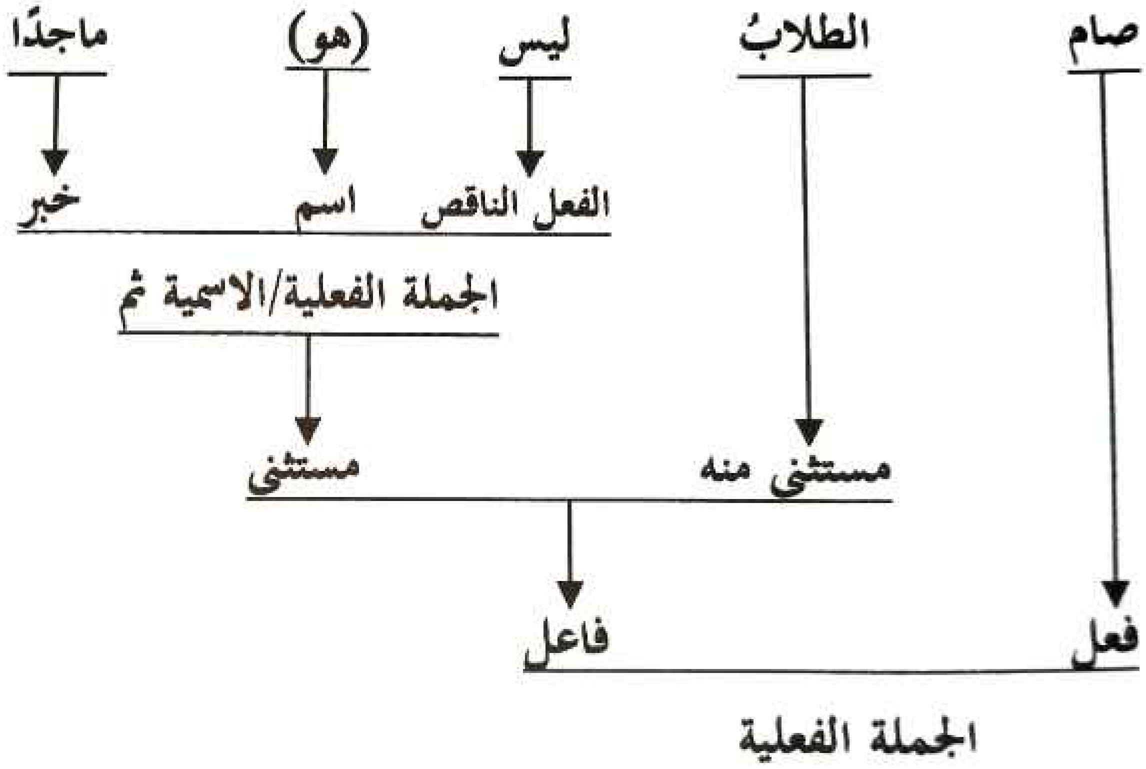

تَمْيِيْزٌ ও مُمَيَّزٌ সম্পর্কে আলোচনা

تَمْيِيْزٌ-এর পরিচয় : যে نكرة শব্দ পূর্ববর্তী বাক্য থেকে, কিংবা পূর্ববর্তী কোনো শব্দ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে তাকে تَمْيِيْزٌ বা مُمَيِّزٌ বলে,

مُمَيَّزٌ–এর পরিচয় : যার থেকে অস্পষ্টতা দূর করে তাকে مُمَيَّزٌ বলে।

تمييز-এর মাঝে সর্বদা من-এর অর্থ থাকে। যেমন : اشتريتُ عشرين كتابًا. এই বাক্যটির অর্থ হলো اشتريتُ عشرين من الكُتُبِ. (আমি বইগুলো থেকে বিশটি ক্রয় করেছি।) তেমনিভাবে ازداد ماجدٌ علمًا. এই বাক্যটির অর্থ হলো ازداد ماجد من جهة العلم. (মাজেদ ইলমের দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।)

تمييز-এর প্রকার : مميَّز হিসাবে تمييز প্রথমত দুই প্রকার। যথা :

ক. تمييزُ الجملةِ

খ. تمييزُ المفردِ

تمييزُ الجملةِ সম্পর্কে আলোচনা

تمييز الجملة-এর পরিচয় : যে-তামীয পূর্ববর্তী জুমলা থেকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী জুমলার ফায়েলের দিকে, কিংবা মাফ'উলের দিকে যে-হুকুমকে নিসবত করা হয়েছে, তার থেকে অস্পষ্টতা দূর করে সে-তামীযকে تمييزُ الجملةِ বা تمييزُ النِّسْبَةِ বলে। যেমন :

ফায়েলের উদাহরণ : ازداد ماجدٌ. (মাজেদ বৃদ্ধি পেয়েছে।)

ব্যাখ্যা : এই বাক্যটিতে মাজেদ হচ্ছে ফায়েল। তো ফায়েলের দিকে বৃদ্ধি পাওয়ার হুকুম আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু হুকুমটি অস্পষ্ট। অর্থাৎ মাজেদ কোন দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে; স্বাস্থ্যগত, জ্ঞানগত, মেধাগত– তা বলা হয়নি। তাই যদি বলা হয়– ازداد ماجدٌ علمًا. তাহলে স্পষ্ট হয়ে

যাবে যে, মাজেদের বৃদ্ধি পাওয়ার দিকটি কোনটি। সুতরাং, علما শব্দটি تمييز

মাফ'উলের উদাহরণ : وَفَجَّرْنَا الأرضَ عُيُوْنًا. (আমি জমিনকে ঝরনার দিক দিয়ে প্রবাহিত করেছি।)

ব্যাখ্যা : এখানে الأرض হলো মাফ'উলে বিহী। এই মাফ'উলের দিকে প্রবাহিত করার হুকুমকে আরোপ করা হয়েছে। যদি عيونا শব্দটি উল্লেখ করা না হতো তাহলে স্পষ্ট হতো না যে, জমিনকে কোন দিক দিয়ে প্রবাহিত করা হয়েছে। সুতরাং, عيونا শব্দটি হলো تمييز

تمييز الجملة-এর مُمَيَّزٌ কোনটি ?

উল্লেখ্য, تمييز الجملة যেহেতু পূর্ববর্তী জুমলার ফায়েল কিংবা মাফ'উলের ওপর আরোপিত হুকুম থেকে অস্পষ্টতা দূর করে তাই تمييز الجملة-এর مميَّز হলো পূর্ববর্তী ফেয়েলের ফায়েল বা মাফ'উলে বিহী ।

تمييز الجملة-এর প্রকারভেদ

تمييز الجملة প্রথমত দুই প্রকার। যথা :

ক. مُحَوَّلٌ (পরিবর্তিত)

খ. غيرُ محوَّلٍ (অপরিবর্তিত)

محولটি আবার তিন প্রকার। যথা :

১. تميزُ الجملةِ محولٌ عن الفاعلِ (অর্থাৎ ফায়েল থেকে পরিবর্তিত তামীয)

২. تميزُ الجملةِ محولٌ عن المفعولِ (অর্থাৎ মাফ'উল থেকে পরিবর্তিত তামীয)

৩. تميزُ الجملةِ محولٌ عن المبتدأِ (অর্থাৎ মুবতাদা থেকে পরিবর্তিত তামীয)

تمييز الجملة-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

ওপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, تمييز الجملة সর্বমোট চার প্রকার। যথা :

ক. تمييزُ الجملةِ مُحَوَّلٌ عن الفاعلِ

খ. تمييزُ الجملةِ محَوَّلٌ عن المفعول به

গ. تمييزُ الجملةِ محوَّلُ عن المبتدأ

ঘ. تمييز الجملة غيرمحولٌ عن شيء

ক. تمييز الجملة محول عن الفاعل-এর উদাহরণ ও তারকীব :

১. (মাজেদ ইলমের দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।)

২. (মাথা বার্ধক্যের দিক দিয়ে প্রজ্বলিত হয়েছে।)

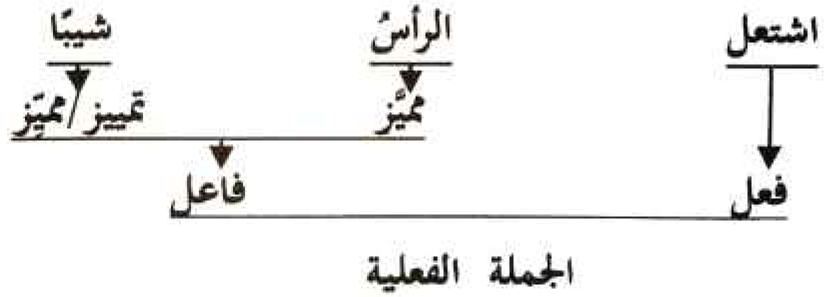

ফায়দা : ازداد ماجد علمًا. এই বাক্যটির মুলরূপ হলো– ازداد علم ماجد. অর্থাৎ علم শব্দটি মুযাফরূপে ফায়েল ছিল। সেটিকে পরে এনে তামীয বানানো হয়েছে, আর مضاف إليه-কে ফায়েলের স্থানে বসানো হয়েছে।

খ. تمييز الجملة محول عن المفعول-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি জমিনকে অর্থাৎ তার ঝরনা প্রবাহিত করেছি।)

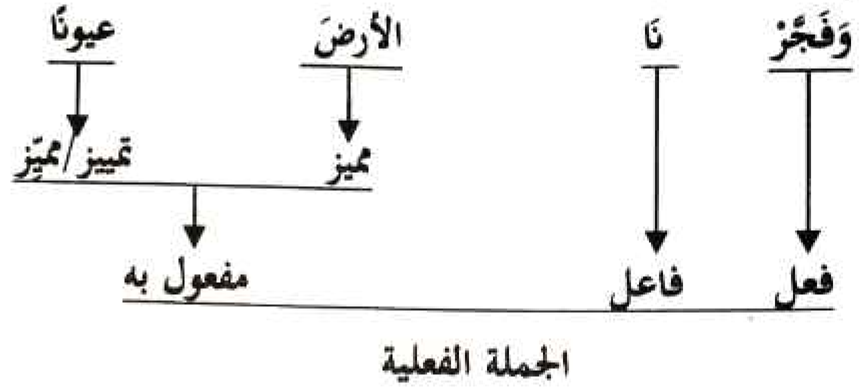

ফায়দা : এই বাক্যটির মূলরূপ হলো– وفجرنا عيون الأرض. অর্থাৎ عيون শব্দটি মুযাফরূপে মাফ'উল ছিল। সেটিকে পরে নিয়ে তামীয বানানো হয়েছে, আর الأرض-কে আগে এনে মাফউ'লের স্থানে বসানো হয়েছে।

গ. تمييز الجملة محول عن المبتدأ-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি বয়সে তোমার থেকে বড়ো।)

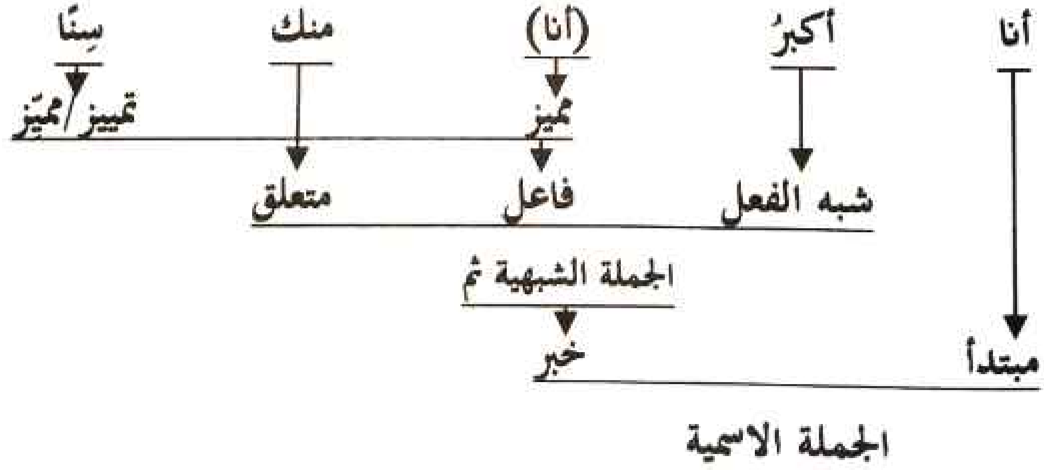

ফায়দা : এই বাক্যটির মূলরূপ হলো– سني أكبر منك/من سنك. অর্থাৎ এখানে তামীযটি মুযাফরূপে মুবতাদা ছিল। তারপর তাকে পরে এনে তামীয বানানো হয়েছে। আর إضافة ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ياء المتكلم টি ي থেকে أنا-তে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঘ. تمييز الجملة غير محول عن شيء অর্থাৎ এই প্রকার تمييز الجملة ফায়েল, মাফ'উল বা মুবতাদা ইত্যাদি কোনো কিছু থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসে না। বরং শুরু থেকেই تمييز থাকে। যেমন : لِلّٰهِ دَرُّه فارسًا. (সে কত দক্ষ অশ্বারোহী !) مَا أَكْرَمَكَ رجلًا. (তুমি কত উত্তম লোক !) এখানে فارسا ও رجلا শব্দদুটি تمييز الجملة غير محول عن شيء হয়েছে।

تَمْيِيْزُ المُفْرَدِ সম্পর্কে আলোচনা

তামীয যদি কোনো اسم مُبْهَم অর্থাৎ কোনো অস্পষ্ট শব্দ থেকে অস্পষ্টতা দূর করে তাহলে তাকে تمييزُ المفردِ বা تمييزُ الذَّاتِ বলে। যেমন: عندي رِطْلٌ زَيْتًا. (আমার কাছে এক রিতল তেল আছে।) এখানে رطل শব্দটি একটি অস্পষ্ট শব্দ। পরবর্তী زيت শব্দটি উল্লেখ না করলে বোঝা যায় না যে, তা দ্বারা কী উদ্দেশ্য; পানি, দুধ, মধু না অন্য কিছু। সুতরাং, زيت শব্দটি تمييز المفرد বা تمييز الذات আর رطل বা এই-জাতীয় অন্যান্য সকল অস্পষ্ট শব্দ مُمَيَّزٌ

تمييز المفرد-এর مميَّز-এর প্রকারভেদ

ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, تمييز المفرد-এর مميَّز হলো পূর্ববর্তী اسم مبهم অর্থাৎ 'অস্পষ্ট শব্দ'। এই اسم مبهم বা مُمَيَّزٌ পাচঁ প্রকার। যথা :

- العَدَدُ (সংখ্যাবাচক শব্দ)। যেমন : إِنِي رأيت أحد عشر كوكبًا.
- المِقْدَارُ (পরিমাণবাচক শব্দ) । যেমন : عندي مثقالٌ ذهبًا.
- مُشَابِهُ المقدارِ (পরিমাণবাচক শব্দের সদৃশ)। যেমন : عندي حفنةٌ حنطةً.
- الجَارِيْ مَجْرَى المقدارِ (পরিমাণ বাচক শব্দের পর্যায়ভুক্ত)। যেমন : ولو جئنا بمثله مددا.
- فَرْعٌ لِلتَّمْيِيْزِ (তামীযের অংশ)। যেমন : عند فاطمة خاتمٌ فضةً.

১ম প্রকার تمييز المفرد

• العدد সম্পর্কে আলোচনা

تمييز المفرد-এর مُمَيَّزْ-এর প্রথম প্রকার হলো العدد অর্থাৎ مُمَيَّزْটি সংখ্যাবাচক কোনো শব্দ হয়। এই العددটি আবার দুই প্রকার। যথা :

- **ক.** العددُ الصريحُ (স্পষ্ট সংখ্যা) যেমন : واحدٌ، ثلاثٌ، أحدَ عشرَ، خمسونَ.
- **খ.** العددُ المبهمُ (অস্পষ্ট সংখ্যা) যেমন : كَمْ، كَذَا، كَأَيِّنْ. ইত্যাদি।

▪ العدد الصريح-এর শ্রেণি-বিভাগ

তারকীবগতভাবে العدد الصريحগুলো মোট পাচঁ ভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. ১ থেকে ২ পর্যন্ত;

খ. ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত;

গ. ১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত এবং দশকের আটটি সংখ্যা;

ঘ. ২১ থেকে ২৯ পর্যন্ত এবং ৩১ থেকে ৩৯ পর্যন্ত, এভাবে ৯১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত;

ঙ. مائة ও ألف এ-দুটি সংখ্যা।

■ العدد الصريح-এর ব্যবহার, উদাহরণ ও তারকীব

প্রথম ভাগ : واحد ও واحدة অর্থ 'এক'। اثنان ও اثنتان অর্থ 'দুই'। কোনো বস্তুর এক বা দুই সংখ্যা বোঝানোর জন্য এ-দুটি عدد সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। বস্তুটিকে একবচন, কিংবা দ্বিবচনরূপে ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। তবে, কখনো-কখনো অর্থের তাকীদের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তখন তারকীবে তা পূর্ববর্তী শব্দের صفة হয়। যেমন :

(এক ফুৎকার) نفخةٌ واحدةٌ

نفخةٌ ↓ موصوف

واحدةٌ ↓ صفة

দ্বিতীয় ভাগ : ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত মোট আটটি সংখ্যা। এগুলোকে عدد أقل বা 'ছোটো সংখ্যা' বলে।

ব্যবহার : এগুলোর ব্যবহার-পদ্ধতি হলো– مذكر ও مؤنث-এর ক্ষেত্রে عدد সর্বদা معدود-এর বিপরীত হয়। অর্থাৎ معدودটি مذكر হলে عددটি مؤنث হয় এবং معدودটি مؤنث হলে عددটি مذكر হয়। আর معدود সর্বদা جمع হয়।

তারকীব : عددটি مضاف হয়, আর معدودটি مضاف إليه হিসাবে মাজরূর হয়।

উল্লেখ্য, এই সংখ্যাগুলো معرب হওয়ার কারণে প্রকাশ্যভাবে পূর্ববর্তী আমিলের ই'রাব গ্রহণ করে এবং তারকীবে মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উল বা মাজরূর হয়। যেমন : ثلاثةُ كتبٍ، عَشْرُ مدارسَ.

ক. মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তিনজন ছাত্র মেধাবী।)

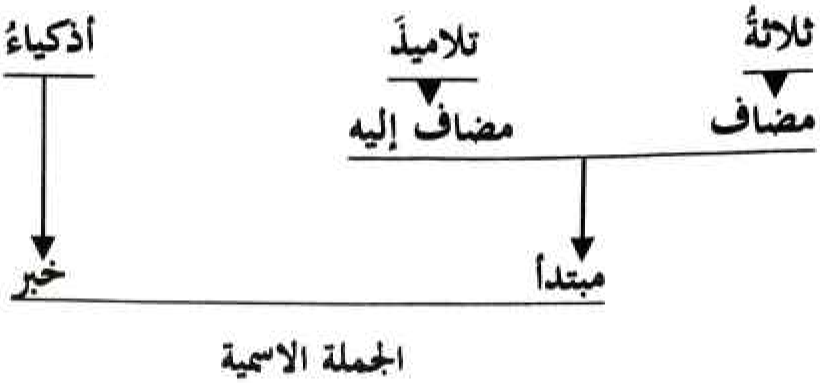

খ. খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এগুলো তিনটি রুলার।)

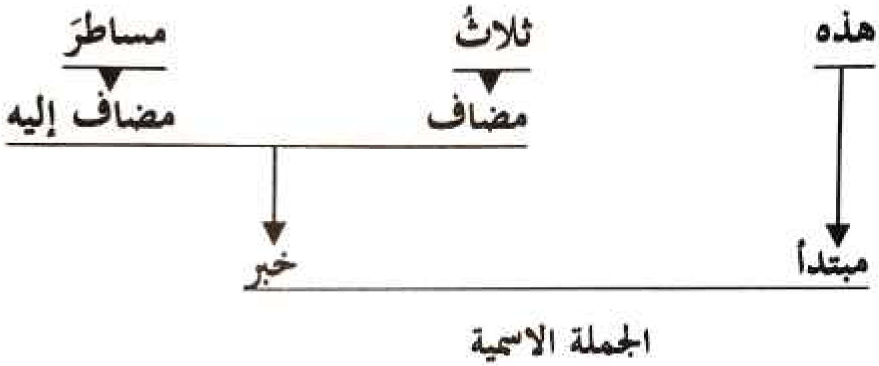

গ. ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(দশটি তারকা উদিত হয়েছে।)

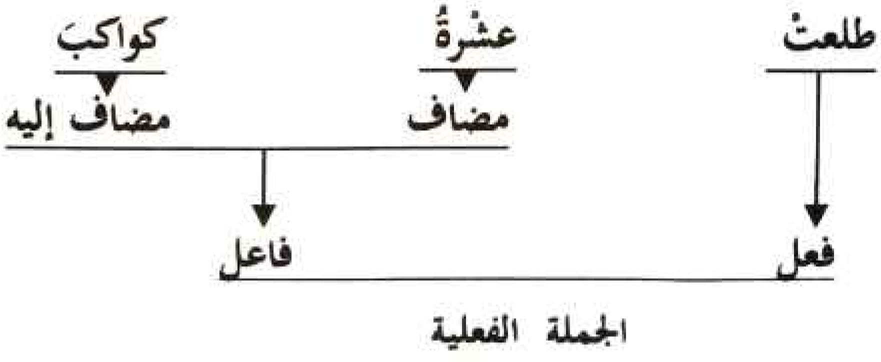

তৃতীয় ভাগ : ১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত এবং ২০ থেকে ৯০ পর্যন্ত দশকের আটটি সংখ্যা। এখানে সংখ্যার পরিমাণ হলো ১৭টি।

ব্যবহার :

ক. এগারো ও বারো এ-দুটি সংখ্যার عدد ও معدود-গুলো مذكر ও مؤنث-এর ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়।

খ. ১৩ থেকে ১৯ পর্যন্ত এই ৭টি সংখ্যার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো– معدودটি مذكر হলে عدد-এর দ্বিতীয় অংশটি مذكر হয়, আর প্রথম অংশটি مؤنث হয়। পক্ষান্তরে, معدودটি مؤنث হলে عدد-এর দ্বিতীয় অংশটি مؤنث হয়, আর প্রথম অংশটি مذكر হয়। আর معدودটি সর্বদা مفرد منصوب হয়।

গ. দশকের ৮টি সংখ্যার معدودটি مذكر কিংবা مؤنث যাই হোক عدد সর্বদা একরকম হয় এবং معدودটি مفرد منصوب হয়। যেমন :

* أحد عشر كوكبا، إحدى عشرة زهرة، اثنا عشر كتابا، اثنتا عشرة كرة
* ثلاث عشرة وردة، ثلاثة عشر كتابا
* عشرون تلميذا، ثلاثون تلميذة

তারকীব : উপরোক্ত সংখ্যাগুলোর ব্যবহারে ভিন্নতা থাকলেও তারকীব-পদ্ধতি এক। অর্থাৎ সরাসরি تمييز ও مميز-এর তারকীব হয় এবং পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উল বা মাজরূর হয়। যেমন :

ক. এগারো সংখ্যার উদাহরণ ও তারকীব :

(ইউসুফ আ. স্বপ্নে এগারোটি তারকা দেখেছেন।)

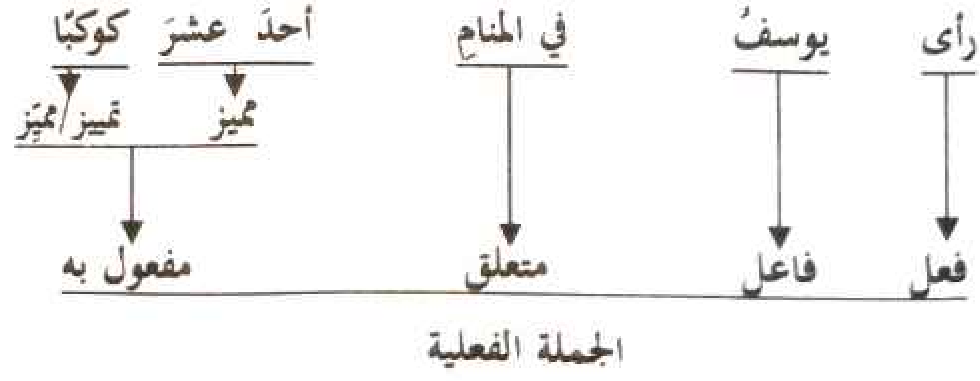

খ. ১৩ থেকে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমরা পনেরোজন ছাত্রী।)

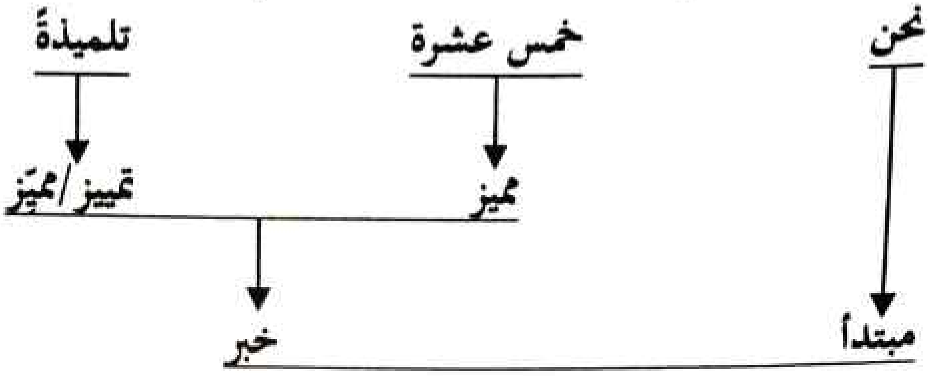

الجملة الاسمية

গ. দশকের সংখ্যার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি বিশ রাকাত নামায পড়েছি।)

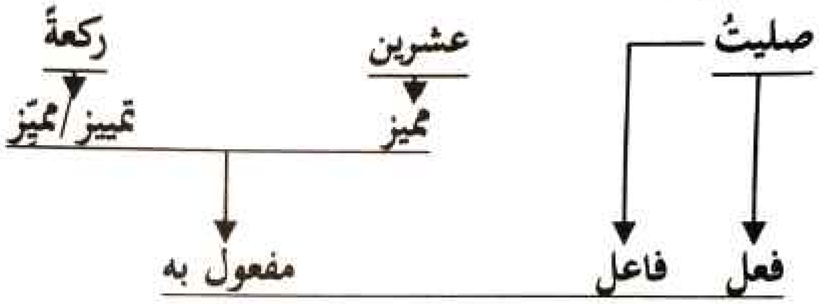

الجملة الفعلية

ফায়দা : ১২ বাদে ১১ থেকে ১৯ পর্যন্ত ৮টি সংখ্যা সর্বদা فتحة-এর ওপর মাবনী হয়। আর ১২ ও দশকের ৮টি শব্দ معرب হয়। অর্থাৎ প্রকাশ্য ই'রাব গ্রহণ করে।

চতুর্থ ভাগ : ২১ থেকে ২৯ পর্যন্ত এবং ৩১ থেকে ৩৯ পর্যন্ত, এভাবে ৯১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৭২টি সংখ্যা।

ব্যবহার : ক. ২১ ও ২২ এবং ৩১ ও ৩২ এভাবে ৯১ ও ৯২ এই ষোলটি সংখ্যা مذكر ও مؤنث-এর ক্ষেত্রে عدد-এর প্রথম অংশ ও معدود অভিন্ন হয় এবং عدد-এর দ্বিতীয় অংশ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। আর معدودটি সর্বদা مفرد منصوب হয়। যেমন :

১. أحد وعشرون قلما، إحدى وتسعون ساعة

২. اثنان وعشرون علما، اثنتا وتسعون مروحة

খ. আর ২৩ থেকে ২৯ এভাবে ৯৩ থেকে ৯৯ পর্যন্ত মোট ৫৬টি সংখ্যার معدود যদি مذكر হয় তাহলে عدد-এর প্রথম অংশ مؤنث হয় এবং معدود যদি مؤنث হয় তাহলে عدد-এর প্রথম অংশ مذكر হয় এবং عدد-এর দ্বিতীয় অংশ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। আর معدودটি সর্বদা مفرد منصوب হয়। যেমন : ثلاثة وعشرون رجلا، ثلاث وعشرون امرأةً.

তারকীব : ২১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৭২টি সংখ্যার ব্যবহার-পদ্ধতি ভিন্ন হলেও তারকীব-পদ্ধতি অভিন্ন। অর্থাৎ সংখ্যাগুলোর মাঝে واو আসে এবং معطوف عليه ও معطوف মিলে مُمَيَّزٌ হয়, আর معدودটি تمييز হয় এবং পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উল বা মাজরূর ইত্যাদি হয়। যেমন :

ক. ২১, ২২ ইত্যাদি সংখ্যার উদাহরণ ও তারকীব :

(বাগানে একুশটি ফুল ফুটেছে।)

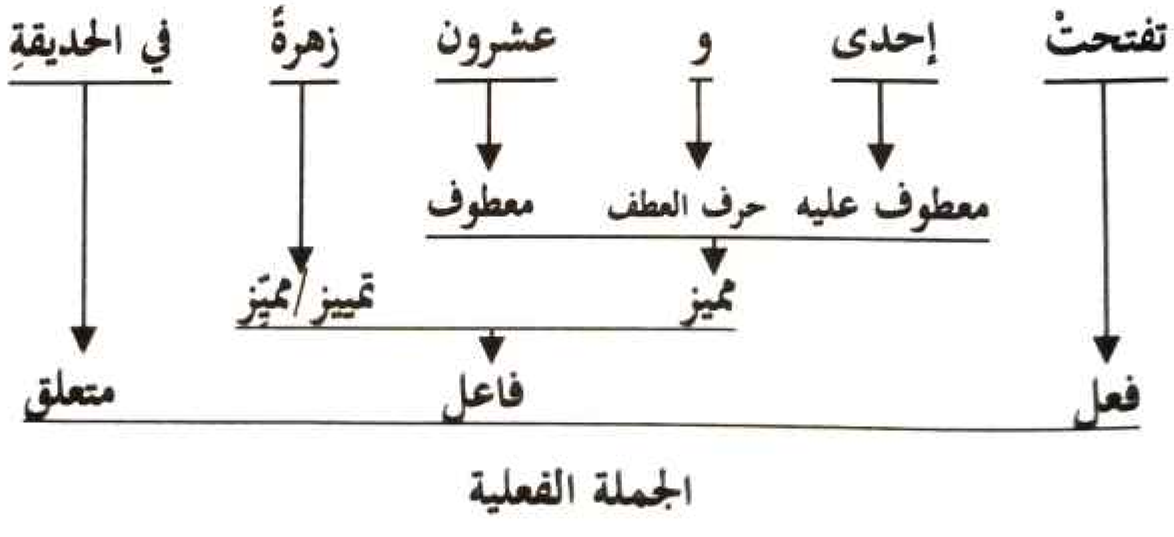

খ. ২৩ থেকে ২৯ এবং ৯৩ থেকে ৯৯ ইত্যাদি সংখ্যার উদাহরণ ও তারকীব :

(পরিচারিকা পঁচিশটি গ্লাস ভেঙে ফেলেছে।)

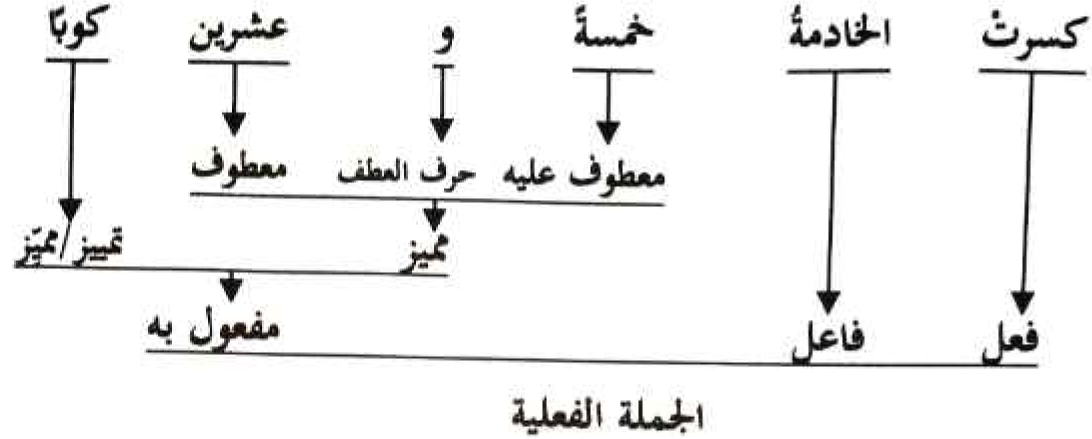

ফায়দা : ২১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত মোট ৭২টি সংখ্যা معرب হয়। তাই এগুলো প্রকাশ্য ই'রাব গ্রহণ করে থাকে। তবে إحدى وعشرون-জাতীয় সংখ্যাগুলো اسم مقصور হওয়ার কারণে অপ্রকাশ্য ই'রাব গ্রহণ করে।

পঞ্চম ভাগ : مائة ও ألف এ-দুটি সংখ্যা।

ব্যবহার : এ-দুটি সংখ্যার معدودটি مذكر ও مؤنث যাই হোক এগুলো সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। তবে, প্রয়োজনে واحد، تثنية، جمع হয়ে থাকে। আর معدودটি সর্বদা مفرد مجرور হয়। যেমন :

ক. مائةُ رجلٍ، مائةُ امرأةٍ، مائتا رجلٍ، مائتا امرأةٍ، مآتُ رجلٍ، مآتُ امرأةٍ

খ. ألفُ رجلٍ، ألفُ امرأةٍ، ألفا رجلٍ، ألفا امرأةٍ، ألوفُ رجلٍ، ألوفُ امرأةٍ

উল্লেখ্য, مائة সংখ্যাটি যদি ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার معدود হয় তাহলে مائة ও তার পরবর্তী معدودটি مفرد হয়। যেমন : ثلاثُ مائةِ رجلٍ/امرأةٍ কিন্তু ألف সংখ্যাটি যদি ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যার معدود হয় তাহলে ألف সংখ্যাটি শুধু جمع হয়। কিন্তু তার পরবর্তী معدودটি مفرد হয়। যেমন : ثلاثةُ آلافِ رجلٍ، ثلاثةُ آلافِ امرأةٍ.

তারকীব : مائة ও ألف সংখ্যা দুটির ব্যবহারে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও উভয়ের তারকীব-পদ্ধতি অভিন্ন। অর্থাৎ عددটি مضاف হয়, আর معدودটি مضاف إليه হয়। তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী বা মাজরূর হয়। যেমন :

ক. (প্রত্যেকটি শিষে রয়েছে একশতটি দানা।)

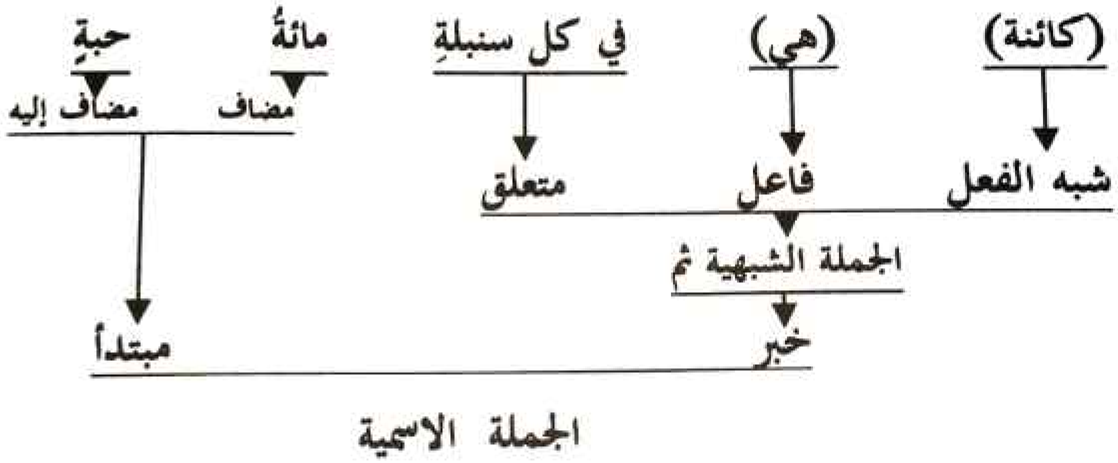

খ. (তিন হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে।)

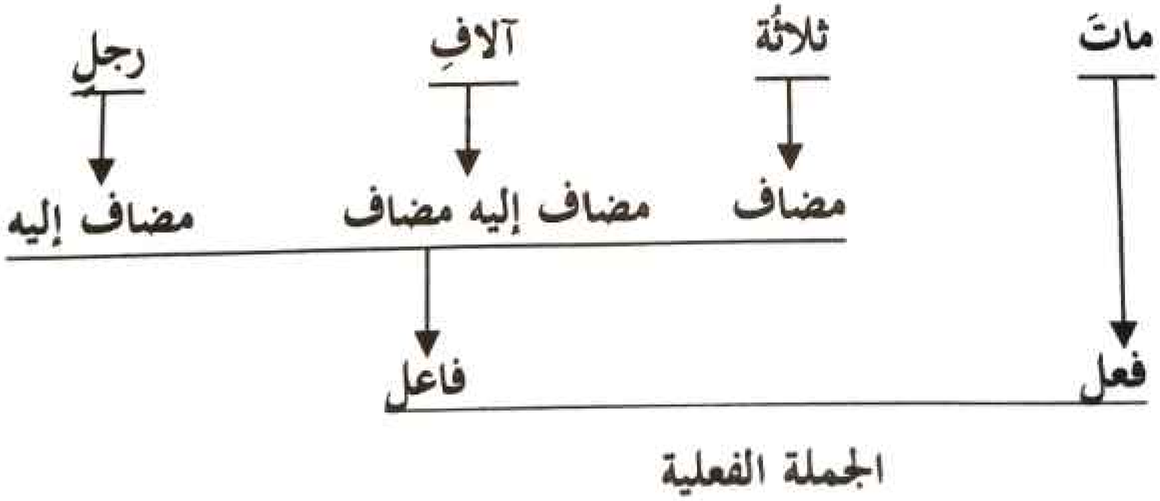

ফায়দা : مائة ও ألف সংখ্যাদুটি معرب তাই তা প্রকাশ্য ই'রাব গ্রহণ করে।

■ العدد المبهم সম্পর্কে আলোচনা

যে-সকল শব্দ অস্পষ্ট সংখ্যা বোঝায় সেগুলোকে العدد المبهم বলে। العدد المبهم তিনটি। যথা :

১. كم (কত ? অনেক !)

২. كأين (কত ? অনেক ! বহু !)

৩. كذا (এত)

১. كم সম্পর্কে আলোচনা

العدد المبهم-এর তিনটি শব্দের মধ্যে كم শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই كم শব্দটি দুই প্রকার। যথা : كم الاستفهامية ও كم الخبرية

كم الاستفهامية : كم الاستفهامية দ্বারা কোনো কিছুর পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন : كم حاجا عاد من الحج ؟ (কতজন হাজী হজ থেকে ফিরেছেন ?)

كم الاستفهامية-এর تمييز : كم الاستفهامية-এর تمييز সাধারণত مفرد منصوب হয়। কিন্তু كم-এর শুরুতে যদি حرف الجر প্রবেশ করে তাহলে তার تمييز উহ্য من দ্বারা মাজরূর হয়। অবশ্য, এই মতটি দুর্বল। সর্বদা মানছূব হওয়াই উত্তম।

كم الخبرية : كم الخبرية দ্বারা অস্পষ্ট পরিমাণ বহু সংখ্যা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়। যেমন : كم عالمٍ أكرمتُ! (আমি কত আলেমকে সম্মান করেছি !)

تمييز كم الخبرية : كم الخبرية-এর تمييز সাধারণত نكرة ও مفرد **হয়** এবং مضاف إليه হিসাবে কিংবা من দ্বারা মাজরূর হয়। **যেমন :** كم مالٍ أنفقتُ! বা كم من مالٍ أنفقتُ! (আমি কত মাল খরচ করেছি !)

كم الاستفهامية-এর তারকীব

كم الاستفهامية তার তামীযকে নিয়ে পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী مبتدأ، خبر، مفعول به، مفعول مطلق، نائب ظرف زمان বা فعل ناقص-এর খবর ইত্যাদি হয়ে থাকে।

মুবতাদা : كم الاستفهامية তার তামীযকে নিয়ে مبتدأ হয় চার ক্ষেত্রে। যথা :

১. كم মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل لازم আসে। যেমন :

(কয়টি ফুল ফুটেছে ?)

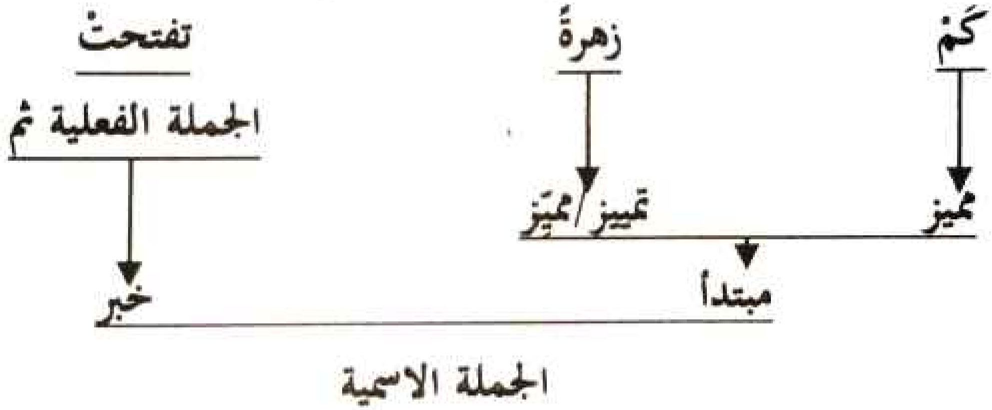

২. كم মুবতাদা হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পেয়েছে। যেমন :

(তুমি কয়টি বই পড়েছ ?)

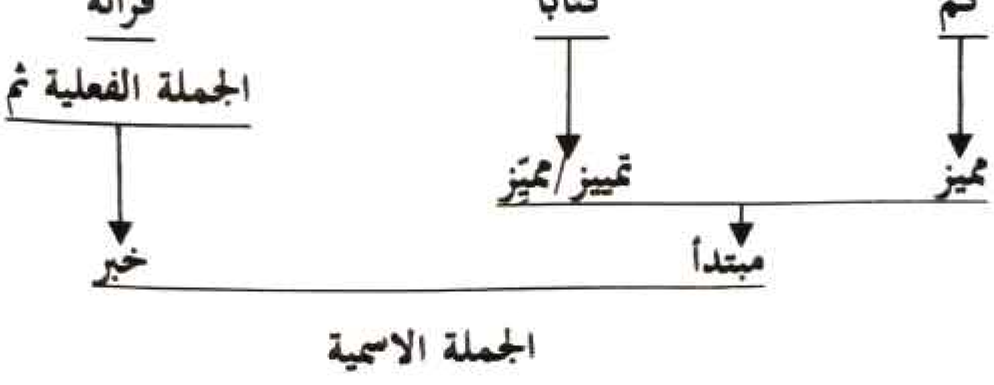

৩. كم মুবতাদা হয় যদি তার পরে اسم الظرف অর্থাৎ عند، أمام، فوق ইত্যাদি শব্দ আসে। যেমন :

(তোমার কাছে কয়টি কলম আছে ?)

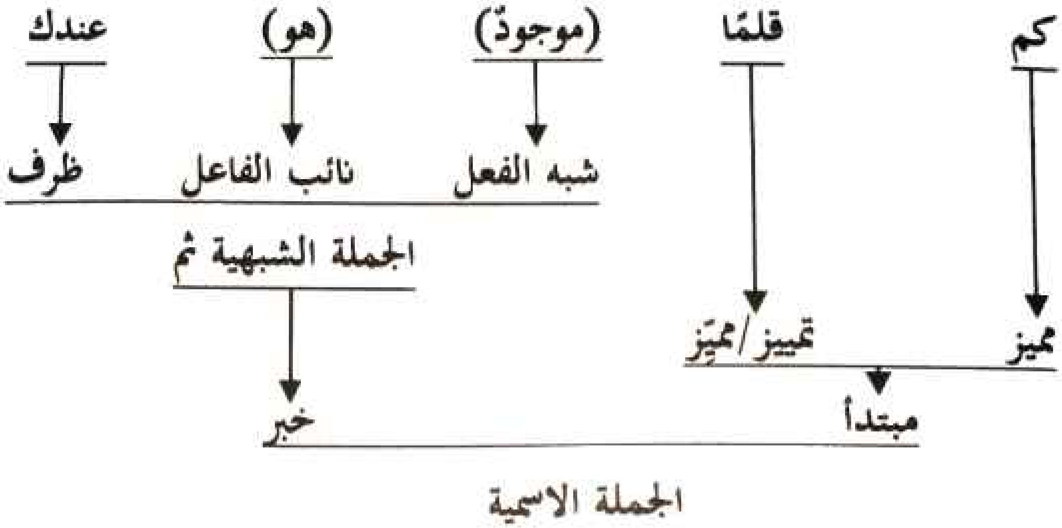

৪. كم মুবতাদা হয় যদি তার পরে حرف الجر আসে। যেমন :

(মাঠে কয়জন খেলোয়াড় আছে ?)

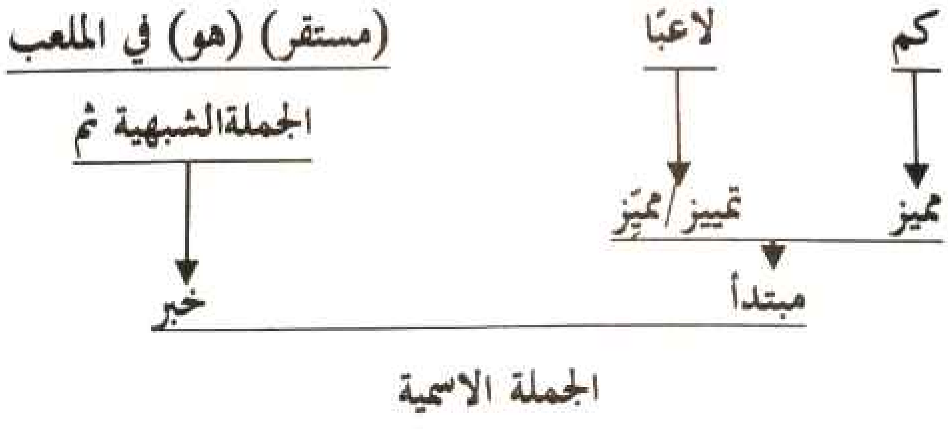

খবর : كم الاستفهامية তার تمييز-কে নিয়ে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(তোমার সম্পদ কত দিরহাম ?)

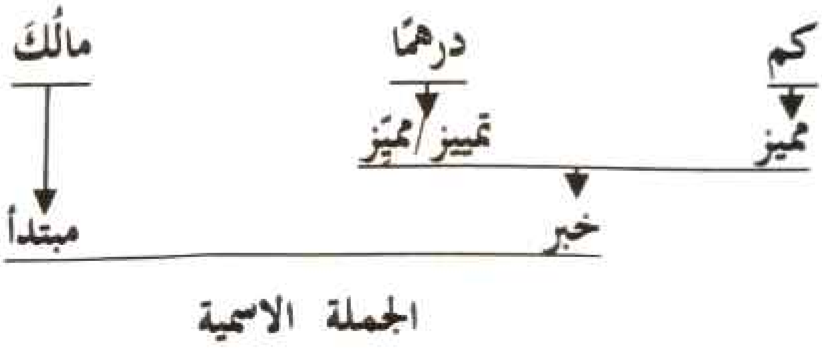

মাফ'উলে বিহী : كم الاستفهامية তার تمييز-কে নিয়ে مفعول به হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পায়নি। যেমন:

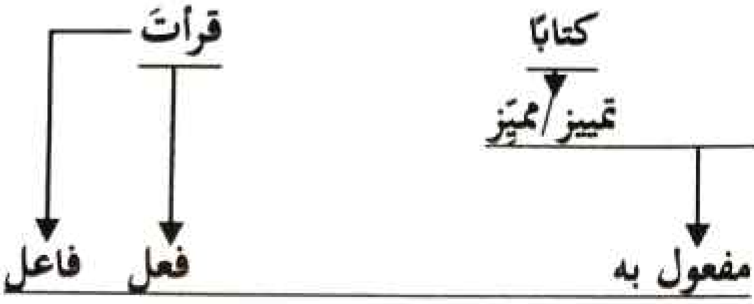

الجملة الفعلية

মাফ'উলে মুতলাক : كم الاستفهامية তার تمييز-কে নিয়ে مفعول مطلق হয়, যদি তার পরে এমন মাছদার আসে যা তার পরবর্তী ফেয়েলের মাদ্দাহ বা অর্থবিশিষ্ট। যেমন :

(তুমি শব্দটি কত মুখস্থ করেছ ?)

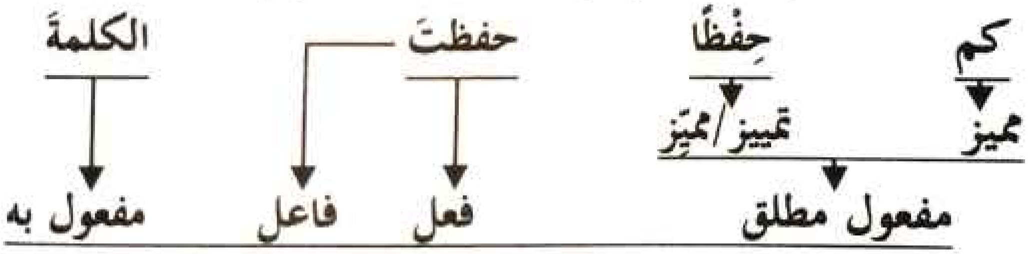

الجملة الفعلية

فعل ناقص-এর খবর : كم الاستفهامية তার تمييز-কে নিয়ে খবর হয়, যদি তার পরে فعل ناقص আসে। যেমন :

(স্বর্ণ কত মিছকাল ছিল ?

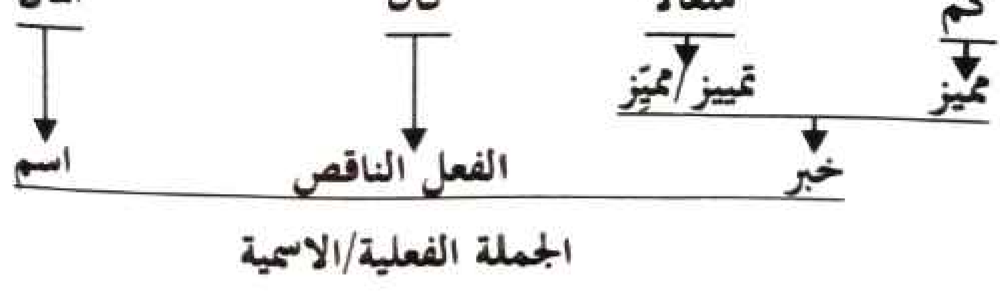

الجملة الفعلية/الاسمية

مضاف إليه : كم الاستفهامية তার তামীযকে নিয়ে مضاف إليه হয়, যদি তার শুরুতে مضاف প্রবেশ করে। যেমন :

(তুমি কয়জন লেখকের বই পড়েছ ?)

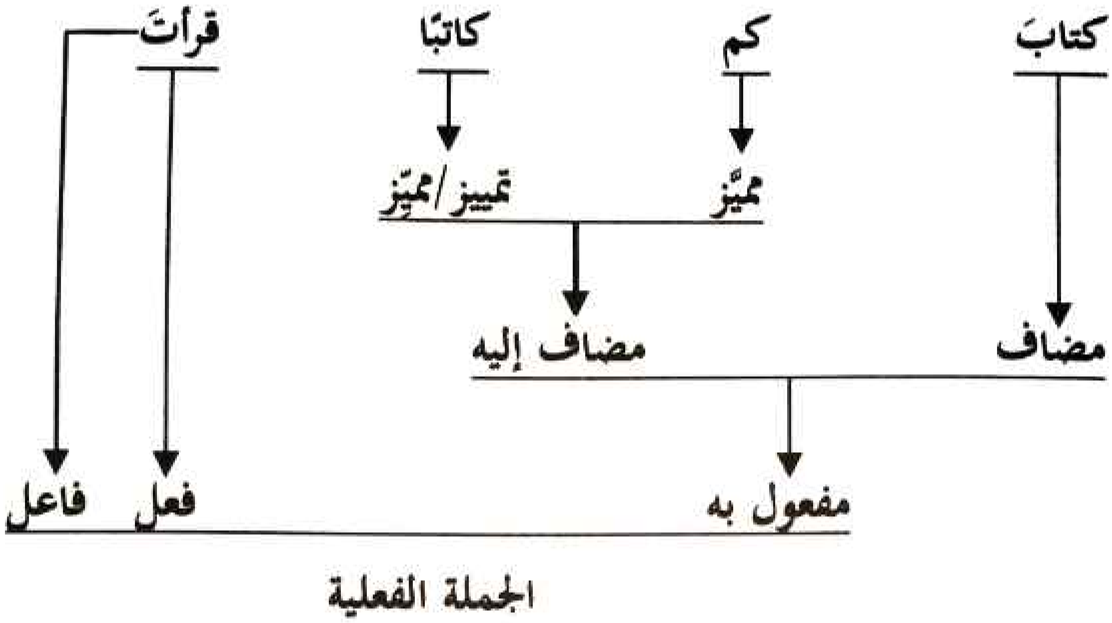

মাজরূর : كم الاستفهامية তার তামীযকে নিয়ে মাজরূর হয়, যদি তার শুরুতে حرف الجر প্রবেশ করে। যেমন :

(তুমি কয় দিরহাম দিয়ে বইটি ক্রয় করেছ ?)

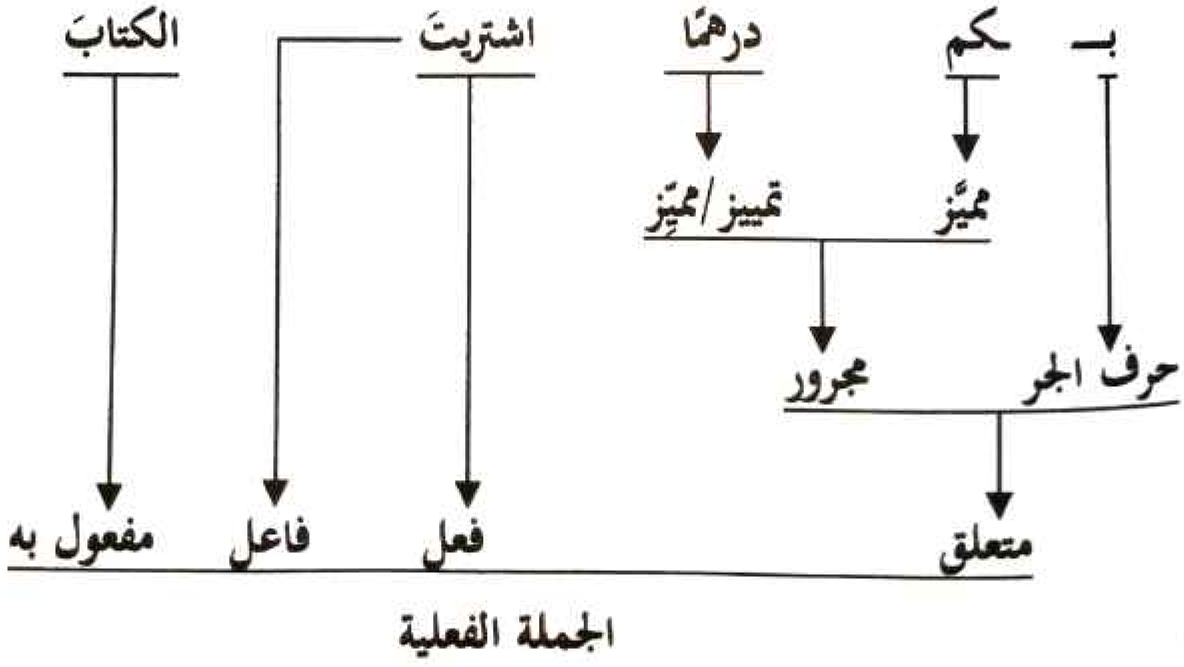

كم الخبرية-এর তারকীব

كم الاستفهامية-এর ন্যায় كم الخبرية ও তারকীবে مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول مطلق، مفعول به، نائب الظرف الزمان এবং فعل ناقص-এর খবর হয়। ওপরে যে-কয়টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে, এখানেও হুবহু সব কয়টি উদাহরণ প্রযোজ্য হবে। তবে, তারকীবের পদ্ধতিগত সামান্য পাথর্ক্য রয়েছে। অর্থাৎ তারকীবে كم الخبرية টি مضاف হয়, আর তার তামীযটি হয় مضاف إليه তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে বাক্যের অংশ হয়। নমুনা হিসাবে শুধু একটি উদাহরণ পেশ করা হলো। যেমন :

(আমি কত দেশ সফর করেছি !)

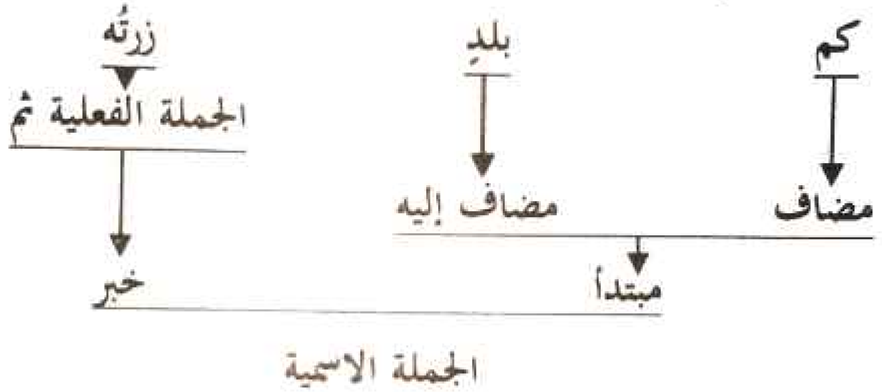

ফায়দা : পূর্বে বলা হয়েছে যে, كم الاستفهامية যদি حرف الجر-এর মাদখূল হয় তাহলে তার তামীয মানছূব হওয়া উত্তম। তবে, উহ্য من দ্বারা মাজরূরও হয়। মাজরূর হলে كم তখন তারকীবে مضاف হয়। যেমন :

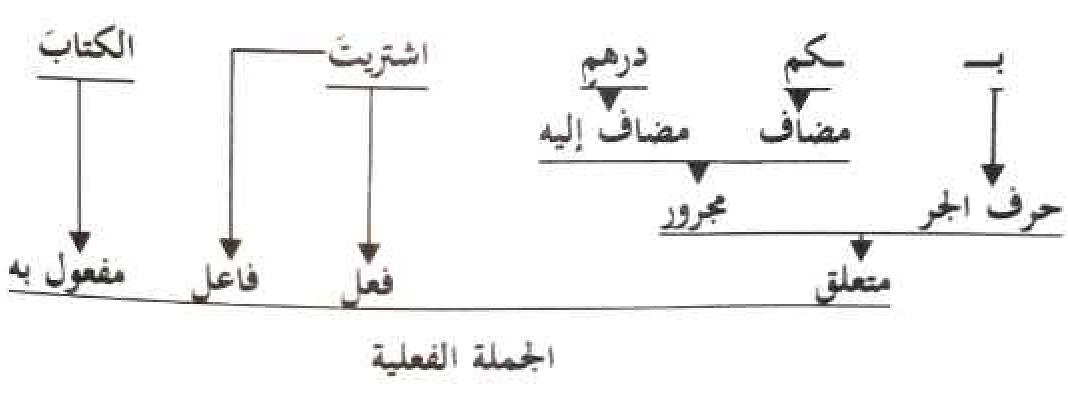

كم الخبرية-এর تمييز-এর পূর্বে যদি من আসে

যদি কখনো كم الخبرية-এর تمييز-এর শুরুতে من আসে তাহলে তা তারকীবে زائد অর্থাৎ অতিরিক্ত হয়। যেমন :

(আমি কত দিরহাম খরচ করেছি !)

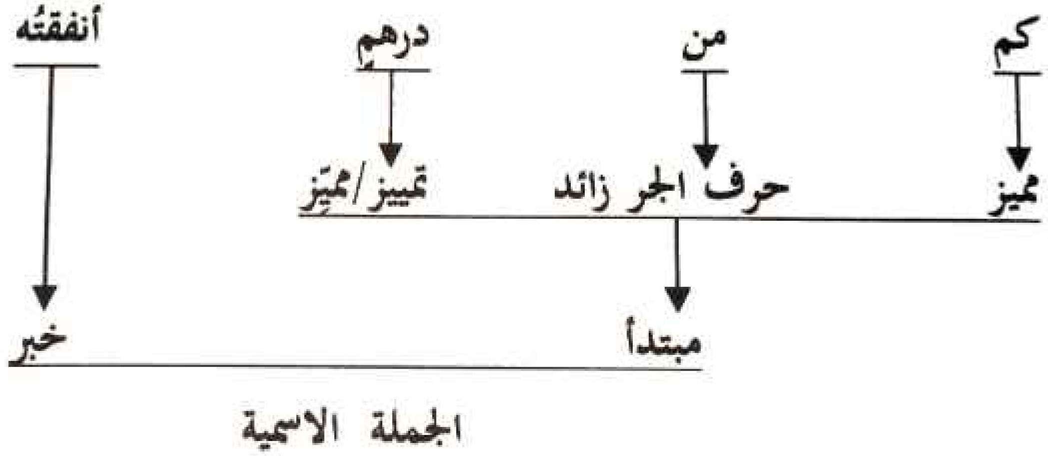

كم الاستفهامية والخبرية ও তাদের তামীযের মাঝে যদি ফাছিলা আসে

কখনো-কখনো كم الاستفهامية والخبرية ও তাদের তামীযের মাঝে ظرف، خبر، حرف الجر কিংবা فعل দ্বারা ফাছিলা এসে থাকে। যেমন :

ক. كم أمام المعلم تلميذًا ؟

খ. كم في المكتبة كتابًا ؟

গ. كم نجح طالبًا ؟

ঘ. كم قرأتُ كتابًا ؟

তারকীব-পদ্ধতি নিম্নরূপ :

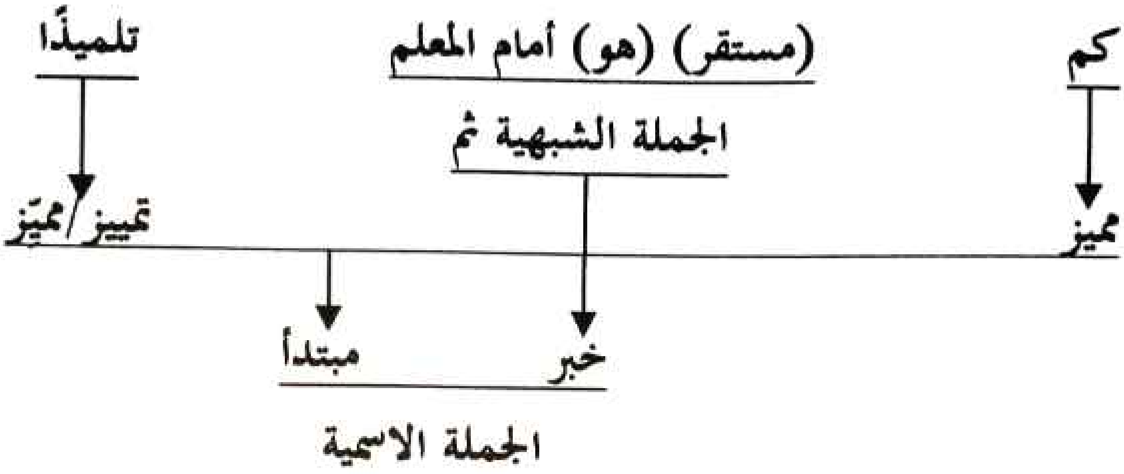

ফায়দা : كم الخبرية ও তার তামীযের মাঝে যদি ফাছিলা আসে তাহলে إضافة ভেঙে যাওয়ার কারণে তার তামীয মানছূব হয়। তবে, كم-এর পরবর্তী ফেয়েলেটি متعدي হলে مفعول به-এর সাথে মিলে যাওয়ার ভয়ে, তামীযটি তখন من দ্বারা মাজরূর হয়। যেমন : كم قرأت من كتاب! তারকীবের সময় منটি অতিরিক্ত হয় এবং تمييز ও مميز-এর তারকীব হয়।

كم الاستفهامية والخبرية-এর তামীয উহ্য হলে

كم الاستفهامية والخبرية-এর তামীয যদি উহ্য হয় তাহলে তা উল্লেখ করে তারকীব করতে হয়। যেমন :

ক. كم مالُك ؟ أي كم درهمًا مالُك ؟ (তোমার সম্পদ কত দিরহাম ?)

খ. كم عصيتَ أمري ؟ أي كم مرةً عصيتَ أمري ؟ (তুমি কতবার আমার আদেশ অমান্য করেছ !)

كَأَيِّنْ বা كَأَيٍّ সম্পর্কে আলোচনা

كأين-এর পরিচয় : كم الخبرية-এর ন্যায় كأين দ্বারা অস্পষ্ট পরিমাণ বহু সংখ্যা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়। অর্থ 'কত ! কতজন ! বহু ! অনেক !

تمييز كأين : كأين-এর তামীয সর্বদা মুফরদ হয় এবং من দ্বারা মাজরূর হয়। তবে, منটি অতিরিক্ত হয়।

كأين-এর তারকীব

كأين তারকীবে শুধু مبتدأ বা مفعول به হয়। كأين-এর তারকীব-পদ্ধতি হুবহু كم الاستفهامية والخبرية-এর ন্যায়। তাই শুধুমাত্র একটি উদাহরণ ও তারকীব দেওয়া হলো। যেমন :

(কত নবীর সাথে অনেক ধার্মিক লোক লড়াই করেছে !)

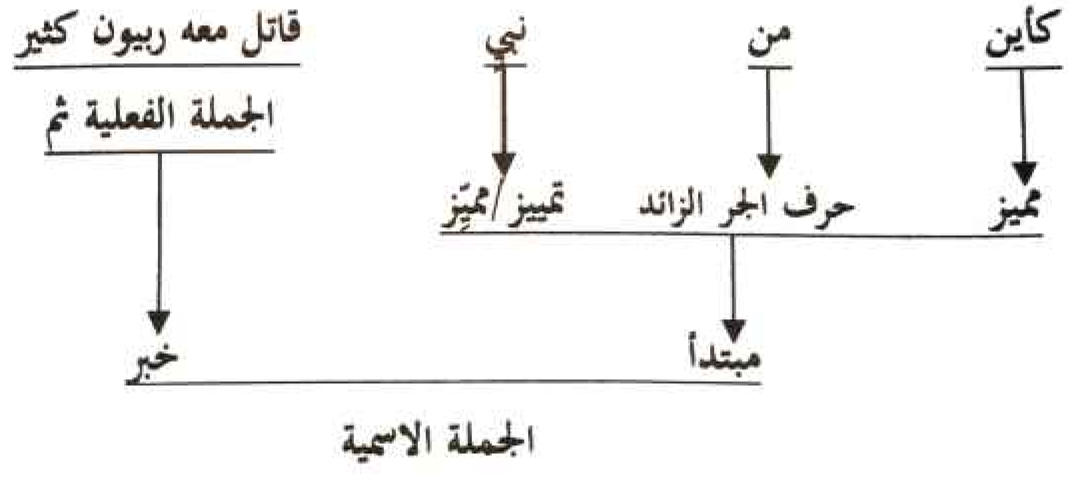

ফায়দা : كأين যদি তারকীবে মুবতাদা হয় তাহলে তার খবর সর্বদা জুমলায়ে ফে'লিয়্যা বা শিবহুল জুমলা হয়; الجملة الاسمية হয় না।

كذا সম্পর্কে আলোচনা

كذا শব্দটি অস্পষ্ট কম বা বেশি সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন : لعب كذا وكذا لاعبا. কিংবা অস্পষ্ট বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন : قلت له كذا وكذا حديثا. অধিকাংশ সময় তা আতফের মাধ্যমে পুনরোক্ত হয়ে থাকে। অবশ্য, আতফ ছাড়া এককভাবে, কিংবা পুনরোক্তভাবেও ব্যবহৃত হয়।

تمييز كذا : كذا-এর তামীয সর্বদা مفرد منصوب হয়; কখনো মাজরূর হয় না।

كذا-এর তারকীব

كذا তারকীবে–

ক. মুবতাদা হয়। যেমন : عند المعلم كذا وكذا كتابًا. (موجود)

খ. খবর হয়। যেমন : معلمونا كذا وكذا عالما.

গ. ফায়েল হয়। যেমন : نجح في الامتحان كذا وكذا طالبًا.

ঘ. নায়িবুল ফায়েল হয়। যেমন : نُظِّفت كذا وكذا غرفةً.

ঙ. মাফ'উলে বিহী হয়। যেমন : قطعت الخادمة كذا وكذا سمكةً.

চ. মাফ'উলে ফীহি হয়। যেমন : صمت كذا وكذا يومًا.

ছ. মাফ'উলে মুতলাক হয়। যেমন : أكل ماجد اليوم كذا وكذا أَكْلَةً.

ক. كذا যদি আতফ ছাড়া ব্যবহৃত হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

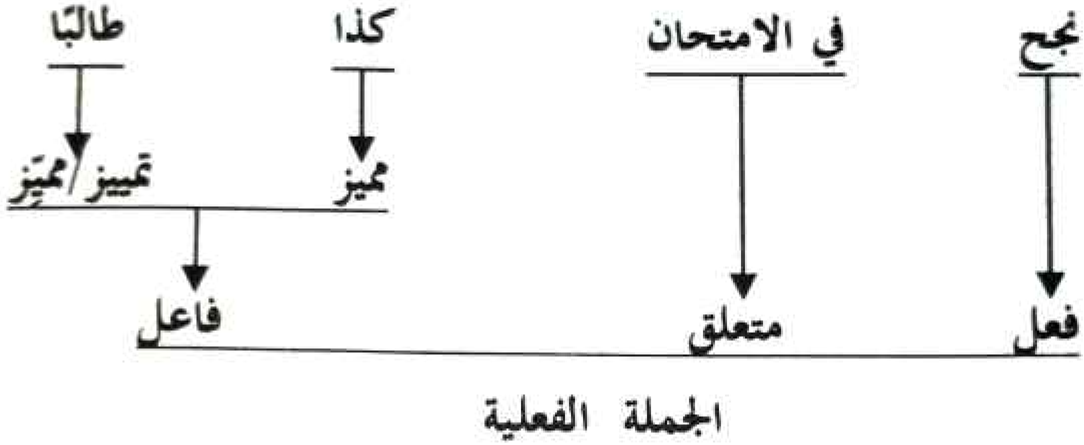

খ. كذا যদি আতফ-সহ ব্যবহৃত হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ ;

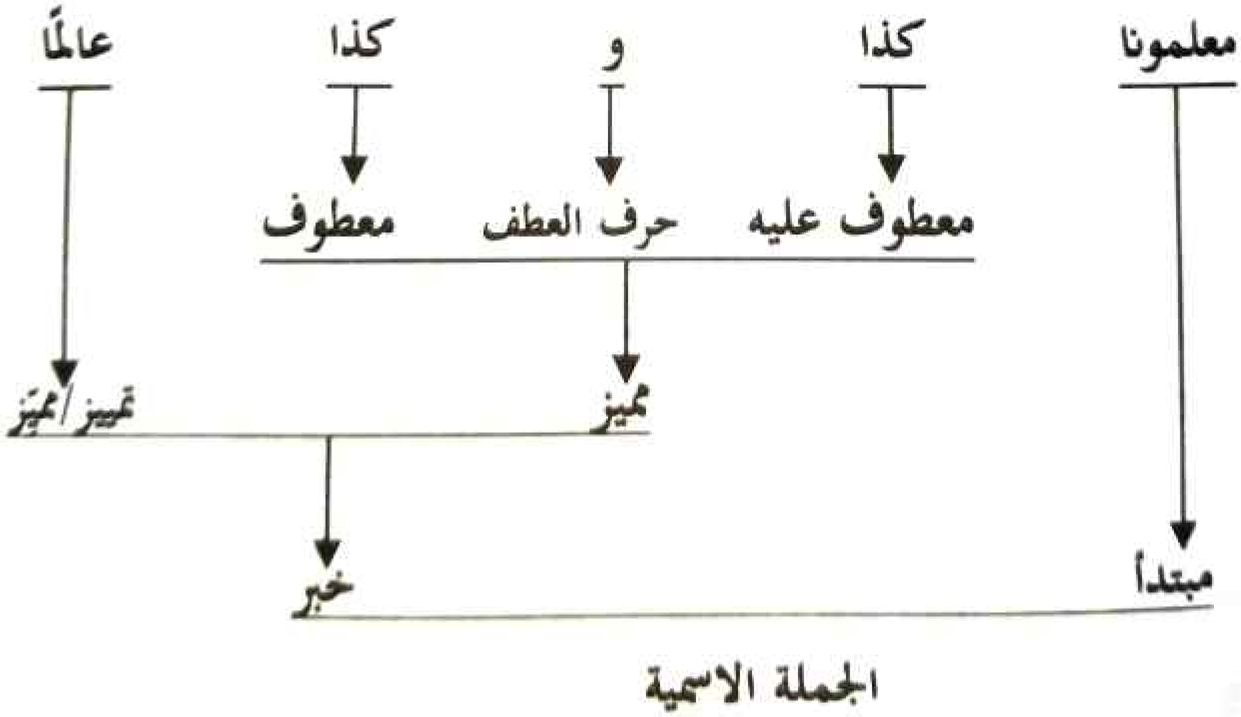

২য় প্রকার تمييز المفرد

• المقدار সম্পর্কে আলোচনা

تمييز المفرد-এর مُمَيَّز-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো المقدار অর্থাৎ مميزটি পরিমাণবাচক শব্দ হয়। مقدار বা পরিমাণবাচক শব্দগুলো মোটামুটি তিন প্রকার। যথা :

১. الوَزْنُ অর্থাৎ مميزটি مَنَّ، أُوْقِيَةٌ، قِيْرَاطٌ، رِطْلٌ، مِثْقَالٌ ইত্যাদি বাটখারার পরিমাণবাচক শব্দ হয়। যেমন : اشتريتُ مثقالًا ذهبًا. (আমি এক মিসকাল স্বর্ণ ক্রয় করেছি।)

২. الكَيْلُ অর্থাৎ مميزটি قَفِيْزٌ، مُدٌّ، صَاعٌ، جَرِيْبٌ ইত্যাদি পাত্রের পরিমাণবাচক শব্দ হয়। যেমন : في الإناء صاع بُرًّا. (পাত্রে এক ছা' গম আছে।)

৩. المِسَاحَة والمِقْيَاسُ অর্থাৎ مميزটি فَرْسَخٌ، مِيْلٌ، ذِرَاعٌ، شِبْرٌ ইত্যাদি আয়তন ও দূরত্বজ্ঞাপক শব্দ হয়। যেমন : اشتريت ذراعا ثوبا.

৩য় প্রকার تمييز المفرد

• مشابه المقدار সম্পর্কে আলোচনা

تمييز المفرد-এর مميز-এর তৃতীয় প্রকার হলো مشابه المقدار অর্থাৎ مميزটি পরিমাণবাচক শব্দ নয়, বরং তার কাছাকাছি বা সদৃশ শব্দ হয়। مشابه المقدار বা 'পরিমাণবাচক শব্দের সদৃশ শব্দ' অনুরূপভাবে তিন প্রকার। যথা :

১. مشابهُ الوَزْنِ অর্থাৎ مميزটি وزن-এর সদৃশ কোনো শব্দ হয়। যেমন : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. (যে কণা পরিমাণ নেক আমল করবে সে তা দেখবে।)

২. مشابهُ الكَيْلِ অর্থাৎ مميزটি كيل-এর সদৃশ কোনো শব্দ হয়। অর্থাৎ এমন কোনো পাত্র বা থলি, যা দ্বারা সাধারণত মাপা হয় না। যেমন: عند البائع كيس بُرًّا. (বিক্রেতার নিকট এক থলি গম আছে।)

৩. مشابهُ المِساحةِ والمقياسِ অর্থাৎ مميزটি আয়তনবাচক কোনো শব্দের সদৃশ কোনো শব্দ হয়। যেমন : ما في السماء قدرُ راحةٍ سحابًا، عند ماجد مَدُّ يديه حبلاً، لي مَدُّ البصرِ أرضًا. (আকাশে হাতের তালু অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ মেঘ নেই। মাজেদের নিকট হাতের দৈর্ঘ্য পরিমাণ রশি আছে। আমার দৃষ্টির দূরত্ব-পরিমাণ জমি আছে।)

৪র্থ প্রকার تمييز المفرد

• الجاري مَجْرَى المقدار সম্পর্কে আলোচনা

تمييز المفرد-এর مميز-এর চতুর্থ প্রকার হলো– الجاري مجرى المقدار অর্থাৎ مميزটি পরিমাণবাচক শব্দের পর্যায়ভুক্ত শব্দ হয়। যেমন : في الأرض مِثْلُ ما في البحر ماءً، في البحر غيرُ هذا حيوانًا، ولو جئنا بمثله مددًا. (জমিনে সমুদ্রের সমপরিমাণ পানি আছে। সমুদ্রে এ ছাড়াও প্রাণী রয়েছে। যদিও আমি সমপরিমাণ কালি নিয়ে আসি।)

৫ম প্রকার تمييز المفرد

• ما كان فَرْعًا للتمييز সম্পর্কে আলোচনা

تمييز المفرد-এর পঞ্চম প্রকার হলো– ما كان فرعًا للتمييزِ অর্থাৎ مميزটি تمييز-এর فرع বা অংশ হয়। যেমন : لماجد خاتمُ فضةٍ، عند فاطمة ثوبٌ حريرًا. (মাজেদের একটি রূপার আংটি আছে। ফাতেমার একটি রেশমের কাপড় আছে।)

تمييز المفرد-এর مميز-এর ব্যবহার-পদ্ধতি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, تمييز المفرد-এর مميز পাঁচ প্রকার। যথা :

১. العدد ২. المقدار ৩. مشابه المقدار ৪. ما أجرى مجرى المقدار ৫. ما كان فرعا للتمييز

প্রথম প্রকার অর্থাৎ العدد ছাড়া বাকি চার প্রকারের تمييز-এর ব্যবহার-পদ্ধতি তিনটি। যথা : ১. منصوب ২. من দ্বারা জর ৩. مضاف إليه-রূপে মাজরূর। যেমন :

ক. عندي رطل زيتًا/ من زيتٍ/ زيتٍ.

খ. فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرا / من خيرٍ/ مثقالَ ذرةِ خيرٍ يره.

গ. ولو جئنا بمثله مددا / من مددٍ/ بمثل مددٍ.

ঘ. عند فاطمة خاتمٌ ذهبًا/ من ذهبٍ/ خاتمُ ذهبٍ.

تمييز المفرد-এর তারকীব

ক. تمييز المفرد যদি মানছূব হয় তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে তারকীব হয়। যেমন :

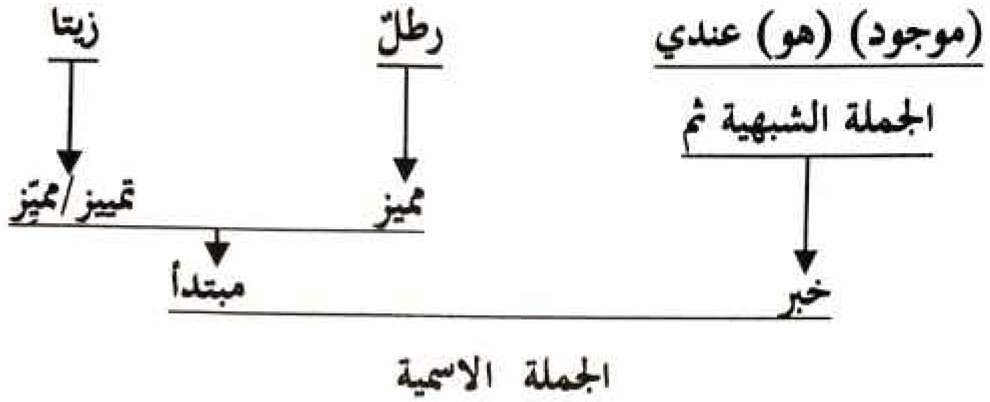

খ. যদি তামীযের শুরুতে من আসে তাহলে منটি অতিরিক্ত হয়। যেমন:

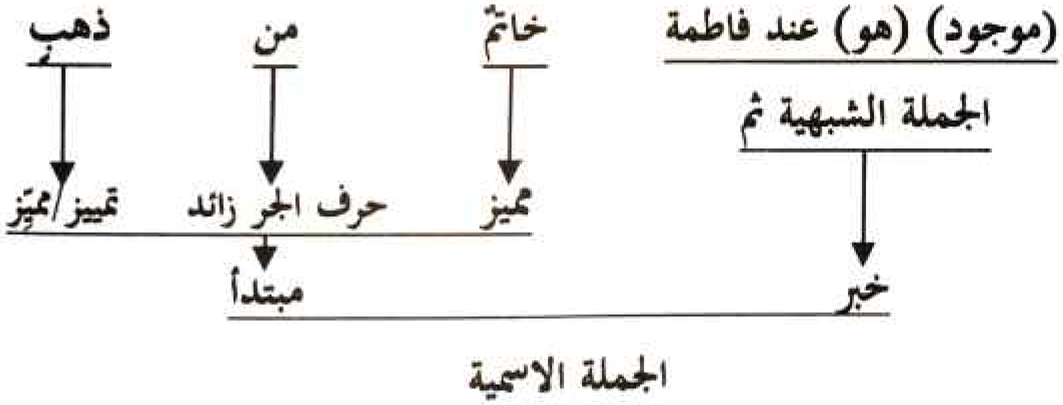

গ. تمييز المفرد যদি إضافة-এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হয় তাহলে তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

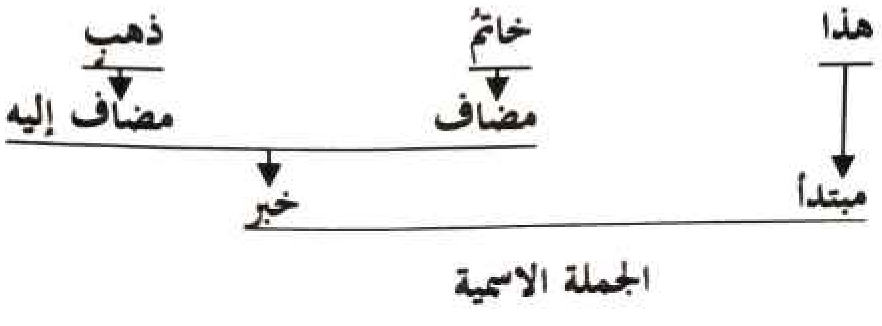

الأَفْعَالُ النَاقِصَةُ সম্পর্কে আলোচনা

ক. الأفعال الناقصة-এর পরিচয় : الأفعال الناقصة ওই সকল ফেয়েলকে বলে, যা মুবতাদা ও খবরের শুরুতে আসে এবং মুবতাদাকে ফায়েলের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে পেশ দান করে এবং খবরকে مفعول به-এর সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে যবর দান করে। তখন মুবতাদাকে ইসম এবং খবরকে খবর বলে। তারকীবের সময় ফেয়েলে নাকিছ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে الجملة الفعلية/الاسمية হয়।

খ. নামকরণের কারণ : এই সকল ফেয়েলকে الأفعال الناقصة নামে নামকরণের কারণ হলো- কেননা, তা খবর ছাড়া শুধু ইসমকে নিয়ে অর্থপূর্ণ হয় না।

গ. الأفعال الناقصة-এর প্রকার : সমস্ত الأفعال الناقصة দুই প্রকার। যথা :

১. كان وأخواتها ২. كاد وأخواتها

১ম প্রকার الأفعال الناقصة

كَانَ وَأَخَوَاتُهَا সম্পর্কে আলোচনা

ক. كان ও তার সমগোত্রীয় ফেয়েলগুলো নিম্নরূপ :

كان، صار، أصبح، أمسى، أضحى، ظَلَّ، بات، ليس، ما زال، ما انْفَكَّ، ما فَتِئَ، ما بَرِحَ، مادام ইত্যাদি।

কখনো-কখনো آض، رجع، استحال، عاد، حار، ارتد، تحول، غدا، راح، تَبَدَّلَ، اِنقلبَ ইত্যাদি ফেয়েল صار-এর অর্থে فعل ناقص হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ. উপরোক্ত ফেয়েলগুলোকে একত্রে الأفعال الناقصة বলে। আর একটিকে الفعل الناقص বলে।

গ. الأفعال الناقصة যেহেতু অপূর্ণ ফেয়েল, তাই তারকীবের সময় শেষ সমাধানে বাক্যটিকে الجملة الفعلية বা الجملة الاسمية উভয়টিই বলা যায়।

ঘ. كان ও তার সমগোত্রীয় সকল ফেয়েলে নাকিছের তারকীব-পদ্ধতি একই রকম। তবে, ليس، ما دام এবং ما ও لا-যুক্ত ফেয়েলে নাকিছ সম্পর্কে দু-একটি কথা রয়েছে।

كان وأخواتها-এর তারকীব-পদ্ধতি

كان وأخواتها-এর তারকীব-পদ্ধতি নিম্নরূপ :

ক. كان وأخواتها-এর ইসম যদি লুক্কায়িত যমীর হয়–

(সে ছোটো ছিল।)

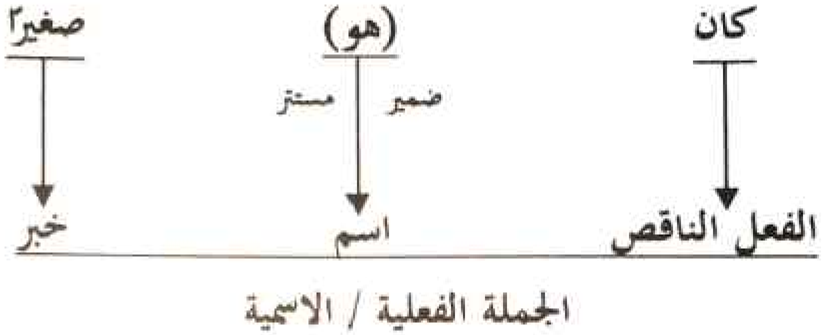

খ. كان وأخواتها-এর ইসম যদি প্রকাশ্য ইসম হয়–

(মাজেদ বড়ো হয়ে গিয়েছে।)

গ. كان وأخواتها-এর খবর যদি الجملة الشبهية হয়–

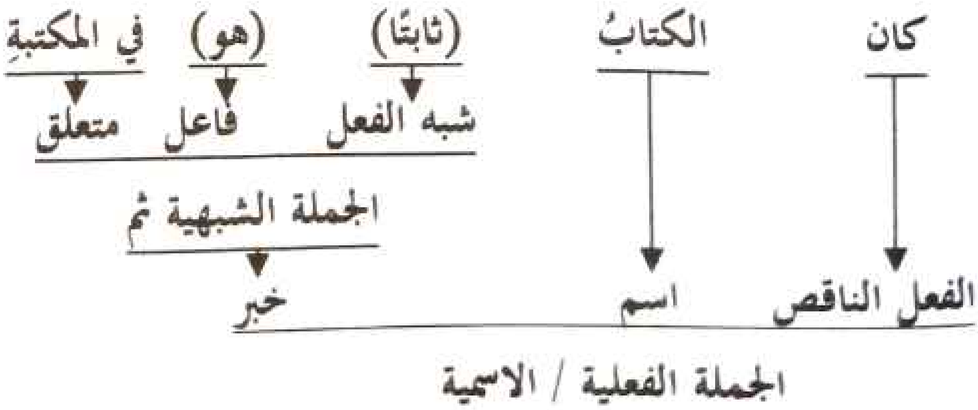

আরো কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব

ক. ফেয়েলে নাকিছের ইসম যদি তার পূর্বে আসে–

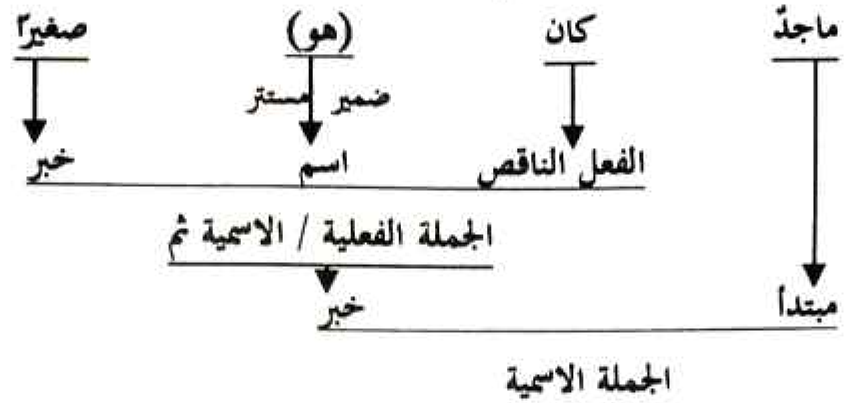

খ. ফেয়েলে নাকিছের পূর্বে যদি إِنَّ আসে–

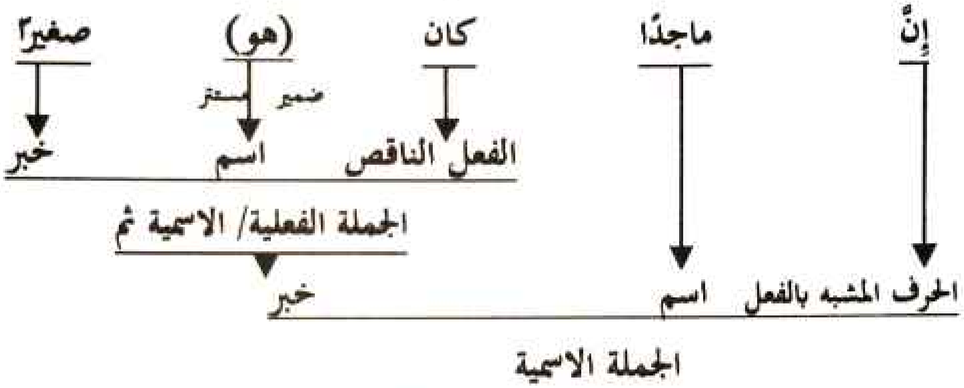

গ. আরেকটি উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় কিতাব তাতে একটি গল্প ছিল।)

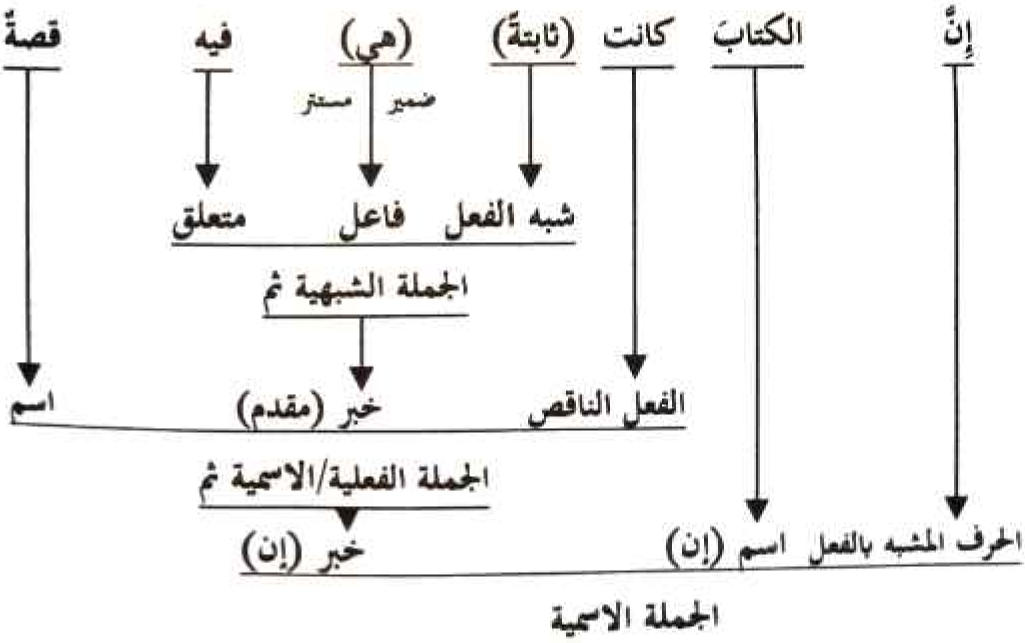

ليس সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ليس-এর তারকীব كان وأخواتها-এর ন্যায়। তবে, কখনো-কখনো তার খবরের শুরুতে অতিরিক্ত باء যুক্ত হয়। তারকীবে যার কোনো স্থান নেই। যেমন :

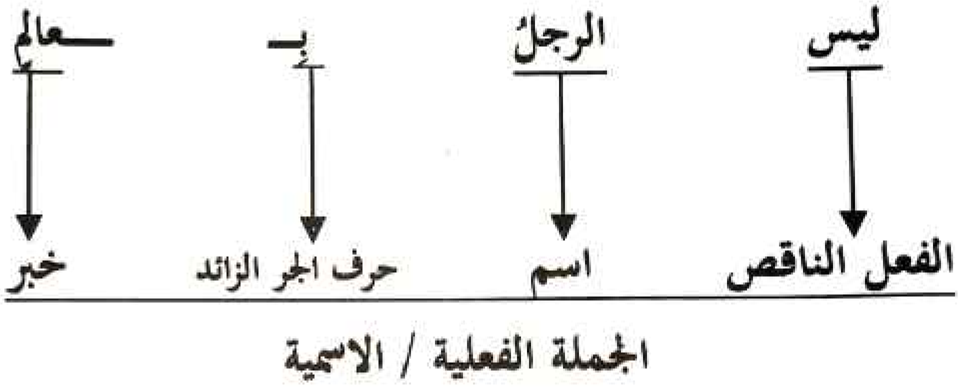

উল্লেখ্য, ليس-এর শুধু মাযী ব্যবহৃত হয়; মুযারে' বা আমর ব্যবহৃত হয় না।

ما ও لا-যুক্ত ফেয়েলে নাকিছ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ما زال، لا يزال، ما برح، ما انفك ইত্যাদি ما ও لا-যুক্ত ফেয়েলে নাকিছের তারকীব كان-এর وأخواتها মতোই হয়। শুরুতে যুক্ত ما ও لا-এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন :

(ছেলেটি নির্বোধ রয়ে গিয়েছে।)

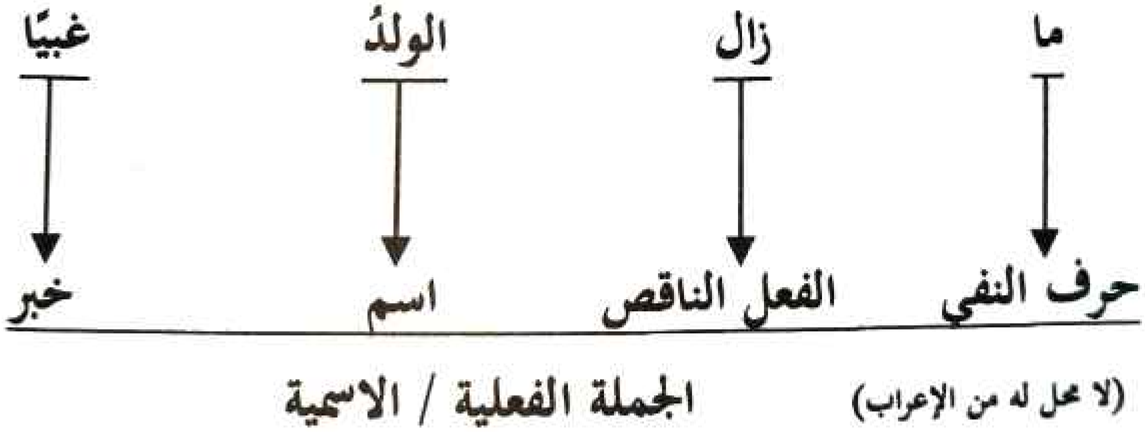

مادام সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

مادام-এর ما টি حرف النفي নয়, বরং এটি ما المَصْدَرِيَّةُ الزَّمَانِيَّةُ এটি পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে। অতঃপর মাছদারটি পূর্ববর্তী বাক্যের مفعول فيه হয়। যেমন :

(আমি বসে থাকব যতক্ষণ তুমি বসে থাকবে।)

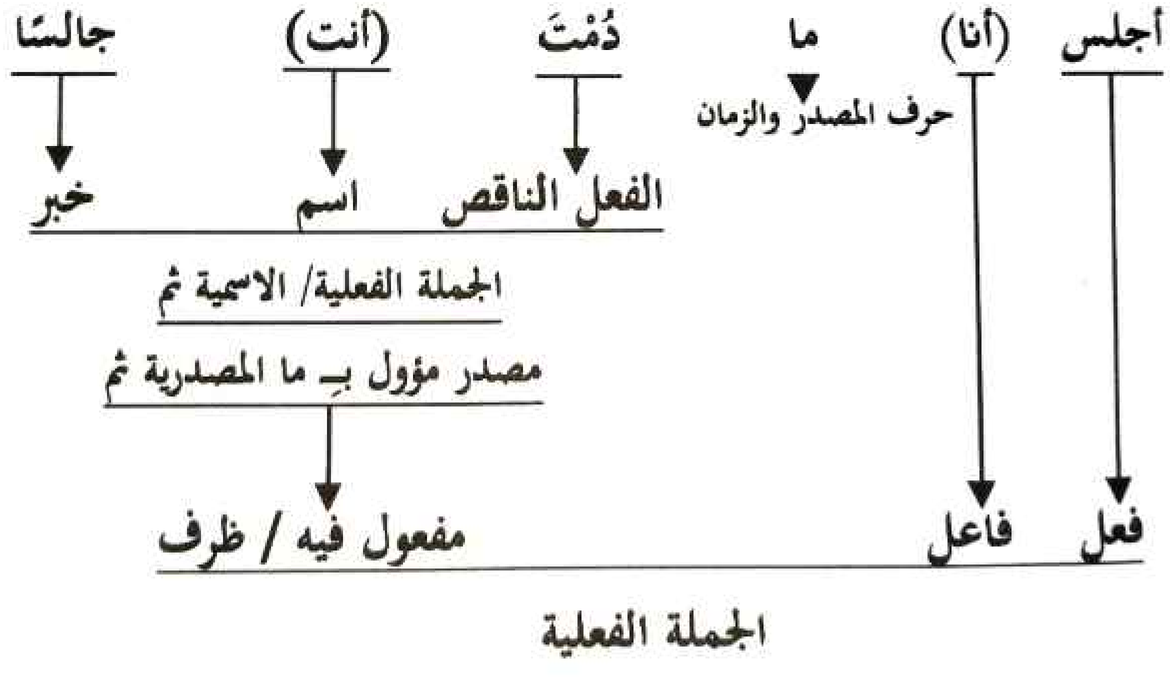

উল্লেখ্য, مادام-এর শুধু মাযী ব্যবহৃত হয়; মুযারে‘ ও আমর ব্যবহৃত হয় না।

كان وأخواتها কখনো-কখনো تام-রূপে ব্যবহৃত হয়

كان وأخواتها কখনো-কখনো ফায়েলওয়ালা ফেয়েলের সমাথর্করূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এগুলোকে فعل تام বলে। তবে, مازال، مافتئ، مانفك ও ليس এই চারটি ফেয়েল কখনো فعل تام হয় না। বরং সর্বদা فعل ناقص হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

كان وأخواتها যখন فعل تام-রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তাদের অর্থ হয় নিম্নরূপ:

১. كان - حصل : (সে অর্জিত হয়েছে।)

২. أصبح - دخل في الصباح : (সে সকাল যাপন করেছে।)

৩. أمسى – دخل في المساء : (সে সন্ধ্যা যাপন করেছে।)

৪. أضحي – دخل في الضحى : (সে পূর্বাহ্নকাল যাপন করেছে।)

৫. بات – نزل ليلا : (সে রাতে অবতীর্ণ হয়েছে।)

৬. ظل – دام واستمر : (সে অব্যাহত রয়েছে।)

৭. صار- انتقل : (সে স্থানান্তরিত হয়েছে।)

৮. دام- بقي : (সে বাকি থাকল) বা استمر (অব্যাহত থাকল)

৯. انفك- انفصل : (সে পৃথক হলো।)

১০. برح- ذهب : (সে গেল।) বা فارق : (সে পৃথক হলো।)

বলাবাহুল্য, كان وأخواتها যখন فعل تام হয় তখন স্বাভাবিক নিয়মেই তারকীব হয়। যেমন : (বৃষ্টি নেমেছে।)

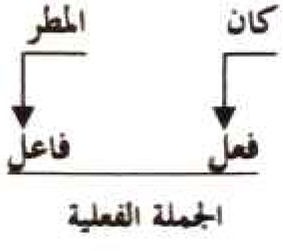

২য় প্রকার الأفعال الناقصة

كَادَ وأَخَوَاتُهَا সম্পর্কে আলোচনা

ক. الأفعال الناقصة-এর দ্বিতীয় প্রকার হলো– كاد وأخواتها এই ফেয়েলগুলো তিন প্রকার। যথা :

১. أفعال المقاربة

২. أفعال الرجاء

৩. أفعال الشروع

খ. সবগুলোকে একত্রে الفعل المقاربةও বলে। কারণ, তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারটি বেশি প্রসিদ্ধ এবং এর ব্যবহারও তুলনামূলক বেশি। যদিও প্রত্যেক প্রকারের নিজস্ব অর্থ রয়েছে।

أفعال المقاربة সম্পর্কে আলোচনা

ক. أفعال المقاربة -এর ফেয়েল মোট তিনটি। যথা : كاد، كَرَبَ، أَوْشَكَ এই তিনটি ফেয়েল এ-কথা বোঝায় যে, مضمون الجملةটি ঘটা আসন্ন বা উপক্রম হয়েছে। অর্থাৎ মুবতাদার জন্য খবরটি ঘটা নিকটবর্তী হয়েছে।

খ. كاد ও كرب-এর খবর সাধারণত أن-মুক্ত হয়। যেমন : كادتْ الشمسُ تطلعُ. (সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।) কিন্তু কখনো-কখনো أن- যুক্ত হয়। যেমন : كَرَبَ الوقتُ أن ينتهيَ. (সময় শেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।)

গ. পক্ষান্তরে, أوشك-এর খবর সাধারণত أن-যুক্ত হয়। যেমন : أوشك المالُ أن ينفدَ. (মাল ফুরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।) কদাচিৎ أن-

মুক্ত হয়। যেমন : أوشكتِ السفينةُ تغرقُ. (জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।)

أفعل الرجاء সম্পর্কে আলোচনা

ক. أفعل الرجاء-এর ফেয়েল মোট তিনটি। যথা : عَسَى، إِخْلَوْلَقَ، حَرَى এই তিনটি ফেয়েল এ-কথা বোঝায় যে, مضمون الجملةটি ঘটার আশা করা যায়।

খ. عسى-এর খবর সাধারণত أن-যুক্ত হয়। যেমন : عسى اللهُ أن يتوبَ عليهم. (আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন।)

গ. إخلولق ও حرى-এর খবর বাধ্যতামূলকভাবে أن-যুক্ত হয়। যেমন: إخلولق المذنبُ أن يتوب. (আশা করা যায় যে পাপী তাওবা করবে।) حرى التلميذُ أن ينجحَ في الامتحان. (আশা করা যায় যে, ছাত্রটি পরীক্ষায় সফল হবে।)

أفعال الشروع সম্পর্কে আলোচনা

ক. أَخَذَ، أَنْشَأَ، أَقْبَلَ، هَبَّ، قَامَ، جَعَلَ، طَفِقَ ইত্যাদি ফেয়েলকে أفعال الشروع বলে। এই ফেয়েলগুলো এ-কথা বোঝায় যে, পরবর্তী مضمون الجملةটি ঘটা শুরু হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে।

খ. أفعال الشروع-এর খবর সর্বদা أن-মুক্ত فعل مضارع হয়। যেমন : أخذ الطفلُ يبكي. (শিশুটি কাঁদতে শুরু করেছে।)

كاد وأخواتها-এর তারকীব

كاد وأخواتها-এর খবর যদি أن-মুক্ত হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।)

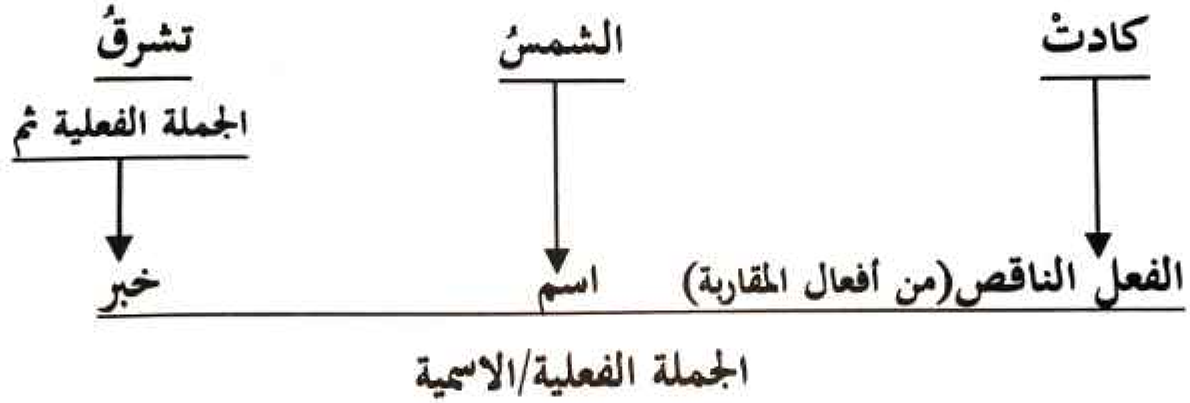

পক্ষান্তরে, খবর যদি أن-যুক্ত হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

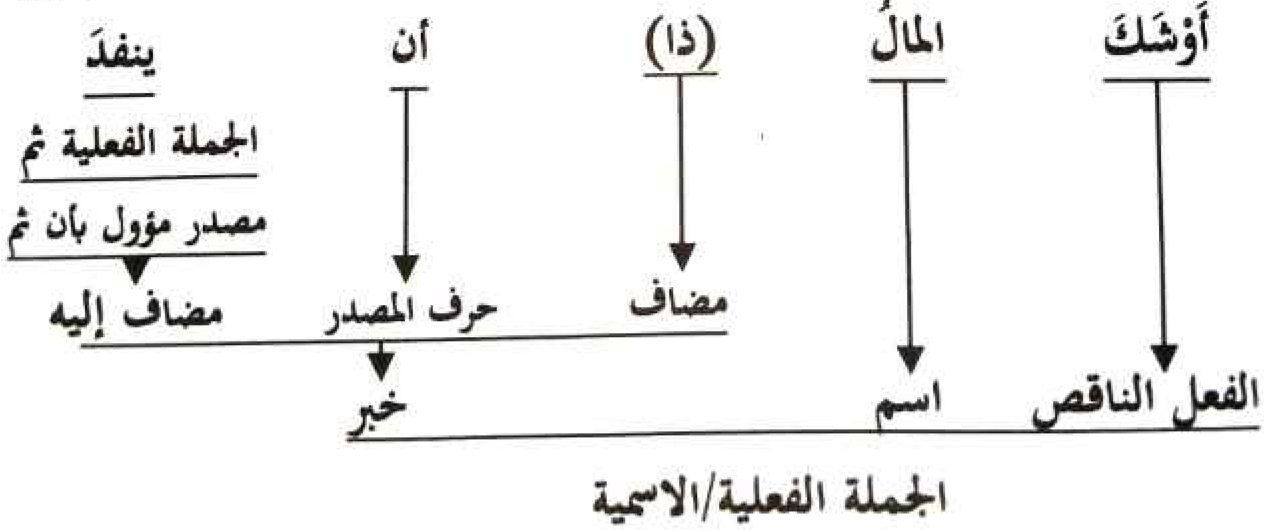

كاد وأخواتها-এর ইসম ও খবরের বিন্যাস-পদ্ধতি ও ধরনসমূহ

كاد وأخواتها-এর ইসম ও খবরের বিন্যাস-পদ্ধতি চারটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : ইসমটি فعل ناقص-এর পরে আসে, আর خبرটি أن-মুক্ত فعل مضارع হয়। যেমন : كاد الماءُ يسقط.

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ইসমটি فعل ناقص-এর পরে আসে, আর খবরটি أن-যুক্ত فعل مضارع হয়। যেমন : كاد القمرُ أن يغيب.

উল্লেখ্য, উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির তারকীব পূর্বে গত হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতি : ইসমটি খবরের পরে আসে, আর খবরটি أن-মুক্ত فعل مضارع হয়ে ইসমের আগে আসে। যেমন :

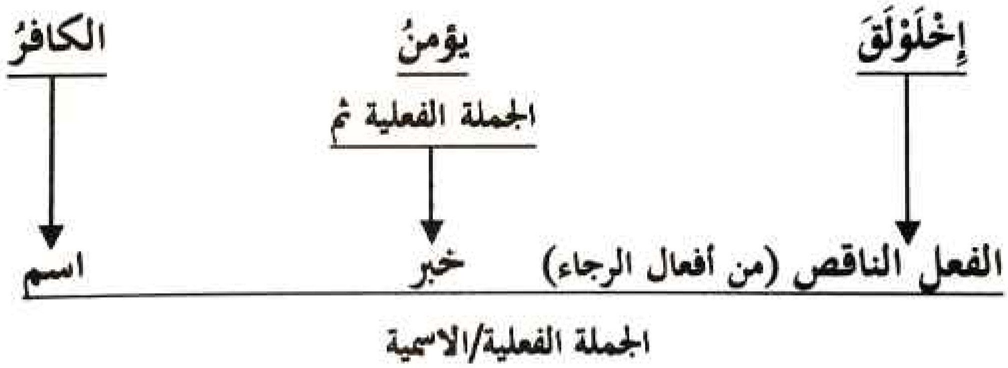

চতুর্থ পদ্ধতি : খবরটি أن-যুক্ত فعل مضارع হয় এবং فعل ناقص-এর পরে আসে, আর ইসমটি খবরের পরে আসে এবং খবরের ফেয়েলের ফায়েল হয়। যেমন :

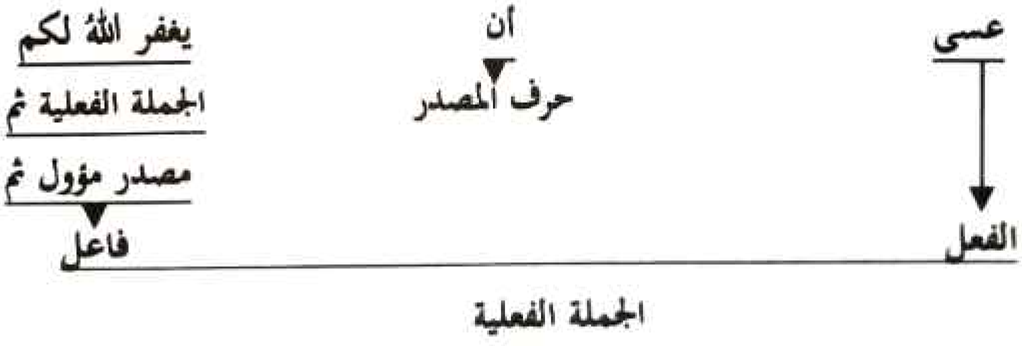

বলাবাহুল্য, এই চতুর্থ পদ্ধতিটি শুধু তিনটি ফেয়েলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যথা : عسى، أوشك، إخلولق

أَفْعَالُ التَّعَجُّبِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. فعل التعجب -এর পরিচয় : যে-ফেয়েল কোনো গুণ বা দোষ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে তাকে فعل التعجب বলে। সবগুলোকে একত্রে أفعال التعجب বলে। যেমন : ما أَجْمَلَ القصرَ! প্রাসাদটি কত সুন্দর! أَقْبِحْ بالحيوانِ! (প্রাণীটি কত কুশ্রী !)

এখানে প্রথম বাক্যে ما أجمل ফেয়েলটি দ্বারা প্রাসাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে أقبح بـ ফেয়েলটি দ্বারা প্রাণীর অসৌন্দর্য সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে।

খ. أفعال التعجب-এর ওজন : أفعال التعجب -এর ওজন দুটি। যথা :

১. ما أَفْعَلَ

২. أَفْعِلْ بِـ

أفعال التعجب-এর তারকীব সম্পর্কে দুটি কথা

ক. ما أفعل ওজনের أفعال التعجب তারকীবে الجملة الاسمية হয়ে থাকে। আর أفعل بـ ওজনের أفعال التعجب-গুলো তারকীবে الجملة الفعلية হয়ে থাকে।

খ. أفعال التجعب যেহেতু বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে সেহেতু أفعال التعجب -বিশিষ্ট বাক্যগুলো তারকীবে الجملة الإنشائية হয়ে থাকে।

ما أفعل ওজনের-এর أفعال التعجب-এর তারকীব-পদ্ধতি

ما أفعل-এর ما অংশটির চারটি অর্থ হতে পারে। তাই সে-হিসেবে ما-এর তারকীব-পদ্ধতি হয় চারটি। যথা :

প্রথম অর্থ ও তারকীব-পদ্ধতি :

ما-টি أَيُّ شيءٍ-এর অর্থে হয়ে মুবতাদা হয়, আর পরবর্তী অংশটি الجملة الفعلية হয়ে খবর হয়। যেমন :

(ঘরটি কত সুন্দর !)

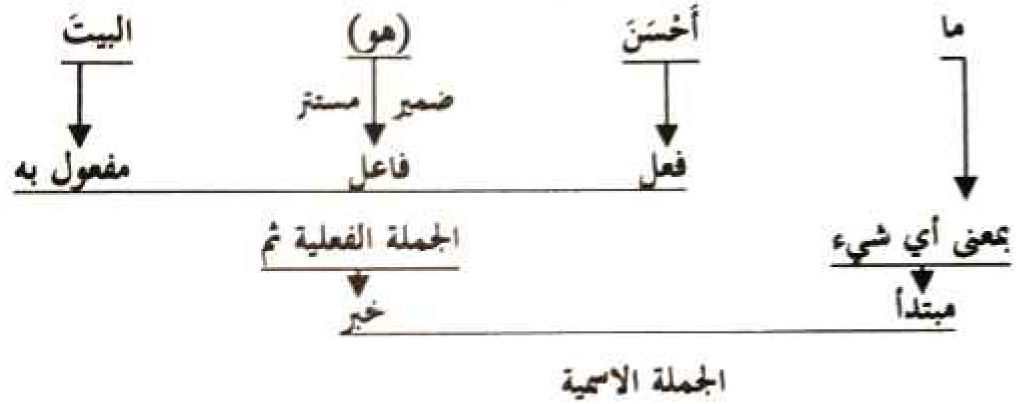

দ্বিতীয় অর্থ ও তারকীব-পদ্ধতি :

ما-টি شيءٌ عظيمٌ অর্থে হয়ে মুবতাদা হয়, আর পরবর্তী অংশটি الجملة الفعلية হয়ে খবর হয়। যেমন :

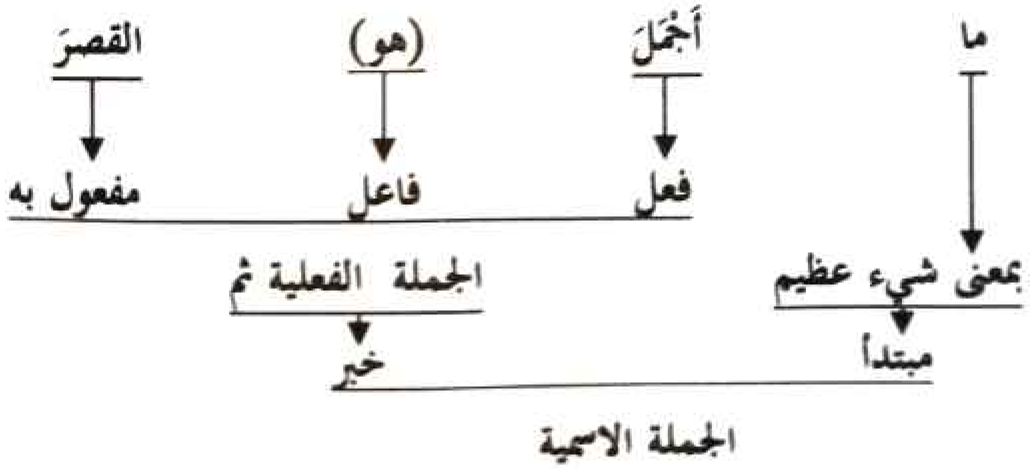

তৃতীয় অর্থ ও তারকীব-পদ্ধতি :

ماটি الاسم الموصول অর্থাৎ الذي-এর অর্থে হয় এবং পরবর্তী অংশটি الجملة الفعلية হয়ে الصلة হয়। তারপর الاسم الموصول ও الصلة মিলে মুবতাদা হয়। আর পরে উহ্য شيءٌ عظيمٌ খবর হয়।

যেমন :

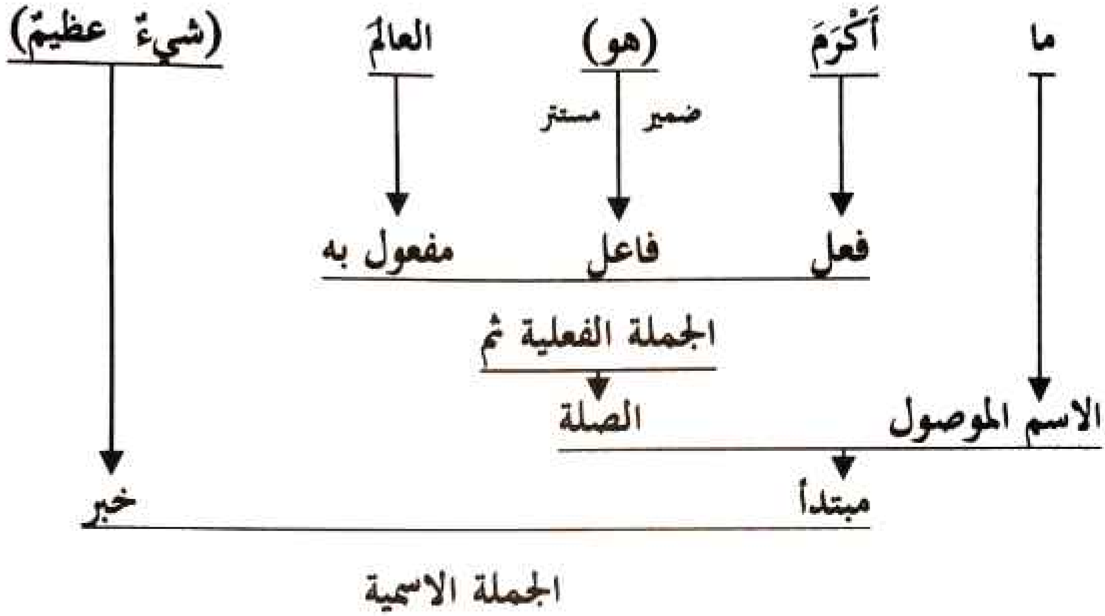

চতুর্থ অর্থ ও তারকীব-পদ্ধতি :

ماটি اسم تام হয় এবং কোনো ব্যাখ্যা ব্যতীত মুবতাদা হয় এবং পরবর্তী অংশটি স্বাভাবিক নিয়মে খবর হয়। যেমন :

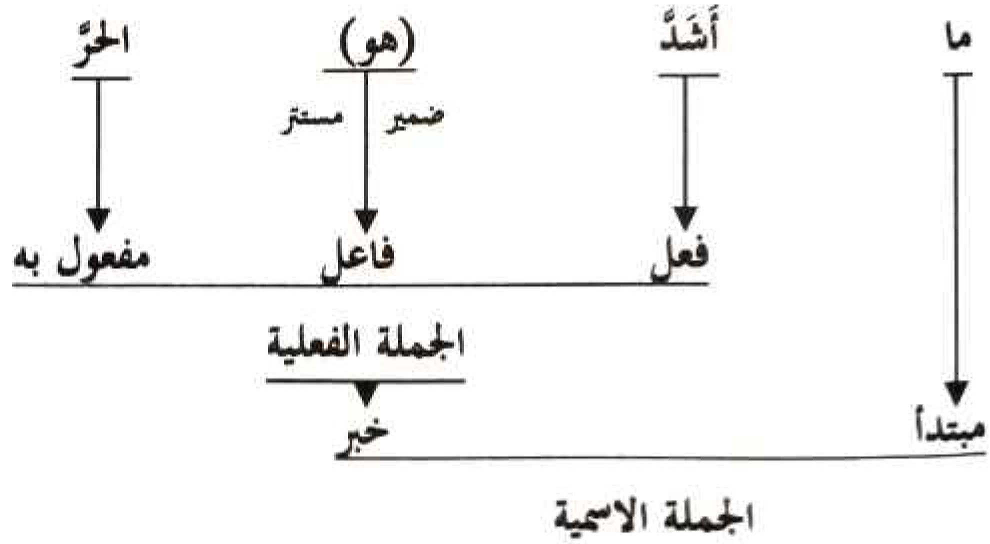

أفعل بِـ ওজনের أفعال التعجب-এর তারকীব-পদ্ধতি

ক. ফায়েল মুযাক্কার হওয়ার উদাহরণ :

(ঘরটি কত সুন্দর !)

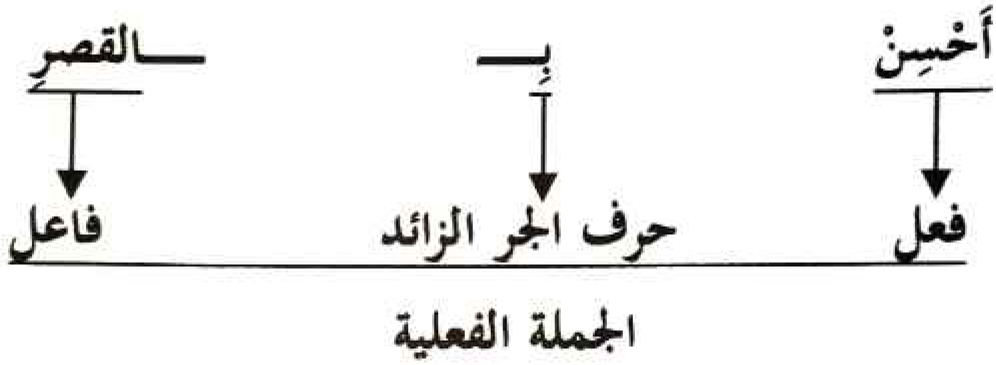

খ. ফায়েল মুয়ান্নাছ হওয়ার উদাহরণ :

(মাদরাসাটি কত সুন্দর!)

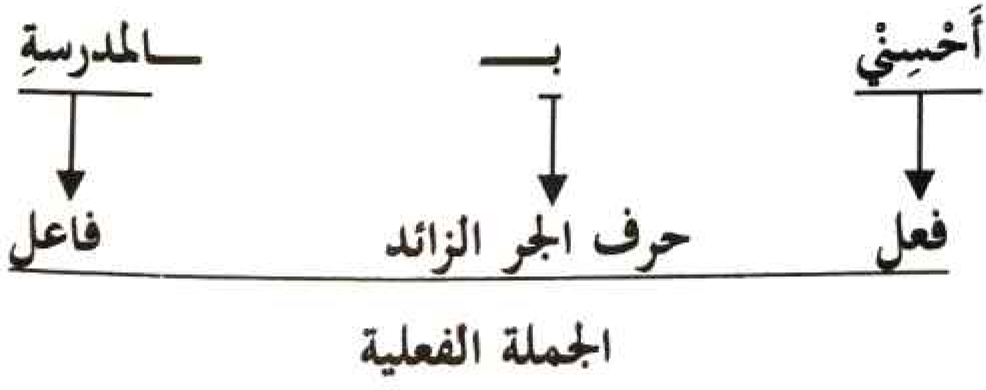

صاحب الوصف-এর লিঙ্গ ও বচন সম্পর্কে আলোচনা

فعل التعجب দ্বারা যার গুণ বা দোষ সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, সে صاحب الوصفটি مذكر বা مؤنث এবং واحد، تثنية বা جمع সবই হতে পারবে। কিন্তু ফেয়েলটি সর্বাবস্থায় واحد مذكر থাকবে। কিন্তু শুধু أفعل بـ ওজনের فعل التعجبটি مذكر ও مؤنث উভয়টিই হতে পারবে।

কয়েকটি উাহরণ :

ক. !ما أجملَ المسجدَ

খ. !ما أجملَ الحديقةَ

গ. !ما أذكى الولدين

ঘ. !ما أكرم المؤمنين

ক. !أحسن بالقصرِ

খ. !أحسني بالزهرة

أَفْعَالُ المَدْحِ والذَمِّ সম্পর্কে আলোচনা

ক. فعل المدح -এর পরিচয় : যে-ফেয়েল দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রশংসা প্রকাশ করা হয় তাকে فعل المدح বলে। সবগুলেকে أفعال المدح বলে। যথা : نِعْمَ، حَبَّ، حَبَّذَا আর যে-ব্যক্তি বা বস্তুর প্রশংসা করা হয় তাকে مَخْصُوْصٌ بِالمَدْحِ বলে। যেমন : نعم المعلمُ ماجدٌ. এখানে ماجد হচ্ছে مخصوص

খ. فعل الذم-এর পরিচয় : যে-ফেয়েল দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নিন্দা প্রকাশ করা হয় তাকে فعل الذم বলে। সবগুলোকে أفعال الذم বলে। যথা : بِئْسَ، سَاءَ، لا حَبَّذَا আর যে-ব্যক্তি বা বস্তুর নিন্দা প্রকাশ করা হয় তাকে مَخْصُوْصٌ بالذَمِّ বলে। যেমন : بئس الخلقُ الكذبُ. এখানে الكذب হচ্ছে مخصوص

গ. أفعال المدح والذم সর্বদা فعل ماض جامد হয়ে থাকে। কখনো مضارع، حاضر، متكلم، أمر، نهي কিংবা হয় না। তেমনিভাবে কখনো تثنية বা جمعও হয় না।

أفعال المدح والذم-এর তারকীবের পদ্ধতিসমূহ

সমস্ত أفعال المدح والذم-এর তারকীব-পদ্ধতি মোট তিনটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : ফেয়েলটি তার ফায়েলকে নিয়ে জুমলা হয়ে অগ্রবর্তী খবর হয়। আর মাখছূছটি পরে এসে পশ্চাদ্বর্তী মুবতাদা হয়। যেমন :

(আপনি উত্তম শিক্ষক।)

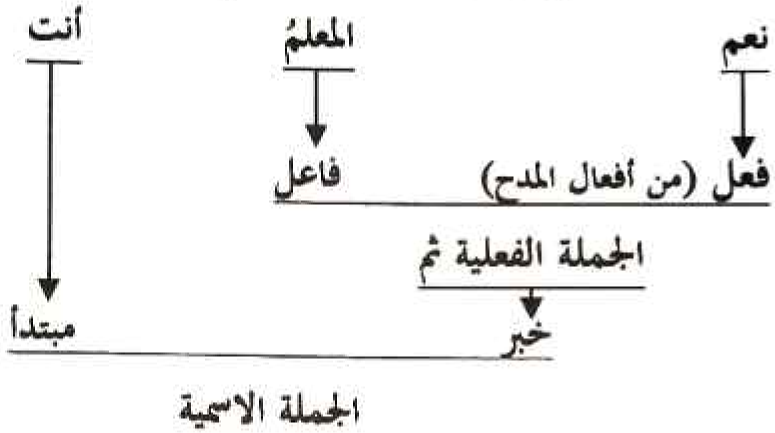

দ্বিতীয় পদ্ধতি : মাখছূছটি ফেয়েলের পূর্বে এসে মুবতাদা হয়। আর ফেয়েলটি তার ফায়েলকে নিয়ে الجملة الفعلية হয়ে খবর হয়। যেমন :

(মাজেদ মন্দ ছেলে।)

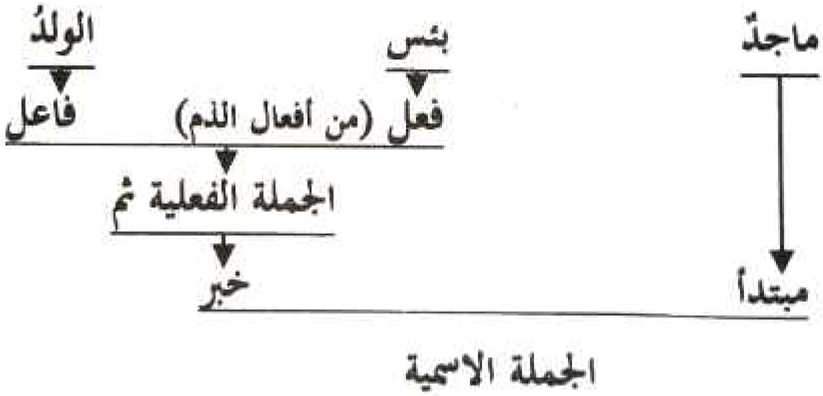

তৃতীয় পদ্ধতি : ফেয়েলটি আগে আসে এবং তারপর ফায়েলকে নিয়ে আলাদা الجملة الفعلية হয়। আর মাখছূছটি উহ্য الممدوح বা المذموم এই মুবতাদার খবর হয়। তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে الجملة الاسمية হয়ে

আলাদা বাক্য হয়। এভাবে বাক্যটি দুটি বাক্যে রূপান্তরিত হয়। প্রথমটি الجملة الفعلية হয়, আর দ্বিতীয়টি হয় الجملة الاسمية যেমন :

ক. (শিক্ষকটি উত্তম, প্রশংসিত ব্যক্তিটি হলো সাঈদ।)

نِعْمَ ← فعل (من أفعال المدح)

المعلمُ ← فاعل

الجملة الفعلية

(الممدوحُ) ← مبتدأ

سعيدٌ ← خبر

الجملة الاسمية

খ. (মহিলাটি মন্দ, নিন্দিত ব্যক্তিটি হলো তাসলিমা।)

بِئْسَتْ ← فعل (من أفعال الذم)

المرأةُ ← فاعل

الجملة الفعلية

(المذمومةُ) ← مبتدأ

تسليمةُ ← خبر

الجملة الاسمية

أفعال المدح والذم-এর ফায়েলের বিভিন্ন রূপ ও তার আলোচনা

حبذا ও لاحبذا এ-দুটি ফেয়েল ছাড়া বাকি অন্যান্য أفعال المدح والذم-এর ফায়েল চার প্রকার। যথা :

প্রথম প্রকার : ফায়েলটি "ال "যুক্ত সাধারণ ইসম হয়। যেমন : نعم المعلم ماجد. এই বাক্যে "ال "যুক্ত শব্দটি ফায়েল হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার : ফায়েলটি "ال"যুক্ত শব্দের দিকে মুযাফ হয়। যেমন : نعم صديق المرأ الكتاب. এই বাক্যে صديق শব্দটি ফায়েল হয়েছে, আর তা المرأ শব্দের দিকে মুযাফ হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার : ফায়েলটি الاسم الموصول ও الصلة হয়। **যেমন** : بئس ما قلت الكذب. এই বাক্যে ما قلت অংশটি ফায়েল হয়েছে।

চতুর্থ প্রকার : ফায়েলটি ضمير مستتر হয় যার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে পরবর্তী তামীয। যেমন :

(মাজেদ লোক হিসেবে ভালো।)

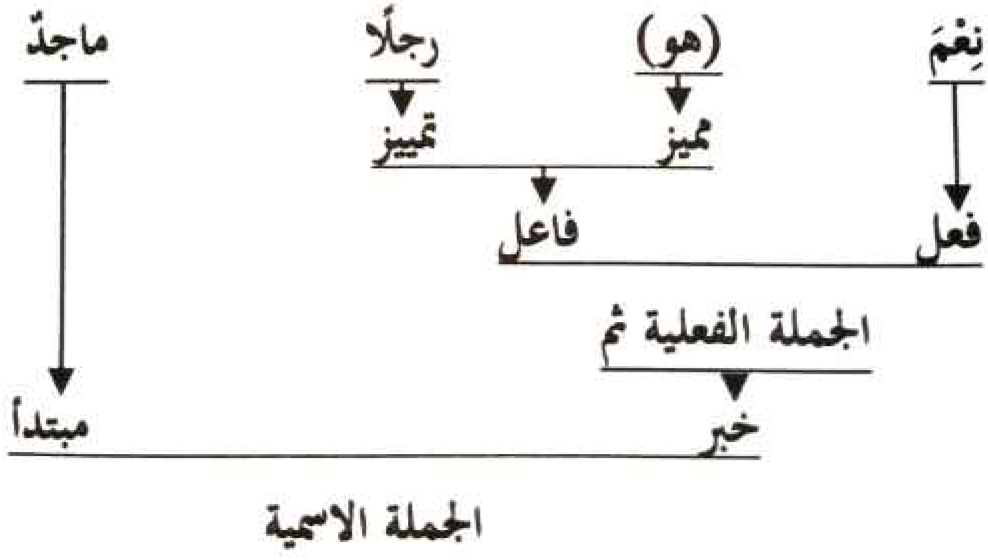

حَبَّذَا ও لَاحَبَّذَا-এর ফায়েল সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

حبذا ও لاحبذا এই দুটি ফেয়েলের ফায়েল হলো তাদের সাথে সংলগ্ন ذا এই الاسم الإشارة টি। যেমন :

(জিহাদ উত্তম।)

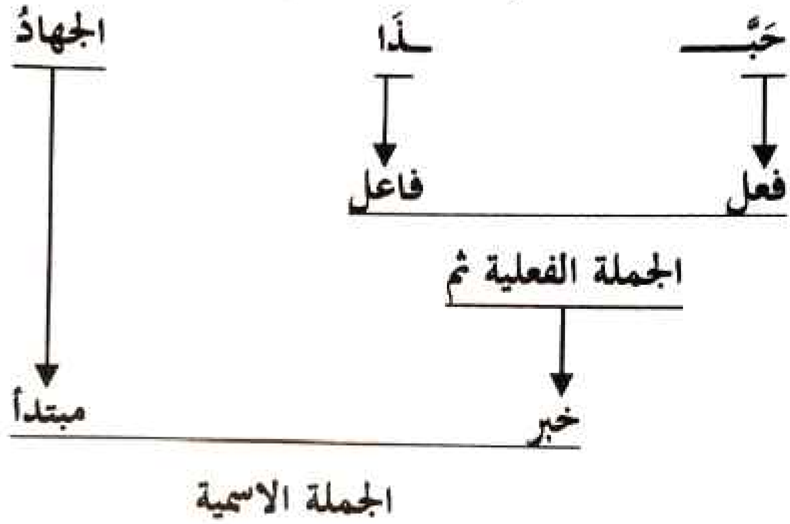

ফায়দা : কখনো-কখনো ذا এই الإشارة اسم-এর একটি تمييز এসে থাকে। যেমন :

(মাজেদ ছাত্র হিসাবে অনুত্তম।)

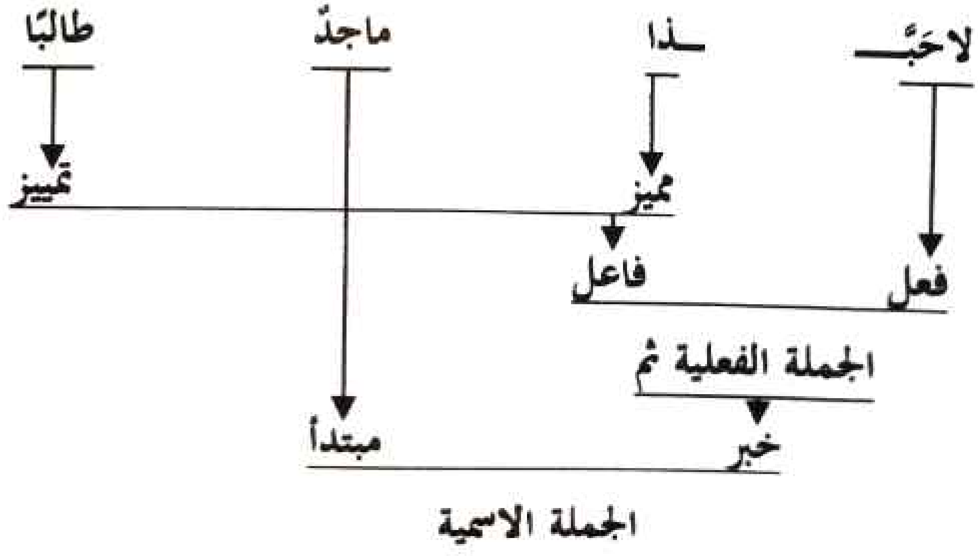

المَقُوْلُ ও القَوْلُ সম্পর্কে আলোচনা

القول মাছদার থেকে নির্গত সকল ফেয়েল দ্বারা গঠিত বাক্যগুলোর মাঝে দুটি অংশ থাকে। একটি বক্তার 'বলা'। তারকীবের পরিভাষায় বক্তার 'বলা'কে القول বলে। আর আরেকটি অংশ হলো বক্তার 'বক্তব্য'। তারকীবের পরিভাষায় বক্তার 'বক্তব্যকে' المقول বলে। যেমনঃ قلت : الله واحد. (আমি বলেছি, আল্লাহ এক।) এখানে قلت হলো القول আর الله أحدٌ হলো المقول

القول ও المقول-এর কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব

ক. বক্তব্যটি যদি একটি শব্দ হয় তাহলে তা مفعول به হয়। যেমন :

(ক্লান্ত শ্রমিক বলল, 'আল্লাহ'।)

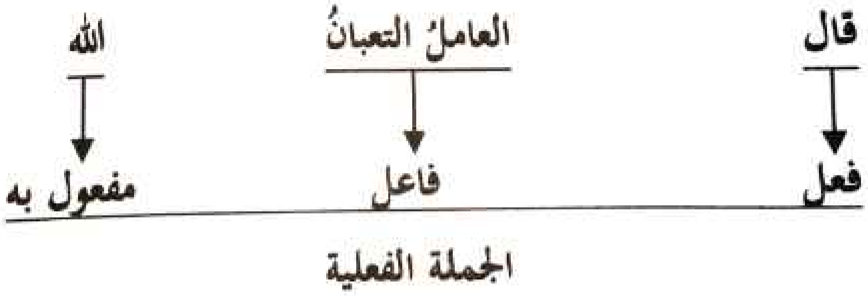

খ. বক্তব্যটি যদি জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয় তাহলে তা المقول হয়। যেমন :

মুআয্যিন বলল, اللهُ أكبرُ

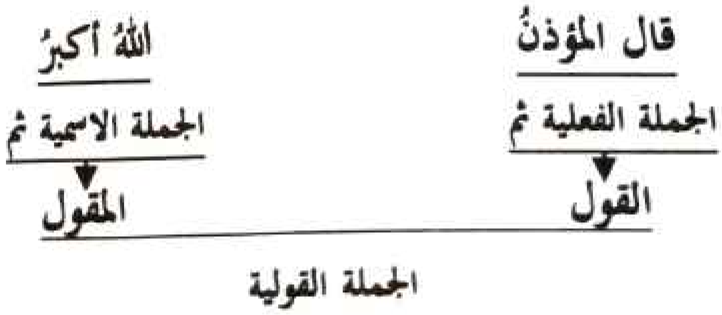

গ. বক্তব্যটি যদি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয় তাহলেও তা المقول হয়। যেমন :

(আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় নিচ্ছি।)

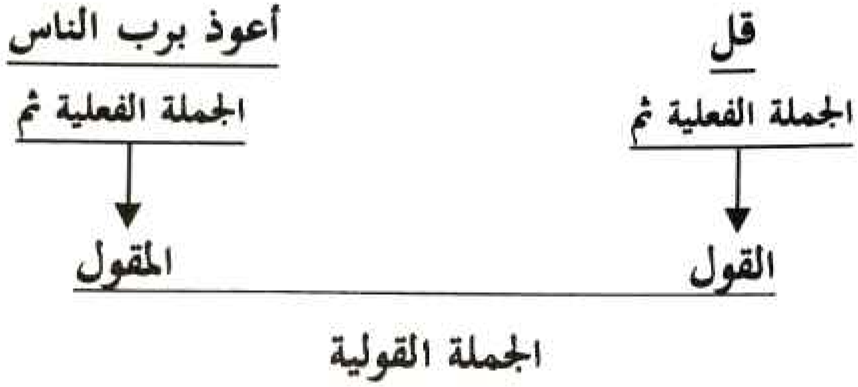

৩য় উদাহরণ : القول ও المقول মিলে সাধারণত আলাদা জুমলা হয়। কিন্তু কখনো-কখনো তা পূর্ববর্তী আমিলের মা'মূল হয়ে যায়। যেমন :

(আল্লাহ বান্দাদের আদেশ করেছেন যেন তারা বলে– (حسبنا الله)

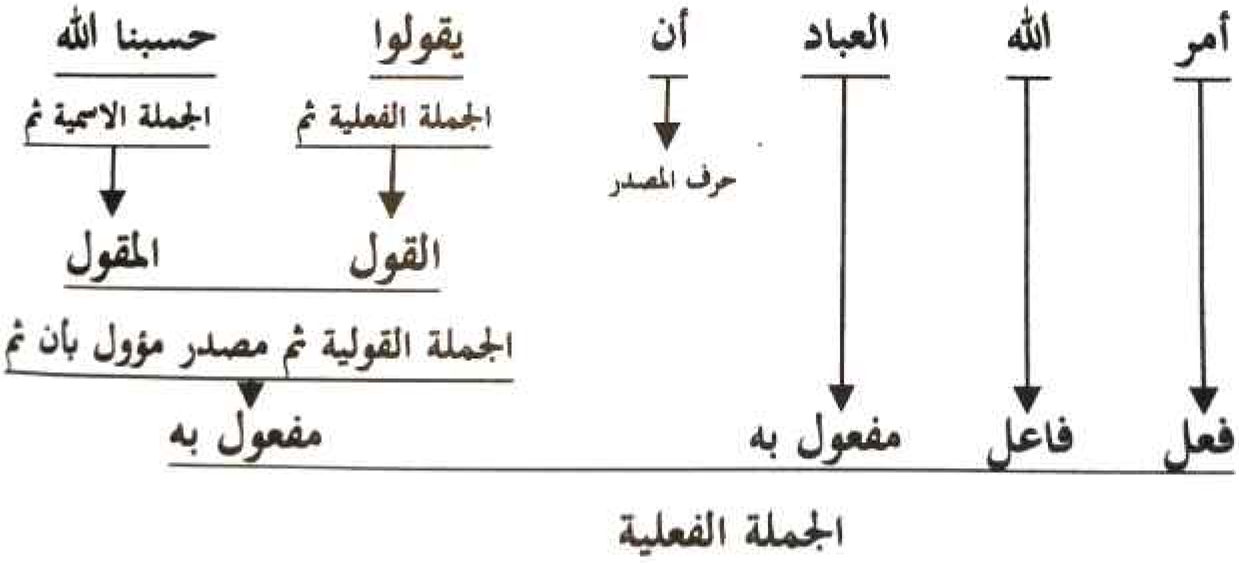

أَفْعَالُ التَّحْوِيْلِ সম্পর্কে আলোচনা

وَهَبَ، جَعَلَ، إِتَّخَذَ، تَخِذَ، تَرَكَ، رَدَّ، صَيَّرَ এই সাতটি ফেয়েল صير অর্থাৎ 'সে বানিয়েছে; সে তৈরি করেছে; সে পরিণত করেছে; সে সংঘটিত করেছে' ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। তাই এগুলোকে أفعال التحويل বলে। একটিকে فعل التحويل বলে। أفعال التحويل সর্বদা এমন দুটি মাফ'উলে বিহীকে নছব দান করে, যাদের মূল হলো মুবতাদা ও খবর। যেমন : صيرتُ العدوَّ صديقًا.

(আমি শত্রুকে বন্ধু বানিয়েছি।)

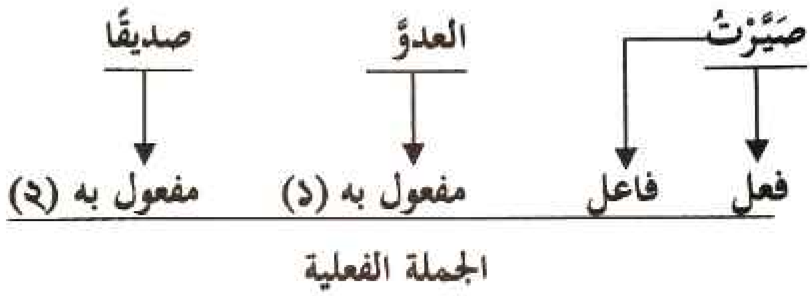

নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর একই রকম তারকীব হয়–

ক. رددتُ الكافرَ مسلمًا. (আমি কাফেরটিকে মুসলমান বানিয়েছি।)

খ. تركتْ العاصفةُ البحرَ مائجًا. (ঘূর্ণিঝড় সমুদ্রকে উত্তাল করেছে।)

গ. إِتَّخَذَ الرسولُ صـ أبابكرٍ خليلًا. (রাসূল সা. আবু বকরকে খলীল বানিয়েছেন।)

ঘ. تَخِذْتُ الكتابَ صديقًا. (আমি বইকে বন্ধু বানিয়েছি।)

ঙ. جعل اللهُ الأرضَ فراشًا. (আল্লাহ জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন।)

চ. وَهَبَ اللهُ العلماءَ هُدَاةً للأمةِ. (আল্লাহ আলেমদেরকে উম্মতের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন।)

উল্লেখ্য, এই সাতটি ফেয়েল তখনই দুটি মাফ'উলে বিহীকে নছব দান করে, যখন তা صير-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, যদি رد যদি أعاد

(সে ফিরিয়েছে।) আর ترك যদি خَلَّى (সে ছেড়েছে।) আর جعل যদি خلق (সে সৃষ্টি করেছে।) ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে তাহলে এ-সকল ফেয়েল أفعال التحويل হয় না। বরং, সাধারণ ফেয়েল হিসেবে একটিমাত্র মাফ'উলে বিহীকে নছব দান করে। আর وَهَبَ যদি أعطى (সে দান করেছে।) অর্থ প্রকাশ করে তাহলেও তা أفعال التحويل হয় না, যদিও তা দু'টি মাফ'উলে বিহীকে নছব দান করে। যেমন : وهبتُك كتابًا. (আমি তোমাকে একটি বই দান করেছি।)

أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. افعال القلوب -এর পরিচয় : যে-সকল ফেয়েল অন্তর দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলোকে افعال القلوب বলে। যেমন : ظَنَنْتُ راشدًا عالمًا (আমি রাশেদকে আলেম ধারণা করেছি।)

খ. افعال القلوب-এর প্রকারভেদ : افعال القلوب মোট চার প্রকার। যথা :

১. وَجَدَ، أَلْفَى، تَعَلَّمْ (بمعنى اِعْلَمْ)، دَرَى ইত্যাদি ফেয়েল। এই ফেয়েলগুলো খবরটি ইসমের জন্য নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়া বোঝায়।

২. جَعَلَ، حَجَا، عَدَّ، هَبْ، زَعَمَ ইত্যাদি ফেয়েল। এই ফেয়েলগুলো খবরটি ইসমের জন্য অনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়া বোঝায়।

৩. ظَنَّ، حَسِبَ، خَالَ ইত্যাদি ফেয়েল। এই ফেয়েলগুলো খবরটি ইসমের জন্য নিশ্চিতভাবে বা অনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়া বোঝায়। তবে, অনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়ার অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

৪. رَأَى، عَلِمَ ইত্যাদি ফেয়েল। এই ফেয়েলগুলো খবরটি ইসমের জন্য নিশ্চিতভাবে বা অনিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়া বোঝায়। তবে, নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হওয়ার অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়।

افعال القلوب-এর তারকীব

افعال القلوب-গুলো الجملة الاسمية-এর শুরুতে আসে এবং মুবতাদা ও খবরকে مفعول به হিসেবে নছব দান করে। যেমন :

(আমি রাশেদকে আলেম ধারণা করেছি।)

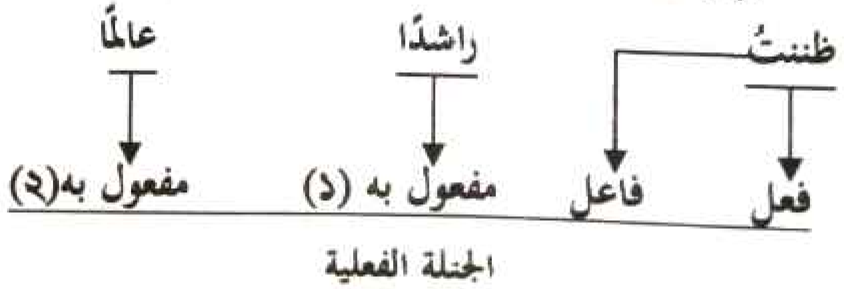

أَعْلَمَ وأَخَوَاتُهَا সম্পর্কে আলোচনা

নিম্নোক্ত ফেয়েলগুলো তিনটি মাফ'উলকে নছব দান করে। যথা :

১. أَعْلَمَ (সে জানিয়েছে: সে অবগত করেছে।)

২. أَرَى (সে দেখিয়েছে।)

৩. نَبَّأَ (সে সংবাদ দিয়েছে।)

৪. أَنْبَأَ (সে সংবাদ দিয়েছে।)

৫. خَبَّرَ (সে সংবাদ দিয়েছে।)

৬. أَخْبَرَ (সে সংবাদ দিয়েছে।)

৭. حَدَّثَ (সে আলোচনা করেছে।)

একটি উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি মাজেদকে সংবাদটি সত্য জানিয়েছি।)

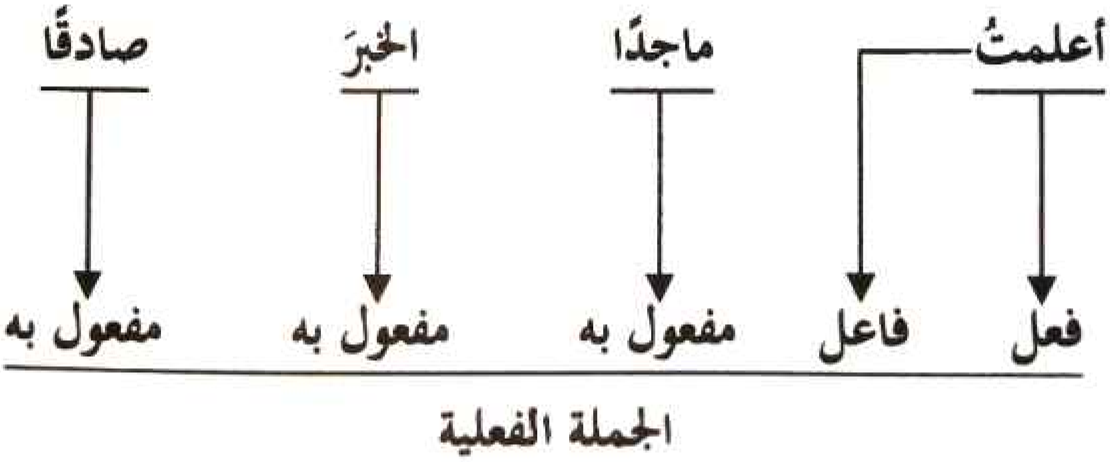

أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. اسمُ فعلٍ -এর পরিচয় : যে-শব্দ ওজন ও কাঠামোর দিক দিয়ে ইসম হওয়া সত্ত্বেও ফেয়েলের অর্থ প্রদান করে তাকে اسم فعل বলে। যেমন :

شَتَّانَ অর্থ بَعُدَ بُعْدًا شديدًا ও اِفْتَرَقَ (সে পৃথক হয়েছে; সে দূরবর্তী হয়েছে।) أُفٍّ অর্থ أَتَضَجَّرُ (আমি বিরক্ত হচ্ছি; আমি অসন্তুষ্ট হচ্ছি।) صَهْ অর্থ اُسْكُتْ (তুমি চুপ করো।)

খ. اسم فعل যদি لازم হয় তাহলে তা শুধু ফায়েলকে রফা' দান করে, আর যদি متعدي হয় তাহলে ফায়েলকে রফা' এবং মাফ'উলে বিহীকে নছব দান করে।

গঠনগত দিক দিয়ে اسم فعل-এর প্রকারভেদ

গঠনগত দিক দিয়ে সকল اسم فعل তিন প্রকার। যথা :

ক. مُرْتَجَلٌ : যে-শব্দ শুরু থেকে اسم فعل হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে مرتجلة বলে। যেমন : آمين، أُفٍّ، هَيْهَاتَ

খ. مَنْقُوْلٌ : যে-শব্দ প্রথমে এক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তারপর পরবর্তীতে তাকে اسم فعل-এ স্থানান্তরিত করা হয় তাকে منقولة বলে।

উল্লেখ্য, এই স্থানান্তর হয়ত حرف الجر ও مجرور থেকে হয়ে থাকে। যেমন: إليك অর্থাৎ ابتعد (তুমি দূরবর্তী হও।) এবং عليك অর্থাৎ اِلْزَمْ (তুমি আবশ্যক করো।) কিংবা ظرف থেকে হয়ে থাকে। যেমন : دونك অর্থাৎ خُذْ (তুমি ধরো।) এবং مكانَكَ অর্থাৎ اُثْبُتْ (তুমি স্থির

থাকো।) কিংবা মাছদার থেকে হয়ে থাকে। যেমন : رُوَيْدَ অর্থাৎ أَمْهِلْ (তুমি অবকাশ দাও।) কিংবা حرف تنبيه থেকে হয়ে থাকে। যেমন : هَا الكتابَ অর্থাৎ خُذْ (তুমি বইটি নাও।)

গ. مَعْدُوْلٌ : যে ثلاثي ওজনের কোনো আমরের ফেয়েল থেকে اسم فعلটি পরিবর্তিত হয়ে এসে থাকে তাকে معدول বলে। এই প্রকার اسم فعل-কে قياسيও বলা হয়। যেমন : قَتَالِ، ضَرَابِ، نَزَالِ، حَذَارِ এগুলো যথাক্রমে اِحْذَرْ، اُقْتُلْ، اِضْرِبْ، اِنْزِلْ থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। অর্থ পূর্বের ন্যায় আমরের অর্থই হয়।

অর্থগত দিক দিয়ে اسم فعل-এর প্রকারভেদ

অর্থগত দিক দিয়ে সকল اسم فعل তিন প্রকার। যথা :

ক. ماضي – যেমন : هَيْهَاتَ অর্থ 'সে দূরবর্তী হয়েছে'। شَتَّانَ অর্থ 'সে পৃথক হয়েছে'। سَرْعَانَ অর্থ 'সে দ্রুত হয়েছে'। بَطْآنَ অর্থ 'সে বিলম্বিত হয়েছে' ইত্যাদি।

খ. مضارع – যেমন : أَفٍّ অর্থ 'আমি বিরক্ত হচ্ছি'। بَجَلْ অর্থ 'সে যথেষ্ট হবে'।

গ. أمر – যেমন : صَهْ অর্থ 'তুমি চুপ করো'। مَهْ অর্থ 'তুমি সংযমী হও'। رُوَيْدَ অর্থ 'তুমি অবকাশ দাও' ইত্যাদি।

اسم فعل-এর তারকীব

ক. اسم فعل যদি لازم হয় তাহলে শুধু ফায়েলকে রফা‘ দান করে। যেমন:

১. (মাজেদের আগমন দ্রুত হয়েছে।)

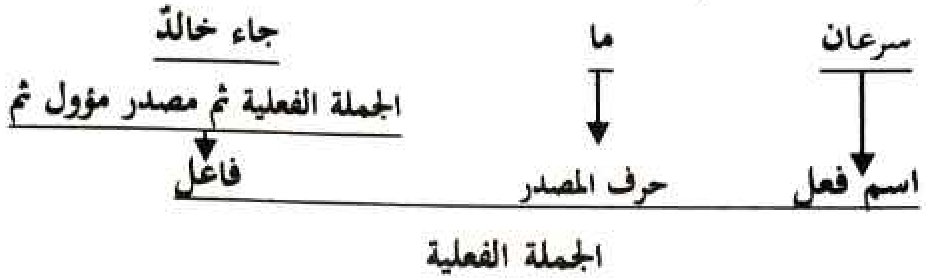

২. (তোমাদেরকে যে-ওয়াদা দেওয়া হয় তা দূরবর্তী।)

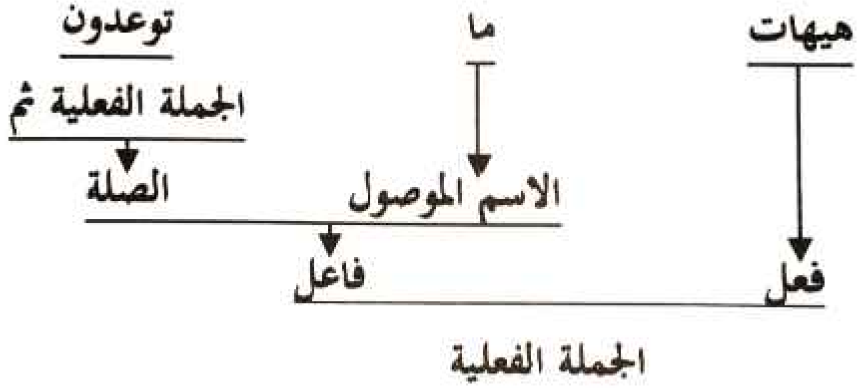

পক্ষান্তরে, اسم فعل যদি متعدي হয় তাহলে ফায়েলকে রফা‘ এবং মাফ‘উলকে নছব দান করে। যেমন :

(তুমি বইটি নাও।)

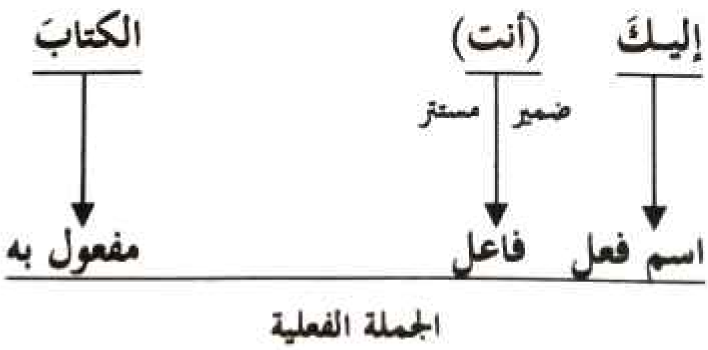

বলাবাহুল্য, اسم فعل-এর তারকীব অন্যান্য সাধারণ ফেয়েলের ন্যায় হয়ে থাকে।

شِبْهُ الفِعْلِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. যদি اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الظرف المصدر ইত্যাদি শব্দের পরে فاعل، مفعول به، مفعول فيه، متعلق ইত্যাদি কোনো معمول আসে তাহলে উপরোক্ত শব্দগুলো সে معمول-এর মাঝে ফেয়েলের মতোই আমল করে। তাই এই শব্দগুলোকে شبه الفعل বলে।

খ. পক্ষান্তরে, اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الظرف، المصدر ইত্যাদি শব্দের পরে যদি কোনো মা'মূল না থাকে তাহলে উপরোক্ত শব্দগুলো شبه الفعل হয় না, বরং সাধারণ শব্দ হয়।

গ. তারকীবে شبه الفعل-গুলো তাদের মা'মূলকে নিয়ে الجملة الشبهية হয়ে মুবতাদা, খবর বা পূর্ববর্তী কোনো আমেলের মা'মূল হয়।

شبه الفعل-এর প্রকারভেদ

شبه الفعل দুই প্রকার। যথা :

১. উল্লিখিত। যেমন : أنا ذاهبٌ إلى المدرسةِ الآنَ. (আমি এখন মাদরাসায় যাব।)

২. অনুল্লিখিত। যেমন : المدرسةُ (مستقرةٌ) في القريةِ. (মাদরাসাটি গ্রামে অবস্থিত।)

স্মর্তব্য, شبه الفعل উল্লিখিত হোক কিংবা অনুল্লিখিত হোক সাধারণত তার ফায়েল হয় ভেতরে লুক্কায়িত ضمير مستتر

১. উল্লিখিত شبه الفعل

إِسْمُ الفَاعِلِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. ناصر، صادق، مجيب، معلِّم ، مجاهد ইত্যাদি শব্দকে اسم الفاعل বলে।

اسم الفاعل দুই প্রকার। যথা :

১. সাধারণ اسمُ الفاعلِ যেমন : صادق، قاتل، ضارب ইত্যাদি শব্দ।

২. مبالغةُ اسمِ الفاعلِ (অতিশয়তাজ্ঞাপক)। যেমন : أَكُوْلٌ (পেটুক) حَمُوْلٌ (অতিবহনকারী) ইত্যাদি শব্দ।

খ. اسم الفاعل দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা :

১. أل-মুক্ত অবস্থায়। যেমন : أنا ذاهبٌ إلى المدرسةِ. (আমি মাদরাসায় যাব।)

২. أل-যুক্ত অবস্থায়। যেমন : الذاهبُ إلى المسجدِ أبو ماجدٍ. (মসজিদে গমনকারী লোকটি মাজেদের আব্বা।)

أل-মুক্ত اسم الفاعل আমল করার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা

أل-মুক্ত اسم الفاعل তার فاعل، مفعول به، مفعول فيه، متعلق ইত্যাদি মা'মূলের মাঝে আমল করার জন্য শর্ত দুটি। যথা :

১. اسم الفاعلটি حال বা استقبال-এর জন্য ব্যবহৃত হওয়া।

২. শুরুতে ছয়টি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় থাকা। যথা :

همزة الاستفهام، أداة النفي، حرف النداء، موصوف، صاحب الحال، مبتدأ.

أل-মুক্ত اسم الفاعل-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

ক. اسم الفاعل -এর পূর্বে همزة الاستفهام আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(ব্যবসায়ীটি কি এখন/আগামীকাল পাকিস্তান সফর করবে ?)

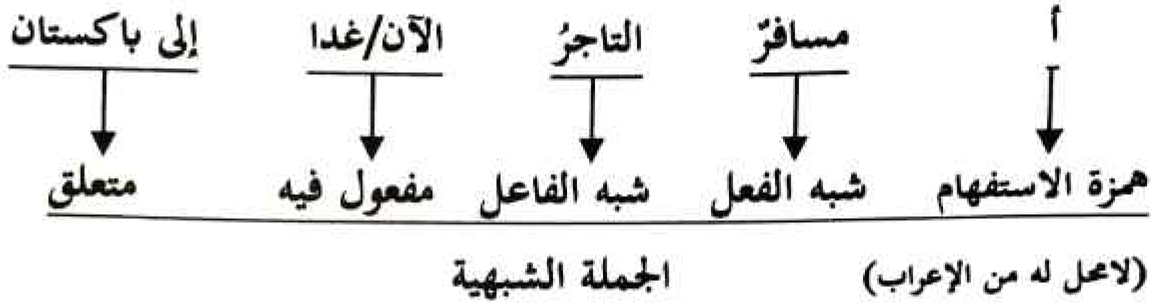

খ. اسم الفاعل -এর পূর্বে حرف النداء আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(হে প্রভুভোলা ব্যক্তি, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো।)

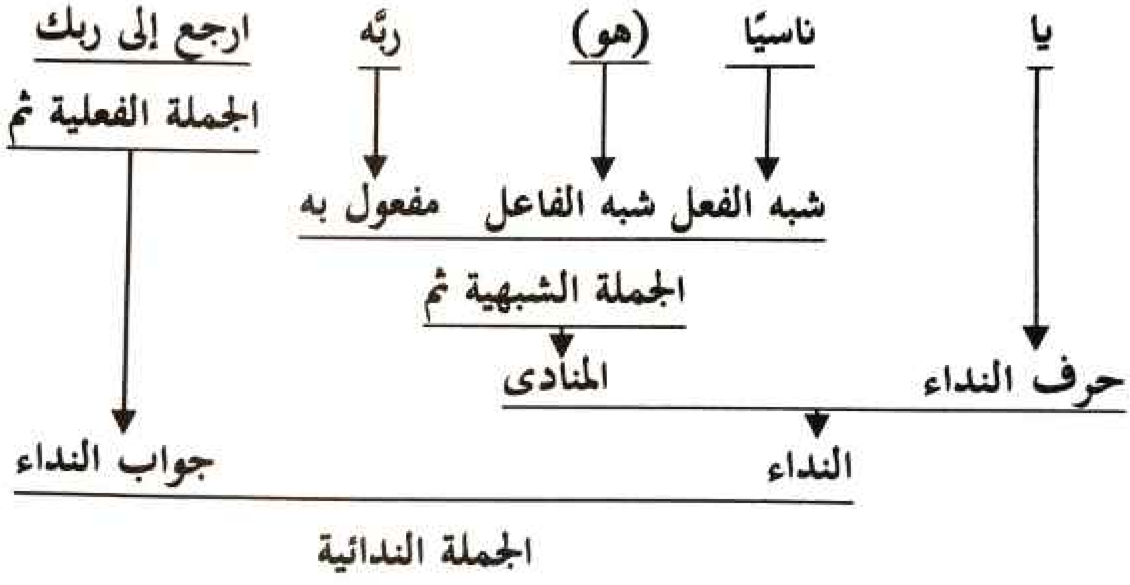

গ. اسم الفاعل-এর পূর্বে أداة النفي আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাজেদ আজ বাজারে যাবে না।)

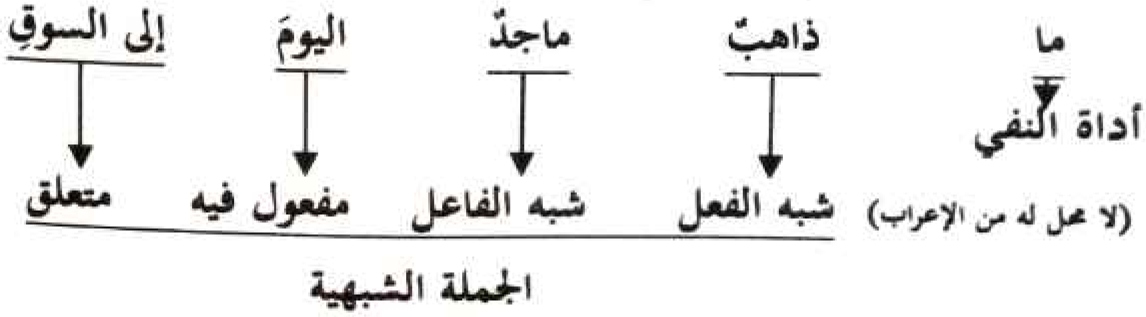

ঘ. اسم الفاعل -এর পূর্বে موصوف আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(এমন ছাত্র পরীক্ষায় সফল হয়েছে যে তার পড়ালেখায় পরিশ্রম করে।)

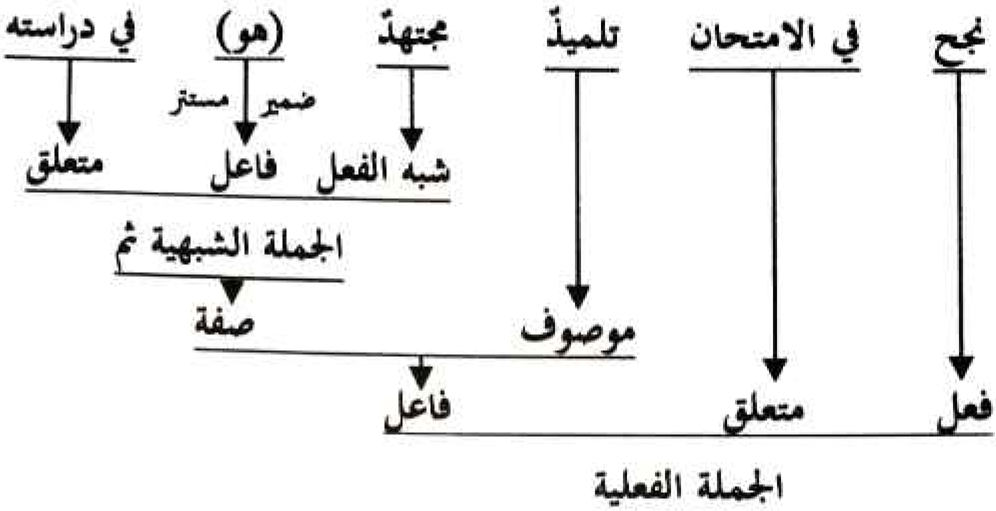

ঙ. اسم الفاعل -এর পূর্বে ذوالحال আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটি তার স্বর উঁচু করে কথা বলেছে।)

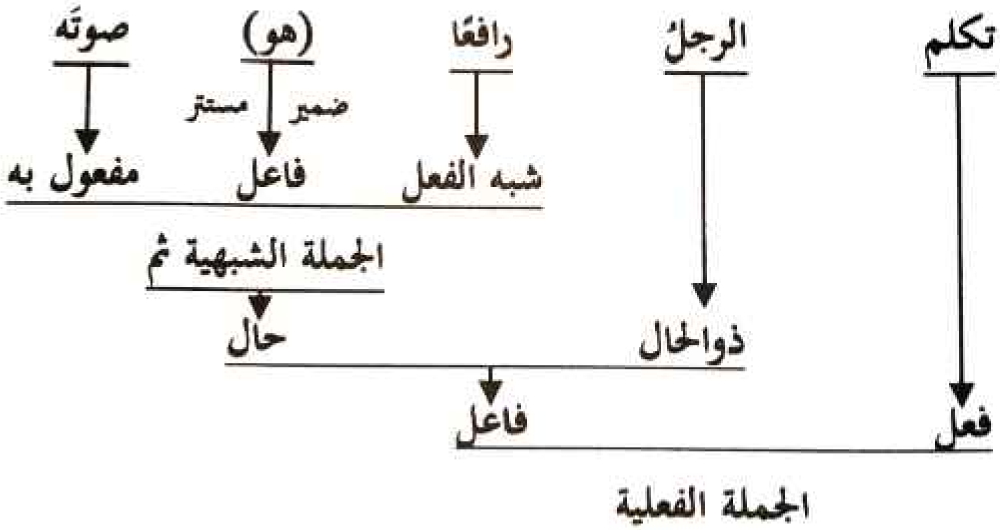

চ. اسم الفاعل -এর পূর্বে مبتدأ আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি আজ দরিদ্রদেরকে খাবার খাওয়াব।)

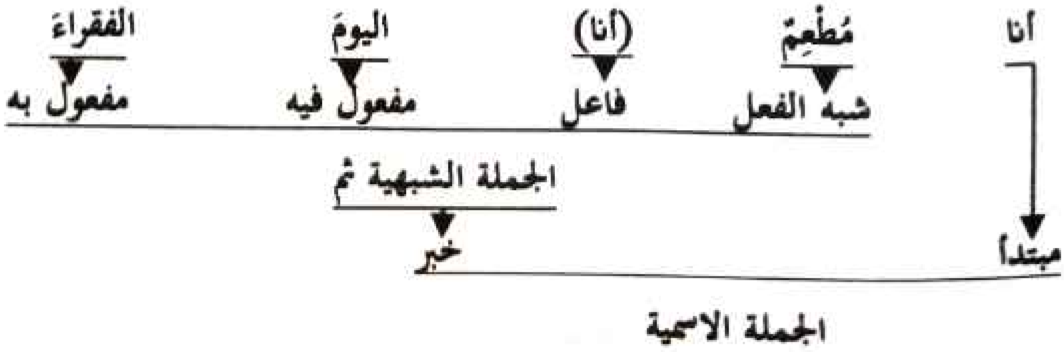

ال-যুক্ত اسم الفاعل-এর ব্যবহার ও তারকীব

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ال-মুক্ত اسم الفاعل দুটি শর্তে তার মা'মূলের মাঝে আমল করে। পক্ষান্তরে, ال-যুক্ত اسم الفاعل সর্বাবস্থায় নিঃশর্তভাবে আমল করে। যেমন :

(ওই লোকটি এসেছে, যে গতকাল দরিদ্রদেরকে আহার দান করেছে।)

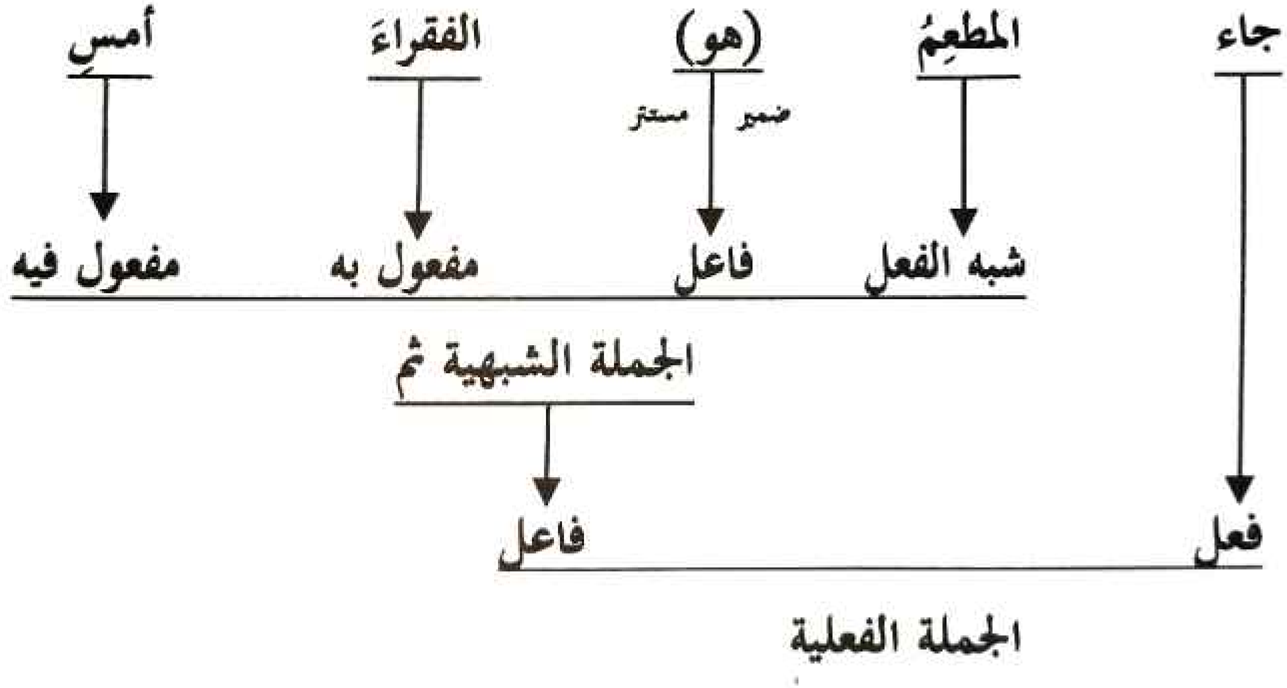

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে اسم الفاعلটি মাযীর অর্থে এসেছে এবং শুরুতে ছয় বিষয়ের কোনো একটি বিষয়ও নেই। তারপরও তা তার মা'মূলের মাঝে আমল করেছে। কারণ, তা ال-যুক্ত হয়েছে।

أل-যুক্ত اسم الفاعل-এর আরো কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব

أل-যুক্ত اسم الفاعل মুবতাদা, খবর, ফায়েল, মাফ'উলে বিহী বা মাজরূর হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব :

ক. أل-যুক্ত اسم الفاعل মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহর কালাম হিফজকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে।)

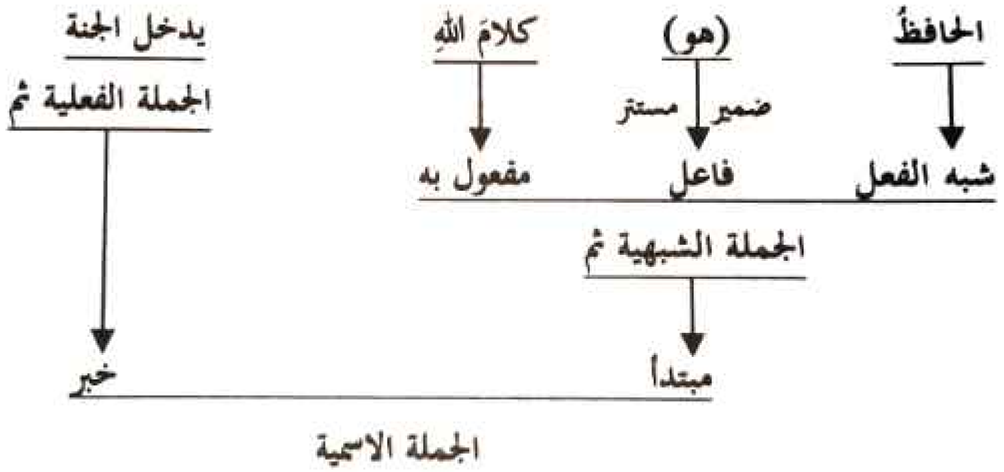

খ. أل-যুক্ত اسم الفاعل মুবতাদার ছিফাত হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী লোকটি সাহসী সৈনিক।)

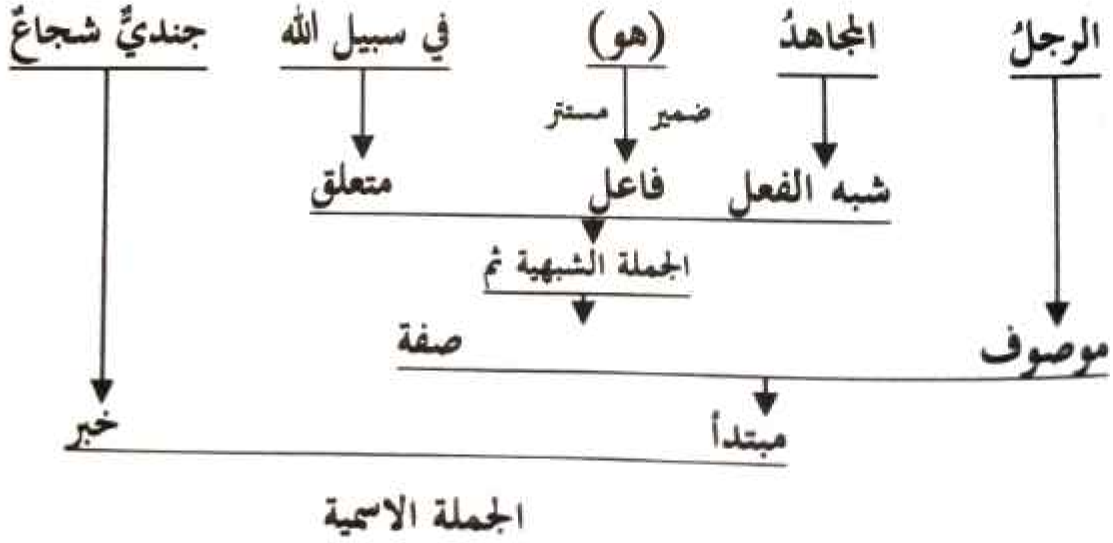

গ. أل-যুক্ত اسم الفاعل খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তিনিই সা. কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সুপারিশকারী।)

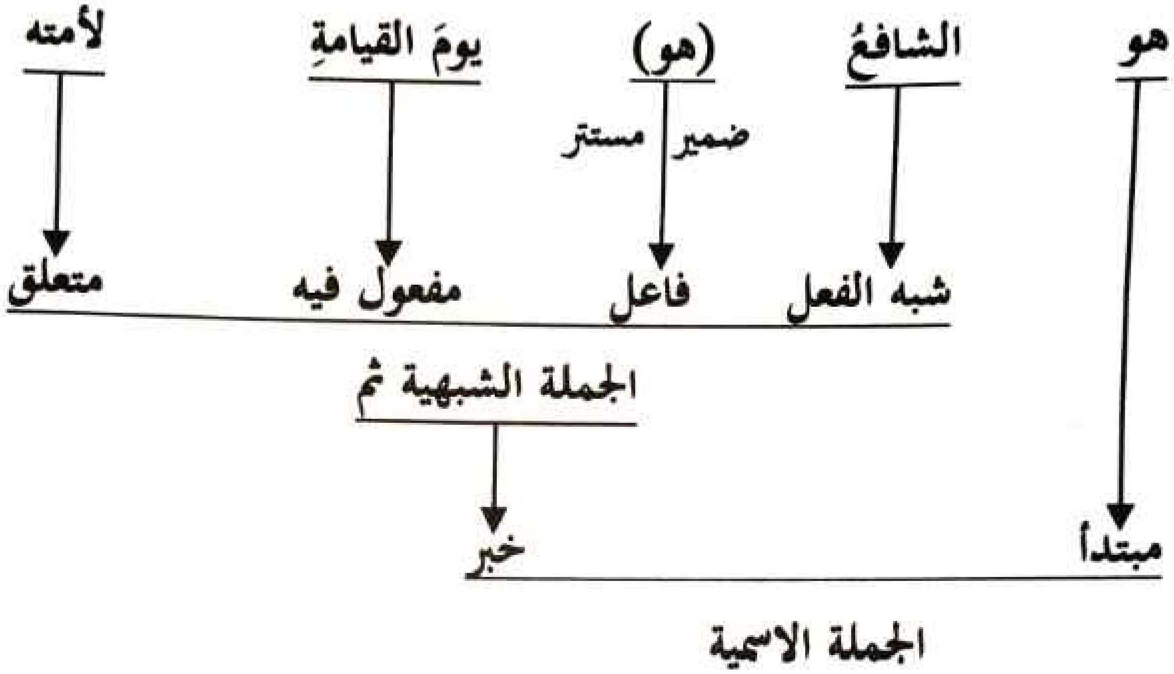

ঘ. أل-যুক্ত اسم الفاعل ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(রাতদিন পড়ালেখায় পরিশ্রমকারী ছাত্রটি বার্ষিক পরীক্ষায় সফল হয়েছে।)

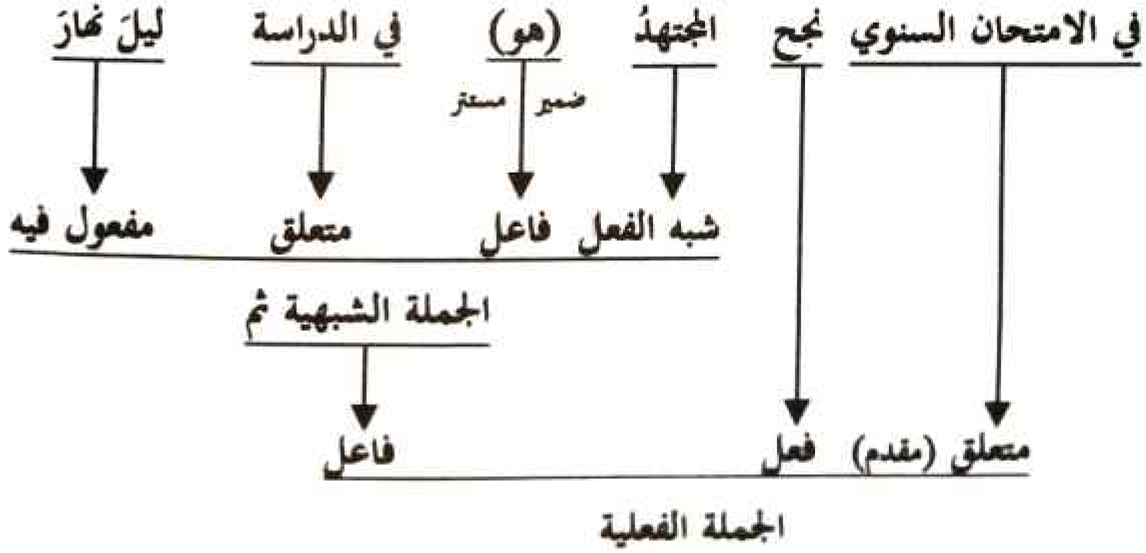

ঙ. أل-যুক্ত اسم الفاعل মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহ তাঁর সাথে কোনো কিছু শরিককারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।)

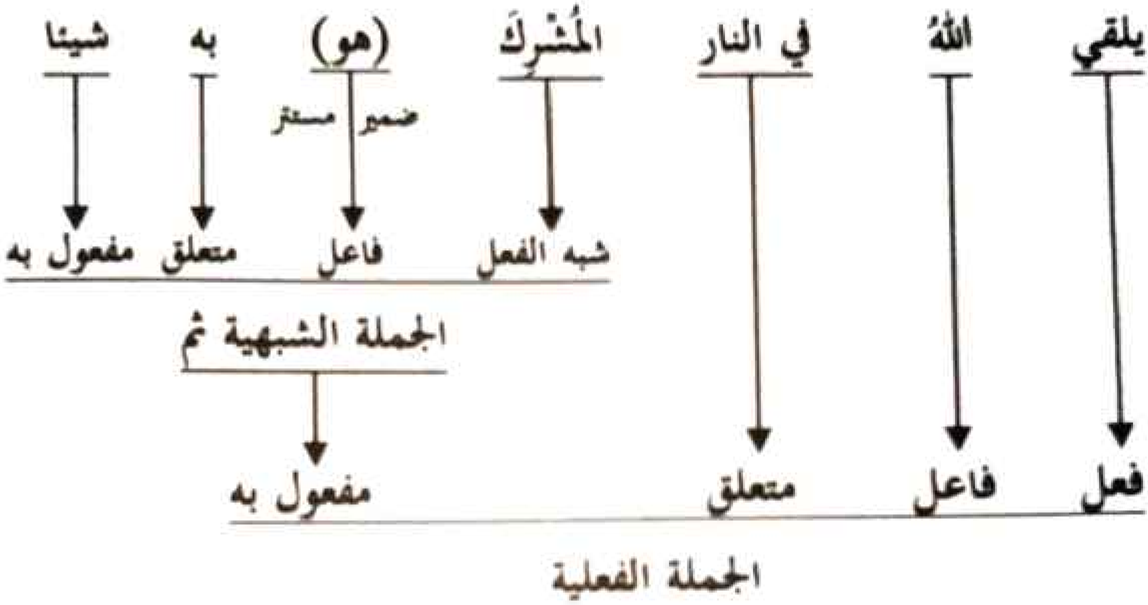

চ. أل-যুক্ত اسم الفاعل মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি চেয়ারের ওপর উপবেশনকারীকে সালাম দিয়েছি।)

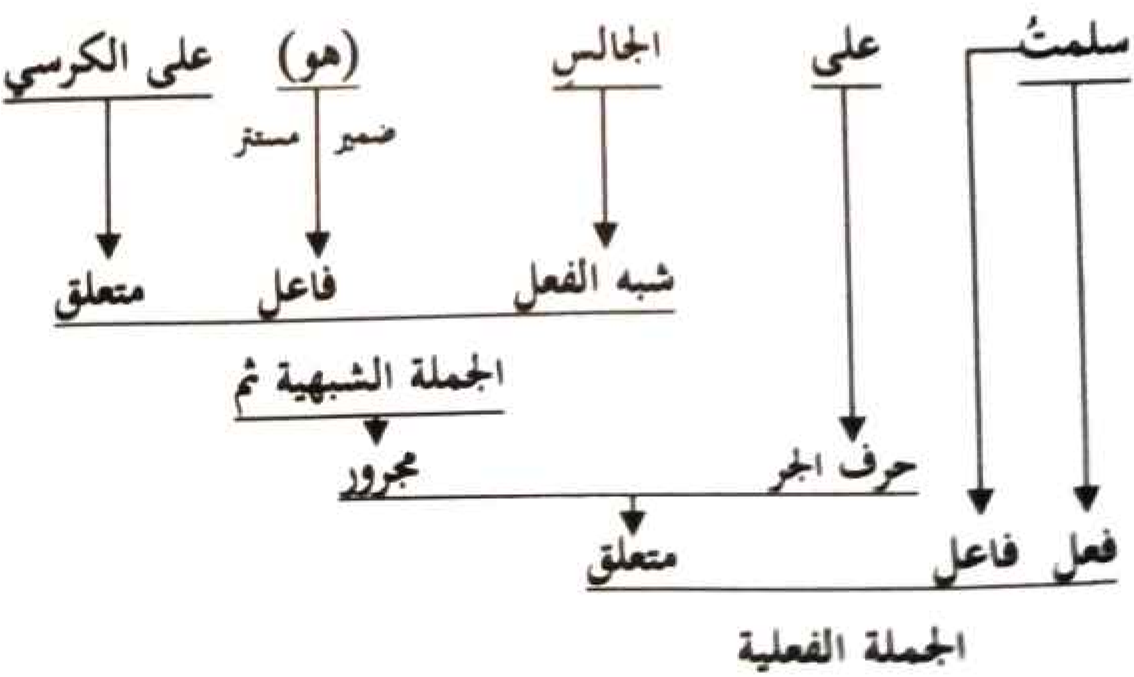

اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. اسم المفعول منصور، مظلوم، مفتوح، مبيع، مستجاب ইত্যাদি শব্দকে বলে।

খ. اسم الفاعل-এর ন্যায় اسم المفعولও দুইভাবে ব্যবহৃত হয়।

১. أل-মুক্ত অবস্থায়। যেমন : المسلمون مظلومون في أفغانستان.

২. أل-যুক্ত অবস্থায়। যেমন : يضحك الولدُ المضروبُ بالعصى.

গ. اسم المفعول-এর ফায়েলকে نائب الفاعل বলা হয়।

أل-মুক্ত اسم المفعول আমল করার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা

اسم الفاعل-এর ন্যায় اسم المفعولও দুটি শর্তে তার মা'মূলের মাঝে আমল করে থাকে। যথা :

১. حال বা استقبال-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়া।

২. শুরুতে ছয় বিষয়ের কোনো একটি বিষয় থাকা। যথা :

همزة الاستفهام، حرف النداء، أداة النفي، موصوف، صاحب الحال، مبتدأ.

أل-মুক্ত اسم المفعول-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

أل-মুক্ত اسم المفعول-এর পূর্বে همزة الاستفهام আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই বন্ধ দরজাটি কি এখন খোলা হবে ?)

الآن	هذا البابُ المغلقُ	مفتوحٌ	أ
مفعول فيه	نائب الفاعل	شبه الفعل	همزة الاستفهام (لا محل له من الإعراب)

الجملة الشبهية

আরো কয়েকটি উদাহরণ

اسم المفعول-এর তারকীব اسم الفاعل-এর ন্যায়। তাই এখানে শুধু অন্যান্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। তারকীব দেওয়া হয়নি।

ক. حرف النداء--এর উদাহরণ :

يا مغصوبا حقُّه! اصبر لوجه الله. (হে অধিকার অপহৃত ব্যক্তি, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করো।)

খ. أداة النفي-এর উদাহরণ :

ما مظلومٌ أحدٌ في البلدِ المسلمِ. (মুসলিম দেশে কারো ওপর যুলুম করা হয় না।)

গ. موصوف -এর উদাহরণ :

هؤلاء رجالٌ مرسَلٌ أولادُهم إلى المدارس للتعليم الديني. (এরা এমন লোক, যাদের সন্তানদেরকে দ্বীনী শিক্ষার জন্য মাদরাসায় পাঠানো হয়।)

ঘ. حال--এর উদাহরণ :

عاد المسافرُ من السفرِ مسرورًا أهلُه لعوده. (মুসাফির তার সফর থেকে ফিরেছে এমতাবস্থায় যে, তার পরিবার তার প্রত্যাবর্তনের জন্য আনন্দিত।)

ঙ. مبتدأ-এর উদাহরণ :

محمدٌ ﷺ مرسَل إلى الناس لهداية العالم. (হযরত মুহাম্মাদ সা.- কে বিশ্বের হিদায়েতের জন্য মানুষের নিকট পাঠানো হয়েছে।)

ال-যুক্ত اسم المفعول-এর ব্যবহার ও তারকীব

اسم الفاعل-এর ন্যায় ال-যুক্ত اسم المفعولও সর্বাবস্থায় নিঃশর্তভাবে তার মা'মূলের ওপর আমল করে থাকে। যেমন :

(ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে, গতকাল লোহা দ্বারা যার মাথা যখম করা হয়েছে।)

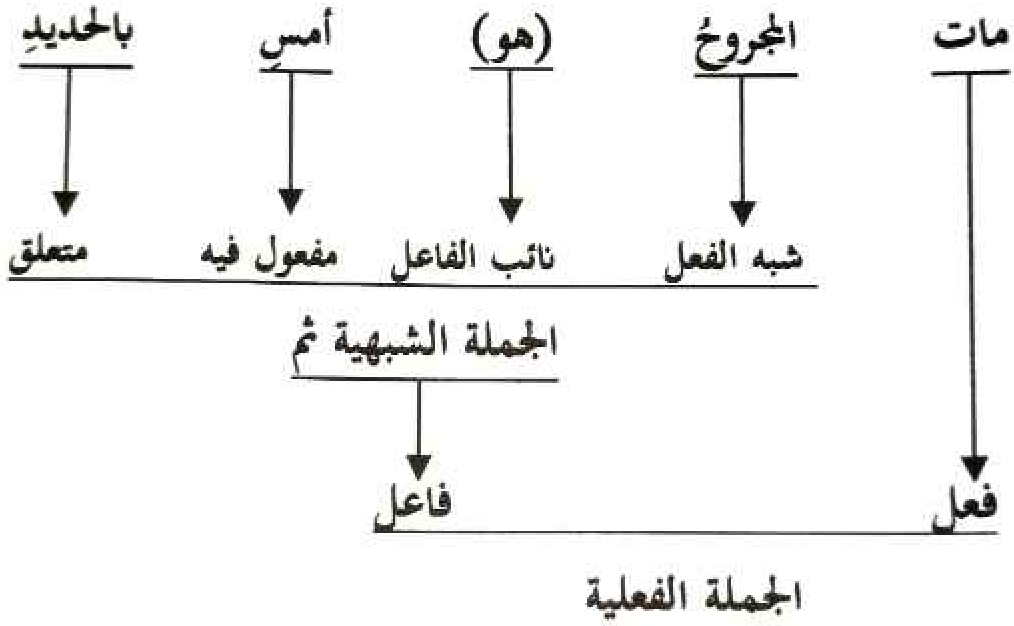

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে اسم المفعولটি মাযীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শুরুতে ছয় বিষয়ের কোনো একটি বিষয়ও নেই। তারপরও তা তার মা'মূলের ওপর আমল করেছে। কারণ, তা ال-যুক্ত হয়েছে।

الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ সম্পর্কে আলোচনা

ক. شريف، طويل، كبير، جميل ইত্যাদি শব্দকে الصفة المشبهة বলে। الصفة المشبهة সাধারণত فعل لازم থেকে তৈরি হয়ে থাকে। তবে, কখনো-কখনো فعل متعدي থেকেও তৈরি হয়। যেমন : عليم، خبير، سميع ইত্যাদি।

খ. الصفة المشبهة তার মা'মূলের ওপর আমল করার জন্য কালের কোনো শর্ত নেই। শুধু শর্ত হলো তার পূর্বে ছয় বিষয়ের কোনো একটি বিষয় থাকা। যথা : همزة الاستفهام، حرف النداء، أداة النفي، موصوف، ذو الحال، مبتدأ.

গ. الصفة المشبهة **দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা :**

১. أل-মুক্ত অবস্থায়। যেমন : هذا النهرُ عذبٌ ماؤه.

২. أل-যুক্ত অবস্থায়। যেমন : المصباحُ القويُّ النورِ تحتَ السقفِ.

الصفة المشبهة-এর মা'মূলের অবস্থাসমূহ

الصفة المشبهةটি أل-মুক্ত হোক কিংবা أل-যুক্ত হোক তার মা'মূলের তিন অবস্থা। যথা :

১. ফায়েলরূপে مرفوع হওয়া;

২. معرفة হলে شبيه بالمفعول-রূপে منصوب হওয়া;

আর نكرة হলে تمييز বা شبيه بالمفعول-রূপে মানছূব হওয়া;

৩. مضاف إليه-রূপে মাজরূর হওয়া।

أل-মুক্ত الصفة المشبهة-এর মা'মূলের বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

ক. أل-মুক্ত الصفة المشبهة-এর মা'মূলটি ফায়েলরূপে মারফূ' হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই মসজিদের মিনার লম্বা।)

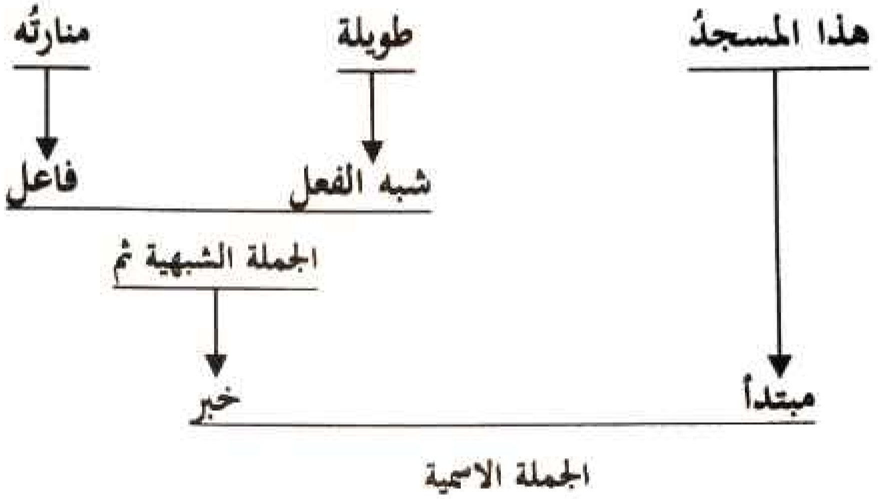

খ. أل-মুক্ত الصفة المشبهة -এর মা'মূলটি নাকিরা হয়ে তামীযরূপে মানছূব হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি এমন একটি জামা সেলাই করেছি, যা রঙের দিক দিয়ে সুন্দর।)

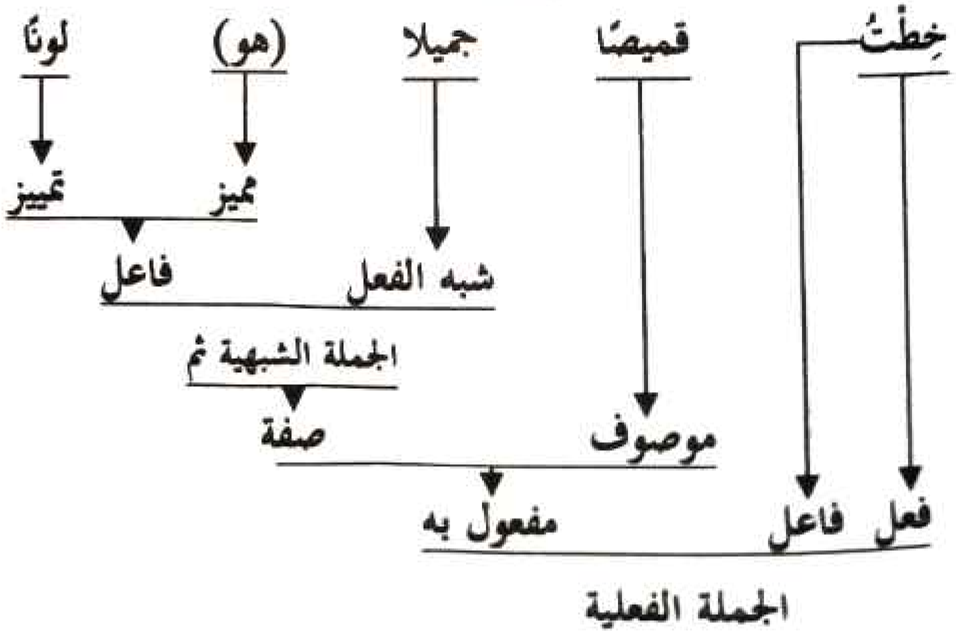

গ. ال-মুক্ত الصفة المشبهة-এর মা'মূলটি মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই মাদরাসাগুলোর ভবনগুলো প্রশস্ত।)

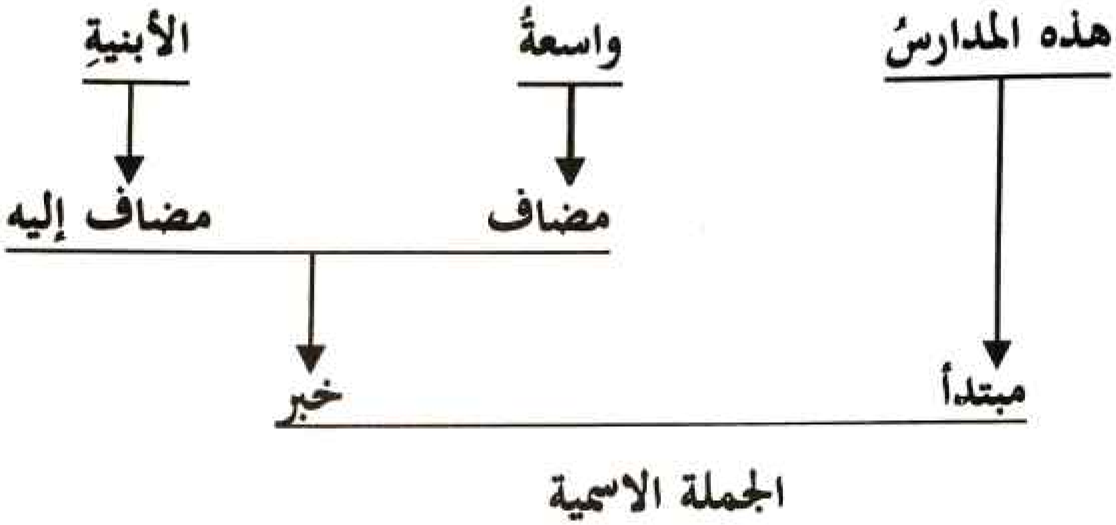

أل-যুক্ত الصفة المشبهة-এর মা'মূলের বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

ক. أل -যুক্ত الصفة المشبهة-এর মা'মূলটি ফায়েল হয়ে মারফূ' হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ওই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়েছেন, যার ইলম বেশি।)

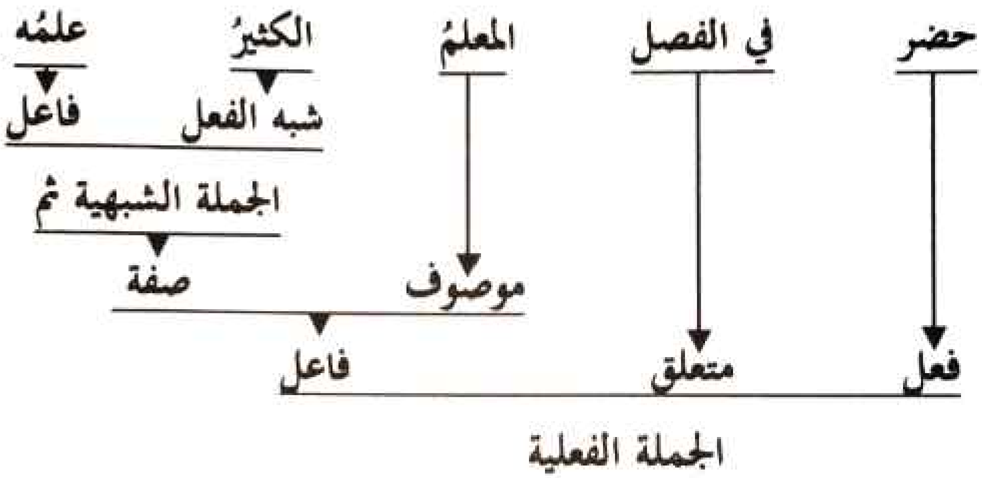

খ. মা'মূলটি شبيه بالمفعول-রূপে মানছূব হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি সুন্দর রংবিশিষ্ট কলমটি দ্বারা লিখেছি।)

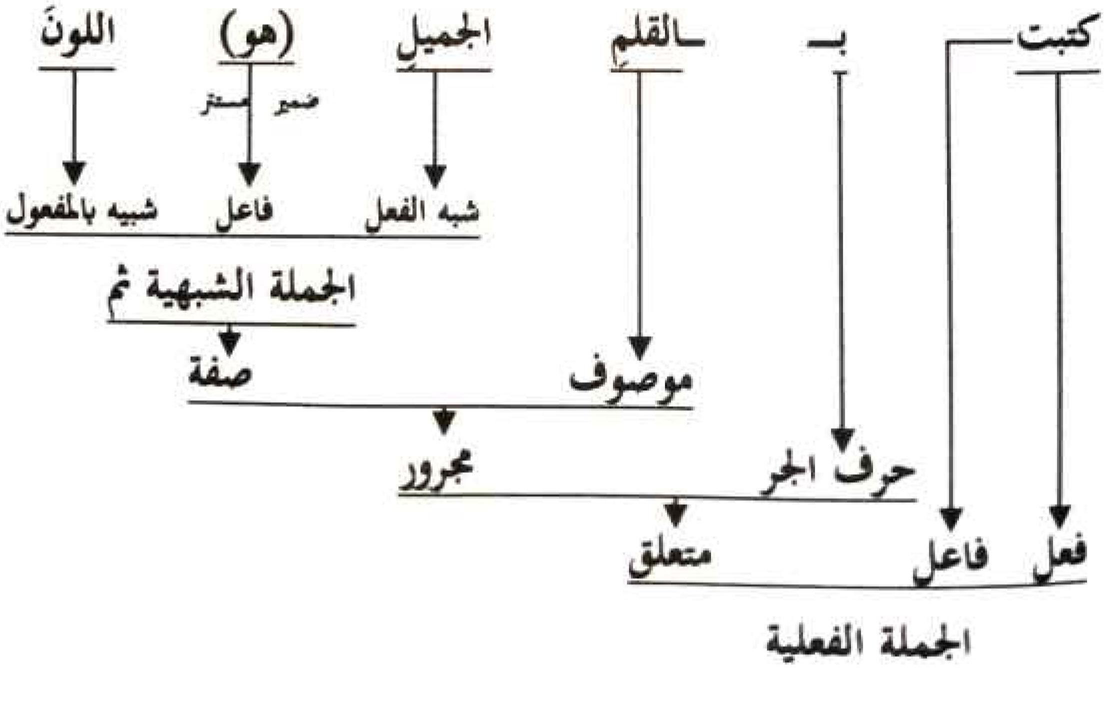

গ. মা'মূলটি مضاف إليه-রূপে মাজরূর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(স্বল্প মেধাসম্পন্ন ছাত্রটি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে।)

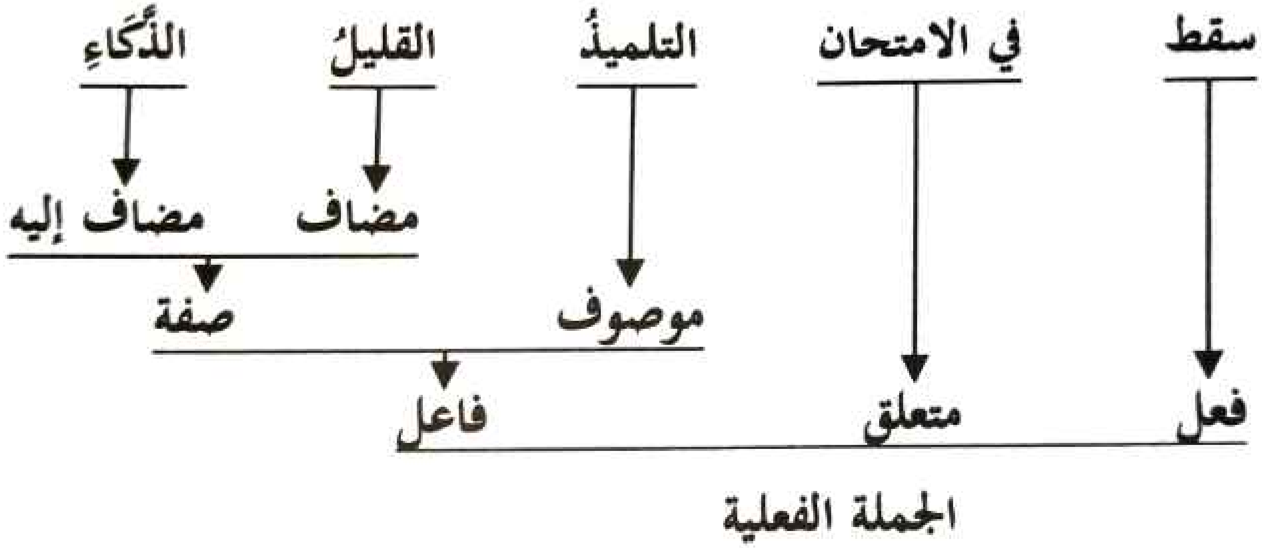

اِسْمُ التَفْضِيْلِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. أجمل، أذكى، أنور، أشرف، أكبر ইত্যাদি শব্দকে اسم التفضيل বলে। اسم التفضيل এমন ছিফাত, যাকে কোনো ফেয়েল থেকে তৈরি করা হয় এবং তা এ-কথা বোঝায় যে, একটি গুণ দুটি বস্তুর মাঝে বিদ্যমান। তবে, গুণটি একটির চেয়ে অন্যটিতে তুলনামূলক বেশি রয়েছে। গুণটি যার মাঝে বেশি রয়েছে তাকে مُفَضَّلٌ বলে, আর যার মাঝে কম রয়েছে তাকে مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ বলে।

খ. اسم التفضيل-এর ওজন হলো أَفْعَلُ কখনো-কখনো أفعل-এর হামযাকে হযফ করে দেওয়া হয়। যেমন : حِبٌّ، خير، شَرٌّ এই তিনটি শব্দ মূলত ছিল যথাক্রমে– أَحَبُّ، أَخْيَرُ، أَشَرُّ

اسم التفضيل-এর ব্যবহার-পদ্ধতি, উদাহরণ ও তারকীব

اسم التفضيل-এর ব্যবহার-পদ্ধতি চারটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : ال ও إضافة থেকে মুক্ত হয় এবং من-যুক্ত হয়ে সর্বদা মুফরাদ মুযাক্কার হয়। যেমন :

ক. (আল্লাহ সকল বড়ো থেকে বড়ো।)

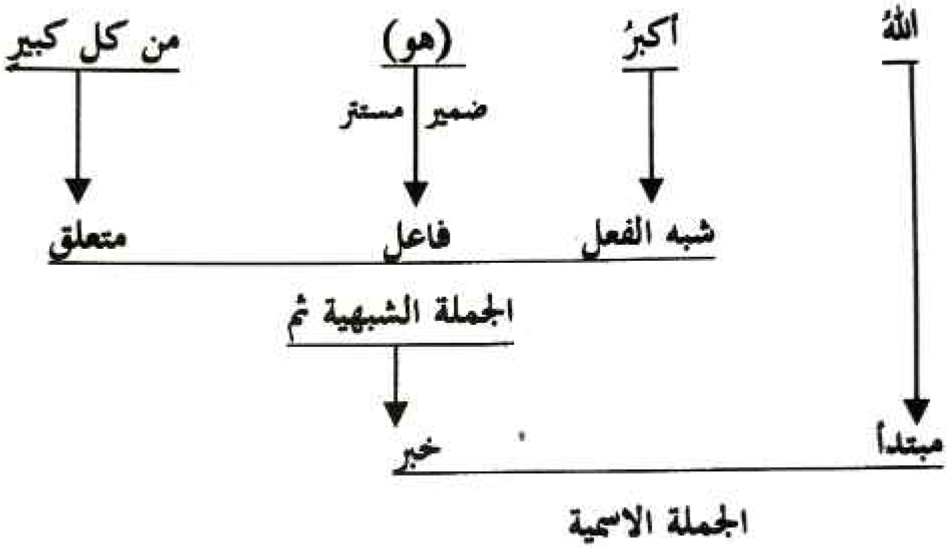

খ. (মাদরাসাটি রঙের দিক দিয়ে মসজিদ থেকে সুন্দর।)

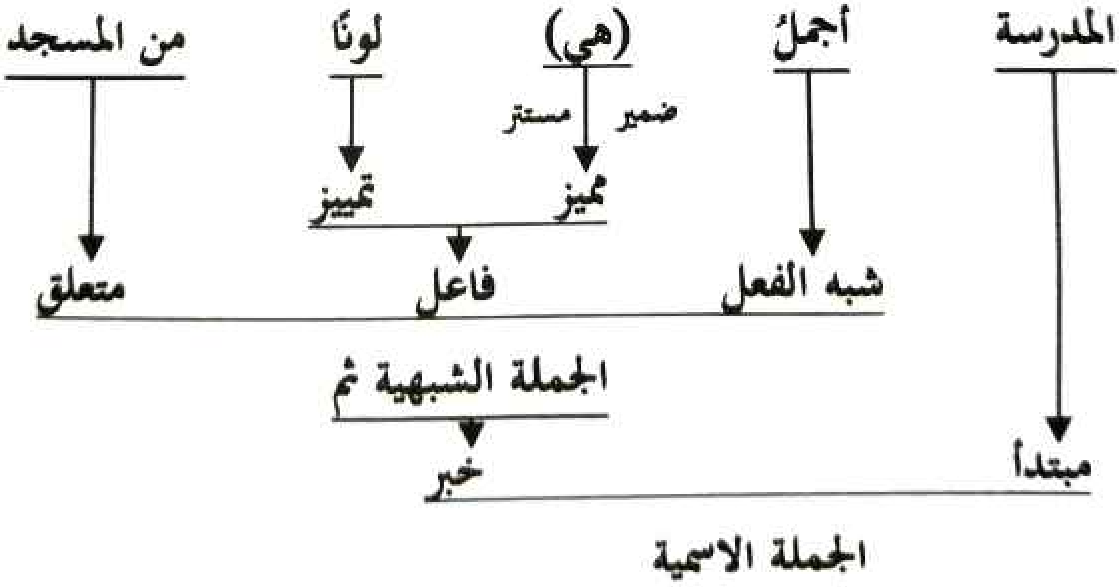

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ال-যুক্ত হয়ে পূর্ববর্তী مفضل-এর অনুগামী হয় এবং مفضل عليه উহ্য থাকে। যেমন :

ক. (ইমামে আযমের নাম হলো নু'মান বিন ছাবিত।)

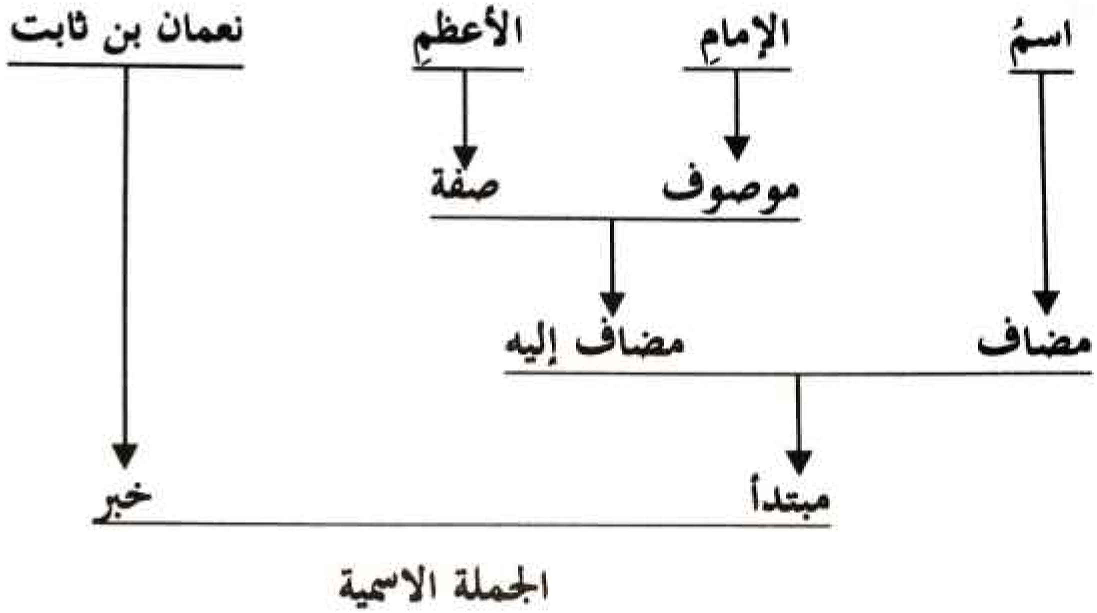

ফায়দা : এখানে اسم التفضيل-এর পরে কোনো মা'মূল নেই। তাই তা স্বাভাবিকভাবে সরাসরি ছিফাত হয়েছে।

খ. (বয়সের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়ো মেয়েটি বিছানার ওপর ঘুমিয়েছে।)

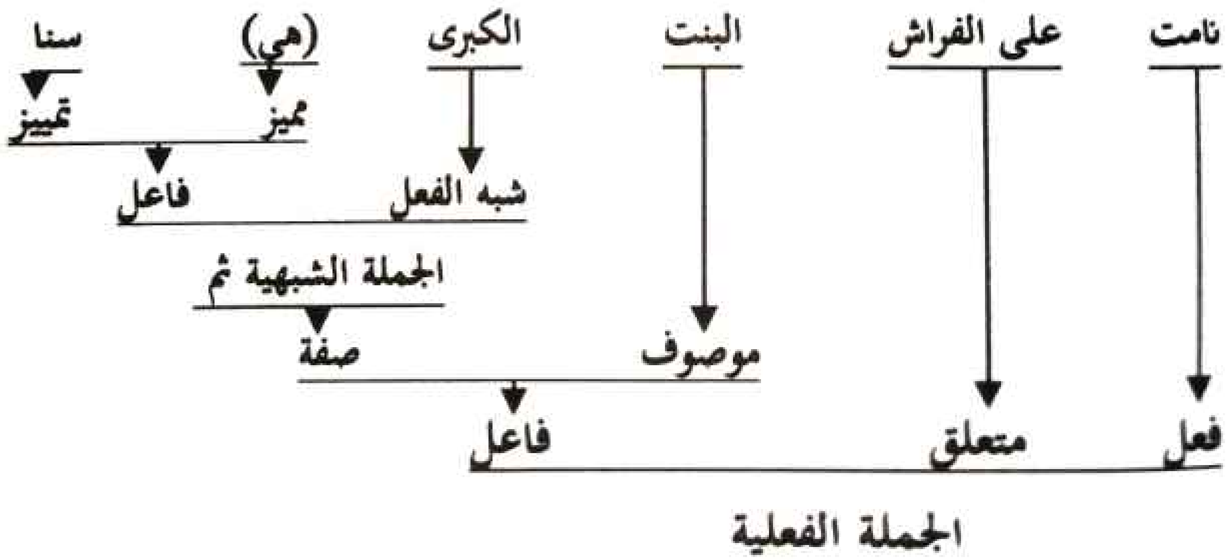

তৃতীয় পদ্ধতি : مضاف إلى نكرة হয়ে মুফরাদ মুযাক্কার হয়। যেমন :

ক. (কিতাব সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু।)

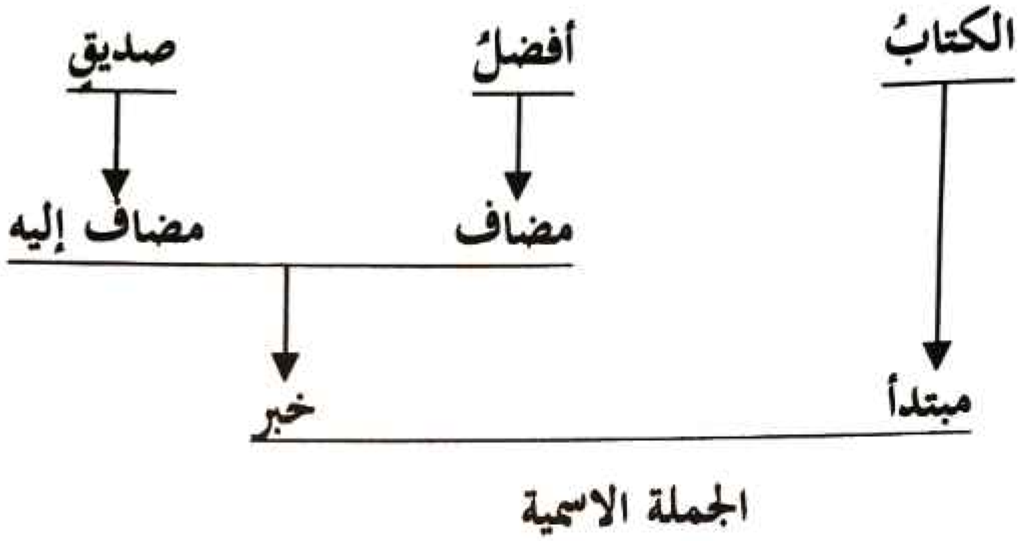

খ. (আয়েশা বলল,) ফাতেমা আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বান্ধবী।)

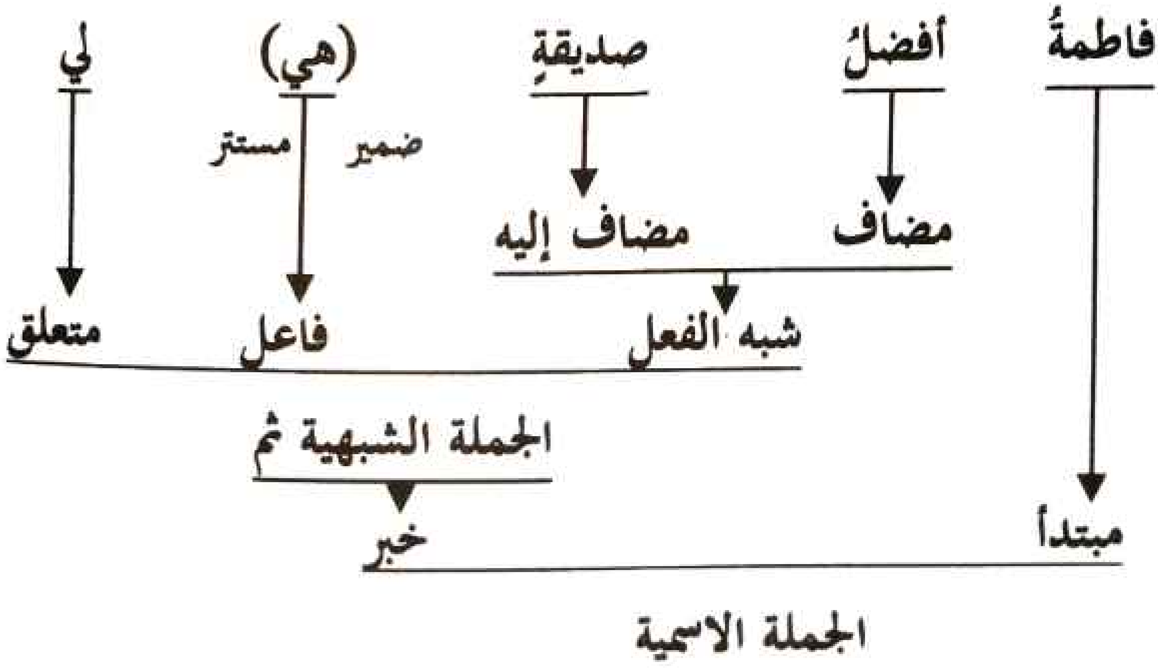

চতুর্থ পদ্ধতি : مضاف إلى معرفة হয়ে মুফরাদ মুযাক্কার হয়, আবার مفضل-এর অনুগামী হয়। যেমন :

ক. (উলামাগণ জগতে শ্রেষ্ঠ মানুষ।)

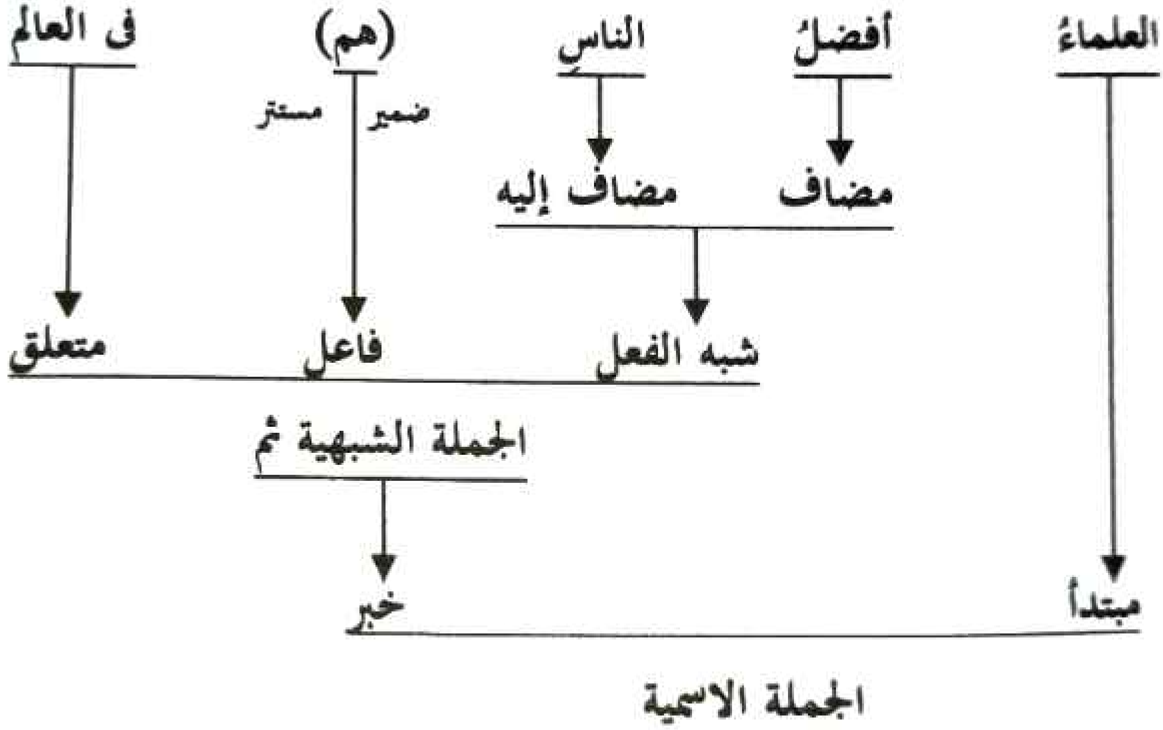

খ. অথবা বাক্যটি এভাবে হতে পারে। কিন্তু তারকীব-পদ্ধতি একই হবে। যথা : العلماءُ أفضلو الناسِ في العالم.

اَلْمَصْدَرُ সম্পর্কে আলোচনা

ক. ফেয়েলের উৎসমূলকে মাছদার বলে। মাছদার দুই প্রকার। যথা :

১. সাধারণ মূল মাছদার। যেমন : النصر، الذهاب، الضرب، المقاتلة

২. اسم المصدر যেমন : الكلام، الجهاد، السلام، القيام.

খ. اسم الفاعل ও اسم المفعول-এর ন্যায় মাছদারও তার পরবর্তী মা'মূলের মাঝে আমল করে। তবে, মাছদারের মা'মূল কখনো তার পূর্বে আসে না।

মাছদার ব্যবহারের-পদ্ধতি তিনটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : মাছদারকে তার فاعل، مفعول به، مفعول فيه-এর দিকে إضافة করা।

ক. ফায়েলের দিকে إضافة করার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (রাশেদের হিফয করা সমাপ্ত হয়েছে।)

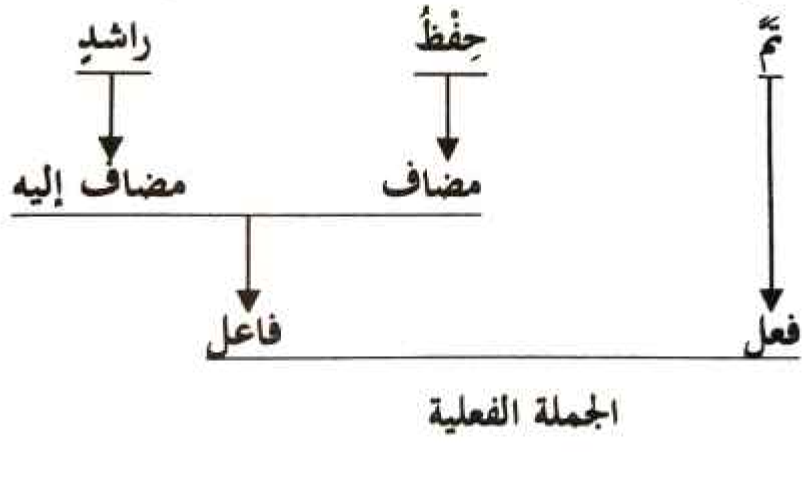

ফায়দা : উপরোক্ত উদাহরণে মাছদারকে তার ফায়েলের দিকে إضافة করা হয়েছে। কিন্তু ফায়েল ছাড়া তার অন্য কোনো মা'মূল নেই। তাই شبه الفعل-এর তারকীব হয়নি।

২. (রাশেদের কুরআন হিফয সমাপ্ত হয়েছে।)

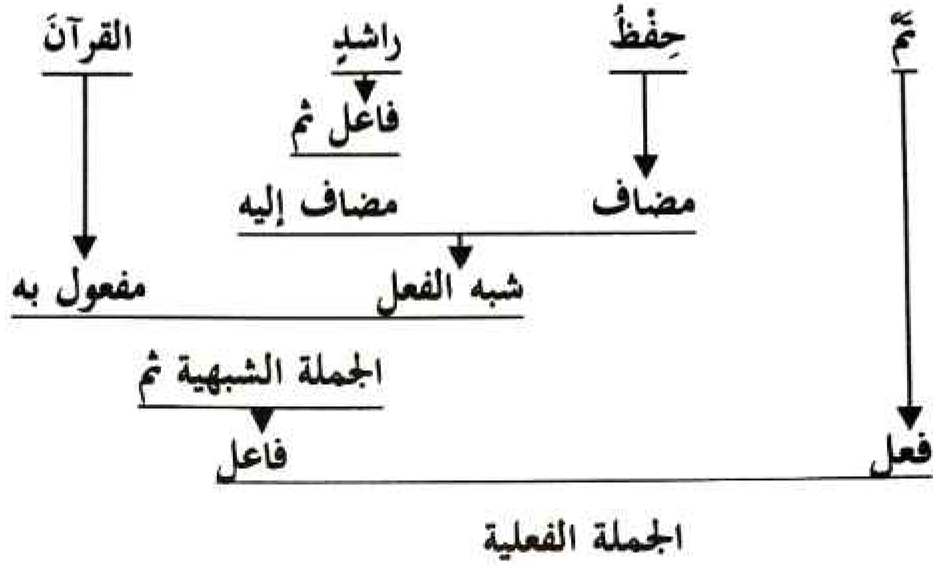

খ. মাছদারকে مفعول به-এর দিকে ইযাফাত করার উদাহরণ ও তারকীব:

(শিক্ষককে মাজেদের সম্মান করা আমাকে মুগ্ধ করেছে)

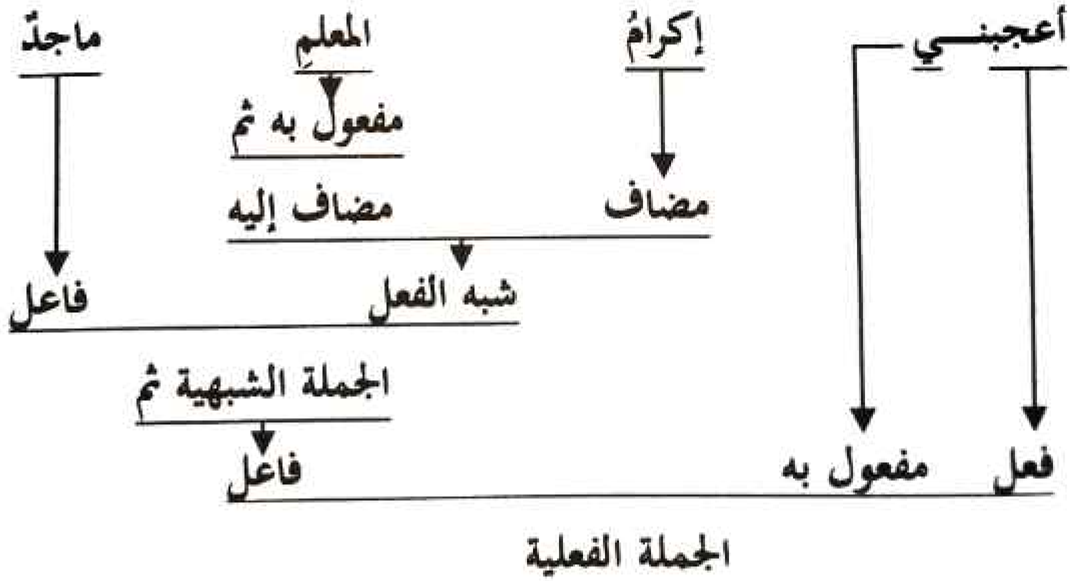

গ. মাছদারকে مفعول فيه-এর দিকে ইযাফাত করার উদাহরণ ও তারকীব:

(মাঠে রাশেদের আজকের খেলা আমাকে মুগ্ধ করেছে।)

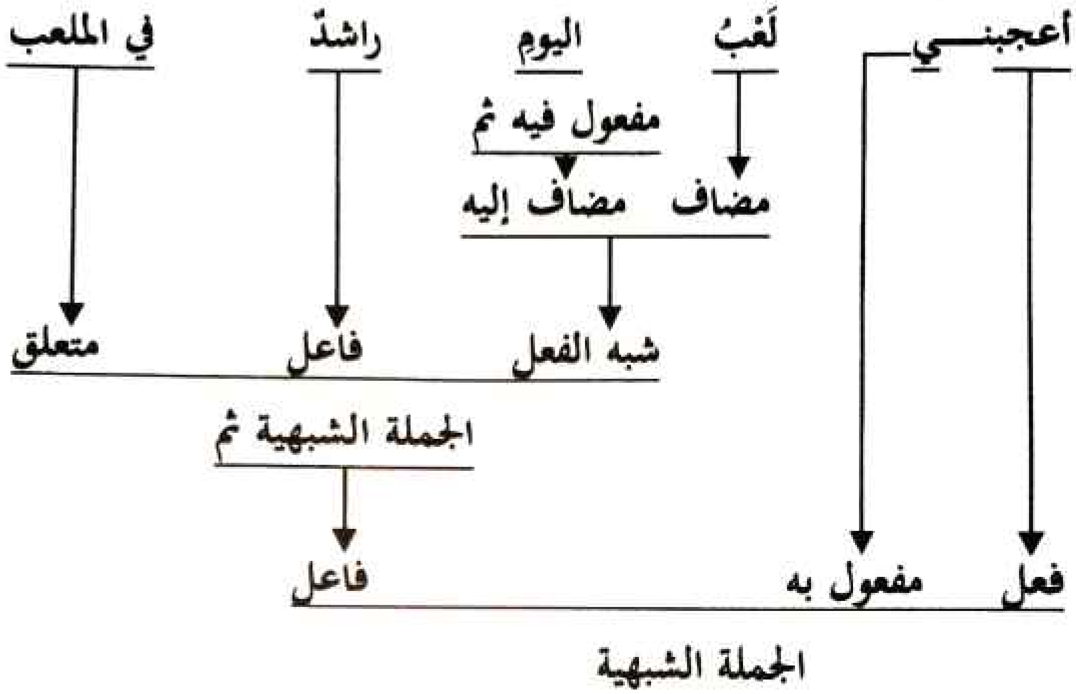

দ্বিতীয় পদ্ধতি : মাছদারকে إضافة বা ال থেকে মুক্ত অবস্থায় অর্থাৎ তানবীনযুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করা। যেমন :

(শিক্ষকের কুরআন শিক্ষাদান সমাপ্ত হয়েছে।)

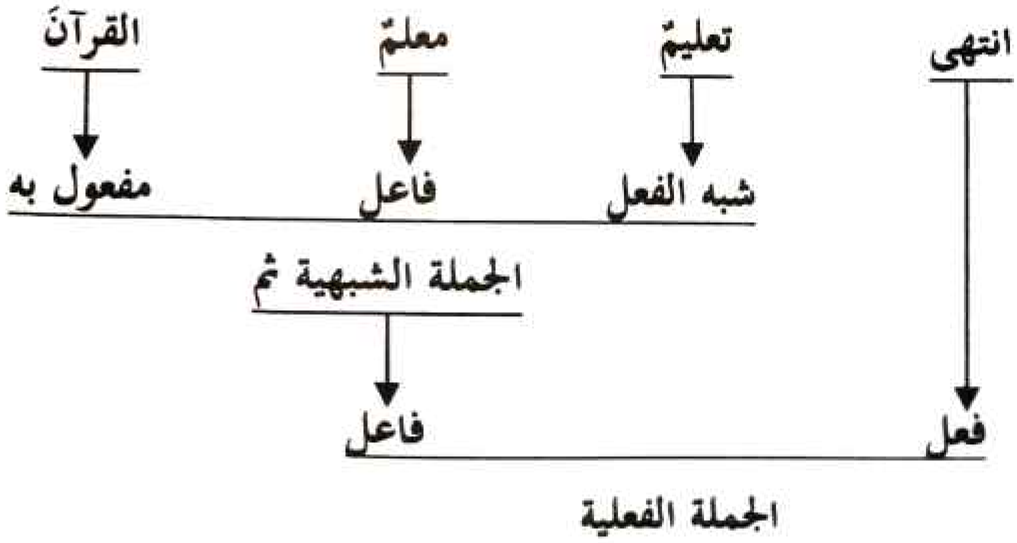

তৃতীয় পদ্ধতি : মাছদারকে أل-যুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করা। যেমন :

(পরীক্ষায় মাজেদের সফল হওয়া আমাকে আনন্দিত করেছে।)

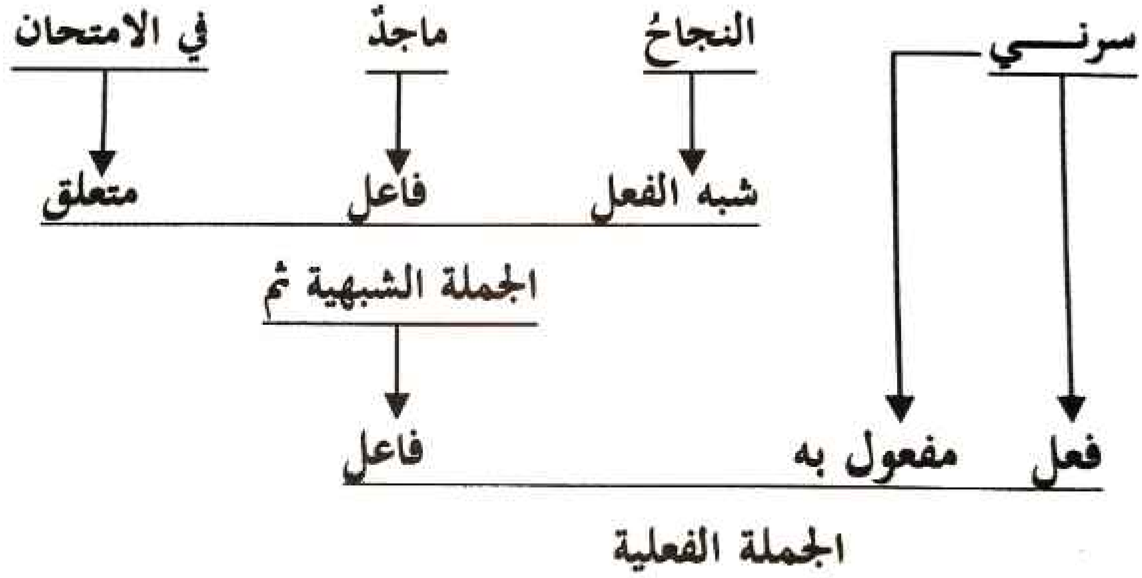

অনুল্লিখিত شبه الفعل সম্পর্কে আলোচনা

অনুল্লিখিত شبه الفعل যেমনিভাবে الجملة الاسمية-এর মাঝে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনিভাবে الجملة الفعلية-এর মাঝেও বিদ্যমান থাকে। বাক্যের তরজমা করার সময়, কিংবা তারকীব করার সময় বাক্যের বিষয়বস্তু ও অর্থের সাথে মিল রেখে কোনো একটি شبه الفعل নির্ধারণ করে নিতে হয়। বলাবাহুল্য, পূর্ববর্তী مرجع হিসাবে شبه الفعل-এর লিঙ্গ ও বচন পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

شبه الفعل কোথায় উহ্য থাকে এবং شبه الفعل-কে কেন উহ্য মানতে হয় এবং কোন شبه الفعل মানতে হয়, বিস্তারিত জানার জন্য সামনের আলোচনাগুলো মনোযোগের সাথে পঠিতব্য।

الجملة الاسمية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার উপায়

شبه الفعل কোথায় উহ্য থাকে এবং উহ্য شبه الفعل কী হবে– এই বিষয়টি একেবারেই সহজ ও বোধগম্য; বা অনেক ক্ষেত্রে উপভোগ্য। বিষয়টি সহজে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদেরকে একটি সহজ নিয়ম মনে রাখতে হবে।

কায়দা : যদি الجملة الاسمية-এর মাঝে কিংবা শুরুতে حرف الجر কিংবা عند، أمام، فوق ইত্যাদি কোনো একটি اسم الظرف (স্থানবাচক শব্দ) আসে, তাহলে حرف الجر কিংবা اسم الظرفটির পূর্বে একটি شبه الفعل উহ্য মানতে হয়। তখন উহ্য شبه الفعلটি তার ফায়েল ও পরবর্তী حرف الجر বা اسم الظرف-কে নিয়ে الجملة الشبهية হয়ে খবর হয়। যেমন :

১. القصةُ في الكتابِ (গল্পটি বইয়ে আছে।)

২. القاعدةُ في النحوِ (নিয়মটি নাহুশাস্ত্রে সাব্যস্ত রয়েছে।)

৩. في القريةِ مدرسةٌ (গ্রামে একটি মাদরাসা আছে।)

৪. العقدُ عند فاطمةَ (হারটি ফাতেমার কাছে আছে।)

৫. المدرسةُ أمام المسجدِ (মাদরাসাটি মসজিদের সামনে অবস্থিত।)

৬. أمام اللاعبِ كرةٌ (খেলোয়াড়ের সামনে একটি বল রয়েছে।)

লক্ষণীয়, উপরোক্ত ছয়টি الجملة الاسمية-এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে حرف الجرটি মাঝে এসেছে। আর তৃতীয় বাক্যে حرف الجرটি শুরুতে এসেছে। আর চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে اسم الظرفটি বাক্যের মাঝে এসেছে এবং ষষ্ঠ বাক্যে اسم الظرفটি বাক্যের শুরুতে এসেছে।

এখন উপরোল্লিখিত নিয়মের আলোকে নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যে حرف الجر কিংবা اسم الظرف-এর পূর্বে একটি شبه الفعل উহ্য রয়েছে।

এখন উহ্য شبه الفعلটি কোথায় কোনটি হবে, তা বাক্যের বিষয়বস্তু বা অর্থের সাথে মিল রেখে, নির্ধারণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ যেখানে বাক্যের অর্থ হবে 'আছে', সেখানে 'موجود বা ثابت বা كائن', আর যেখানে অর্থ হবে, 'অবস্থিত' সেখানে 'مستقر' আর যেখানে অর্থ হবে 'গণ্য' সেখানে 'معدود' আর যেখানে অর্থ হবে 'মালিকানাধীন' সেখানে 'مملوك বা ثابت' ইত্যাদি شبه الفعل মানতে হবে। সুতারাং, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যের মূলরূপ হবে নিম্নরূপ :

১. القصة (موجودة) في الكتاب

২. القاعدة (ثابتة) في علم النحو

৩. (مستقرة) في القرية مدرسة

৪. العقد (موجود/كائن) عند فاطمة

৫. المدرسة (مستقرة) أمام المسجد

৬. (ثابتة/كائنة/موجودة) أمام اللاعب كرة

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : الجملة الاسمية-এর মাঝে বিদ্যমান যেকোনো حرف الجر কিংবা اسم الظرف-ই কি উহ্য شبه الفعل-এর সাথে মিলিত হয়ে খবর হয় ?

উত্তর : যদি الجملة الاسمية-এর মাঝে حرف الجر কিংবা اسم الظرف থাকে তাহলে করণীয় হলো– বাক্যের বক্তব্য ও অর্থ হিসেবে মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করা। যদি حرف الجر কিংবা اسم الظرف-এর অংশটি খবর না হয়, তাহলে তাকে উহ্য شبه الفعل-এর সাথে মিলিত করে صفة বা حال ইত্যাদি কোনো কিছু বানাতে হয়। যেমন :

(নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম।)

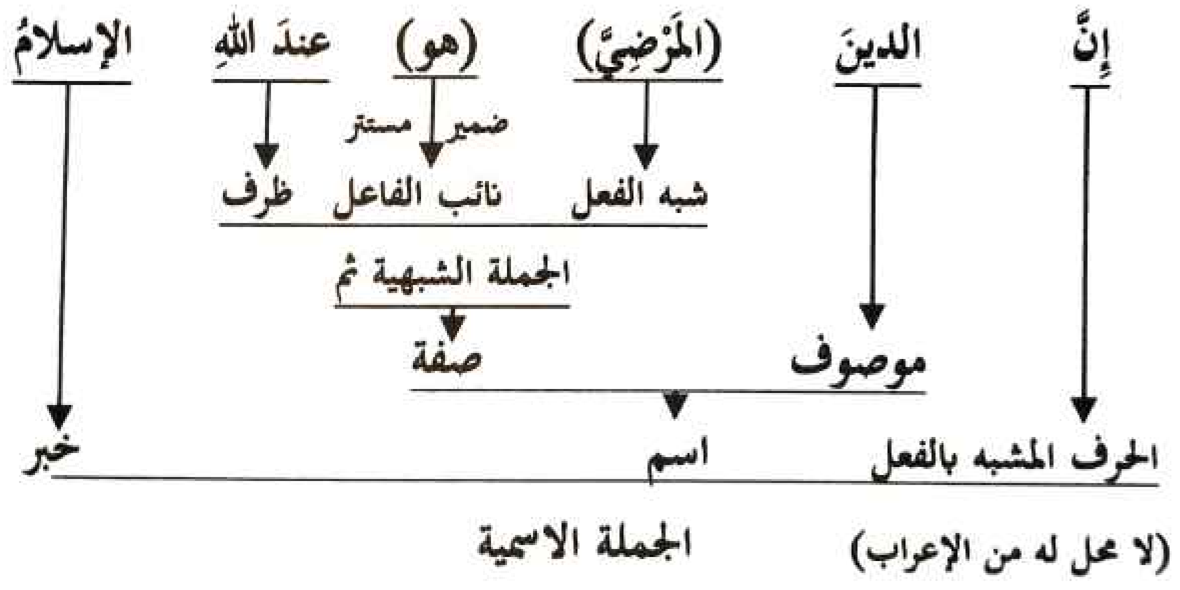

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে الإسلام হলো খবর। সুতরাং, عند الله-কে উহ্য شبه الفعل-এর ظرف বা حال বানাতে হবে।

الجملة الفعلية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার উপায়

الجملة الفعلية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার পদ্ধতি কী ? উত্তর একেবারেই সহজ। উত্তর বোঝার জন্য নীচের বাক্যগুলো লক্ষণীয়।

১. نجح المجتهدون من التلاميذ في الامتحان. (ছাত্রদের মধ্যে থেকে যারা পরিশ্রমী তারা পরীক্ষায় সফল হয়েছে।)

২. أرسل الله رسوله بالحق. (আল্লাহ তার রাসূলকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন।)

৩. اذكروا نعمة الله عليكم. (তোমরা তোমাদের ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো।)

৪. ذهبنا إلى حديقةٍ في المدينة. (আমরা শহরে অবস্থিত একটি উদ্যানে গিয়েছি।)

৫. قرأتُ كتابًا للمعلم. (আমি শিক্ষকের মালিকানাধীন/রচিত একটি বই পড়েছি।)

এখানে অর্থ-সহ পাঁচটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যে من التلاميذ অংশটি এবং দ্বিতীয় বাক্যে بالحق অংশটি এবং তৃতীয় বাক্যে عليكم অংশটি এবং চতুর্থ বাক্যে في المدينة অংশটি এবং পঞ্চম বাক্যে للمعلم অংশটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে মিলবে না। কারণ, তখন বাক্যগুলোর অর্থ সঠিক থাকবে না। যেমন পঞ্চম বাক্যের অর্থ যদি এমন করা হয়– 'আমি শিক্ষকের জন্য একটি বই পড়েছি' তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থটি ভুল। বরং সঠিক অর্থ হবে– 'আমি শিক্ষকের (রচিত বা মালিকানাধীন) একটি বই পড়েছি'। প্রত্যেকটি উদাহরণের ক্ষেত্রে একই কথা।

সুতরাং, অংশগুলো তাদের পূর্বে উহ্য কোনো شبه الفعل-এর সাথে মিলিত হবে। তারপর উহ্য شبه الفعلটি তার মা'মূলকে নিয়ে صفة বা

حال ইত্যাদি কিছু হবে। নিম্নে উপরোক্ত ছয়টি বাক্যের মূলরূপ উল্লেখ করা হলো–

১. نجح المجتهدون (المعدودون) من التلاميذ في الامتحان

২. أرسل الله رسوله (متلبسًا) بالحق

৩. اذكروا نعمة الله (المنزلةَ / نازلةً) عليكم

৪. ذهبنا إلى حديقةٍ (مستقرةٍ) في المدينة

৫. قرأت كتابا (مملوكًا/مكتوبًا) للمعلم

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি উহ্য شبه الفعل নিম্নরূপ

১. مَوْجُوْدٌ (বিদ্যমান; আছে)

২. ثَابِتٌ (সাব্যস্ত; বিদ্যমান; আছে)

৩. مُسْتَقِرٌّ (অবস্থিত)

৪. مَمْلُوْكٌ (মালিকানাধীন)

৫. مَعْدُوْدٌ (গণ্য; অন্তর্ভুক্ত)

৬. مُنَزَّلٌ (নাযিলকৃত)

৭. نَازِلٌ (অবতরণকারী)

৮. مُرْسَلٌ (প্রেরিত)

৯. كَائِنٌ (বিদ্যমান)

১০. مَوْهُوْبٌ (দানকৃত)

১১. مُسْتَعِيْنٌ (সাহায্যপ্রার্থী)

১২. مُصَاحِبٌ (সঙ্গ গ্রহণকারী)

১৩. صَادِرٌ (প্রকাশিত)

১৪. وَاقِعٌ (সংঘটিত)

১৫. مُتَلَبِّسٌ (মিশ্রিত; যুক্ত; সঙ্গে করে)

شبه الفعل উহ্য থাকার ক্ষেত্রসমূহ

شبه الفعل সর্বদা বাক্যস্থ حرف الجر কিংবা عند، أمام، بعد، قبل ইত্যাদি কোনো اسم الظرف-এর পূর্বে উহ্য থাকে।

বিভিন্ন حرف الجر-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-গুলো নিম্নরূপ

১. في-এর পূর্বে সাধারণত كائن، موجود، ثابت، مستقر ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

২. ب-এর পূর্বে সাধারণত ملتبس، مستعين، مصاحب ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

৩. ل-এর পূর্বে সাধারণত مملوك، ثابت ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

৪. من-এর পূর্বে সাধারণত معدود এই شبه الفعل উহ্য থাকে।

৫. على-এর পূর্বে সাধারণত مُنَزَّلٌ، ثابت ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

৬. إلى-এর পূর্বে সাধারণত مُرْسَلٌ، ذاهب ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

في-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

ক. في-এর পূর্বে موجود উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(বাতিটি কামরায় আছে।)

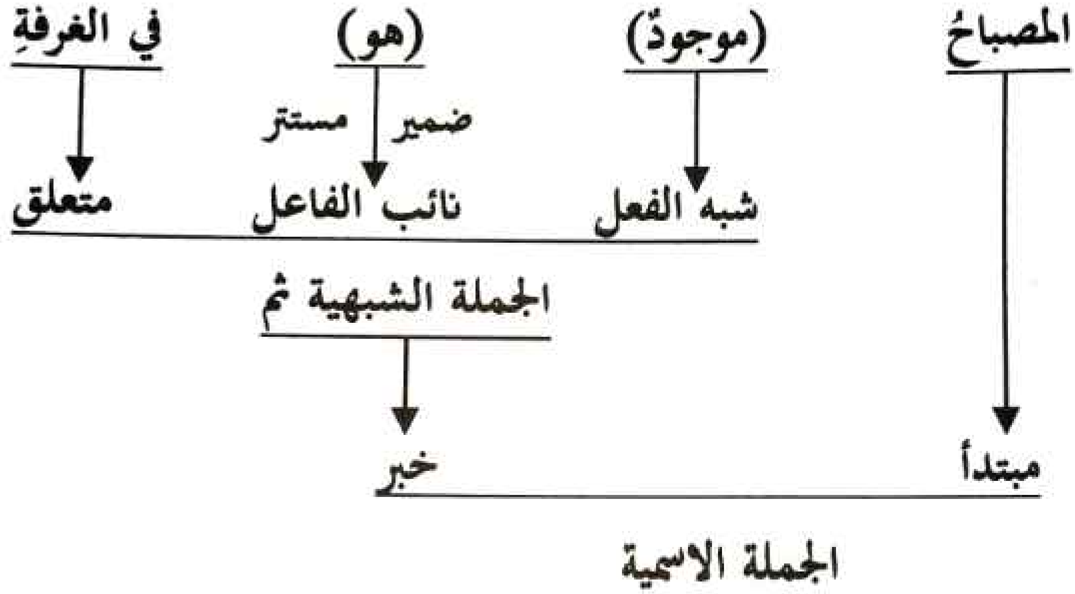

খ. في-এর পূর্বে ثابتة উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিয়মটি নাহু শাস্ত্রে রয়েছে।)

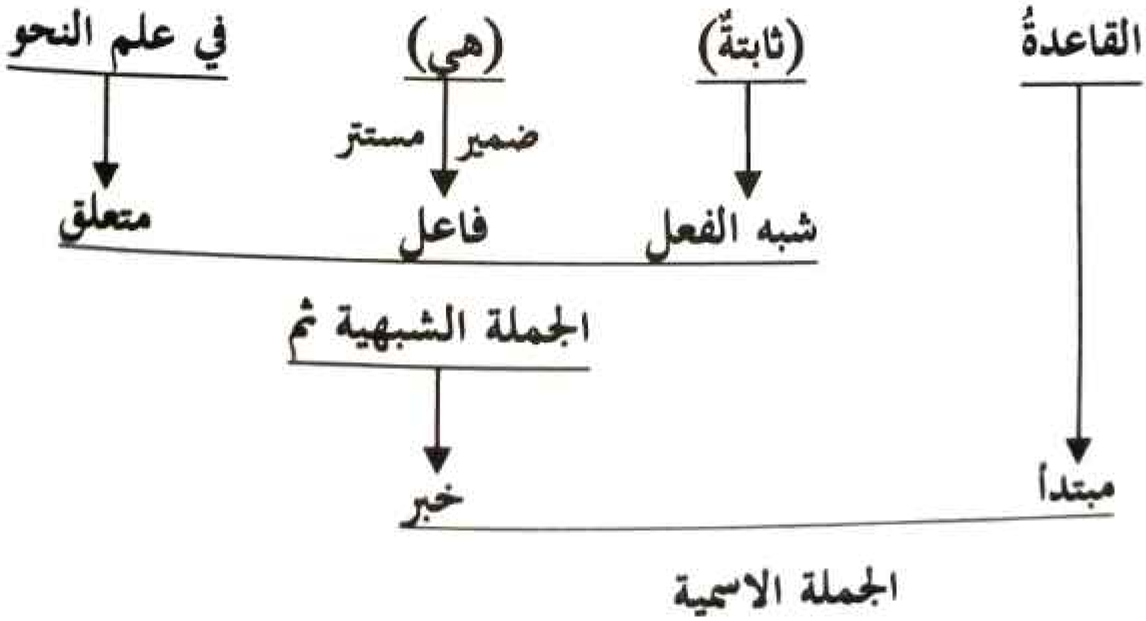

গ. فِي-এর পূর্বে مستقر উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(মসজিদটি গ্রামে অবস্থিত।)

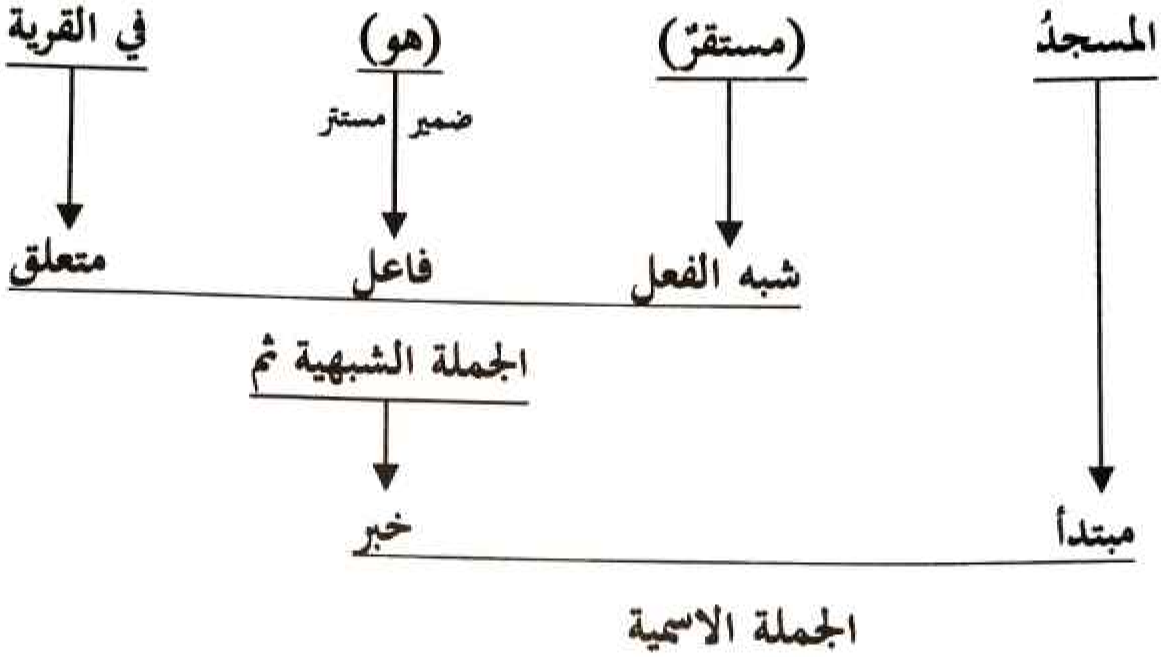

ب-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

(আল্লাহ তাঁর নবীকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন।)

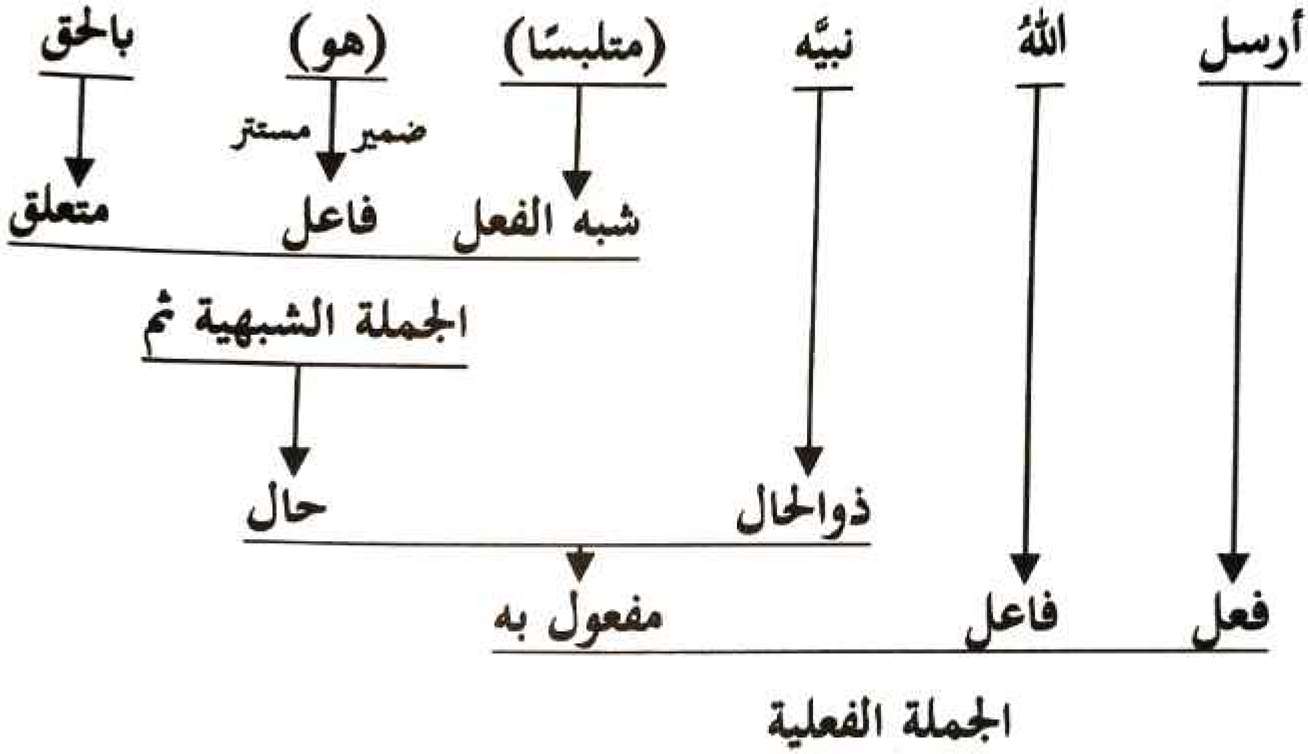

তৃতীয় পদ্ধতি : মাছদারকে ال-যুক্ত অবস্থায় ব্যবহার করা। যেমন :

(পরীক্ষায় মাজেদের সফল হওয়া আমাকে আনন্দিত করেছে।)

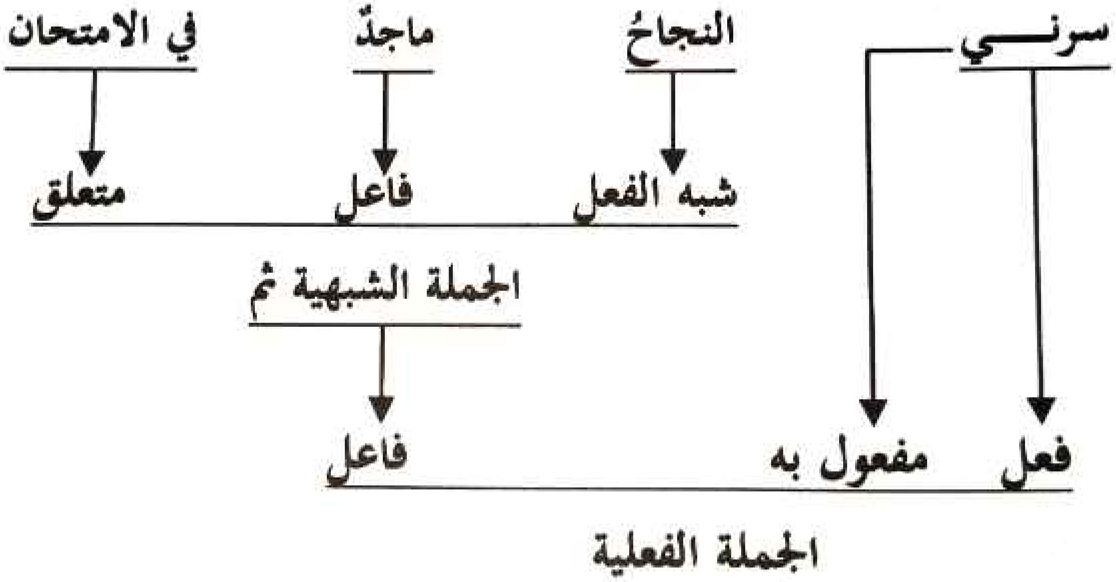

অনুল্লিখিত شبه الفعل সম্পর্কে আলোচনা

অনুল্লিখিত شبه الفعل যেমনিভাবে الجملة الاسمية-এর মাঝে বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনিভাবে الجملة الفعلية-এর মাঝেও বিদ্যমান থাকে। বাক্যের তরজমা করার সময়, কিংবা তারকীব করার সময় বাক্যের বিষয়বস্তু ও অর্থের সাথে মিল রেখে কোনো একটি شبه الفعل নির্ধারণ করে নিতে হয়। বলাবাহুল্য, পূর্ববর্তী مرجع হিসাবে شبه الفعل-এর লিঙ্গ ও বচন পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

شبه الفعل কোথায় উহ্য থাকে এবং شبه الفعل-কে কেন উহ্য মানতে হয় এবং কোন شبه الفعل মানতে হয়, বিস্তারিত জানার জন্য সামনের আলোচনাগুলো মনোযোগের সাথে পঠিতব্য।

الجملة الاسمية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার উপায়

شبه الفعل কোথায় উহ্য থাকে এবং উহ্য شبه الفعل কী হবে– এই বিষয়টি একেবারেই সহজ ও বোধগম্য; বা অনেক ক্ষেত্রে উপভোগ্য। বিষয়টি সহজে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদেরকে একটি সহজ নিয়ম মনে রাখতে হবে।

কায়দা : যদি الجملة الاسمية-এর মাঝে কিংবা শুরুতে حرف الجر কিংবা عند، أمام، فوق ইত্যাদি কোনো একটি اسم الظرف (স্থানবাচক শব্দ) আসে, তাহলে حرف الجر কিংবা اسم الظرفটির পূর্বে একটি شبه الفعل উহ্য মানতে হয়। তখন উহ্য شبه الفعلটি তার ফায়েল ও পরবর্তী حرف الجر বা اسم الظرف-কে নিয়ে الجملة الشبهية হয়ে খবর হয়। যেমন :

১. القصةُ في الكتابِ (গল্পটি বইয়ে আছে।)

২. القاعدةُ في النحوِ (নিয়মটি নাহুশাস্ত্রে সাব্যস্ত রয়েছে।)

৩. في القريةِ مدرسةٌ (গ্রামে একটি মাদরাসা আছে।)

৪. العقدُ عند فاطمةَ (হারটি ফাতেমার কাছে আছে।)

৫. المدرسةُ أمام المسجدِ (মাদরাসাটি মসজিদের সামনে অবস্থিত।)

৬. أمام اللاعبِ كرةٌ (খেলোয়াড়ের সামনে একটি বল রয়েছে।)

লক্ষণীয়, উপরোক্ত ছয়টি الجملة الاسمية-এর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে حرف الجر-টি মাঝে এসেছে। আর তৃতীয় বাক্যে حرف الجر-টি শুরুতে এসেছে। আর চতুর্থ ও পঞ্চম বাক্যে اسم الظرف-টি বাক্যের মাঝে এসেছে এবং ষষ্ঠ বাক্যে اسم الظرف-টি বাক্যের শুরুতে এসেছে।

এখন উপরোল্লিখিত নিয়মের আলোকে নিশ্চিতভাবে আমরা বলতে পারি যে, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যে حرف الجر কিংবা اسم الظرف-এর পূর্বে একটি شبه الفعل উহ্য রয়েছে।

এখন উহ্য شبه الفعل-টি কোথায় কোনটি হবে, তা বাক্যের বিষয়বস্তু বা অর্থের সাথে মিল রেখে, নির্ধারণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ যেখানে বাক্যের অর্থ হবে 'আছে', সেখানে 'موجود বা ثابت বা كائن', আর যেখানে অর্থ হবে, 'অবস্থিত' সেখানে 'مستقر' আর যেখানে অর্থ হবে 'গণ্য' সেখানে 'معدود' আর যেখানে অর্থ হবে 'মালিকানাধীন' সেখানে 'مملوك বা ثابت' ইত্যাদি شبه الفعل মানতে হবে। সুতারাং, উপরোক্ত ছয়টি বাক্যের মূলরূপ হবে নিম্নরূপ :

১. القصة (موجودة) في الكتاب

২. القاعدة (ثابتة) في علم النحو

৩. (مستقرة) في القرية مدرسة

৪. العقد (موجود/كائن) عند فاطمة

৫. المدرسة (مستقرة) أمام المسجد

৬. (ثابتة/كائنة/موجودة) أمام اللاعب كرة

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন : الجملة الاسمية-এর মাঝে বিদ্যমান যেকোনো حرف الجر কিংবা اسم الظرف-ই কি উহ্য شبه الفعل-এর সাথে মিলিত হয়ে খবর হয় ?

উত্তর : যদি الجملة الاسمية-এর মাঝে حرف الجر কিংবা اسم الظرف থাকে তাহলে করণীয় হলো– বাক্যের বক্তব্য ও অর্থ হিসেবে মুবতাদা ও খবর চিহ্নিত করা। যদি حرف الجر কিংবা اسم الظرف-এর অংশটি খবর না হয়, তাহলে তাকে উহ্য شبه الفعل-এর সাথে মিলিত করে صفة বা حال ইত্যাদি কোনো কিছু বানাতে হয়। যেমন :

(নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট মনোনীত ধর্ম।)

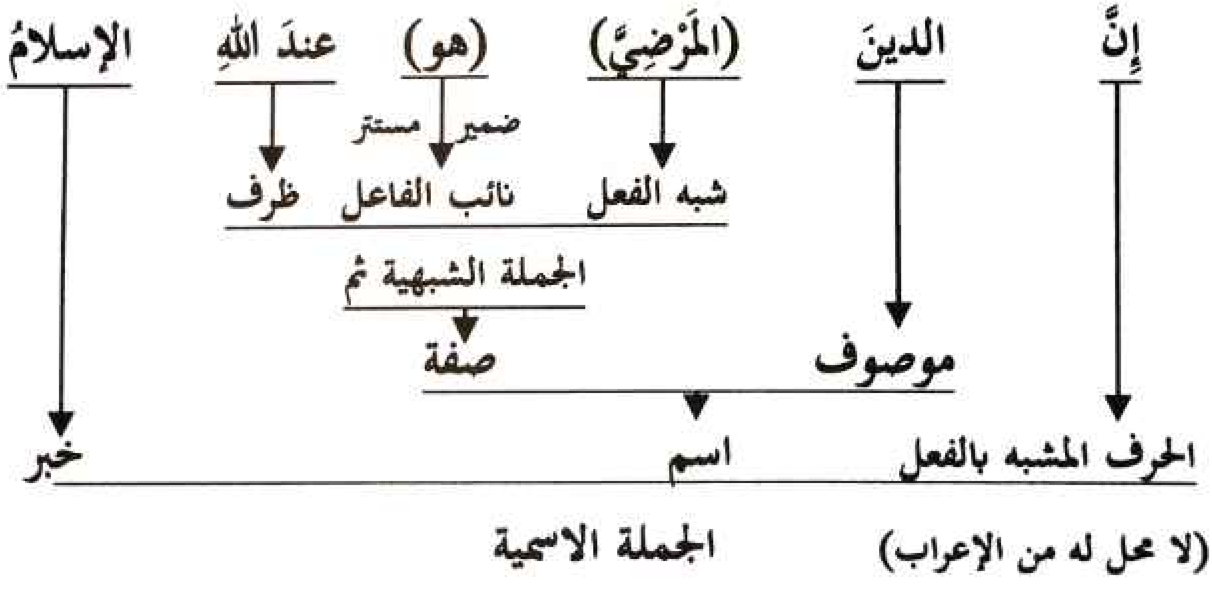

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে الإسلام হলো খবর। সুতরাং, عند الله-কে উহ্য شبه الفعل-এর ظرف বা حال বানাতে হবে।

الجملة الفعلية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার উপায়

الجملة الفعلية-এর মাঝে উহ্য شبه الفعل নির্ধারণ করার পদ্ধতি কী ? উত্তর একেবারেই সহজ। উত্তর বোঝার জন্য নীচের বাক্যগুলো লক্ষণীয়।

১. نجح المجتهدون من التلاميذ في الامتحان. (ছাত্রদের মধ্যে থেকে যারা পরিশ্রমী তারা পরীক্ষায় সফল হয়েছে।)

২. أرسل الله رسوله بالحق. (আল্লাহ তার রাসূলকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন।)

৩. اذكروا نعمة الله عليكم. (তোমরা তোমাদের ওপর নাযিলকৃত আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ করো।)

৪. ذهبنا إلى حديقةٍ في المدينة. (আমরা শহরে অবস্থিত একটি উদ্যানে গিয়েছি।)

৫. قرأتُ كتابًا للمعلم. (আমি শিক্ষকের মালিকানাধীন/রচিত একটি বই পড়েছি।)

এখানে অর্থ-সহ পাঁচটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যে من التلاميذ অংশটি এবং দ্বিতীয় বাক্যে بالحق অংশটি এবং তৃতীয় বাক্যে عليكم অংশটি এবং চতুর্থ বাক্যে في المدينة অংশটি এবং পঞ্চম বাক্যে للمعلم অংশটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে মিলবে না। কারণ, তখন বাক্যগুলোর অর্থ সঠিক থাকবে না। যেমন পঞ্চম বাক্যের অর্থ যদি এমন করা হয়– 'আমি শিক্ষকের জন্য একটি বই পড়েছি' তাহলে স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, অর্থটি ভুল। বরং সঠিক অর্থ হবে– 'আমি শিক্ষকের (রচিত বা মালিকানাধীন) একটি বই পড়েছি'। প্রত্যেকটি উদাহরণের ক্ষেত্রে একই কথা।

সুতরাং, অংশগুলো তাদের পূর্বে উহ্য কোনো شبه الفعل-এর সাথে মিলিত হবে। তারপর উহ্য شبه الفعلটি তার মা'মূলকে নিয়ে صفة বা

حال ইত্যাদি কিছু হবে। নিম্নে উপরোক্ত ছয়টি বাক্যের মূলরূপ উল্লেখ করা হলো–

১. نجح المجتهدون (المعدودون) من التلاميذ في الامتحان

২. أرسل الله رسوله (متلبسًا) بالحق

৩. اذكروا نعمة الله (المنزلةَ / نازلةً) عليكم

৪. ذهبنا إلى حديقةٍ (مستقرةٍ) في المدينة

৫. قرأت كتابا (مملوكًا/مكتوبًا) للمعلم

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি উহ্য شبه الفعل নিম্নরূপ

১. مَوْجُوْدٌ (বিদ্যমান; আছে)

২. ثَابِتٌ (সাব্যস্ত; বিদ্যমান; আছে)

৩. مُسْتَقِرٌّ (অবস্থিত)

৪. مَمْلُوْكٌ (মালিকানাধীন)

৫. مَعْدُوْدٌ (গণ্য; অন্তর্ভুক্ত)

৬. مُنَزَّلٌ (নাযিলকৃত)

৭. نَازِلٌ (অবতরণকারী)

৮. مُرْسَلٌ (প্রেরিত)

৯. كَائِنٌ (বিদ্যমান)

১০. مَوْهُوْبٌ (দানকৃত)

১১. مُسْتَعِيْنٌ (সাহায্যপ্রার্থী)

১২. مُصَاحِبٌ (সঙ্গ গ্রহণকারী)

১৩. صَادِرٌ (প্রকাশিত)

১৪. وَاقِعٌ (সংঘটিত)

১৫. مُتَلَبِّسٌ (মিশ্রিত; যুক্ত; সঙ্গে করে)

شبه الفعل উহ্য থাকার ক্ষেত্রসমূহ

شبه الفعل সর্বদা বাক্যস্থ حرف الجر কিংবা عند، أمام، بعد، قبل ইত্যাদি কোনো اسم الظرف-এর পূর্বে উহ্য থাকে।

বিভিন্ন حرف الجر-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-গুলো নিম্নরূপ

১. في-এর পূর্বে সাধারণত كائن، موجود، ثابت، مستقر ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

২. ب-এর পূর্বে সাধারণত ملتبس، مستعين، مصاحب ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

৩. ل-এর পূর্বে সাধারণত مملوك، ثابت ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

৪. من-এর পূর্বে সাধারণত معدود এই شبه الفعل উহ্য থাকে।

৫. على-এর পূর্বে সাধারণত مُنَزَّلٌ، ثابت ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

৬. إلى-এর পূর্বে সাধারণত مُرْسَلٌ، ذاهب ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে।

فِي-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

ক. فِي-এর পূর্বে موجود উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(বাতিটি কামরায় আছে।)

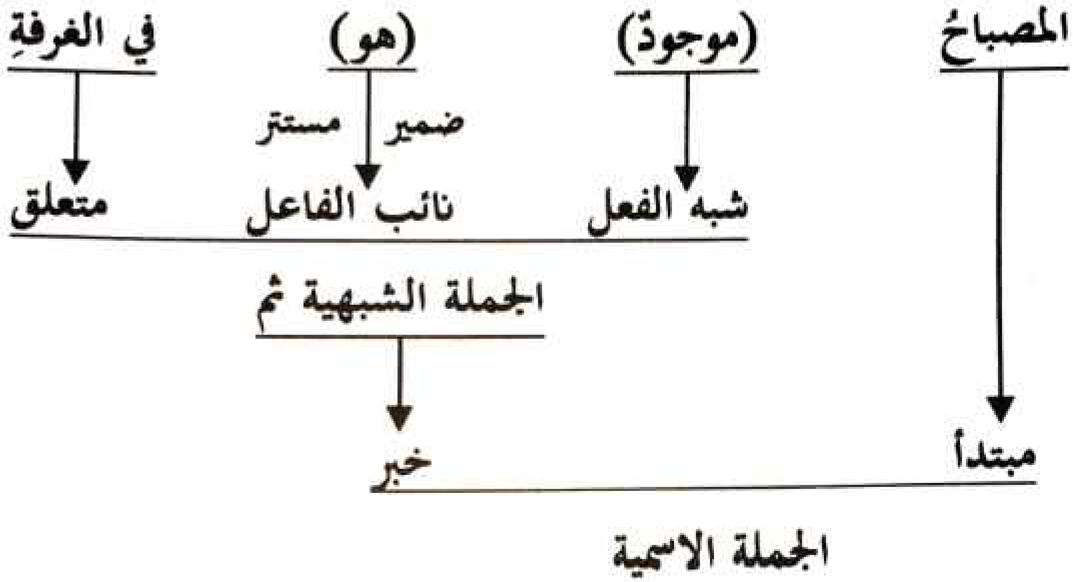

খ. فِي-এর পূর্বে ثابتة উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিয়মটি নাহু শাস্ত্রে রয়েছে।)

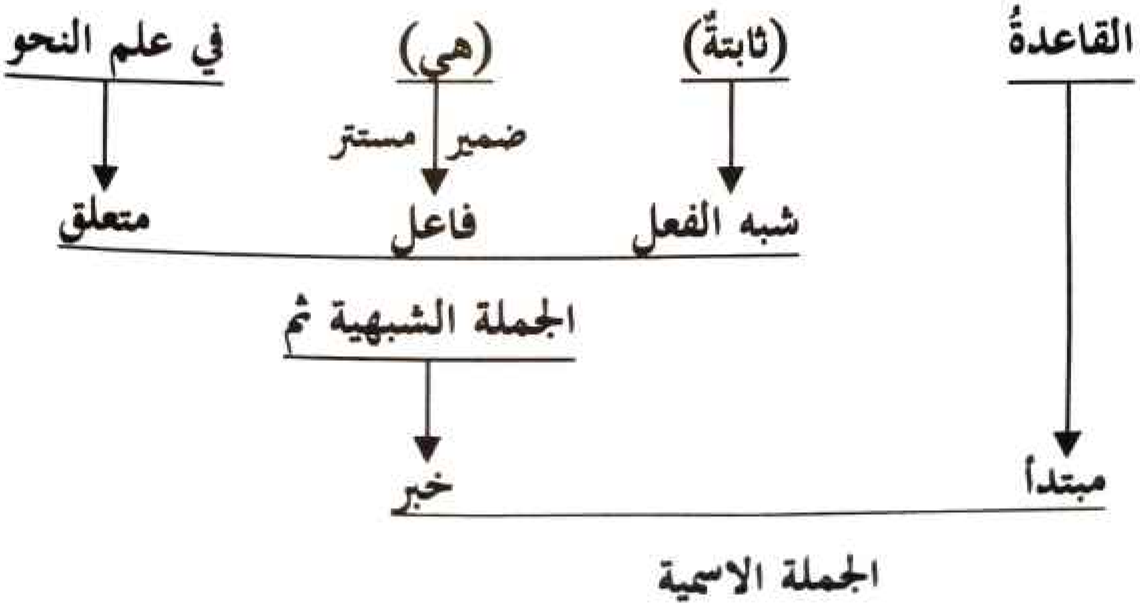

গ. فِي-এর পূর্বে مستقر উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(মসজিদটি গ্রামে অবস্থিত ।)

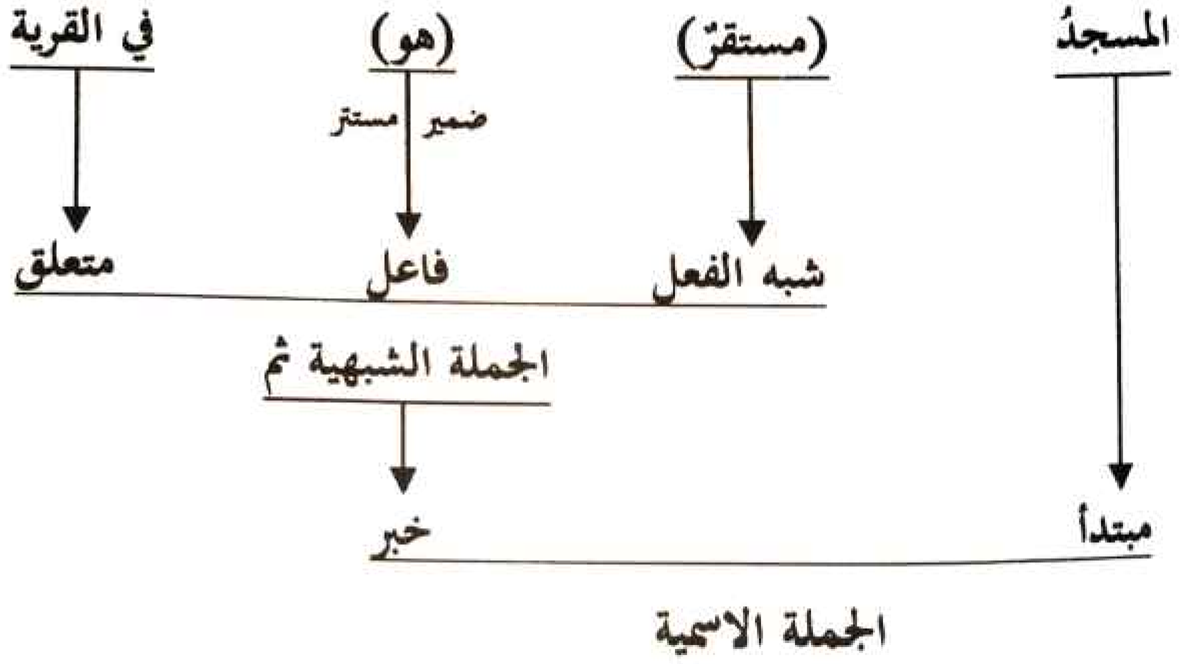

ب-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

(আল্লাহ তাঁর নবীকে সত্য-সহ পাঠিয়েছেন।)

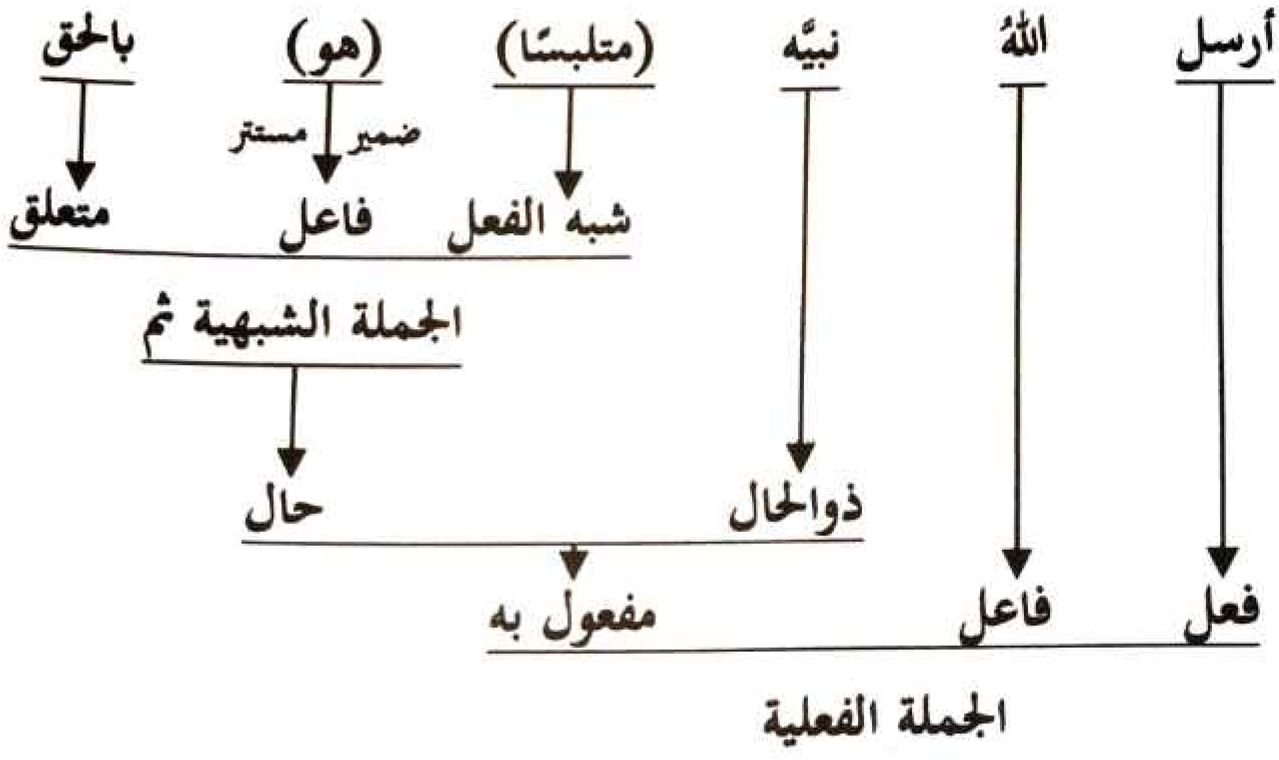

لِ-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

ক. ل-এর পূর্বে مملوك উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিক্ষকের একটি চশমা আছে।)

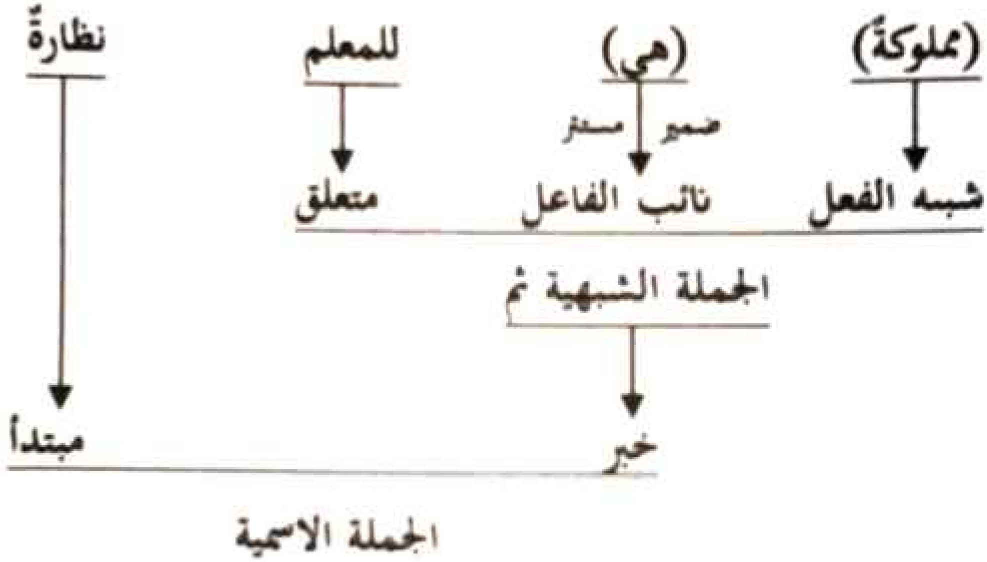

খ. ل-এর পূর্বে ثابتة উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাদরাসার একটি লাইব্রেরী আছে।)

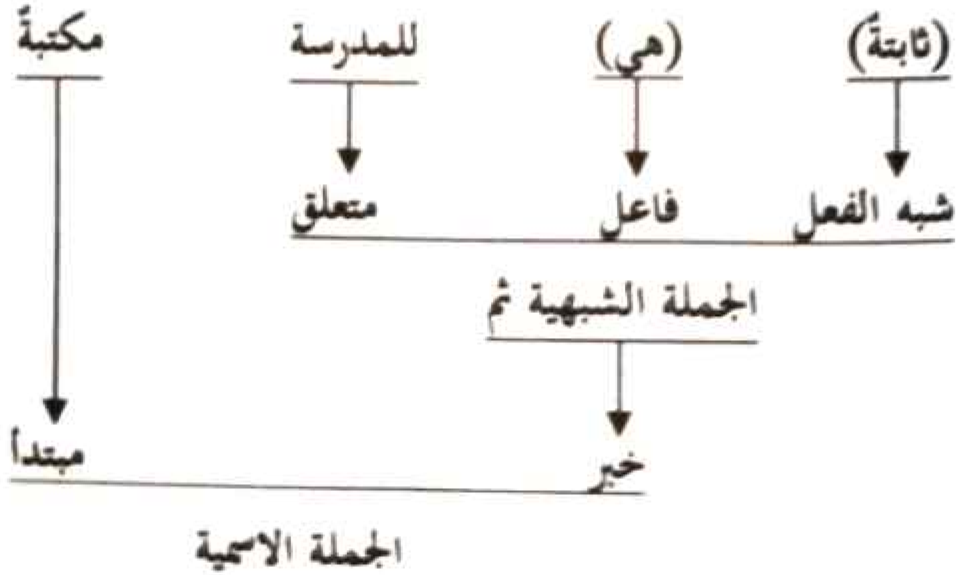

من-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

ক. من-এর পূর্বে معدود উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(আবূ বকর রাযি. কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।)

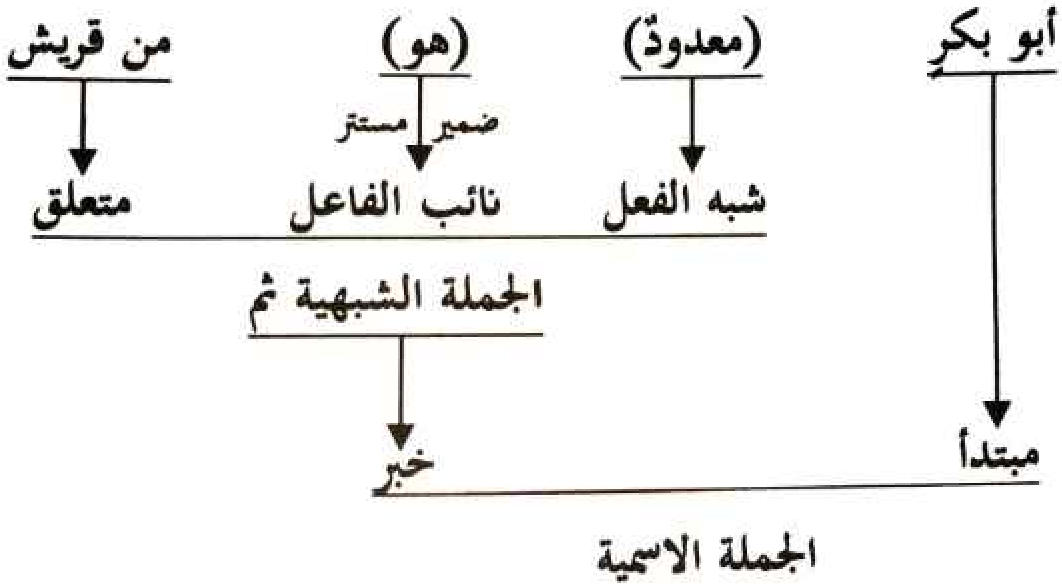

খ. (আল্লাহ মানুষের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।)

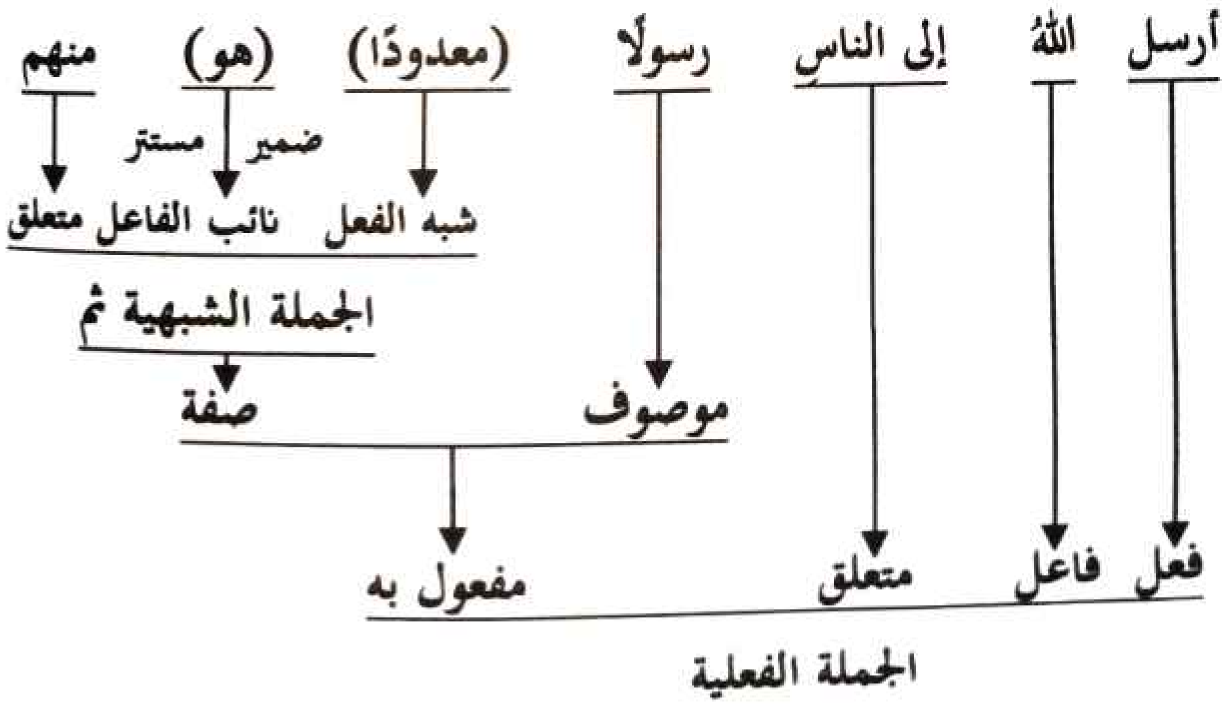

على-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

ক. على-এর পূর্বে نَازِلٌ উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।)

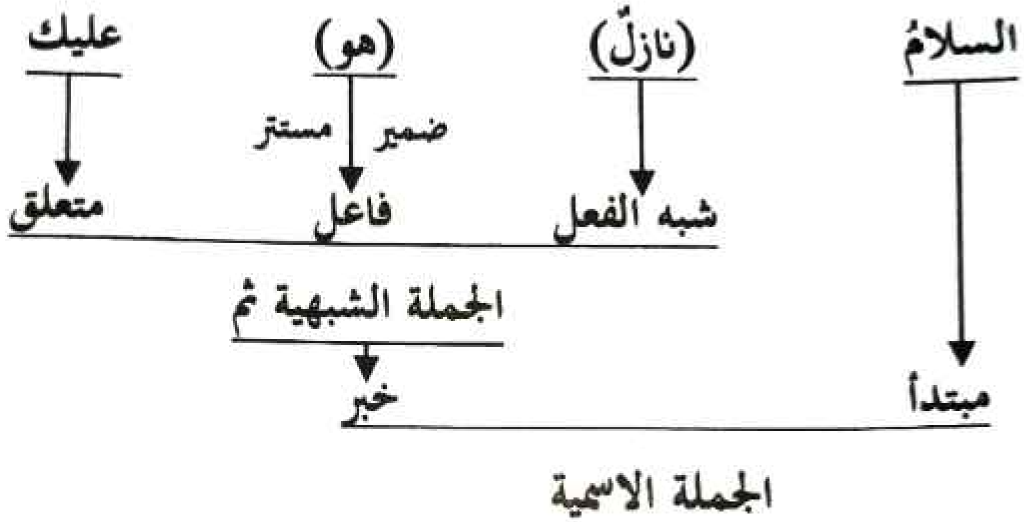

খ. على-এর পূর্বে ثابت উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(দরজায় একটি তালা আছে।)

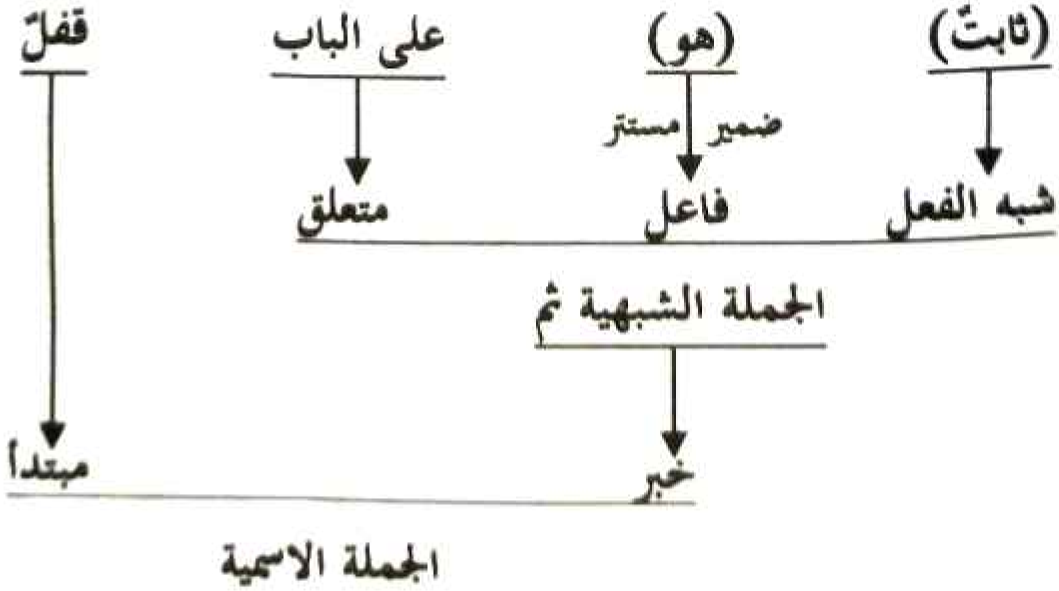

إلى-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل-এর উদাহরণ ও তারকীব

إلى-এর পূর্বে مُرْسَلٌ উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।)

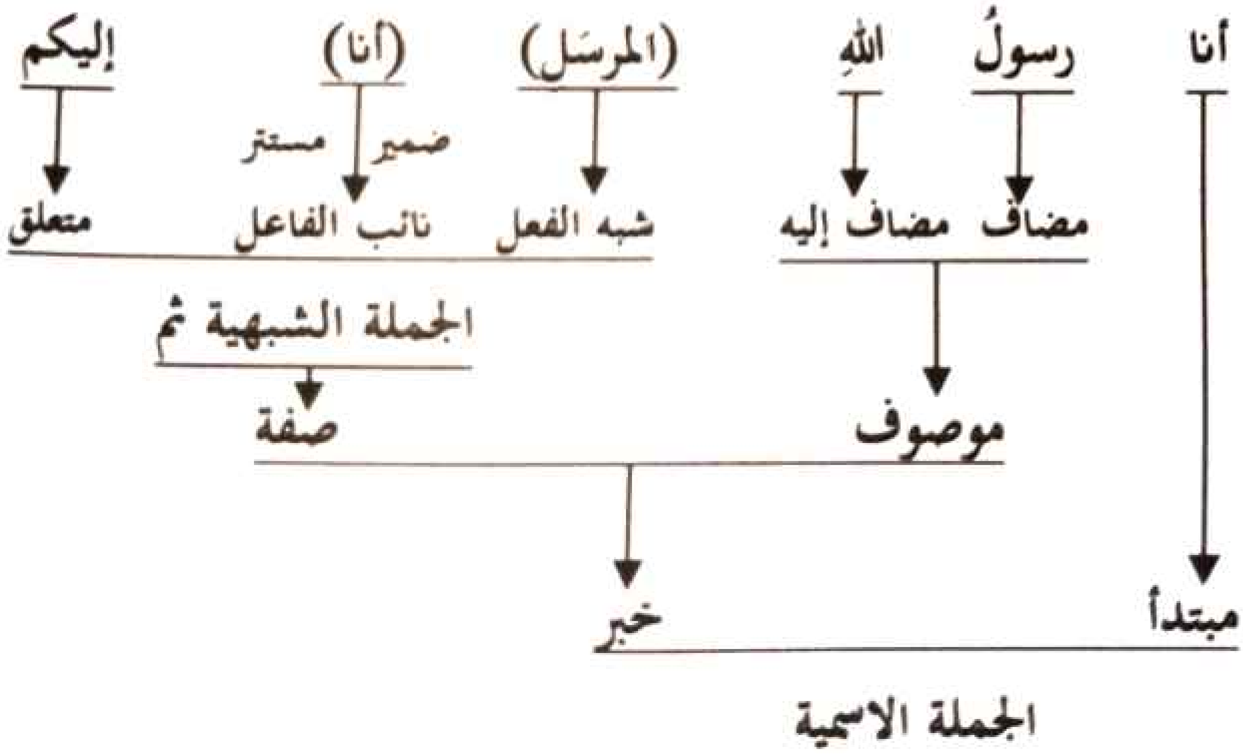

أسماء الظروف-এর পূর্বে উহ্য شبه الفعل সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

عند، أمام، وراء، خلف، تحت ইত্যাদি أسماء الظرف-এর পূর্বে সাধারণত كائن، ثابت، مستقر، موجود ইত্যাদি شبه الفعل উহ্য থাকে। তবে, উহ্য شبه الفعل কোনটি হবে তা বাক্যের বিষয়বস্তু বা অর্থের সাথে মিল রেখে মুনাসিব মতো কোনো একটি নির্ধারণ করে নিতে হয়। যেমন :

ক. (মাদরাসাটি মসজিদের সামনে অবস্থিত।)

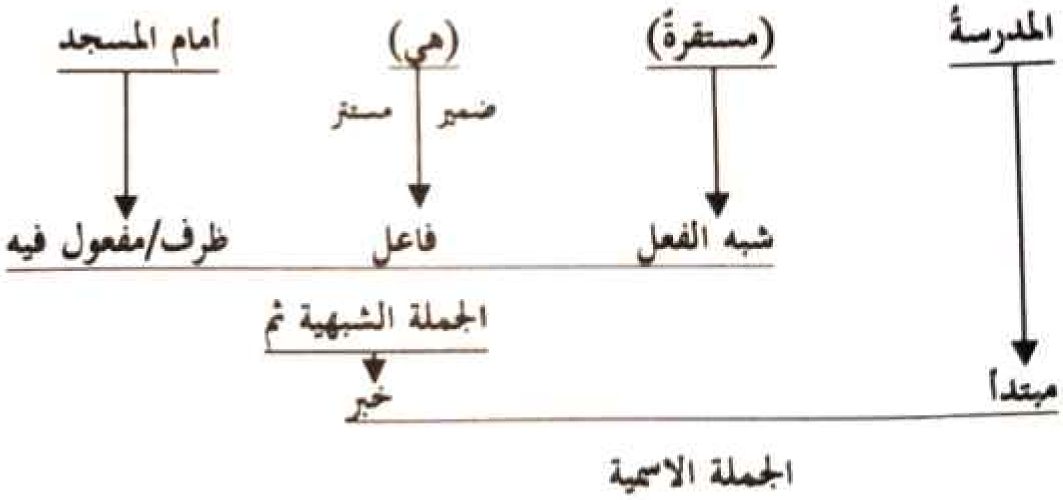

খ. (টেবিলের ওপর একটি কলম আছে।)

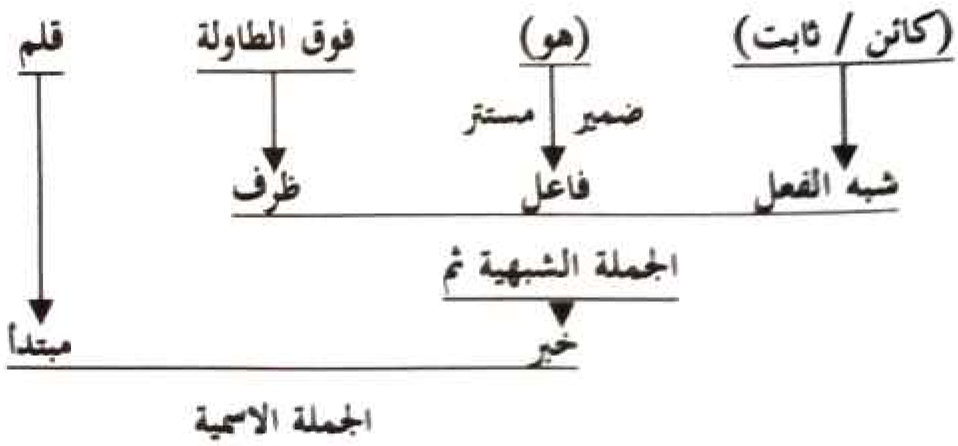

আকৃতিগত দিক দিয়ে জুমলার প্রকারভেদ

আকৃতিগত দিক দিয়ে জুমলা দুই প্রকার। যথা : الجملة الاسمية ও الجملة الفعلية

الجملة الاسمية : যে-জুমলার প্রথম শব্দ ইসম তাকে الجملة الاسمية বলে।

যেমন : الكتابُ جديد.

الجملة الاسمية الخبرية

الجملة الفعلية : যে-জুমলার প্রথম শব্দ ফেয়েল তাকে الجملة الفعلية বলে।

যেমন : ذهب ماجد.

الجملة الفعلية الخبرية

অর্থগত দিক দিয়ে জুমলার প্রকারভেদ

অর্থগত দিক দিয়ে জুমলা দুই প্রকার। যথা :

১. خَبَرِيَّةٌ ২. إِنْشَائِيَّةٌ

ক. خبرية : যে-জুমলার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় তাকে الجملة الخبرية বলে।

খ. إنشائية : যে-জুমলার বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় না তাকে الجملة الإنشائية বলে।

الجملةُ الإِنْشَائِيَّةُ-এর প্রকারভেদ

الجملة الإنشائية মোট পনের প্রকার। যথা :

১. أمر (আদেশবাচক বাক্য)। যেমন :

(তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত করো।)

اعبد ربك.

الجملة الفعلية الإنشائية

২. نهي (নিষেধবাচক বাক্য)। যেমন :

(তোমরা দুজন এই গাছ থেকে খেওনা।)

لا تأكلا من هذه الشجرة.

الجملة الفعلية الإنشائية

৩. استفهام (প্রশ্নবোধক বাক্য)। যেমন :

ক. (তুমি কি ছাত্র ?)

هل أنت تلميذ؟

الجملة الاسمية الإنشائية

খ. (ছাত্রটি কি সফল হয়েছে ?)

هل نجح التلميذ.

الجملة الفعلية الإنشائية

৪. نداء (আহবানবাচক বাক্য)। যেমন :

(হে ছেলে, তুমি মেধাবী।)

يا ولدا! أنت ذكي.

الجملة الندائية الإنشائية

৫. قَسَمٌ (শপথবাচক বাক্য) যেমন :

(আল্লাহর কসম, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।)

والله لينصرنك.

الجملة الفعلية الإنشائية

৬. دعاء (দু'আবাচক বাক্য)। যেমন :

(আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।)

جزاك الله خيرا.

الجملة الفعلية الإنشائية

৭. تمني (আকাঙ্ক্ষাবাচক বাক্য)। যেমন :

(হায়, যৌবন যদি কোনো একদিন ফিরে আসত !)

ألا ليت الشباب يعود يوما.

الجملة الاسمية الإنشائية

৮. تَرَجِّيٌّ (প্রত্যাশাজ্ঞাপক বাক্য)। যেমন :

(হয়ত আল্লাহ আমাকে সততা দান করবেন।)

لعل الله يرزقني صلاحا.

الجملة الاسمية الإنشائية

৯. عُقُوْدٌ (চুক্তিবাচক বাক্য)। যেমন :

(আমি তোমার কাছে এই বইটি বিক্রি করলাম।)

بعت منك هذا الكتاب.

الجملة الفعلية الإنشائية

১০. مُقَارِبٌ (নিকটবর্তিতাজ্ঞাপক বাক্য)। যেমন :
(আশা করা যায় যে, আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করবেন।)

عسى الله أن يتوب عليك.

الجملة الفعلية الإنشائية

১১. تَعَجُّبٌ (আশ্চর্যবোধক বাক্য)। যেমন :
(প্রাসাদটি কতই না সুন্দর !)

ما أجمل القصر!

الجملة الفعلية الإنشائية

১২. مَدْحٌ (প্রশংসাবাচক বাক্য)। যেমন :
(মাজেদ উত্তম লোক)

نعم الرجل ماجد.

الجملة الفعلية الإنشائية

১৩. ذَمٌّ (নিন্দাবাচক বাক্য)। যেমন :
(মিথ্যা মন্দ স্বভাব।)

بئس الخلق الكذب.

الجملة الفعلية الإنشائية

১৪. اِعْتِقَادٌ (যে-সকল বাক্যের ওপর ঈমান আনা আবশ্যক)। যেমন :
(আল্লাহ আমাদের রব।)

الله ربنا.

الجملة الاسمية الإنشائية

১৫. عَرْضٌ (আবেদনসূচক বাক্য)। আবেদনের অব্যয় তিনটি। যথা :
ألا، أما، لو যেমন : ألا تزورنا (তুমি কি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না ?)

কখনো-কখনো عرض-এর পরে فاء যুক্ত বাক্য এসে থাকে। যেমন : ألا تزورنا فتصيب خيرا. তখন فاء-এর তিন ধরনের তারকীব হয়ে থাকে। যথা :

ক. الفاء العاطفة হয়ে عطف المفرد على المفرد হয়। যেমন :

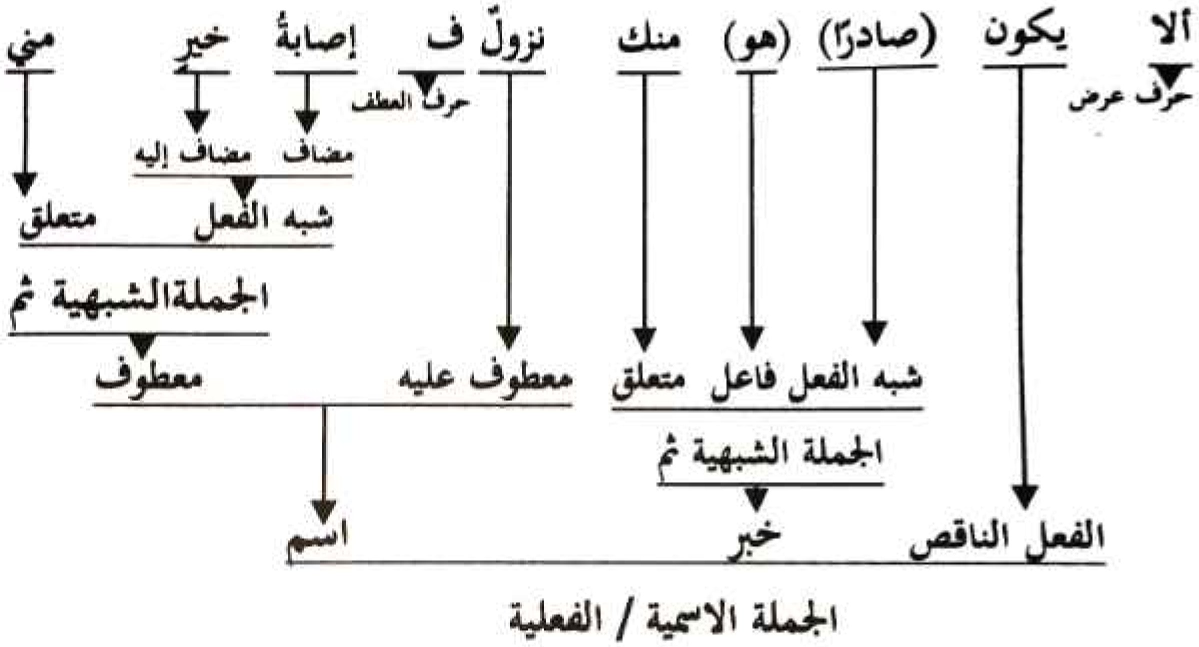

খ. الفاء العاطفة হয়ে عطف الجملة على الجملة হয় । যেমন :

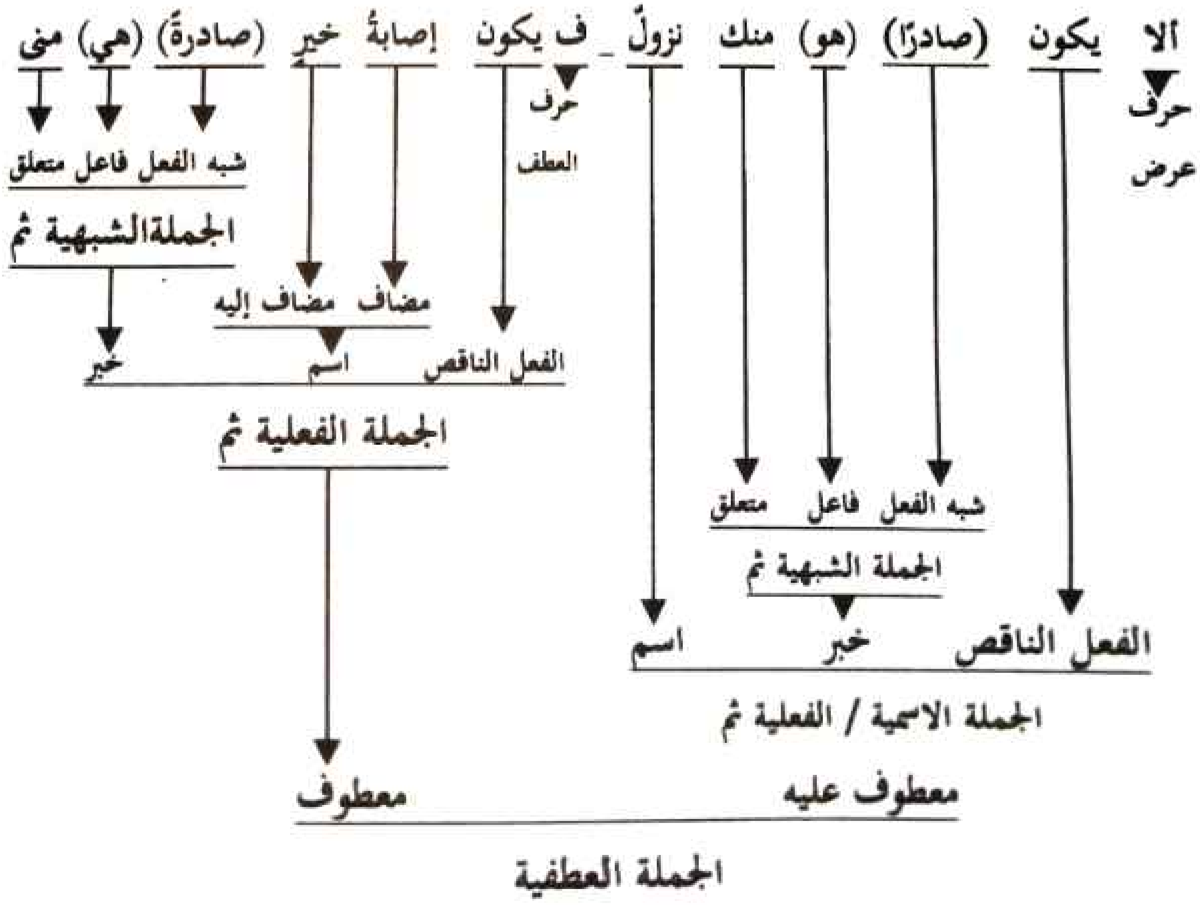

গ. فاءটি جزائية **হয়। তখন বাক্যটির মূলরূপ হয় এমন :** ألا تزورنا إن تزرنا فنزرك **এখানে** ألا **হলো** حرف العرض **আর** تزورنا **জুমলা হয়ে** عرض **হয়। আর** إن تزرنا فنزرك **পুরো বাক্যটি** الجملة الشرطية **হয়ে** جواب العرض **হয়। তারপর** عرض **ও** جواب العرض **মিলে** الجملة الفعلية **হয়।**

ই'রাবগত দিক দিয়ে বাক্যের প্রকারভেদ

ই'রাব গ্রহণ করা না-করা হিসাবে বাক্য দুই প্রকার। অর্থাৎ, কিছু বাক্য এমন রয়েছে– যেগুলো পূর্ববর্তী আমিলের ই'রাব গ্রহণ করে বা মা'মূল হয়। আবার কিছু বাক্য এমন রয়েছে– যেগুলো পূর্ববর্তী আমেলের ই'রাব গ্রহণ করে না বা মা'মূল হয় না।

যে-সকল বাক্য ই'রাব গ্রহণ করে তার প্রকারভেদ

যে-সকল বাক্যকে কোনো মুফরাদ শব্দ দ্বারা তাবীল করা শুদ্ধ এবং বাক্যের চাহিদা অনুযায়ী مرفوع، منصوب، مجرور হয়, সে-সকল বাক্য পূর্ববর্তী আমেলর ই'রাব গ্রহণ করে বা মা'মূল হয়।

এ-ধরনের বাক্য মোট সাত প্রকার। যথা :

১ম প্রকার : যে-বাক্য مرفوع، منصوب، مجرور হয়ে খবর হয় এর কয়েক অবস্থা। যথা :

ক. সাধারণ মুবতাদার খবর। যেমন : العلم يرفع درجة العالم.

(ইলম আলেমের মর্যাদা উঁচু করে।) এখানে يرفع .... বাক্যটি رافعٌ درجةَ العالِمِ এই মুফরাদ দ্বারা তাবীল হয়ে খবর হয়েছে।

খ. কিংবা الأحرف المشبهة بالفعل-এর খবর। যেমন : إنَّ العلمَ يُطْلَبُ.

(নিশ্চয় ইলমকে তলব করা হয়)। এখানে يُطْلَبُ বাক্যটি مطلوب দ্বারা তাবীল হয়ে খবর হয়েছে।

গ. কিংবা لا النافية للجنس-এর খবর। যেমন : لا كسولَ يجتهد. (কোনো অলস পরিশ্রমী নয়।) এখানে يجتهد বাক্যটি مجتهد দ্বারা তাবীল হয়ে খবর হয়েছে।

ঘ. কিংবা فعل ناقص-এর খবর। যেমন : ماجد كان يلعب. (মাজেদ খেলত।) এখানে يلعب বাক্যটি لاعبٍ দ্বারা তাবীল হয়ে খবর হয়েছে।

২য় প্রকার : যে-বাক্য হাল হয়। যেমন : وجاؤوا أباهم عشاء يبكون. এখানে يبكون বাক্যটি باكِين দ্বারা তাবীল হয়ে হাল হয়েছে।

৩য় প্রকার : যে-বাক্য মাফ'উলে বিহী হয়। যেমন : أظن الطالب يجتهد. এখানে يجتهد বাক্যটি مجتهدا দ্বারা তাবীল হয়ে মাফ'উল হয়েছে।

৪র্থ প্রকার : যে-বাক্য مضاف إليه হয়। যেমন : هذا يومُ يَسُرُّ الأطفالُ. (এটি শিশুদের আনন্দিত হওয়ার দিন।)। এখানে يسر... বাক্যটি سُرُوْرُ الأطفالِ দ্বারা তাবীল হয়ে مضاف إليه হয়েছে।

৫ম প্রকার : যে-বাক্য জযম দানকারী শর্তের جواب হয়। যেমন : إن تذهبْ أذهبْ বা من يجتهدْ ينجحْ এখানে ينجح ও أذهب বাক্যদুটি জুমলা হয়ে جواب الشرط হয়েছে।

৬ষ্ঠ প্রকার : যে-বাক্য صفة হয়। যেমন : هذا قميصٌ لونُه جميلٌ. ও هذا عملٌ ينفعك. এখানে لونه جميل ও ينفعك বাক্যদুটি صفة হয়েছে।

৭ম প্রকার : যে-বাক্য এমন বাক্যের অনুগামী হয়, যা ই'রাব গ্রহণ করে। যেমন : ماجد يقرأ ويكتب. এখানে يكتب বাক্যটি كاتب দ্বারা

তাবীল হয়ে يقرأ বাক্যের ওপর معطوف হয়েছে। আর يقرأ বাক্যটি পূর্ববর্তী শব্দের খবর হওয়ার কারণে তার ই'রাব হয়েছে রফা'।

যে-সকল বাক্য কোনো ই'রাব গ্রহণ করে না তার প্রকারভেদ

যে-সকল বাক্য পূর্ববর্তী আমিলের ই'রাব গ্রহণ করে না, বা মা'মূল হয় না তা নয় প্রকার। যথা :

১. الإبْتِدَائِيَّةُ : যে-বাক্য আলোচনার শুরুতে আসে তাকে ابتدائية বলে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : إنا أعطيناك الكوثر. (নিশ্চয় আমি আপনাকে (হাউজে) কাউছার দান করেছি।)

২. الاسْتِئْنَافِيَّةُ যে-বাক্য আলোচনার মাঝে আসে এবং অর্থগতভাবে পূর্ববর্তী বাক্য থেকে সম্পর্কমুক্ত থাকে তাকে الاستئنافية বলে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. এখানে تعالى.... বাক্যটি استئنافية

৩. التَّعْلِيْلِيَّةُ : যে-বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের কারণ হিসাবে আলোচনার মাঝে আসে তাকে تعليلية বলে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : وصل عليهم. إن صلاتك سكن لهم. এখানে ...إن صلاتك বাক্যটি الجملة التعليلية হয়েছে। কখনো-কখনো তা فاء التعليل যুক্ত হয়। যেমন : يا فاطمة! لا تتركي الحياء، فإنه زينة المرأة.

৪. الإعْتِرَاضِيَّةُ : যে-বাক্য অপর একটি বাক্যের মাঝে আসে এবং বাক্যের মাঝে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য বর্ধন করে তাকে الاعتراضية বলে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : محمودٌ- هو الصادقُ المصدوقُ- أمينٌ. এখানে هو الصادق المصدوق বাক্যটি الاعتراضية হয়েছে।

উল্লেখ্য, الجملة المعترضة-গুলো مبتدأ ও خبر কিংবা فعل ও فاعل কিংবা صفة ও موصوف কিংবা جواب الشرط ও شرط কিংবা مفعول ও فعل কিংবা جواب القسم ও قسم কিংবা مجرور ও حرف الجر ইত্যাদির মাঝে এসে থাকে।

৫. الصِّلَةُ : যে-বাক্য الاسم الموصول-এর পরে আসে তাকে الصلة বলে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : قد أفلح من تزكى.

৬. التَّفْسِيْرِيَّةُ : যে-বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের ব্যাখ্যায় আসে তাকে التفسيرية বলে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله. এখানে تؤمنون ... অংশটি تفسيرية হয়েছে।

উল্লেখ্য, الجملة التفسيرية তিন প্রকার যথা : ১. حرف التفسير-মুক্ত ২. أي-যুক্ত। যেমন : أشرت إليه أي اذهب. (আমি তার দিকে ইশারা করেছি অর্থাৎ তুমি যাও।) ৩. أن-যুক্ত। যেমন : فأوحينا إليه أن اصنع الفلك.

৭. جوابُ الشرطِ غيرُ الجازمِ : অর্থাৎ যে-বাক্য এমন শর্তের জাওয়াব হয়, যা জযম দান করে না। যেমন : إذا عاد الإنسان إلى الله فرح ربه، لولا كتاب الله لغرق الناس في المعاصي، لو اجتهدت لنجحت.

বলাবাহুল্য, إذا، لو ও لولا শর্তের এই তিনটি হরফ জযম দান করে না।

৮. جوابُ القَسَمِ : অর্থাৎ যে-বাক্য قسم-এর বাক্যের পরে আসে। এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন : والله لأكرمنك. এখানে لأكرمنك হলো جواب القسم

৯. التابعةُ لجملةٍ لا محل لها من الإعراب : অর্থাৎ ওই জুমলা যা এমন জুমলার অনুগামী হয়েছে, যার ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন: إن تكرمني أكرمْك وأعظمْك. এখানে أعظمك বাক্যটি পূর্ববর্তী أكرمك-এর ওপর আতফ হয়েছে, যা جواب الشرط হওয়ার কারণে তার ই'রাবগত কোনো স্থান নেই।

حُرُوْفُ الجَرِّ ও مَجْرُوْرٌ সম্পর্কে আলোচনা

ক. بِ، مِنْ، إلى، عَنْ، عَلى، فِي، كَ، لِ، واوُ القَسَمِ، باءُ القَسَمِ، تاءُ القَسَمِ، لامُ القَسَمِ، مُذْ، مُنْذُ، حتى، رُبَّ، عَدَا، خَلَا، حَاشَا ইত্যাদি হরফকে حروف الجر বলে, আর একটিকে حرف الجر বলে। حرف الجر-এর পরবর্তী শব্দকে مجرور বলে। حرف الجر সর্বদা তার مجرور-কে জর দান করে।

খ. الباء থেকে حتى পর্যন্ত মোট পনেরটি حرف الجر-এর তারকীব-পদ্ধতি এক। অর্থাৎ এগুলো তাদের مجرور-কে নিয়ে পূর্ববর্তী فعل বা شبه الفعل-এর সাথে متعلق হয়। পক্ষান্তরে, رب، عدا، خلا، حاشا এই চারটি حرف الجر কোনো فعل বা شبه الفعل-এর সাথে متعلق হয় না।

কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব

১. حرف الجر ও مجرور মিলে ফেয়েলের সাথে متعلق হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(শিক্ষক কলম দ্বারা লিখেছেন।)

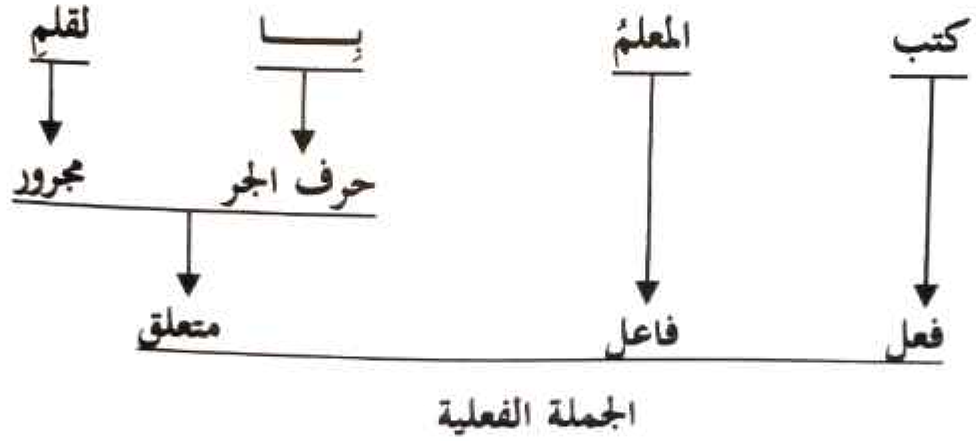

২. حرف الجر ও مجرور মিলে উহ্য شبه الفعل-এর সাথে متعلق হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(গল্পটি বইয়ে আছে।)

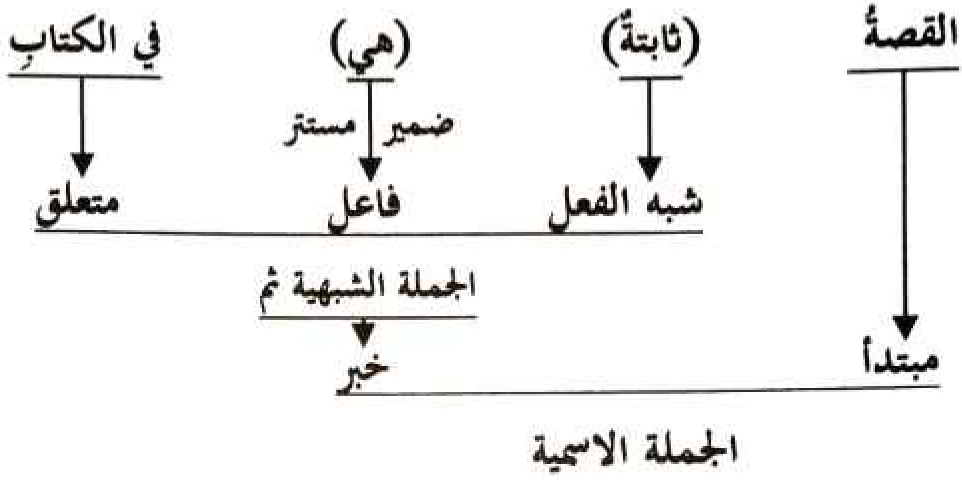

৩. حرف الجر ও مجرور মিলে উল্লিখিত شبه الفعل-এর সাথে متعلق হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ব্যবসায়ীটি এখন বাজারে যাবে।)

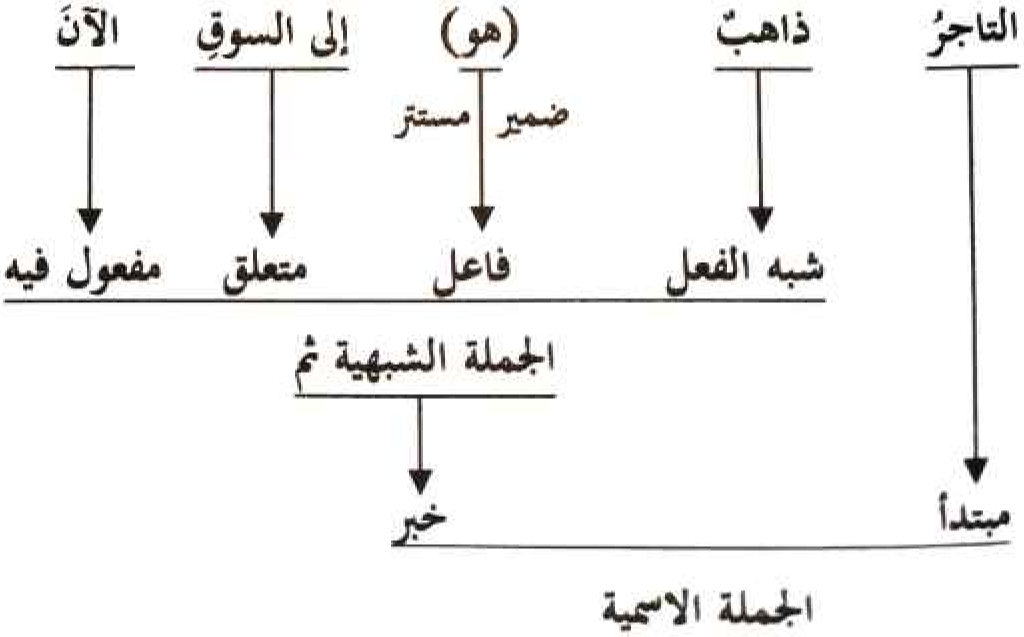

رب، عدا، خلا، حاشا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

পূর্বে বলা হয়েছে যে, حروف الجر সাধারণত তাদের মাজরূরকে নিয়ে পূর্ববর্তী কোনো فعل বা شبه الفعل-এর সাথে متعلق হয়। কিন্তু رب، عدا، خلا، حاشا-এ চারটি حرف الجر কোনো ফেয়েলের সাথে متعلق হয় না, বরং এগুলো অতিরিক্ত হয় (অর্থাৎ এগুলো شبيه بالزائد হয়)। এগুলোর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই।

ক. رب-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(খুব কম ধনীই তার মাল আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে।)

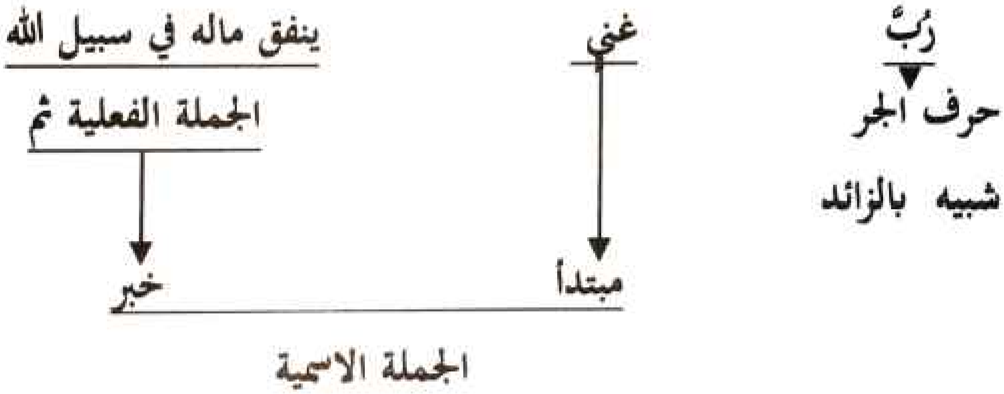

খ. عدا-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(কওম এসেছে যায়েদ ছাড়া।)

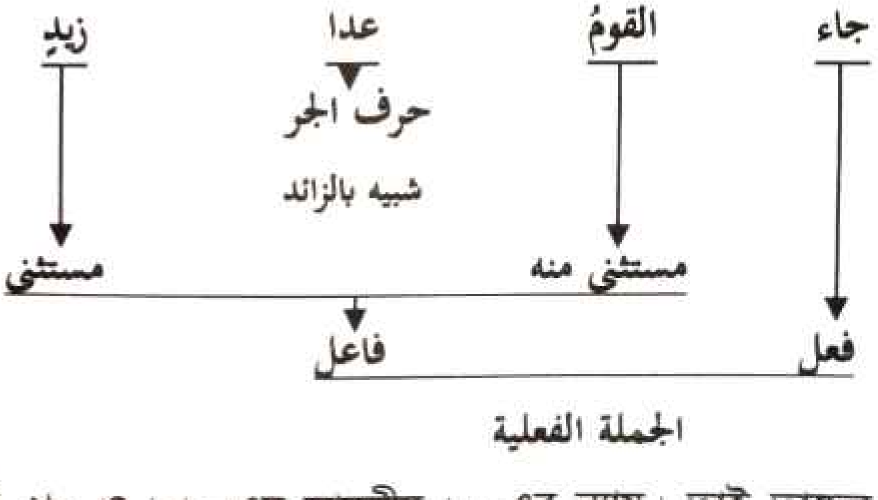

উল্লেখ্য, خلا ও حاشا-এর তারকীব عدا-এর ন্যায়। তাই তাদের তারকীব দেওয়া হয়নি।

حرف الجر الزائد বা অতিরিক্ত حرف الجر সম্পর্কে আলোচনা

الباء، من، الكاف ইত্যাদি حرف الجر কখনো-কখনো বাক্যে অতিরিক্ত হিসেবে এসে থাকে। কিন্তু এগুলোর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। তবে, অর্থগতভাবে তাকীদের ফায়দা দান করে।

من কখনো-কখনো ফায়েল, মাফ'উলে বিহী বা মুবতাদার শুরুতে অতিরিক্তরূপে এসে থাকে। তবে, শর্ত হলো শুরুতে نفي، نهي বা استفهام থাকা। যেমন : ما جائنا من بشير. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هل من خالق غير الله.

উপরোক্ত তিনটি বাক্যে منগুলো অতিরিক্তরূপে এসেছে। তাই من-এর পরবর্তী শব্দগুলো যথাক্রমে সরাসরি ফায়েল, মাফ'উল বা মুবতাদা হয়েছে।

من-এর ন্যায় الباءও কখনো-কখনো ফায়েল, মাফ'উল, মুবতাদা বা খবরের শুরুতে নিঃশর্তভাবে অতিরিক্তরূপে এসে থাকে। যেমন : كفى بالله وليا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه. بحسبك درهم. ليس راشد بعالم. উপরোক্ত বাক্যগুলোতে الباءগুলো অতিরিক্তরূপে এসেছে। তাই الباء-এর পরবর্তী বাক্যগুলো যথাক্রমে ফায়েল, মাফ'উল, মুবতাদা বা খবর হয়েছে।

من ও الباء-এর ন্যায় الكافও কখনো-কখনো অতিরিক্তরূপে এসে থাকে। যেমন : ليس كمثله شيء এই বাক্যটিতে الكافটি অতিরিক্তরূপে এসেছে। কারণ, الباء-কে যদি অতিরিক্ত ধরা না হয় তাহলে অর্থ হবে– 'আল্লাহর মতোর মতো কোনো কিছু নেই', যা সম্পূর্ণ শিরক।

حُرُوْفُ العَطْفِ সম্পর্কে আলোচনা

حروف العطف মোট দশটি। যথা :

وَ، فَ، ثُمَّ ، أَوْ، حَتَّى، لَا، بَلْ، أَمْ، لكِنْ، إِمَّا.

معطوف عليه ও معطوف-এর পরিচয় : حروف العطف-এর পূর্ববর্তী শব্দকে معطوف عليه বলে, আর পরবর্তী শব্দকে معطوف বলে। معطوف ও معطوف عليه মিলে বাক্যের অংশ হয় কিংবা الجملة العطفية হয়।

و সম্পর্কে আলোচনা

و যখন حرفُ العَطْفِ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তার তারকীব-পদ্ধতি হয় দুটি। যথা : *ক. الواوُ العَاطِفَةُ **খ. الواوُ المعِيَّةُ العَاطِفَةُ

الواوُ العَاطِفَةُ* সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

و যখন عَاطِفَةٌ হয় তখন তার অর্থ হয় 'এবং; ও; আর; অথচ'। و-এর معطوف ও معطوف عليه মিলে তারকীবে مبتدأ، خبر، فاعل، مفعول به، مفعول فيه، مجرور ইত্যাদি হয়ে থাকে। যেমন :

১. و-এর معطوف ও معطوف عليه মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(বইটি ও কলমটি নতুন।)

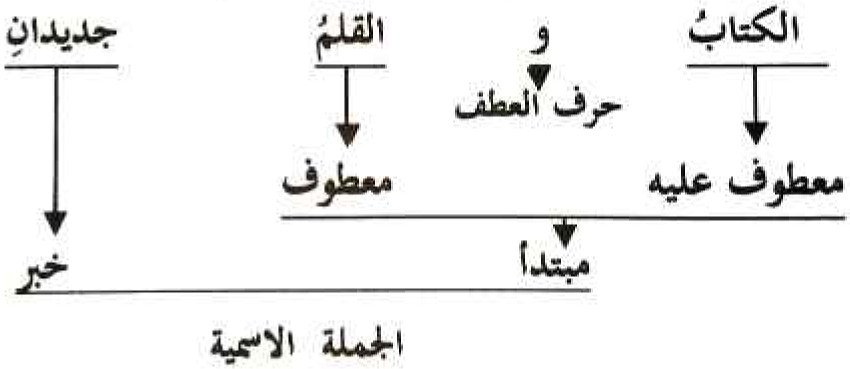

২. و-এর معطوف ও معطوف عليه মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(কলমটি নতুন ও সুন্দর।)

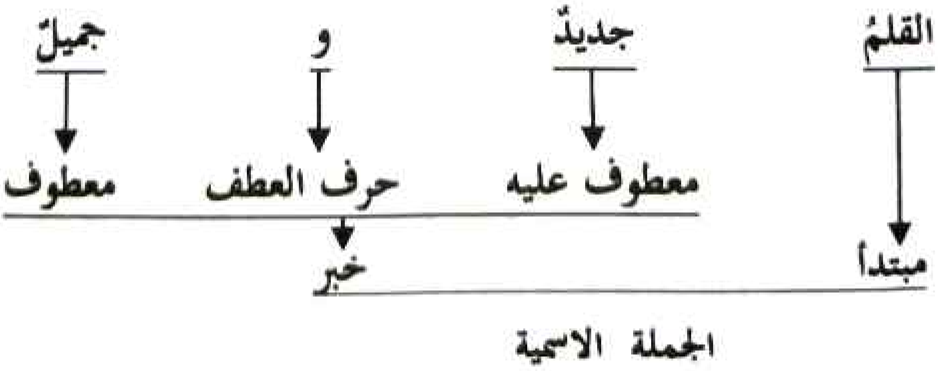

৩. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছেলেটি ও মেয়েটি পড়েছে।)

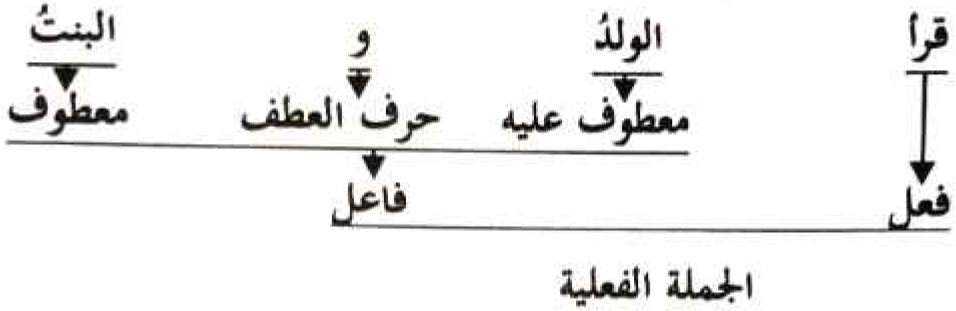

৪. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি খালেদ ও মাজেদকে চিনি।)

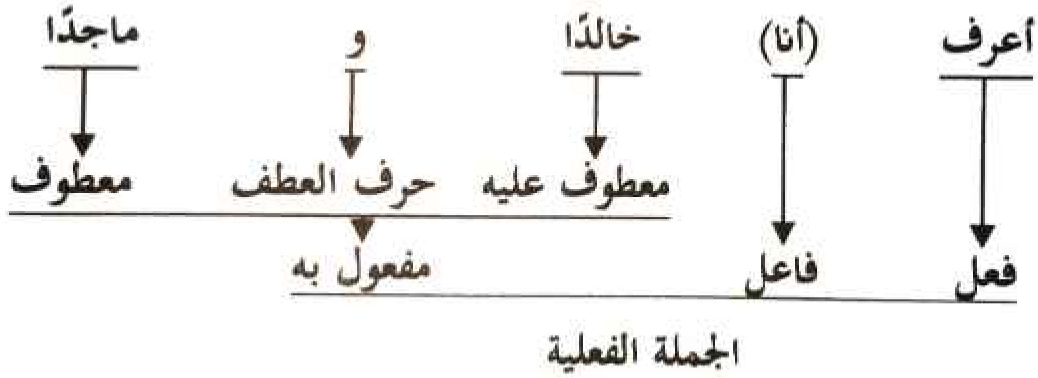

৫. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مفعول فيه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ফাতেমা মাগরিব ও ঈশার পর পড়ে।)

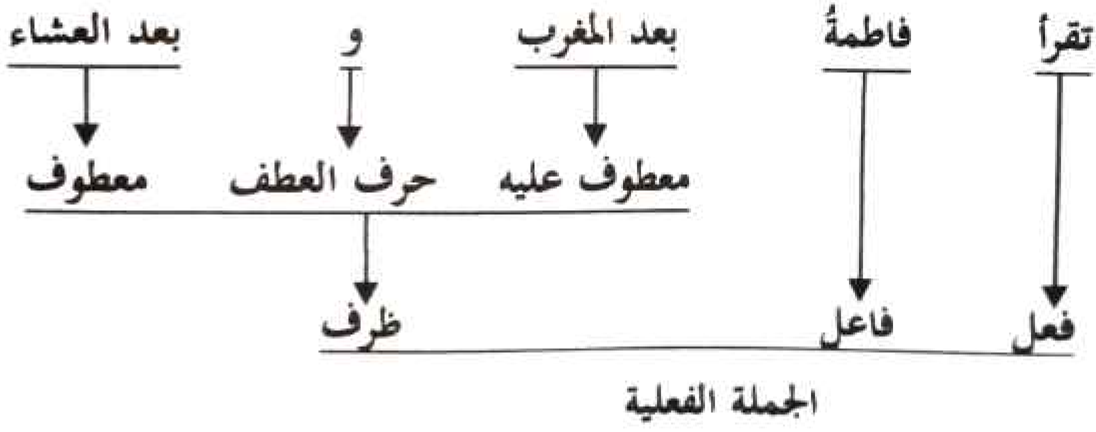

৬. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছাত্রটি কলম ও চক দ্বারা লিখেছে।)

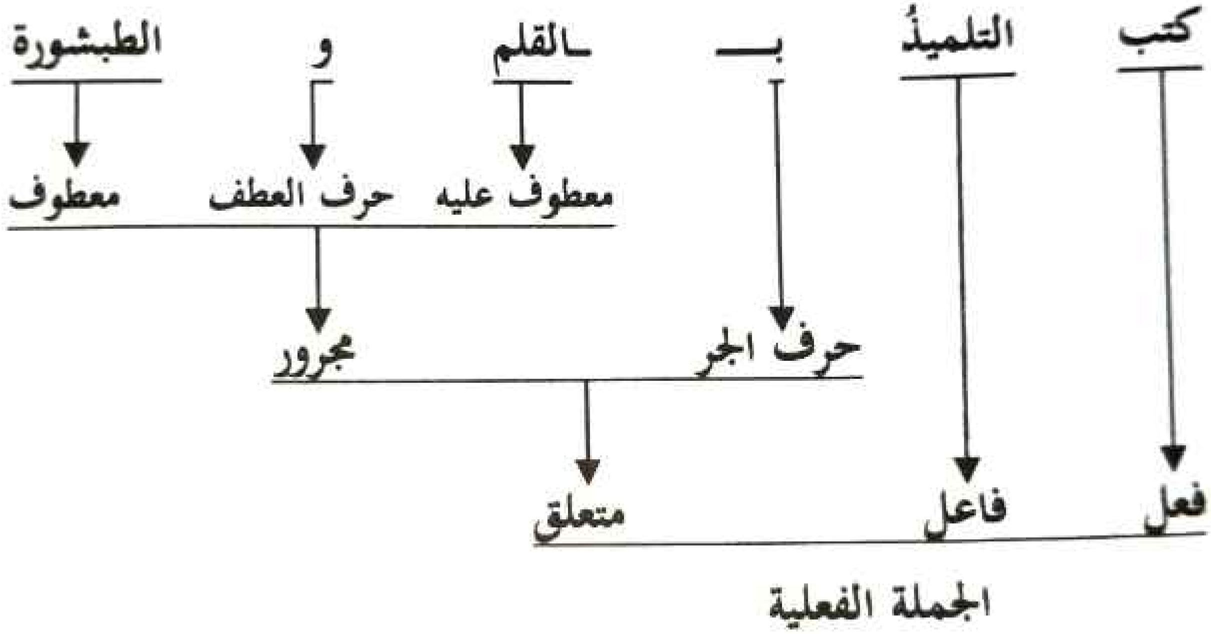

و-এর معطوف عليه ও معطوف-এর আরো কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব

১. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مشار إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এই মসজিদটি ও মাদরাসাদুটি নতুন।)

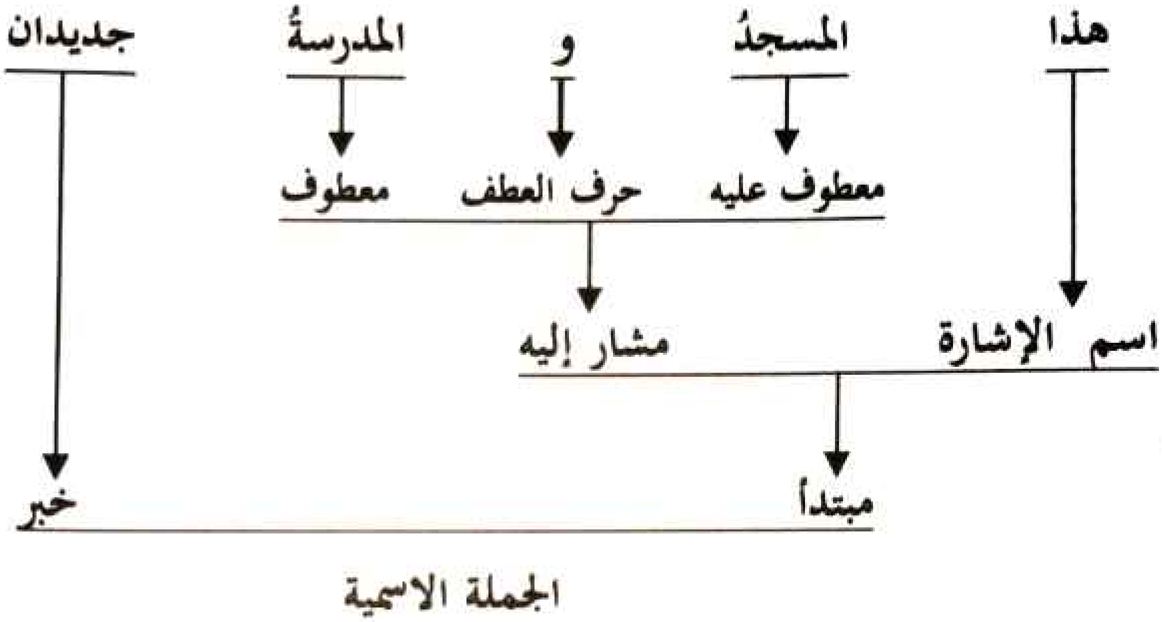

২. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(পিতামাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব।)

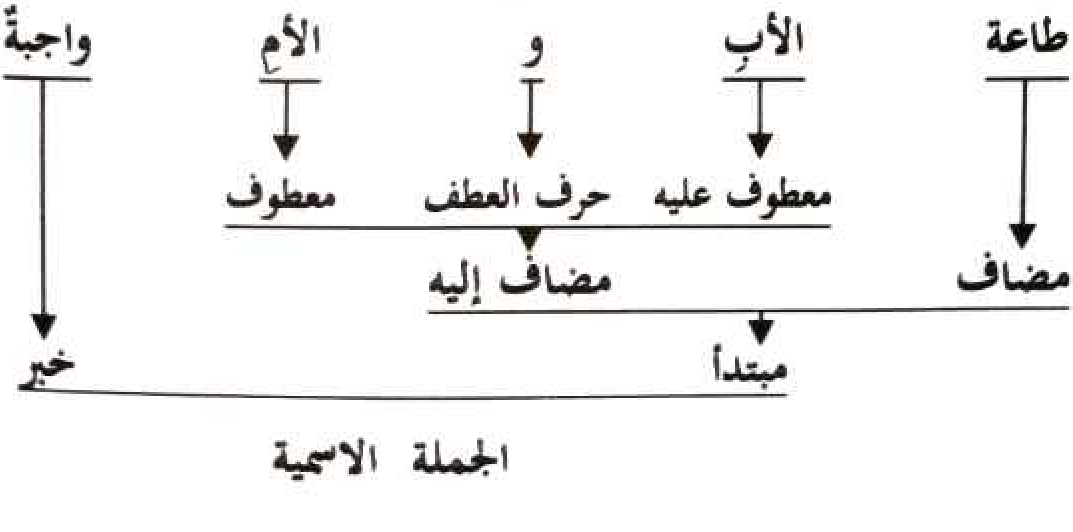

৩. و -এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مصدر مؤول হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তোমার চেষ্টা ও পরিশ্রম করা আমাকে মুগ্ধ করে।)

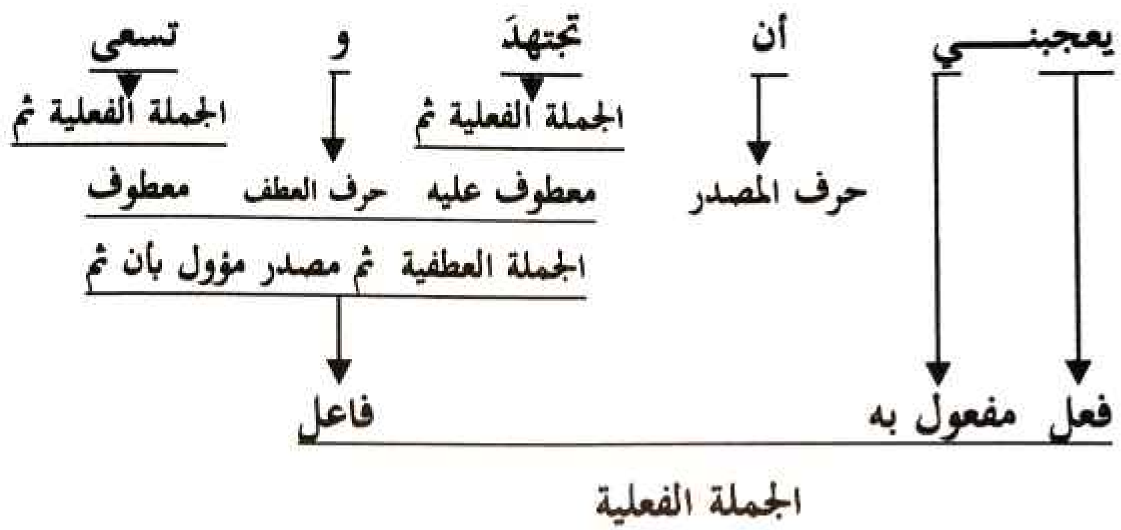

৪. و -এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مصدر مؤول হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ :

(ছাত্রটি পড়ালেখা করতে চায়।)

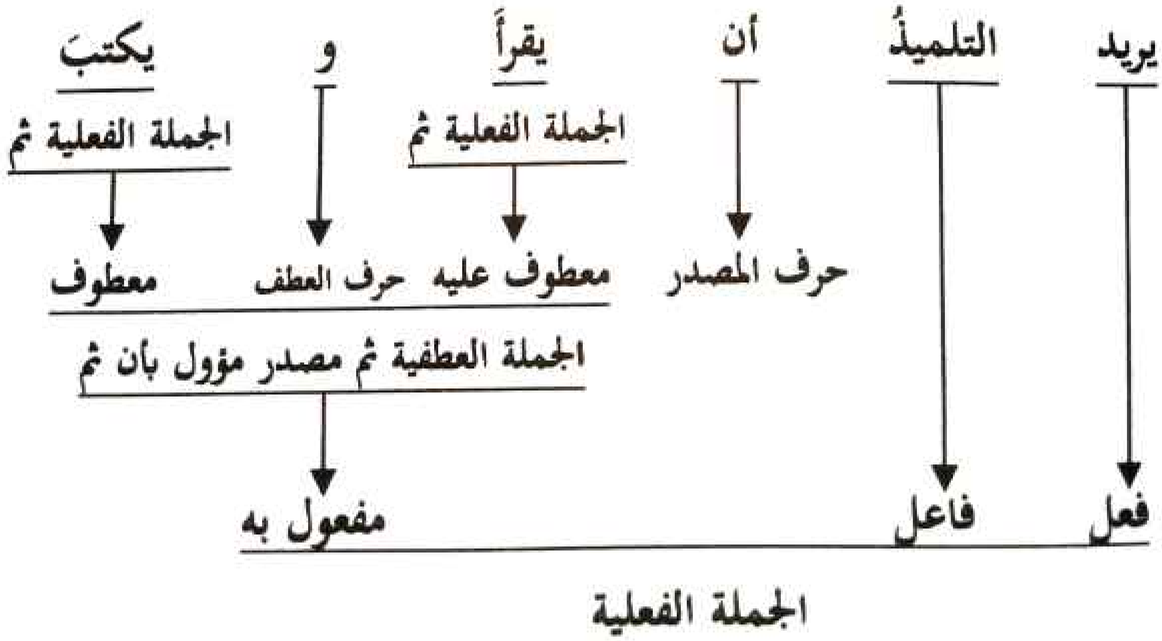

৫. و -এর معطوف عليه ও معطوف মিলে مصدر مؤول হয়ে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন সে তাঁর ইবাদাত করে এবং তাঁকে সিজদা করে।)

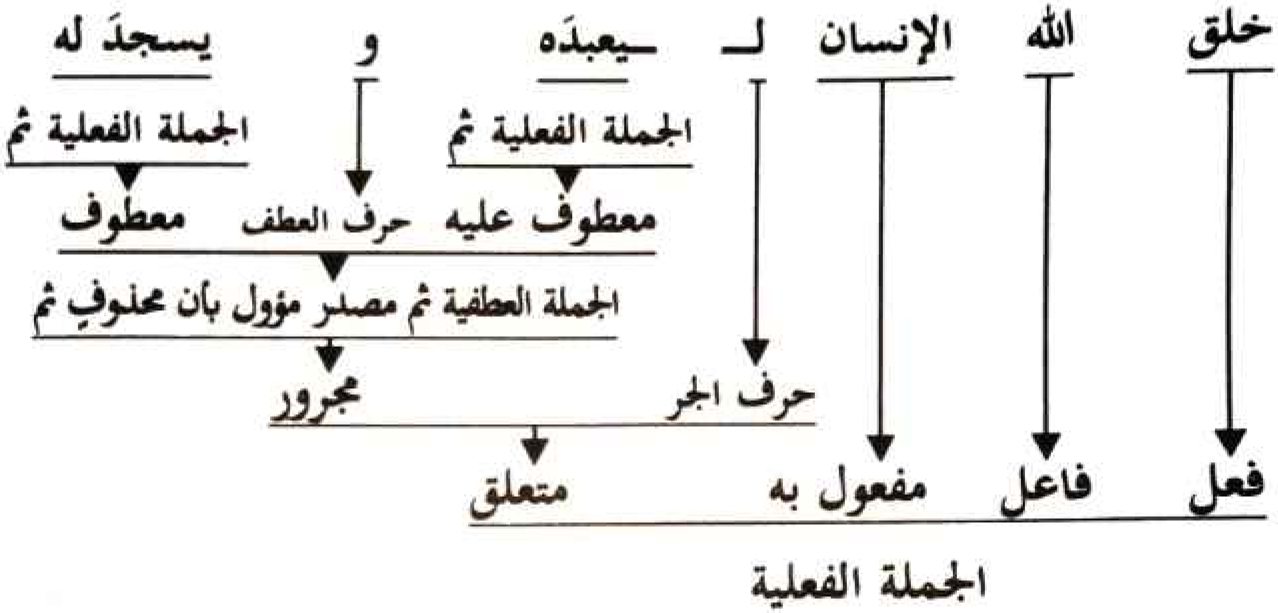

৬. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে صلة হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ওই ব্যক্তি নাজাত পায় যে সত্য বলে; মিথ্যা বলে না।)

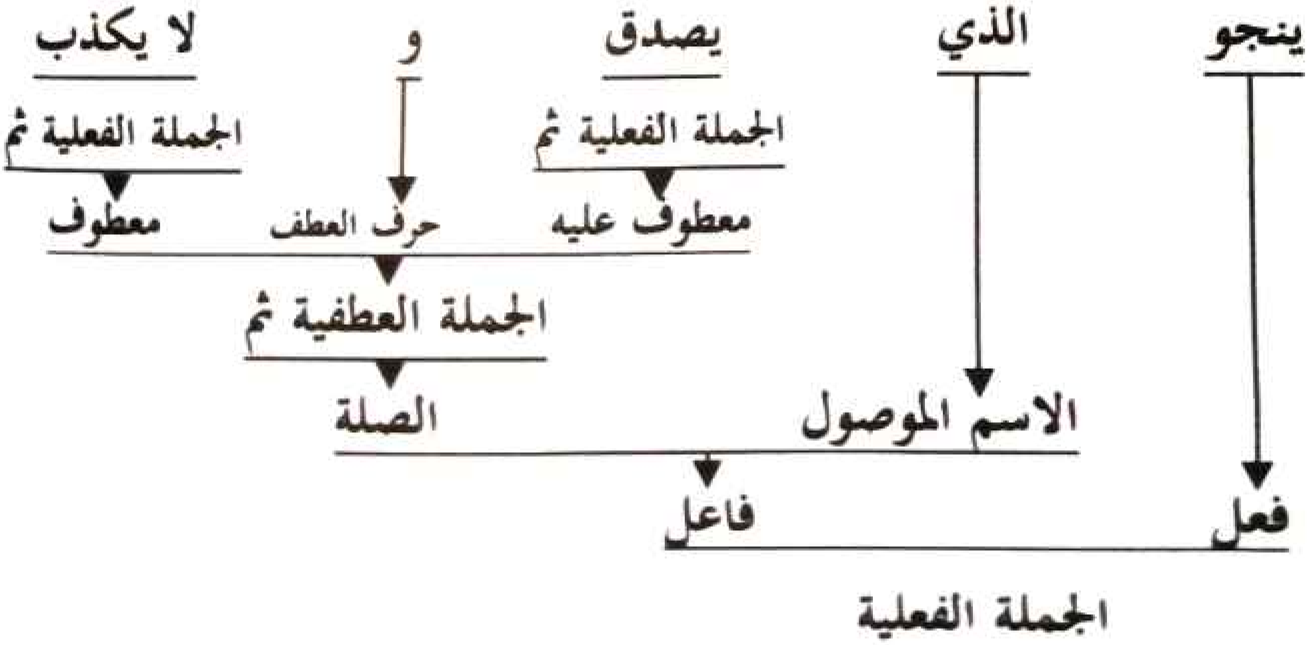

৭. و-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে الجملة العطفية হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (এটি বই এবং সেটি খাতা।)

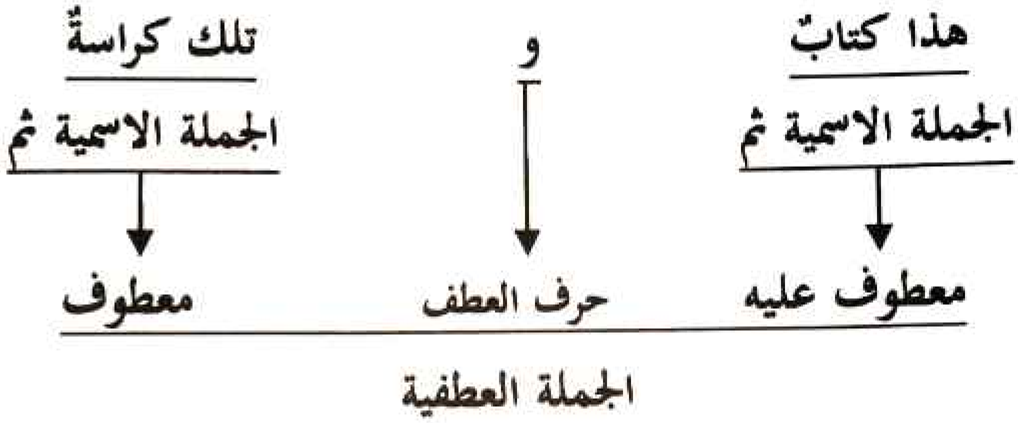

২. (কৃষকটি কাজ করেছে এবং ক্লান্ত হয়েছে।)

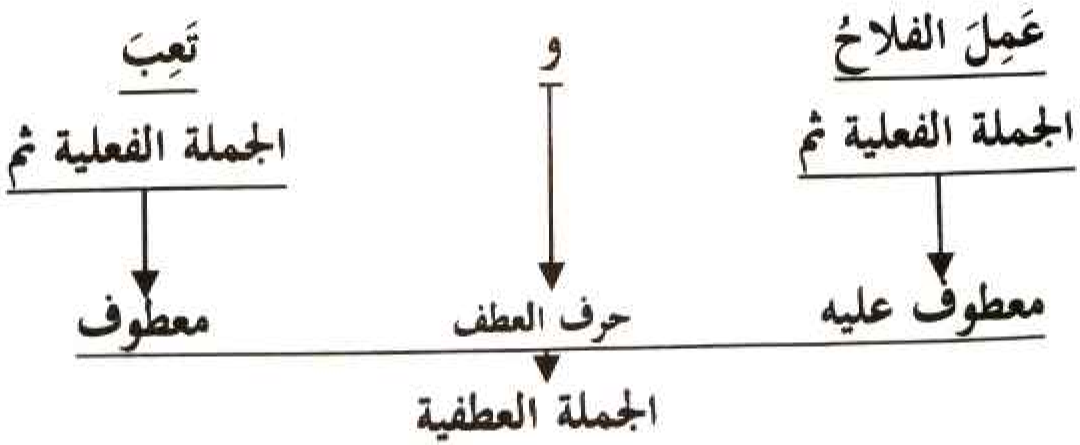

و-এর معطوف عليه ও معطوف-এর প্রকারভেদ

و-এর معطوف عليه ও معطوف তিন প্রকার। যথা :

ক. مفرد অর্থাৎ উভয়টি একক শব্দ হয়। معطوف عليه যখন و সংলগ্ন হয় তখন উভয়টি مفرد হয়। এটি কয়েক প্রকার। যথা :

১. عطف الظاهر على الظاهر যেমন : جاء ماجد وخالد.

২. عطف المضمر على المضمر যেমন : أنا وأنت طالبان.

৩. عطف الظاهر على المضمر যেমন : ما جاء إلا أنت وعلى.

৪. عطف المضمر على الظاهر যেমন : جاء علي وأنت.

৫. عطف الظاهر على الضمير المجرور যেমন : سلمت عليك وسعيد.

(তবে, অধিকাংশ সময় এ-ক্ষেত্রে حرف الجر-কে পুনরোক্ত করা হয়। যেমন : سلمت عليك وعلى سعيد.

খ. مركب غير مفيد অর্থাৎ معطوف عليه ও معطوفটি বাক্যাংশ হয়। معطوف عليه যখন و-সংলগ্ন না হয় তখন উভয়টি مركب غير مفيد হয়। এটি তিন প্রকার। যথা :

১. উভয়টি اسم الإشارة ও مشار إليه-বিশিষ্ট হয়। যেমন :

هذا الولد وتلك البنت مؤدبان.

২. উভয়টি مضاف ও مضاف إليه-বিশিষ্ট হয়। যেমন :

معلم المدرسة وتلميذها في المدرسة.

৩. উভয়টি موصوف ও صفة-বিশিষ্ট হয়। যেমন :

الساعة الغالية والنظارة الجميلة فوق الطاولة.

গ. উভয়টি جملة হয়। যেমন :

هذا كتابي وذلك كتابك، ذهب التاجر إلى السوق وذهب ولده إلى المدرسة.

الواوُ المعِيَّةُ العَاطِفَةُ** সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব**

و যখন واو المعية العاطفة হয় তখন তা مع-এর অর্থ দান করে এবং তার পরে এমন একটি فعل مضارع থাকে, যা উহ্য أن দ্বারা منصوب হয়। واو المعية العاطفة-এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি :

*ক. عطف المفرد على المفرد

**খ. عطف الجملة على الجملة

***ক. عطف المفرد على المفرد-এর তারকীব-পদ্ধতি :** و-এর পরবর্তী فعل مضارعটি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে معطوف হয়, আর و-এর পূর্ববর্তী ফেয়েল থেকে আহরিত মাছদারটি معطوف عليه হয়। যেমন : ما نصحتُ وأكذبَ. (আমি মিথ্যা বলার পাশাপাশি উপদেশ দেইনি।) এই বাক্যটির মূলরূপ ও তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

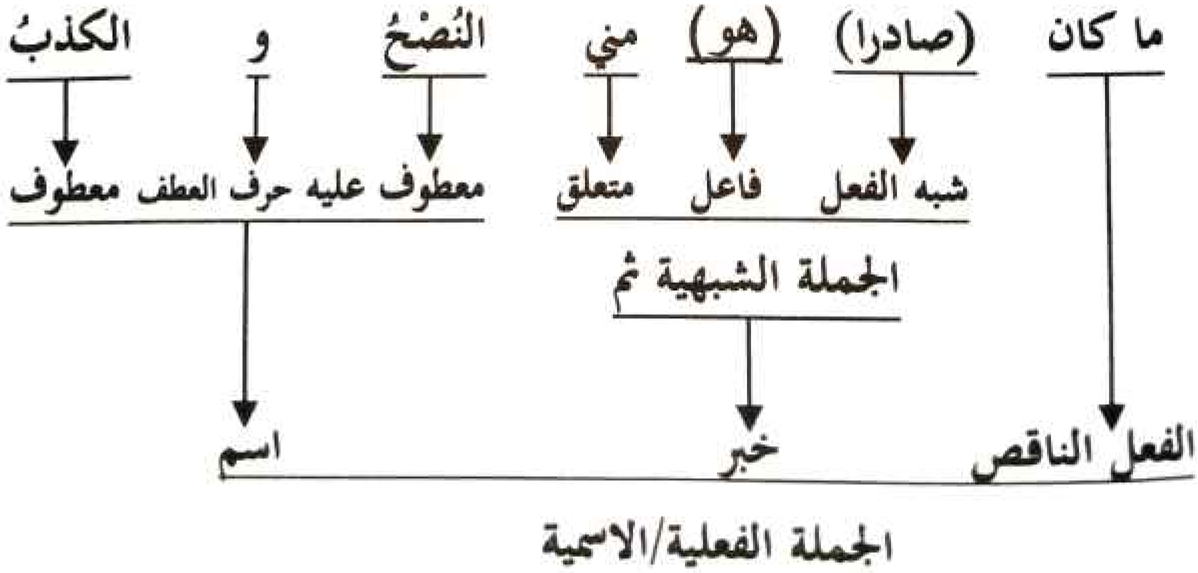

খ. الجملة على الجملة عطف-এর তারকীব-পদ্ধতি : এ-পদ্ধতিতে উপরোক্ত বাক্যটির মূলরূপ ও তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

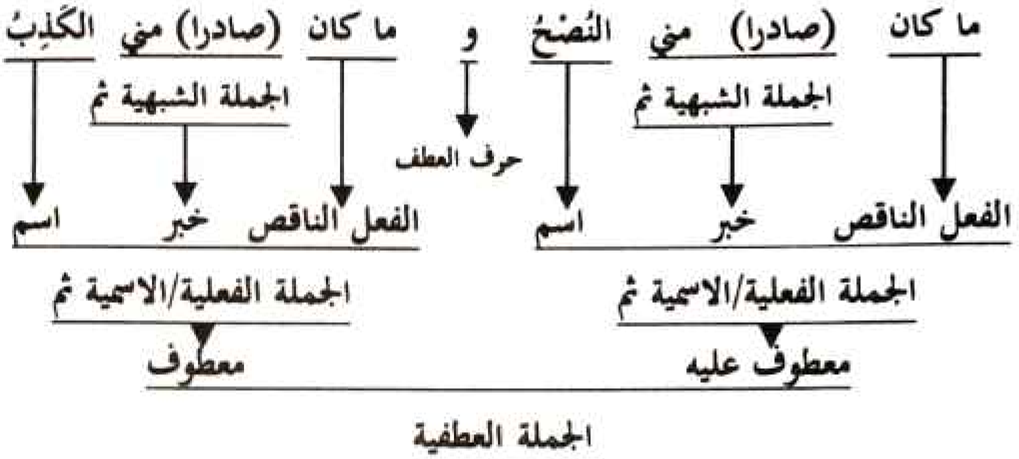

উল্লেখ্য, واو المعية العاطفة-এর পরে فعل مضارع মানছূব হওয়ার জন্য শর্ত হলো– শুরুতে ছয়টি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় থাকা। যথা :

১. أمر যেমন : أسلم وتسلم এর মূলরূপ হলো : ليكن (صادرا) منك
ليكن (صادرا) منك إسلامٌ وليكن (صادرا) منك سلامٌ. বা إسلامٌ وسلامُك.

২. نهي যেমন : لا تعص وتعذب. এর মূলরূপ হলো : لا يكن (صادرا)
لا يكن (صادرا) منك عصيانٌ ولا يكن বা منك عصيانٌ وتعذيبُك.
(صادرا) منك تعذيبُك.

৩. استفهام যেমন : هل تتعلم وتنجو؟ এর মূলরূপ হলো : هل يكون
هل يكون (صادرا) منك التعلمُ ويكون বা (صادرا) منك التعلمُ ونجاتُك؟
(صادرا) منك نجاتُك؟

৪. نفي এর উদাহরণ ওপরে উল্লেখিত হয়েছে।

৫. تمني যেমন : ليت لي مالا وأنفقه এর মূলরূপ হলো : ليتني يكون
(مملوكا) لي مالٌ وإنفاقي إياه.

৬. عرض যেমন : ألا تنزل بنا وتصيب خيرا مني! এর মূলরূপ হলো : ألا
يكون (صادرا) منك نزولٌ وإصابتك خيرا مني.

ف সম্পর্কে আলোচনা

ف যখন حرف العطف হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তার তারকীব-পদ্ধতি হয় দুটি। যথা :

*ক. الفَاءُ العَاطِفَةُ

**খ. الفاءُ السَبَبِيَّةُ العَاطِفَةُ

الفاءُ العَاطِفَةُ* সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ف যখন العاطفة হয় তখন তার অর্থ হয় 'তারপর; অতঃপর; অনন্তর; ইহার পর'। আর তার معطوف عليه ও معطوف তারকীবে বাক্যের অংশ হয়, কিংবা الجملةُ العَطْفِيَّةُ হয়। যেমন :

ক. الفاء العاطفة-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে বাক্যের অংশ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ফাতেমা এসেছে, তারপর আয়েশা।)

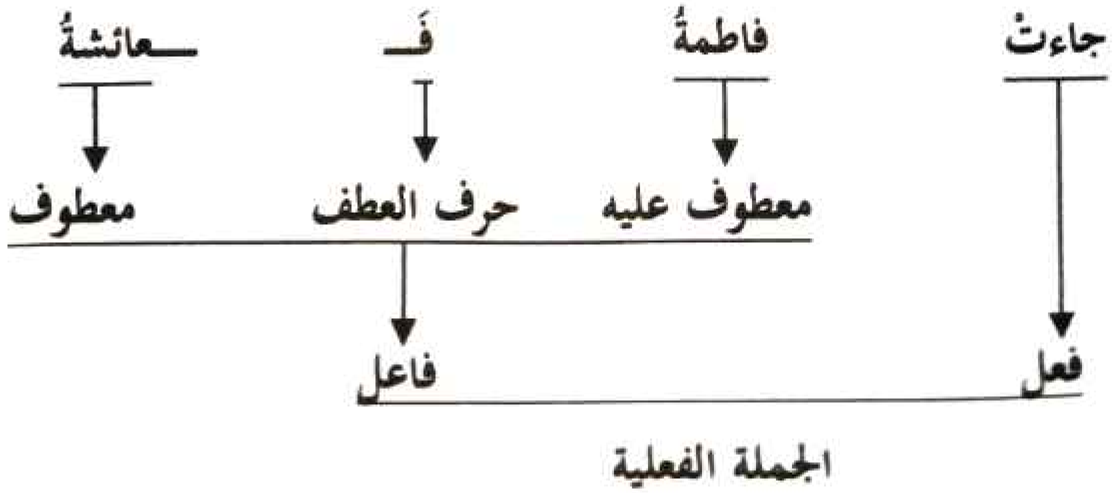

খ. الفاء العاطفة-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে বাক্য হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(পিতা দরজা খুলেছেন। অতঃপর ঘর থেকে বের হয়েছেন।)

الفاء العاطفة-এর ফায়দা : ف যখন الفاء العاطفة হয় তখন তা ترتيب (ধারাবাহিকতা) تعقيب (পরবর্তিতা)-এর ফায়দা দান করে এবং তা তার معطوف عليه ও معطوف হুকুমের মধ্যে অবিলম্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বোঝায়।

الفَاءُ السَبَبِيَّةُ العَاطِفَةُ**-এর তারকীব

فعل مضارع একটি এমন পরে তার তখন হয় الفاء السببية العاطفة[4] যখন ف থাকে, যা উহ্য أن দ্বারা منصوب হয়। الفاء السببية العاطفة-এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা :

ক. عطفُ المفردِ علي المفردِ

খ. عطفُ الجملةِ علي الجملةِ

উভয় পদ্ধতির তারকীব واو المعية العاطفة-এর ন্যায়। তাই সেখানে দ্রষ্টব্য।

উল্লেখ্য, الفاء السببية العاطفة-এর পরবর্তী فعل مضارعটি উহ্য أن দ্বারা মানছুব হওয়ার জন্য শর্ত হলো– শুরুতে নয়টি বিষয়ের কোনো একটি বিষয় থাকা। যথা :

১. أمر যেমন : انصر فتُنْصَرَ. (তুমি সাহায্য করো, তাহলে তোমাকে সাহায্য করা হবে।)

২. نهي যেমন : ولا تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غضب. (তোমরা তাতে সীমালঙ্ঘন করো না। তাহলে তোমাদের ওপর গোস্‌সা পতিত হবে।)

৩. استفهام যেমন : فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. (আমাদের জন্য কি কোনো সুপারিশকারী আছে, তাহলে তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করত ?)

৪. نفي যেমন : لا يقضي عليهم فيموتوا.

৫. تمني যেমন : يا ليتني كنت معهم فأفوزَ فوزًا عظيما.

৬. ترجي যেমন : لعله يزكي أو يذكر فتنفعَه الذكرى.

৭. عرض যেমন : ألا تنزل بنا فتنالَ خيرا.

৮. تحضيض যেমন : لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقَ.

৯. دعاء যেমন : يا رب ارزقني مالا فأنفقَه في طاعتك.

---

[4] الفاء السببية العاطفة -এর ফায়দা : الفاء السببية العاطفة ধারাবাহিকতা ও পরবর্তিতা এই দুটি ফায়দা দানের পাশাপাশি এ-কথাও বোঝায় যে, ف-এর পূর্ববর্তী ফেয়েলটি পরবর্তী ফেয়েল ঘটার জন্য কারণ।

ثُمَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ثم শব্দটির তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা :

ক. ثُمَّ العَاطِفَةُ

খ. ثُمَّ الاسْتِئْنَافِيَّةُ

ثُمَّ العَاطِفَةُ-এর তারকীব

ثم যখন العاطفة হয় তখন তার অর্থ হয় 'তারপর; অতঃপর; আবার'। এই ثم দ্বারা مفرد-কে مفرد-এর ওপর, কিংবা জুমলাকে জুমলার ওপর عطف করা হয়। যেমন :

ক. ثم দ্বারা مفرد-কে مفرد-এর ওপর عطف করার উদাহরণ ও তারকীব :

(ফজর উদিত হয়েছে, তারপর সূর্য (উদিত হয়েছে))

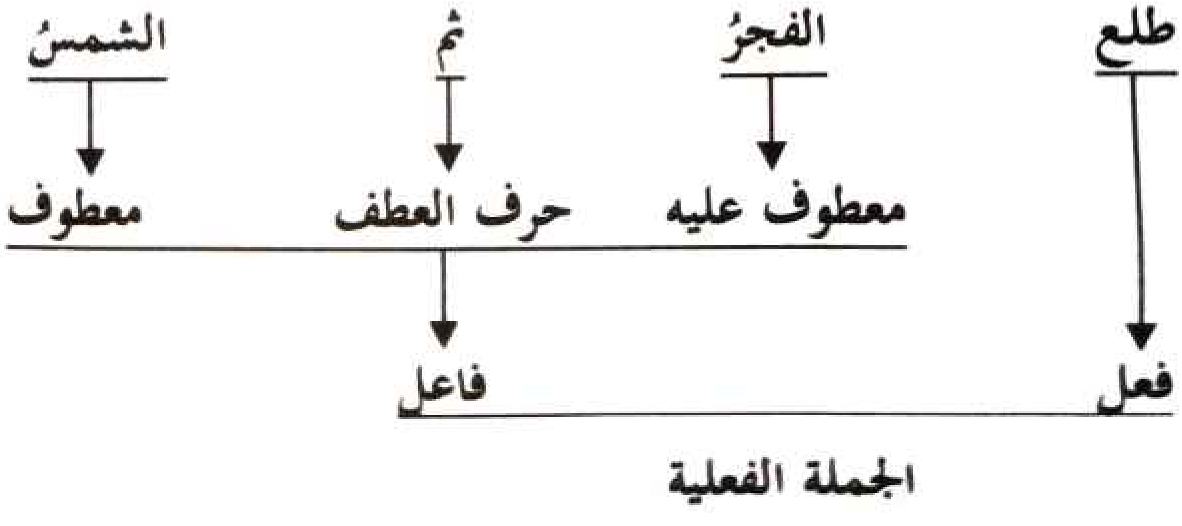

খ. ثم দ্বারা জুমলাকে জুমলার ওপর আতফ করার উদাহরণ ও তারকীব:

(খাদীজা বাড়ির বাগানে গিয়েছে। তারপর তার কামরায় ফিরে এসেছে।)

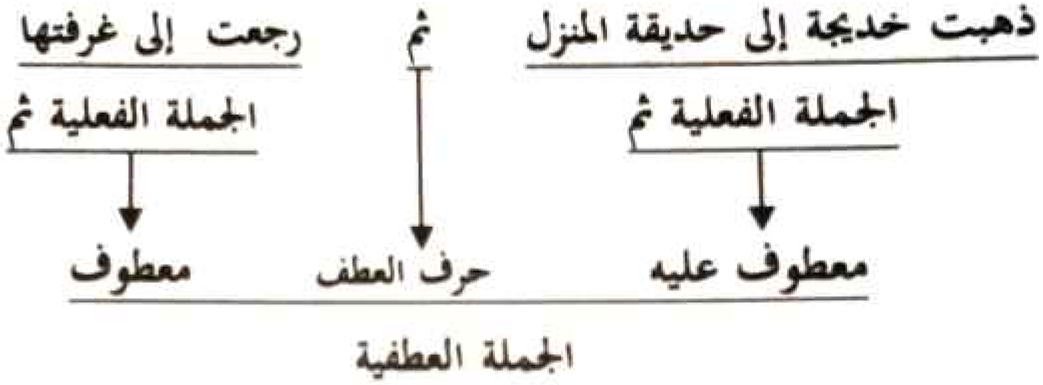

উল্লেখ্য, কখনো কখনো ثم العاطفة-এর পরে এমন একটি فعل مضارع থাকে, যা উহ্য أن দ্বারা মানছুব হয়। তবে, শর্ত হলো معطوف عليهটি এমন اسم جامد হওয়া, যাকে কোনো ফেয়েল দ্বারা তা'বীল করা যায় না। যেমন :

(তোমার পরিশ্রম করা এবং পরীক্ষায় সফল হওয়া আমাকে মুগ্ধ করে।)

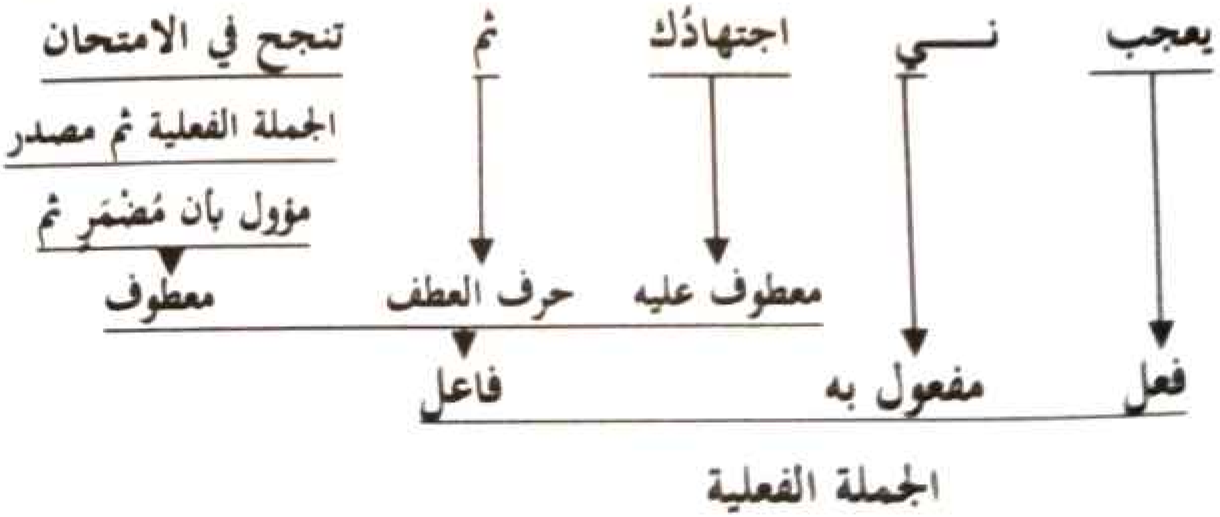

স্মর্তব্য, এই দুই প্রকার ثم বিলম্বিত ধারাবাহিকতা বোঝায়।

ثم الاستئنافية-এর তারকীব

ثم যখন الاستئنافية হয় তখন তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বাক্যের মাঝে অর্থগত কোনো সম্পর্ক থাকে না। তখন তারকীব করার সময় ثم-কে ثم الاستئنافية বলে ছেড়ে দেওয়া হয়। যেমন : حضر المعلم ثم نمتُ. (শিক্ষক উপস্থিত হয়েছেন। তারপর আমি ঘুমিয়েছি।) এমতাবস্থায় বাক্যদুটি আলাদা-আলাদা বাক্য থাকে।

أو সম্পর্কে আলোচনা

أو হরফটির তারকীব-পদ্ধতি তিনটি যথা :

ক. أوِ العاطفةُ غيرُ الناصبةُ

খ. أوِ العاطفةُ الناصبةُ

গ. حرفُ إضرابٍ

أو العاطفة غير الناصبة-এর অর্থ, ফায়দাসমূহ ও তারকীব

أو যখন العاطفة غير الناصبة হয় তখন তার অর্থ হয় 'অথবা; কিংবা; বা; নতুবা' এবং তা নিম্নোক্ত ফায়দা দান করে। যথা :

تَخْيِيْرٌ (ইচ্ছাধিকার প্রদান) إباحة (বৈধতা দান) شَكٌّ (সংশয়) تفصيل (ব্যাখ্যা) تقسيم (বণ্টন) ইত্যাদি।

أو العاطفة দ্বারা مفرد-কে مفرد-এর ওপর বা জুমলাকে জুমলার ওপর عطف করা হয়। যেমন :

ক. أو দ্বারা مفرد-কে مفرد-এর ওপর عطف করার উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি এটি কিংবা সেটি গ্রহণ করো।)

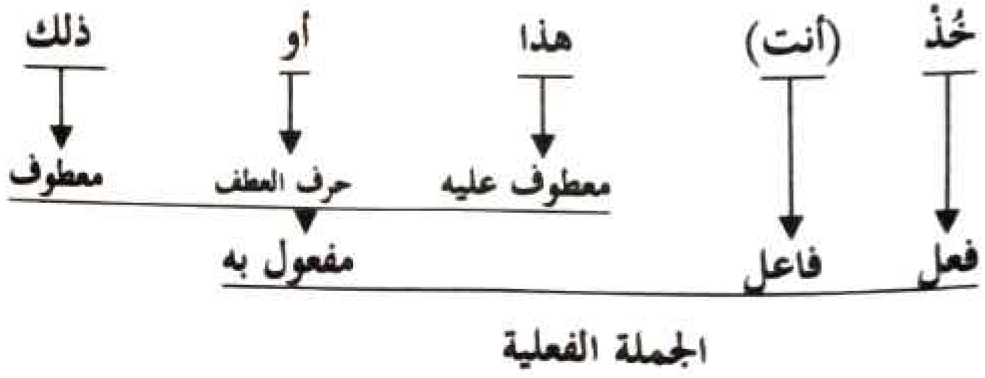

খ. أو দ্বারা জুমলাকে জুমলার ওপর عطف করার উদাহরণ ও তারকীব :

(লোকটি সত্য বলেছে, অথবা মিথ্যা বলেছে।)

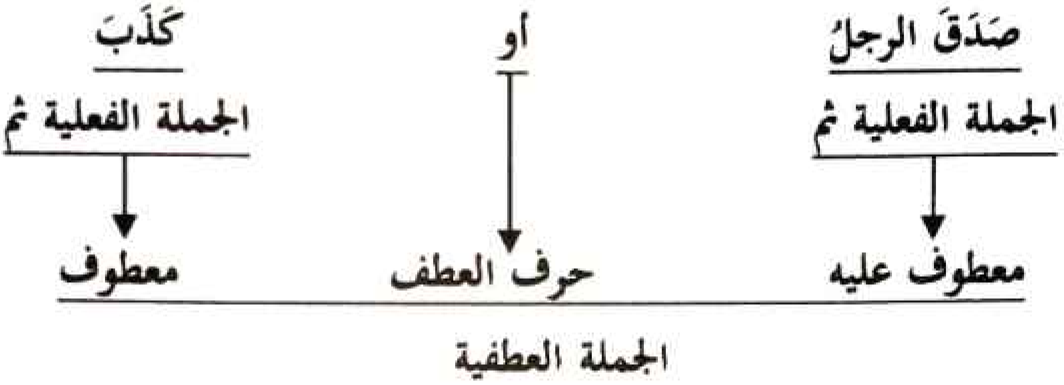

الناصبة العاطفة أو-এর তারকীব

أو যখন عاطفة ناصبة হয় তখন তা এমন একটি فعل مضارع-এর শুরুতে আসে, যা উহ্য أن দ্বারা মানছূব হয়। তখন أوটি–

ক. إلى-এর অর্থে হয়, যদি أو-এর পরবর্তী অংশটি সীমাজ্ঞাপক হয়। যেমন : أجتهد أو أنجح في الحياة. (আমি জীবনে সফল হওয়া পর্যন্ত পরিশ্রম করব।)

উপরোক্ত বাক্যটির মূলরূপ ও তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

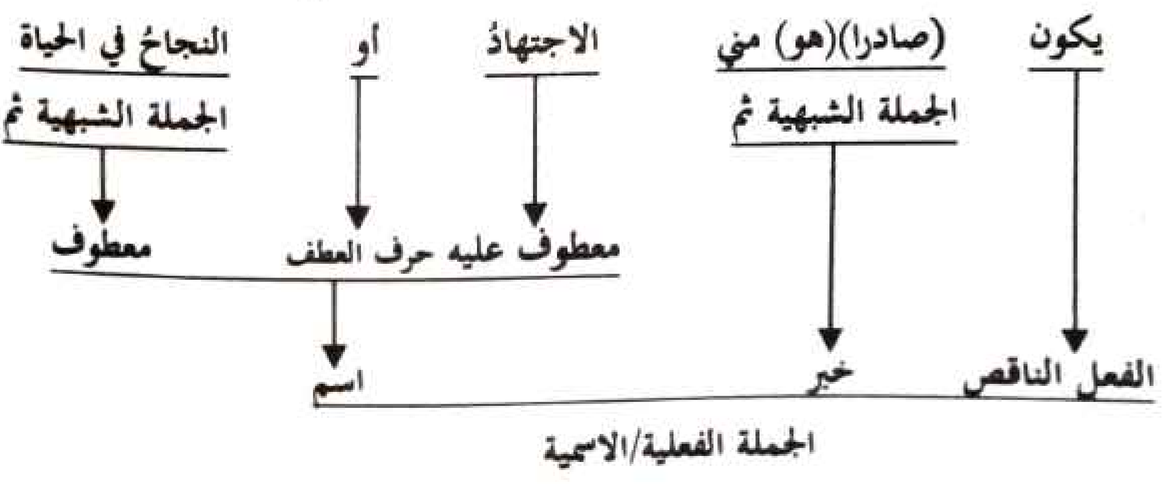

খ. অথবা أوটি إلا-এর অর্থে হয়, যদি أو-এর পরবর্তী অংশটি সীমাজ্ঞাপক না হয়। যেমন : لا يفلح المسلمون أو يعودوا إلى الإسلام.

(মুসলমানগণ ইসলামের দিকে ফিরে আসা ছাড়া সফলকাম হবেন না।)

উপরোক্ত বাক্যটির মূলরূপ ও তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

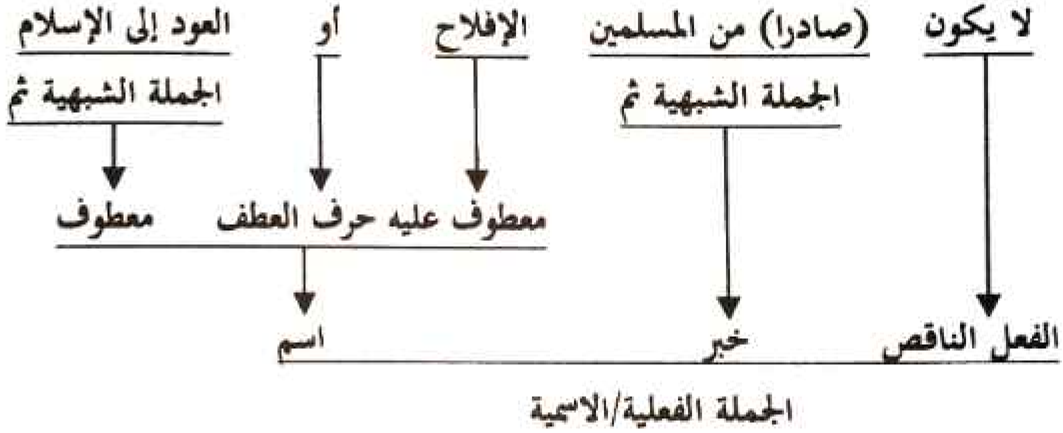

حرف الإضراب-এর তারকীব

أو যখন بل-এর অর্থে আসে, তখন তাকে حرف الإضراب বলা হয়। তখন তা দ্বারা জুমলাকে জুমলার ওপর আতফ করা হয়। তবে, শর্ত হলো– শুরুতে نفي বা نهي আসা এবং আমেলকে পুনরোক্ত করা। যেমন :

(রাশেদ উত্তর দেয়নি, বরং সাঈদ উত্তর দেয়নি।)

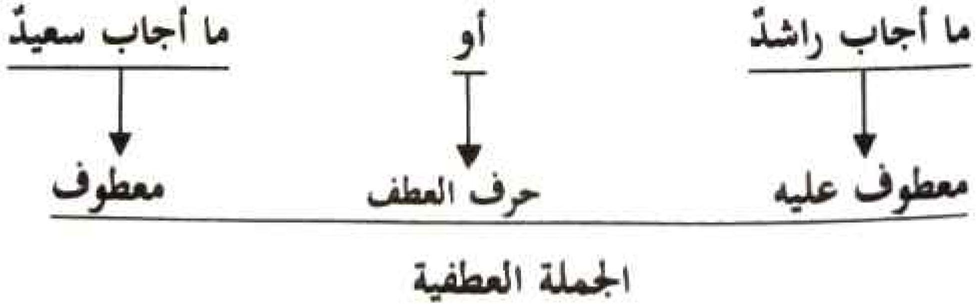

حتى সম্পর্কে আলোচনা

حتى যখন আতফের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার তারকীব-পদ্ধতি হয় দুটি। যথা :

ক. حتى العَاطِفَةُ

খ. حتى النَاصِبَةُ

حتى العاطفة-এর তারকীব

حتى যখন عاطفة হয় তখন তার অর্থ হয় 'এমনকি'। এমতাবস্থায় তা এ-কথা বোঝায় যে, معطوفটি হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভবনা কম থাকা সত্ত্বেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর তা দ্বারা শুধু মুফরাদকে আতফ করা হয়; জুমলাকে আতফ করা হয় না। তবে, শর্ত হলো–

ক. معطوف عليه টি জমা হওয়া এবং معطوفটি তার কোনো সদস্য হওয়া। যেমন :

(সৈন্যরা পলায়ন করেছে এমনকি সেনাপতিও।)

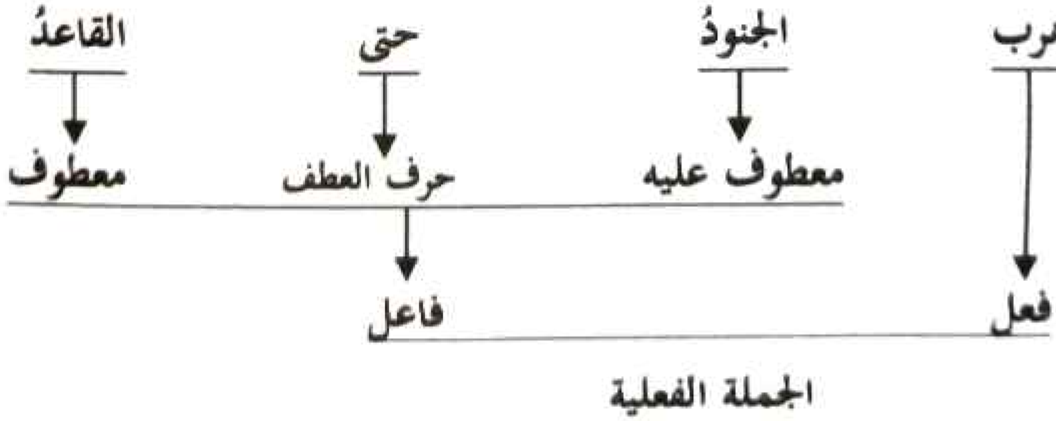

খ. معطوف عليه টি كل (সমগ্র) হওয়া আর معطوف টি جزء (অংশ) হওয়া। যেমন :

(বাড়ি ধ্বসে পড়েছে, এমনকি দেয়ালও।)

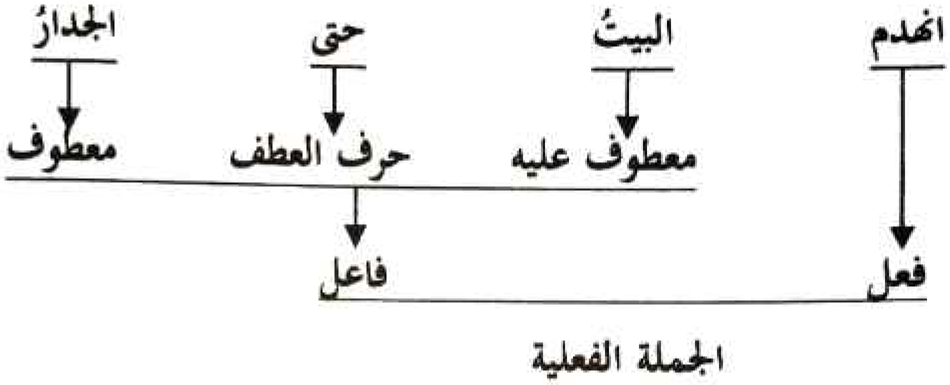

حتى الناصبة-এর তারকীব

কূফার নাহুবিদদের মতে حتى টি حرف العطف এবং সে নিজে নছব দান করে। তাই তারা حتى-এর পরে أن উল্লেখ করাকে বৈধ মনে করেন। সুতরাং, তাদের মত অনুযায়ী حتى الناصبة-এর তারকীব করার সময় পূর্বের ন্যায় বাক্যের মূলরূপ বের করে তারকীব করতে হবে। যেমন : أدعو الناس إلى الله حتى أموت এই বাক্যের মূলরূপ হলো- تكون (صادرة) منى دعوةُ الناسِ إلى الله أو موتِيْ

حتى-এর তারকীব واو العاطفة الناصبة-এর ন্যায়। সুতরাং সেখানে দ্রষ্টব্য।)

পক্ষান্তরে, বছরার নাহুবিদদের মতে حتى টি حرف الجر আর নছবদাতা হলো উহ্য أن সুতরাং, তাদের মত অনুযায়ী حتى-এর পরবর্তী বাক্যটি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে مجرور হয়। তারপর حرف الجر ও مجرور মিলে পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে متعلق হয়।

যেমন :

(আমি মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকব।)

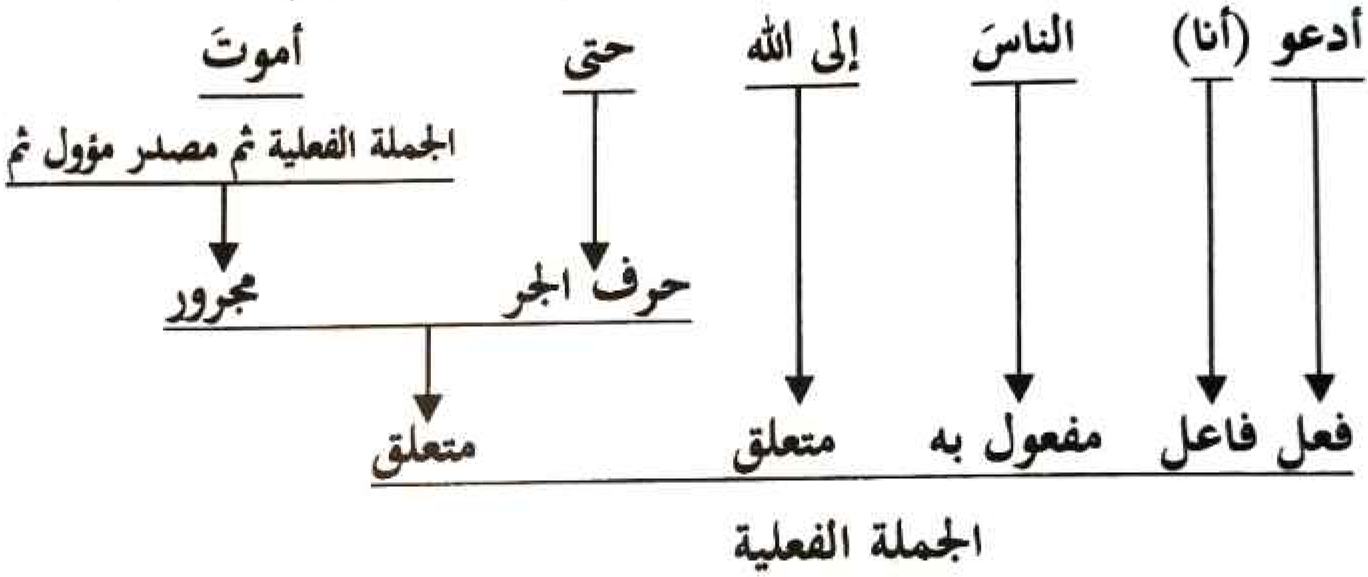

উল্লেখ্য, حتى الناصبة-এর অর্থ দুটি। যথা :

১. সীমা। যেমন : لا نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى.

২. কারণ। যেমন : أشرب الدواء حتى أصح.

لا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لا হরফটি সাতভাবে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে একটি হলো حرفُ العَطْفِ لا যখন আতফের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় 'নয়; না; নহে' এবং তা এ-কথা বোঝায় যে, معطوفটি পূর্ববর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। لاটি حرف العطف হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. معطوفটি মুফরদ হওয়া (অর্থাৎ জুমলা বা শিবহুল জুমলা না হওয়া।)

২. তার পূর্বে হাঁ-বাচক বাক্য থাকা, কিংবা أمر বা نداء থাকা।

৩. معطوف عليه ও معطوف একজাতীয় জিনিস না হওয়া।

৪. لا-এর সাথে অন্য কোনো حرف العطف যুক্ত না হওয়া।

৫. لا তাকরার না হওয়া।

لا-এর তারকীব

ক. لا-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এটি মসজিদ, মাদরাসা নয়।)

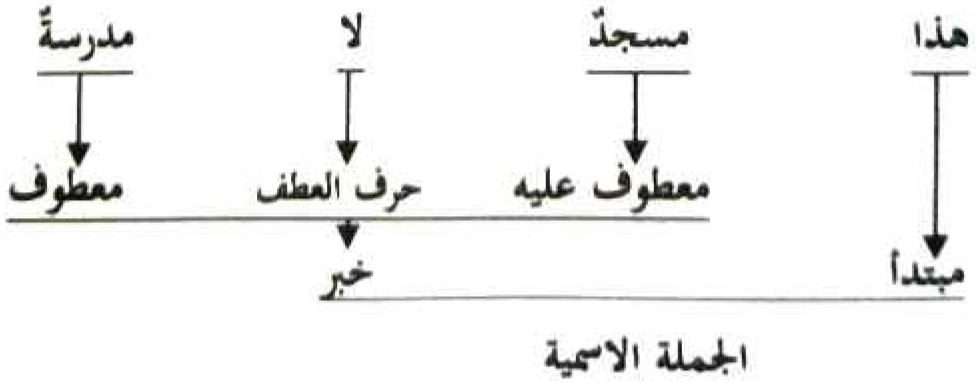

খ. لا-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাজেদ এসেছে, খালেদ নয়।)

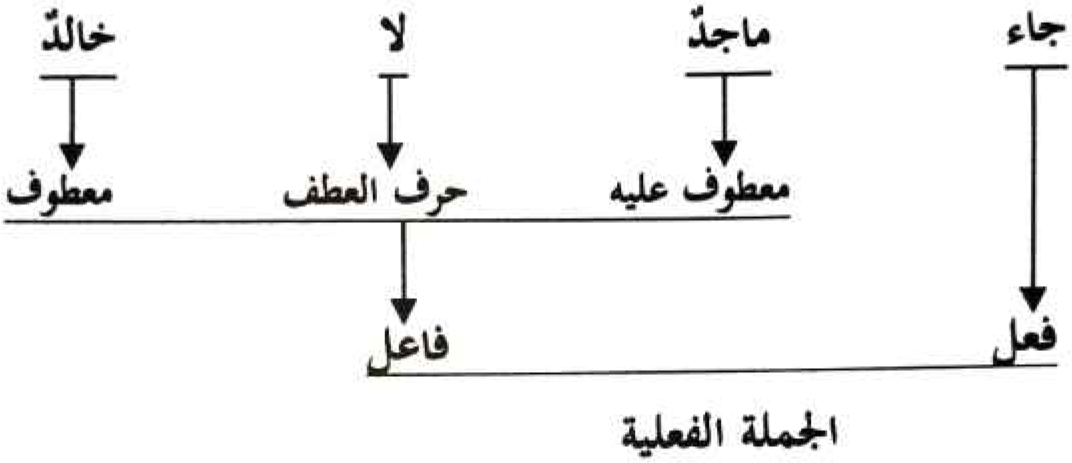

গ. لا-এর معطوف عليه ও معطوف মিলে মাফ'উলে বিহী হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি দুধ পান করেছি, মধু নয়।)

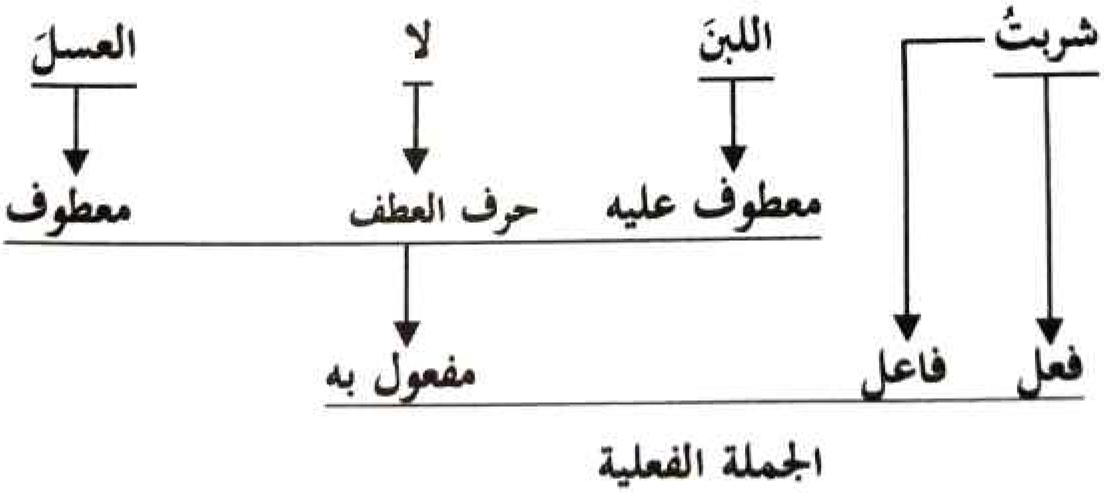

بل সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

بل অর্থ 'বরং; তবে'। بل-এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা :

ক. حرفُ العطفِ : এমতাবস্থায় তা দুটি ফায়দা দান করে। যথা :

১. إضرابٌ : অর্থাৎ এটি পূর্ববর্তী শব্দের ওপর আরোপিত হুকুমকে পরবর্তী শব্দের ওপর আরোপ করে। এটি সুকূনের ওপর মাবনী হয়। বাক্যে এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই।

এ-জন্য শর্ত হলো بل-এর পরে মুফরাদ আসা; জুমলা না আসা এবং এর পূর্বে نفي বা نهي না থাকা। যেমন : ضحك ماجدٌ بل راشدٌ (মাজেদ হেসেছে, বরং রাশেদ (হেসেছে)।)

২. إستدراكٌ : অর্থাৎ এটি পূর্ববর্তী না-বাচক কিংবা নিষেধবাচক হুকুমকে নিজ অবস্থায় দৃঢ় করে এবং তার পরবর্তী অংশের জন্য বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত করে। এটিও সুকূনের ওপর মাবনী হয় এবং বাক্যে এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই।

এ-জন্য শর্ত হলো بلটি মুফরদের পূর্বে আসা এবং শুরুতে نفي বা نهي থাকা। যেমন : ما قلت الكذبَ بل الصدقَ (আমি মিথ্যা বলিনি, বরং সত্য বলেছি।)

স্মর্তব্য, بل যখন إضراب বা استدراك-এর অর্থ প্রদান করে তখন তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(রাশেদ গিয়েছে, বরং সাঈদ (গিয়েছে।)

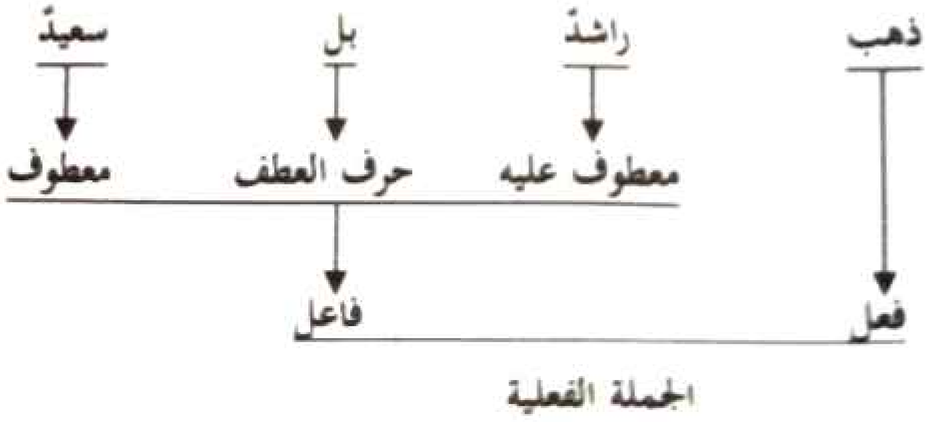

খ. حرف الابتداء : بل যখন حرف الابتداء হয় তখন তা حرف العطف হয় না। এটি সুকূনের ওপর মাবনী হয় এবং বাক্যে এর ই'রাবগত কোনো স্থান থাকে না। তারকীব করার সময় بل-কে حرف الابتداء বলে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে, এ-জন্য শর্ত হলো بلটি জুমলার পূর্বে আসা। بل الابتدائية-এর অর্থ দুটি। যথা :

১. الإضراب الإبطالي অর্থাৎ তা পূর্ববর্তী হুকুমকে নাকচ করে এবং পরবর্তী হুকুমকে সাব্যস্ত করে। যেমন :

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحانه بل عباد مكرمون.

২. الإضراب الانتقالي অর্থাৎ তা দ্বারা এক উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে যাওয়া হয়। যেমন :

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا.

أم সম্পর্কে আলোচনা

أم অর্থ 'নাকি; বরং; অথবা'। এই أم হরফটি শুধু حرف العطف হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি দুই প্রকার। যথা :

ক. مُتَّصِلَةٌ

খ. مُنْقَطِعَةٌ (مُنْفَصِلَةٌ)

أم المتصلة-এর ব্যবহার ও তারকীব

أم متصلة-এর معطوف عليه ও معطوف সর্বদা একসাথে ব্যবহৃত হয়। কখনো পৃথক হয় না। আর أم দ্বারা যেমনিভাবে মুফরাদ শব্দকে আতফ করা যায়, তেমনিভাবে জুমলাকেও আতফ করা যায়। এটি همزة الاستفهام বা همزة التَسْوِيَةِ-এর পরে এসে থাকে।

ক. همزة الاستفهام-এর পর أم দ্বারা মুফরাদ শব্দকে মুফরাদ শব্দের ওপর আতফ করার উদাহরণ ও তারকীব :

১. (এটি কি বই নাকি খাতা ?)

খ. همزة الاستفهام-এর পর أم দ্বারা জুমলাকে জুমলার ওপর আতফ করার উদাহরণ ও তারকীব :

(রাশেদ কি পড়েছে নাকি খেলেছে ?)

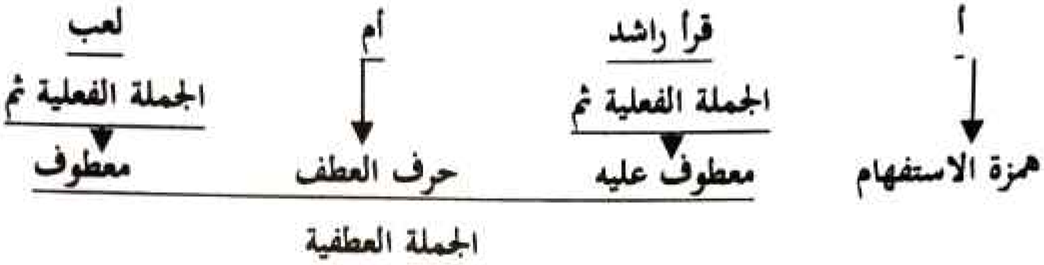

গ. همزة التسوية-এর পর أم দ্বারা জুমলাকে জুমলার ওপর আতফ করার উদাহরণ ও তারকীব :

(তাদের জন্য বরাবর, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন।)

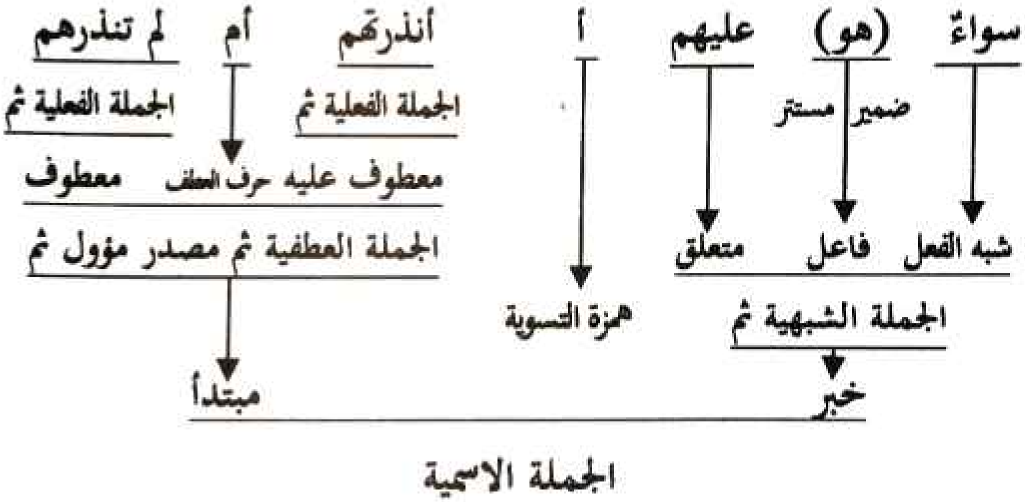

أم المُنْقَطِعَةُ / المُنْفَصِلَةُ-এর ব্যবহার ও তারকীব

এটি أم متصلة-এর বিপরীত। অর্থাৎ এর معطوف عليه ও معطوف একসাথে থাকা আবশ্যক নয়। এটি بل-এর সমার্থক। أم المنْقَطِعَةُ চেনার আলামত হলো তার শুরুতে কখনো همزة التسوية أو الاستفهام আসে না।
যেমন : أم له البنات ولكم البنون ؟

لكِنْ সম্পর্কে আলোচনা

لكن অর্থ 'কিন্তু; তবে; বরং'। এই لكن হরফটি استدراك-এর ফায়দা দান করে, অর্থাৎ لكن হরফটি এ-কথা বোঝায় যে, معطوف-এর জন্য معطوف عليه-এর বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত। لكن-এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা :

ক. حرفُ العَطْفِ

খ. حرفُ الابْتِدَاءِ

لكن العاطفة-এর শর্ত ও তারকীব

لكنটি حرف العطف হওয়ার জন্য শর্ত হলো–

১. معطوفটি মুফরদ হওয়া, অর্থাৎ جملة বা شبه الجملة না হওয়া।

২. لكن-এর সাথে واو যুক্ত না হওয়া।

৩. لكن-এর পূর্বে نهي বা نفي থাকা।

(আমি আপেল খেয়েছি, বরং আঙ্গুর খেয়েছি।)

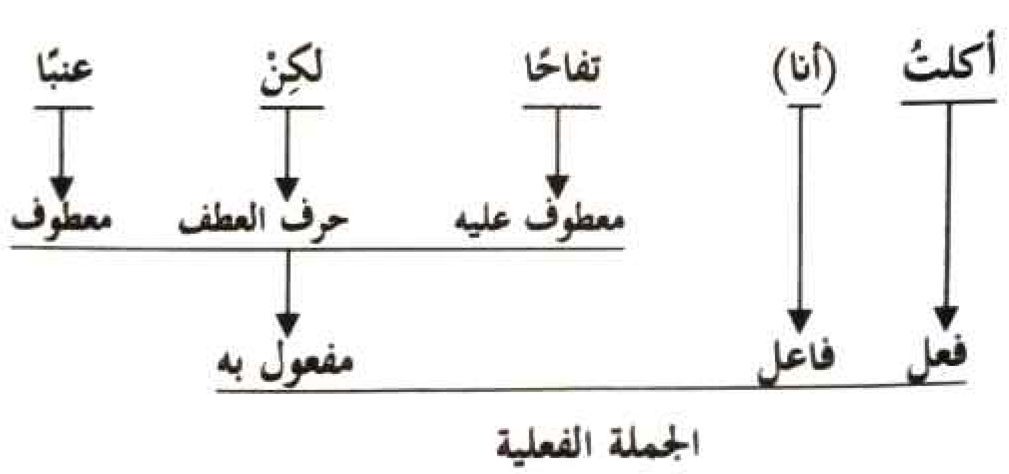

لكن الابتدائية-এর তারকীব

لكن টি حرف الابتداء হয়–

১. যদি তার পরে জুমলা আসে। যেমন : لا أحب راشدا لكن أحب صديقه.

২. কিংবা যদি তার পূর্বে واو আসে। যেমন : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله (أي ولكن كان رسول الله.)

৩. কিংবা যদি তার পূর্বে হাঁ-বাচক বাক্য আসে। যেমন : جاء محمود لكن ما جاء أخوه.

বলাবাহুল্য, لكن যখন حرف الابتداء হয় তখন তা আর আতফের তারকীব হয় না। বরং, উভয় বাক্য আলাদা-আলাদা থাকে। তখন তারকীবের সময় لكن-কে حرف الابتداء বলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

إمَّا সম্পর্কে আলোচনা

إما হরফটি দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা :

ক. حرف عطف

খ. حرف الشرط

إما العاطفة-এর অর্থ, ফায়দা ও তারকীব

إما যখন عاطفة হয় তখন তার অর্থ হয় 'হয়; হয়তো; নতুবা; যদি' এবং তা নিম্নোক্ত ফায়দা দান করে। যথা :

১. شك (সন্দেহ) যেমন : جاء إما راشد وإما خالد.

২. إبهام (অস্পষ্টতা) যেমন : إما يعذبهم وإما يتوب عليهم.

৩. تخيير (ইচ্ছাধিকার প্রদান) যেমন : إما أن تجلس وإما أن تذهب.

৪. إباحة (বৈধতাদান) যেমন : كُلْ إما لحم الدجاج وإما لحم البقر.

৫. تفصيل (ব্যাখ্যা) যেমন : إما شاكرا وإما كفورا.

(হয়ত রাশেদ, না-হয় খালেদ এসেছে।)

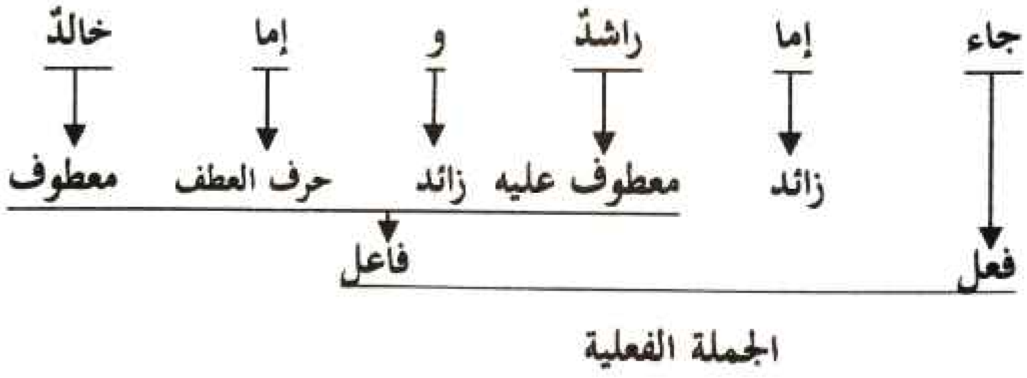

উল্লেখ্য, إما যখন حرف العطف হয় তখন তা বাক্যে দুটি আসে। তখন প্রথম إما এবং পরবর্তী وটি অতিরিক্ত হয়। আর দ্বিতীয় إماটি حرف العطف হয়।

উল্লেখ্য, কারো-কারো মতে إماটি حرف العطف যেমন هداية النحو কিতাবে রয়েছে। কিন্তু কারো-কারো নিকট إماটি حرف العطف নয়। যেমন موسوعة النحو والصرف والإعراب ও جامع الدروس العربية ইত্যাদি কিতাবে إما-কে حرف العطف বলা হয়নি। সুতরাং, তাদের মতে حروف العطف মোট নয়টি। তাই তাদের মতানুসারে বাক্যস্থ উভয় إما হবে إما التفصيلية (ব্যাখ্যাবাচক হরফ) আর বাক্যস্থ و হবে حرف العطف

إما التفصيلية-এর কয়েকটি অর্থ নিম্নরূপ :

১. الإبهام (অস্পষ্টতা)

২. الشك (সন্দেহ)

৩. التخيير (ইচ্ছাধিকার)

৪. الإباحة (বৈধতাদান)

৫. التفصيل (বিশদায়ন)

সুতরাং, তাদের মতে উপরোক্ত বাক্যের তারকীব হয় নিম্নরূপ :

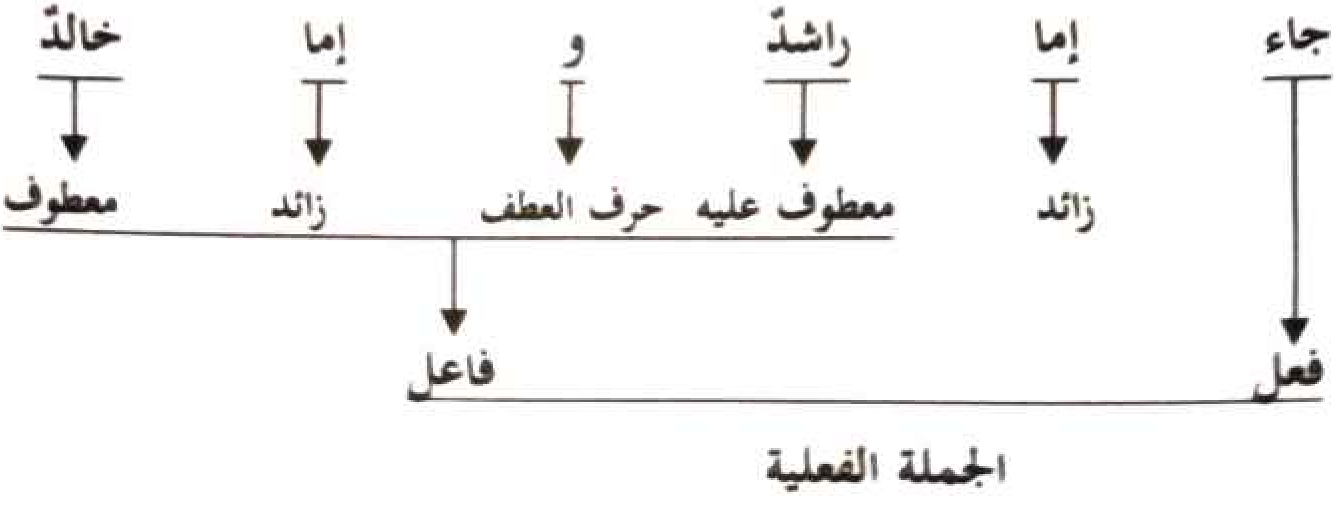

إما الشرطية-এর তারকীব

إما যখন شرطية হয় তখন তা দুটি বাক্যের শুরুতে আসে। তখন إما-কে إن الشرطية ও ما النافية-এর যুক্তরূপ ধরা হয়। যেমন : (যদি তুমি আমাকে না ভালোবাস তাহলে আমি তোমাকে ভালোবাসব না।)

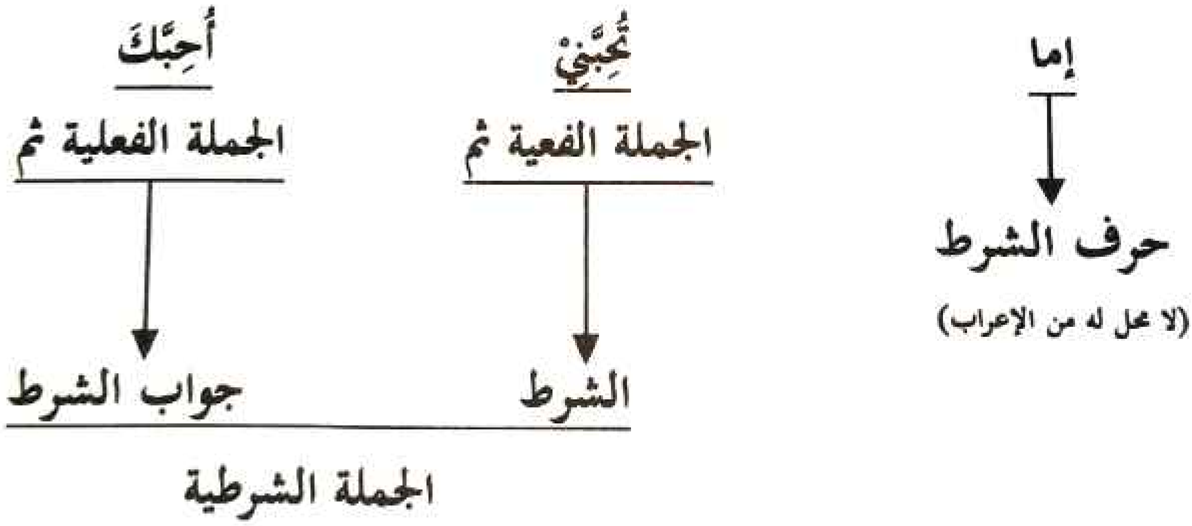

حُرُوْفُ النِّدَاءِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. কয়েকটি পরিভাষা :

১. কাউকে ডাকা বা আহবান করাকে النِّدَاءُ বা المُنَادَاةُ বলে।

২. যে ডাকে তাকে المنَادِيْ (আলমুনাদী) বলে।

৩. যাকে ডাকা হয় তাকে المنَادَى (আলমুনাদা) বলে।

৪. যে-হরফ দ্বারা ডাকা হয় তাকে حرفُ النِّدَاءِ বলে।

৫. حرفُ النداءِ ও المنَادَى মিলে النِّدَاءُ হয় বা উহ্য أَدْعُوْ বা أُنَادِيْ ফেয়েলের مفعول به হয়। তারপর উহ্য فعل তার فاعل ও مفعول به-কে নিয়ে জুমলা হয়ে النداء হয়।

৬. কাউকে ডেকে যা বলা হয় তাকে جواب النداء বলে।

৭. النداءُ ও جوابُ النداءِ মিলে الجملةُ النِّدَائِيَّةُ হয়।

খ. وَا، هَيَا، أَيْ، أَيَا، يَا، آ، أَ ইত্যাদি হরফকে حروفُ النداءِ বলে। একটিকে حرفُ النداءِ বলে।

مُنَادَى-এর প্রকারভেদ

مُنَادَى আট প্রকার। যথা :

১ম প্রকার : ماجدٌ، فاطمةُ، مكةُ ব্যক্তি বা বস্তুর ইত্যাদি একক নাম;

২য় প্রকার : معلمٌ، ولدٌ، بنتٌ ইত্যাদি ال-মুক্ত সাধারণ শব্দ ;

৩য় প্রকার : المعلمُ، الولدُ، البنتُ ইত্যাদি ال-যুক্ত সাধারণ শব্দ;

৪র্থ প্রকার : مضاف ও مضاف إليه-বিশিষ্ট শব্দ;

৫ম প্রকার : الماهرُ، المجتهدُ، الشريفُ ইত্যাদি গুণ-বাচক শব্দ;

৬ষ্ঠ প্রকার : يا رجلًا ! (হে একজন লোক !) এ-জাতীয় নাকিরা শব্দ;

৭ম প্রকার : الذي، التي ইত্যাদি الأسماء الموصولة-বিশিষ্ট শব্দ;

৮ম প্রকার : يا تائبًا إلى اللهِ! (হে আল্লাহর নিকট তাওবাকারী!)-জাতীয় শব্দ।

১ম প্রকার منادى

فاطمةُ، مكةُ، ماجدٌ ব্যক্তি বা বস্তুর ইত্যাদি একক নাম منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

যদি مكةُ، فاطمةُ، ماجدٌ، خالدٌ ব্যক্তি বা বস্তুর ইত্যাদি একক নাম যদি منادى হয় তাহলে তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

উদাহরণ ও তারকীব :

(হে খালেদ, তুমি একজন ছাত্র।)

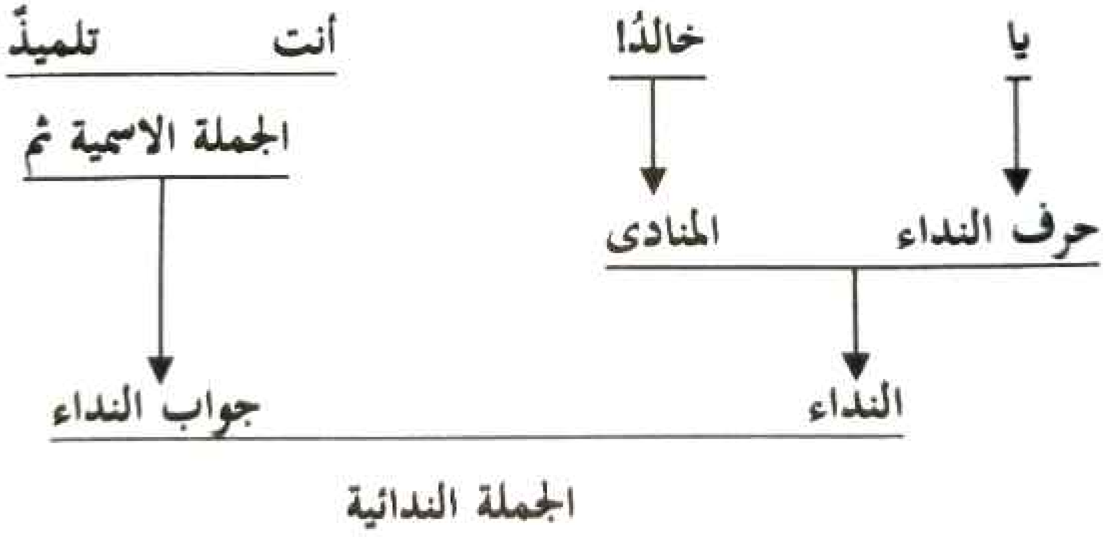

উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে مفردٌ معرفةٌ বলে।

২য় প্রকার منادى

منادى ইত্যাদি ال-মুক্ত সাধারণ শব্দ معلمٌ، ولدٌ، بنتٌ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

معلم، ولد، بنت ইত্যাদি ال-মুক্ত সাধারণ শব্দ যদি منادى হয় তাহলে তা পেশযুক্ত হয় এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

ক. (হে ছেলে, তুমি মাদরাসার ছাত্র।)

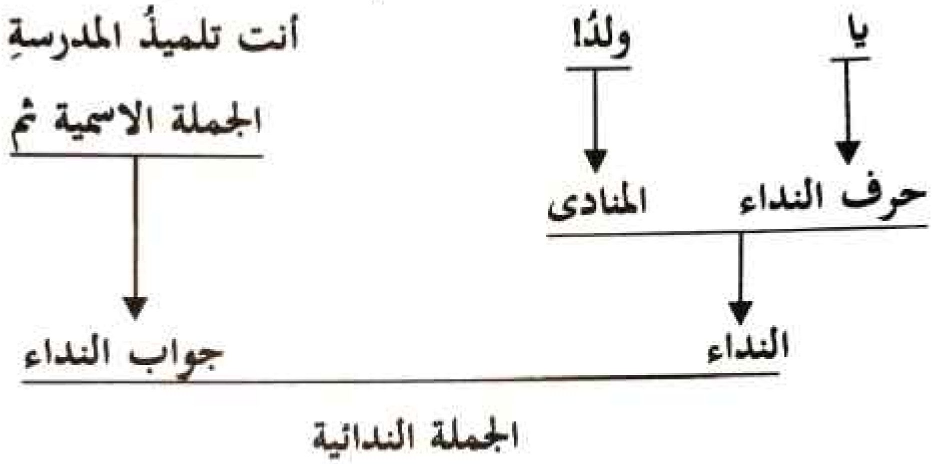

খ. (হে শিক্ষকগণ, আপনারা দ্বীনের খাদেম।)

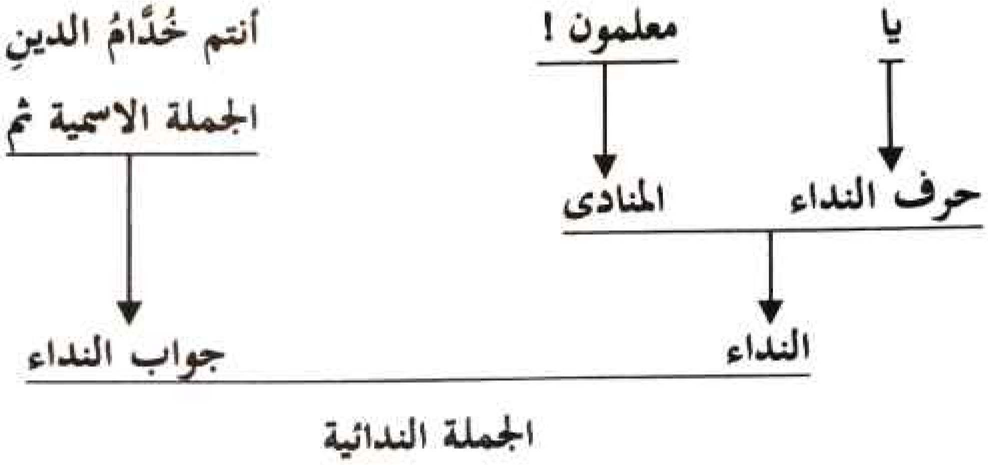

ফায়দা : উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে نكرة مقصودة বলে। এই প্রকার منادى ডাকার পূর্বে নাকিরা থাকে। কিন্তু ডাকার পর তা মা'রিফা হয়ে যায় এবং তা علامة الرفع-এর ওপর মাবনী হয়।

৩য় প্রকার منادى

منادى ইত্যাদি أل-যুক্ত সাধারণ শব্দ المعلمُ، الولدُ، البنتُ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

المعلمُ، الولدُ، البنتُ ইত্যাদি أل-যুক্ত সাধারণ শব্দ যদি منادى হয় তাহলে তার শুরুতে أيها বা أيتها এসে থাকে এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ:

(হে ছেলে, তুমি একজন মেধাবী ছাত্র।)

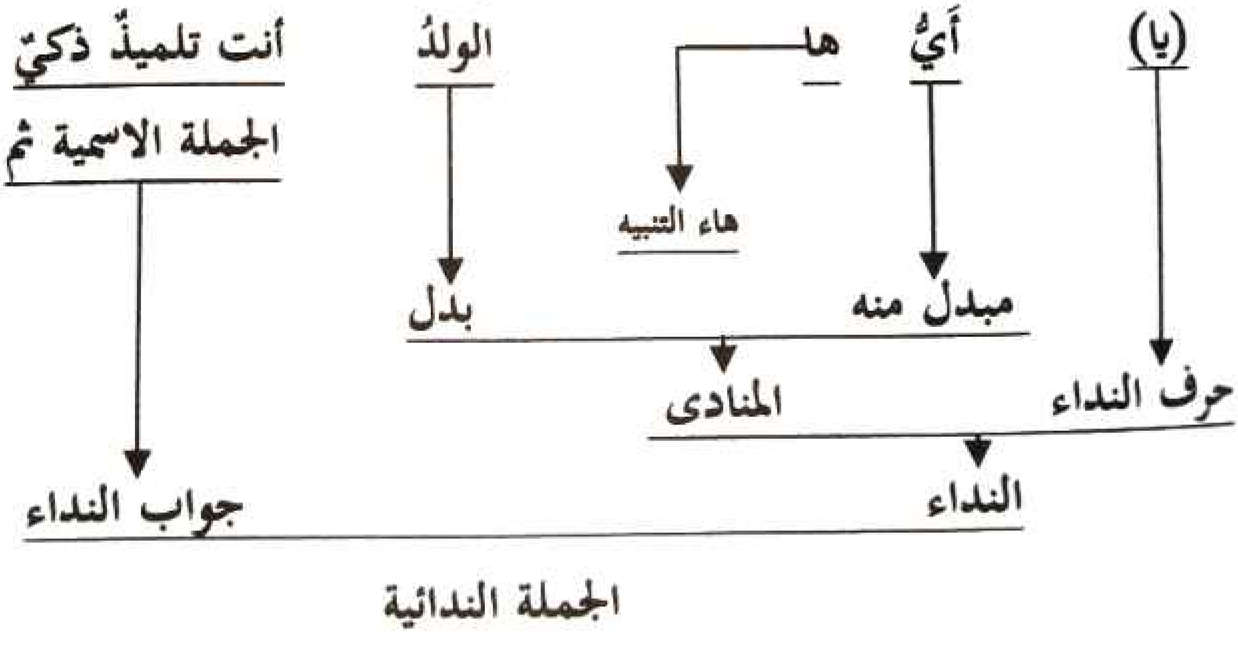

উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে مفرد معرفة বলে।

৪র্থ প্রকার منادى

مضاف ও مضاف إليه–বিশিষ্ট শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

مضاف ও مضاف إليه–বিশিষ্ট শব্দ যদি منادى হয় তাহলে مضافটি যবরযুক্ত হয় এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

ক. (হে মাদরাসার ছাত্র, তোমার বই উপকারী।)

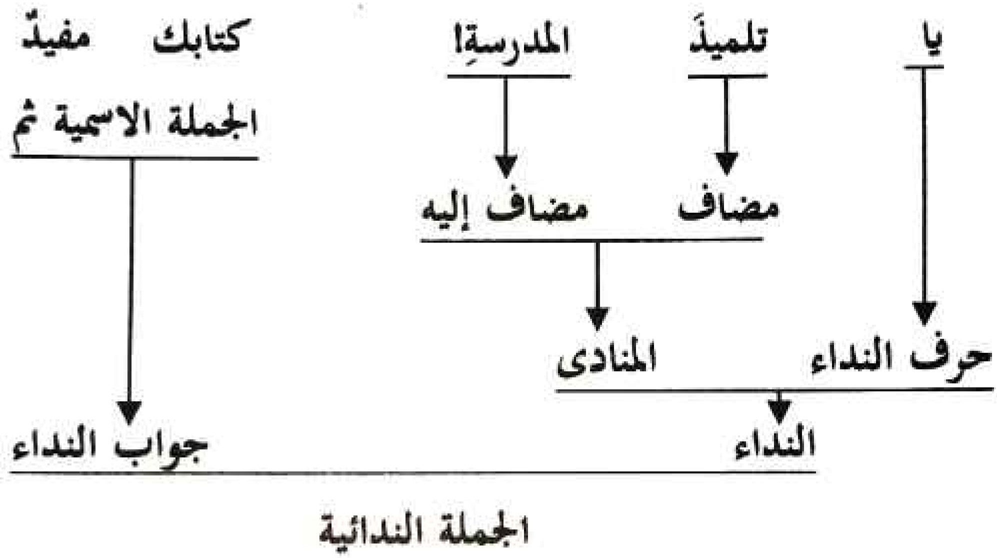

খ. (হে আমার শিক্ষক, আপনি আমাকে আরবীভাষা শিক্ষা দিন।)

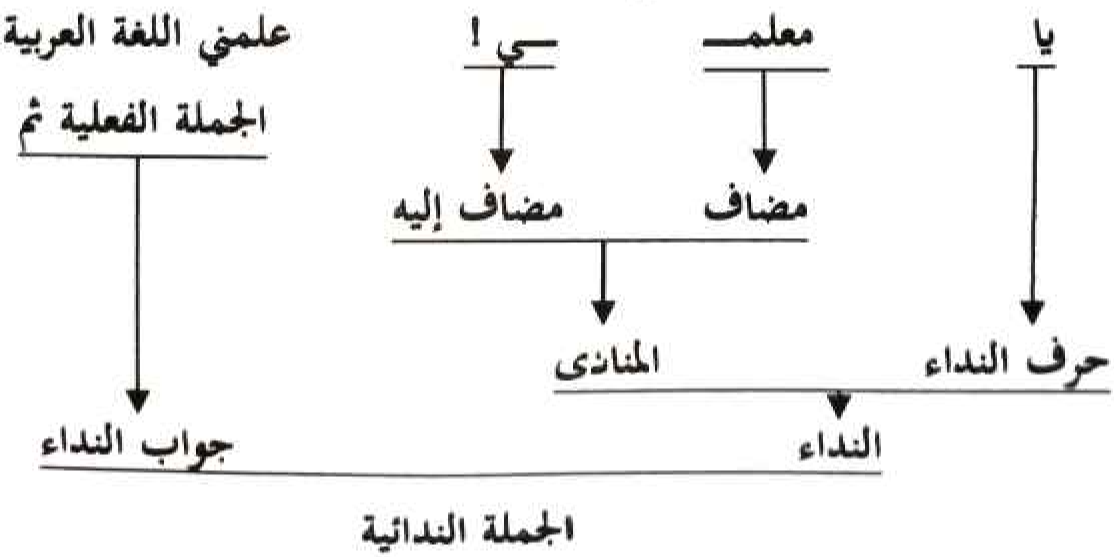

৫ম প্রকার منادى

المَاهِرُ، المجتهدُ، الشريفُ ইত্যাদি শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

الماهر، المجتهد، الشريف ইত্যাদি اسم مشتق যদি منادى হয় তাহলে তার শুরুতে أيها ও أيتها এসে থাকে এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(হে পরিশ্রমী, তুমি পরীক্ষায় সফল হয়েছ।)

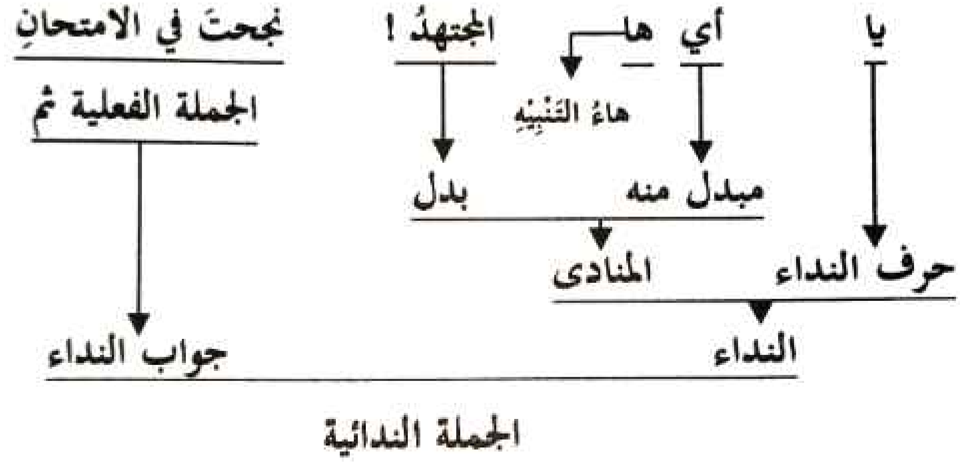

উল্লেখ্য, أل-যুক্ত منادى-এর শুরুতে যদি উপযুক্ত اسم الإشارة আসে তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(হে উদাসীন, তুমি মসজিদে যাও।)

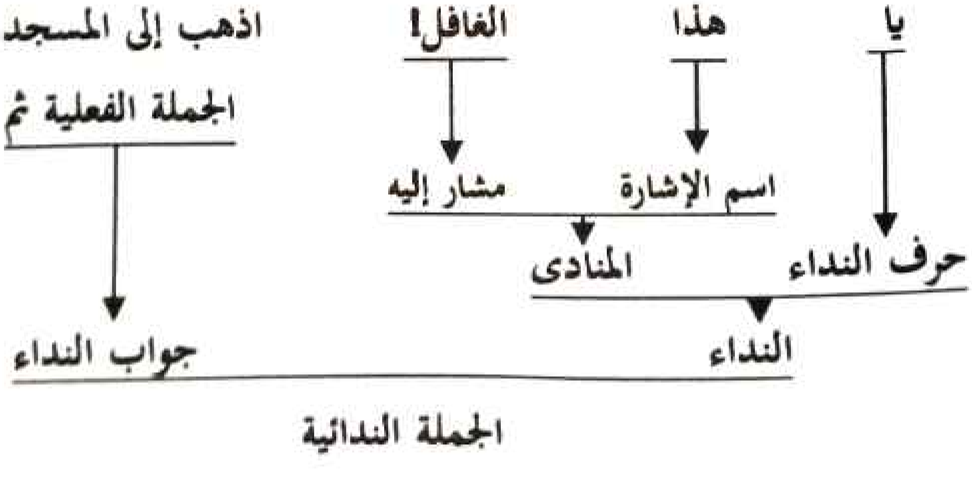

উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে مفرد معرفة বলে।

৬ষ্ঠ প্রকার منادى

! يا رجلا (হে একজন লোক !) এ-জাতীয় নাকিরা শব্দ المنادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

উদ্দেশ্যহীন নাকিরা শব্দ যদি منادى হয় তাহলে তা দুই যবরযুক্ত হয় এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(আছ কি কেউ ? আমার হাতটা একটু ধরো।)

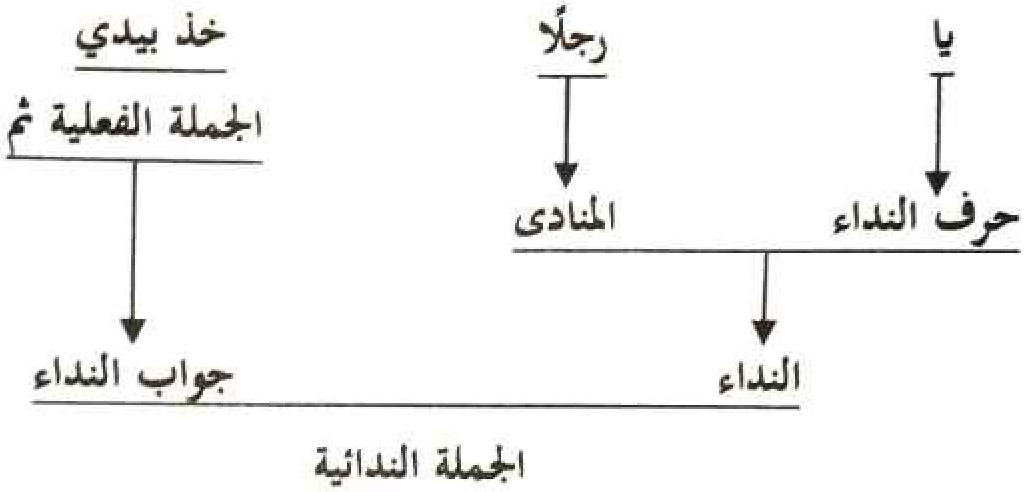

উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে نكرة غير مقصودة বলে।

৭ম প্রকার منادى

منادى শব্দ الاسماء الموصولة-বিশিষ্ট الذي، التي ইত্যাদি হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

الاسماء الموصولة-বিশিষ্ট শব্দ الذي، التي ইত্যাদি যদি منادى হয় তাহলে তার পূর্বে أيها ও أيتها আসে এবং তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ :

(হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো।)

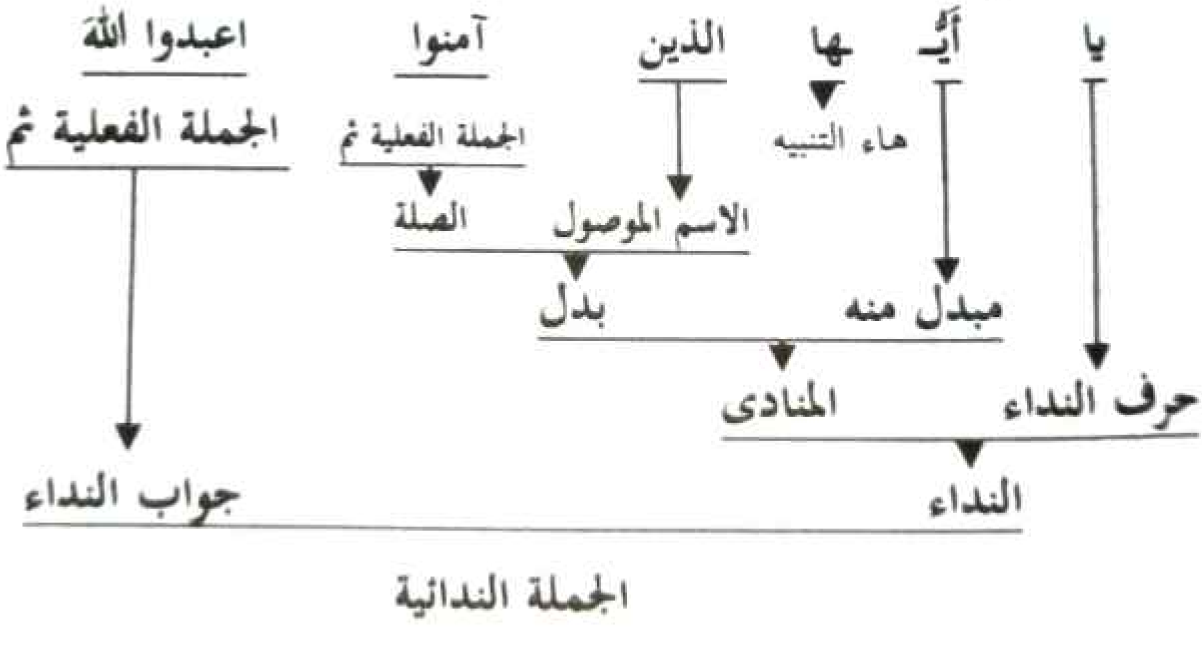

উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে مفرد معرفة বলে।

৮ম প্রকার منادى

يا تائبًا إلى اللهِ (হে আল্লাহর নিকট তাওবাকারী !) এ-জাতীয় শব্দ منادى হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

উদাহরণ ও তারকীব :

ক. (হে প্রভুভোলা ব্যক্তি, তুমি আল্লাহর কাছে তাওবা করো।)

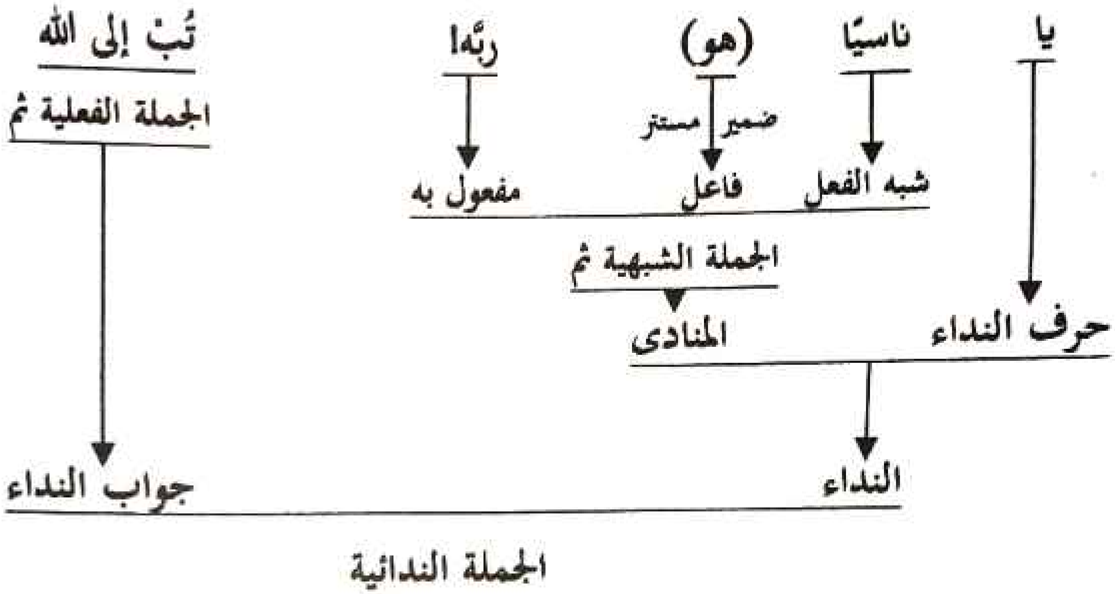

উল্লেখ্য, এই প্রকার মুনাদাকে شبيه بالمضاف বলে। অর্থ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة ইত্যাদি গুণবাচক কোনো ইসম, যার পরে কোনো فاعل، مفعول به، متعلق ইত্যাদি কোনো মা'মূল রয়েছে।

এটিকে شبيه بالمضاف নামে নামকরণের কারণ হলো– مضاف যেমনিভাবে তার مضاف إليه ছাড়া অর্থপূর্ণ হয় না, ঠিকতেমনিভাবে شبيه بالمضاف টিও তার মা'মূল ছাড়া অর্থপূর্ণ ও স্পষ্ট হয় না। যেমন : يا ناسيا ربه ! استغفر ربك. এখানে ناسيا শব্দটি ربه ছাড়া অর্থপূর্ণ হয় না। তাই এটিকে شبيه بالمضاف বলা হয়।

কখনো-কখনো حرف النداء-কে উহ্য রাখা হয়

যদি কখনো কোনো বাক্যে حرف النداء উহ্য থাকে তাহলে তারকীবের সময় তা উল্লেখ করে তারকীব করতে হয়। যেমন :

ক. (يا) يوسف أعرض عن هذا.

খ. (يا) رب زدني علما.

গ. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس (يا) أهل البيت.

اللهم সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

اللهم-এর মূলরূপ হলো يا الله মুশাদ্দাদ মীমটি উহ্য يا-এর পরিবর্তে এসেছে। সুতরাং, তারকীব করার সময় তার মূলরূপ হিসেবে তারকীব করতে হবে। যেমন :

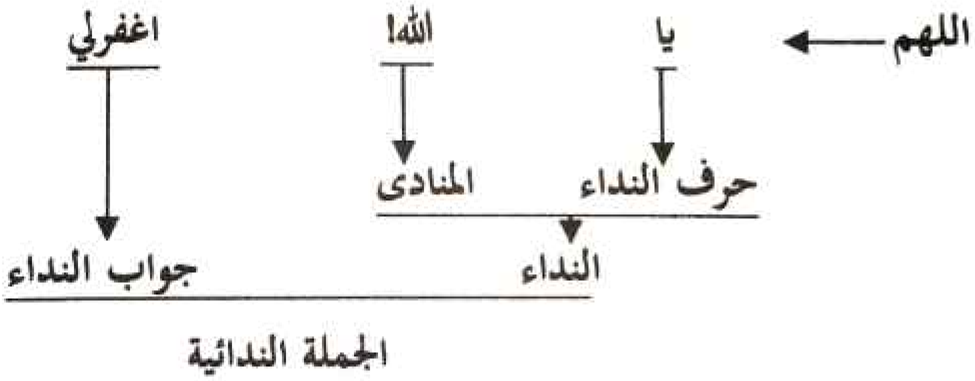

لام التعجب-যুক্ত المنادى সম্পর্কে আলোচনা

যদি কখনো মুনাদার পূর্বে لام التعجب (বিস্ময়বোধক লাম) আসে তাহলে তার তারকীব হয় নিম্নরূপ :

حُرُوْفُ الشَّرْطِ وأَسْمَاءُ الشَّرْطِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. যদি দুটি বাক্যের শুরুতে শর্তের অর্থবোধক কোনো অব্যয় আসে এবং এ-কথা বোঝায় যে, দ্বিতীয় ফেয়েলটি ঘটার জন্য প্রথম ফেয়েলটি শর্ত তাহলে তাকে الجملةُ الشَّرْطِيَّةُ বলে। الجملة الشرطية-এর প্রথম অংশকে الشَرْطُ এবং দ্বিতীয় অংশকে جَوَابُ الشَّرْطِ বা الجَزَاءُ বলে।

খ. যদি جواب الشرط-এর শুরুতে فاء আসে তাহলে তাকে فاءُ الجَزَاءِ বলে।

গ. শর্তের অব্যয়গুলোকে أَدَوَاتُ الشَّرْطِ বলে। একটিকে أَدَاةُ الشَّرْطِ বলে। أدوات الشرط-গুলো দুই প্রকার। যথা :

প্রথম প্রকার– حروف الشرط যথা :

১. إِنْ (যদি), لَوْ (যদি), لَوْمَا ও لَوْلَا (যদি না-হতো), إِذْمَا (যদি), لَمَّا (যখন), أَمَّا (পক্ষান্তরে; যাই হোক),

দ্বিতীয় প্রকার– أَسْمَاءُ الشرطِ : এগুলো আবার তিন প্রকার।

১. اسمٌ مُبْهَمٌ (অস্পষ্ট শব্দ), যথা : مَنْ (যে; যারা), مَا (যা), مَهْمَا (যা; যখনই), كَيْفَمَا (যেভাবে), أَيٌّ، أَيَّةٌ (যে; যারা),

২. ظرف زمان (কালবাচক শব্দ), যথা : إِذَا (যখন), أَنَّى (যেখানে), أَيَّانَ (যখন), مَتَى (যখন), كُلَّمَا (যখনই),

৩. ظرف مكان (স্থানবাচক শব্দ), যথা : حَيْثُمَا (যেখানেই; যখনই), أَيْنَ، أَيْنَمَا (যেখানেই),

إِنْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

إن অর্থ 'যদি'। এটি শর্তের অর্থ প্রকাশ করে। তাই إن-কে حرف الشرط বলে। إن তার পরবর্তী দুটি فعل مضارع-কে জযম দান করে। যেমন :

(যদি তুমি যাও তাহলে আমি যাব।)

إِنْ — تَذْهَبْ (أنت) — أَذْهَبْ (أنا)

إِنْ ← حرف الشرط

تَذْهَبْ (أنت) ← الجملة الفعلية تم ← الشرط

أَذْهَبْ (أنا) ← الجملة الفعلية تم ← جواب الشرط

الشرط + جواب الشرط ← الجملة الشرطية

لَوْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لو অর্থ 'যদি'। এটি অতীতকালের জন্য শর্তের অর্থ প্রদান করে এবং শর্ত বিদ্যমান থাকার কারণে জাওয়াবটি সংঘটিত না হওয়া বোঝায়। তাই পরিভাষায় لو-কে حَرْفُ اِمْتِنَاعِ الْجَوَابِ لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ বলে। যেমন :

(যদি তুমি পরিশ্রম করতে তাহলে সফল হতে।)

لو — اجتهدتَ — لنجحتَ

لو ← حرف الشرط

اجتهدتَ ← الجملة الفعلية تم ← الشرط

لنجحتَ ← الجملة الفعلية تم ← جواب الشرط

الشرط + جواب الشرط ← الجملة الشرطية

لَوْلَا ও لَوْمَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لولا ও لوما অর্থ 'যদি না হতো'। এ-দুটি হরফ لو-এর মতো শর্তের অর্থ দান করে এবং শর্ত বিদ্যমান থাকার করণে জাওয়াবটি সংঘটিত না হওয়া বোঝায়। তাই পরিভাষায় لولا ও لوما-কে حَرْفُ اِمْتِنَاعِ الجَوَابِ لِامْتِنَاعِ الشَّرْطِ বলে। তবে, পার্থক্য হলো لولا ও لوما সর্বদা الجملة الاسمية-এর শুরুতে আসে, আর الجملة الاسمية-এর খবর সর্বদা উহ্য থাকে। যেমন :

(যদি আলী না হতো তাহলে উমর ধবংস হয়ে যেত।)

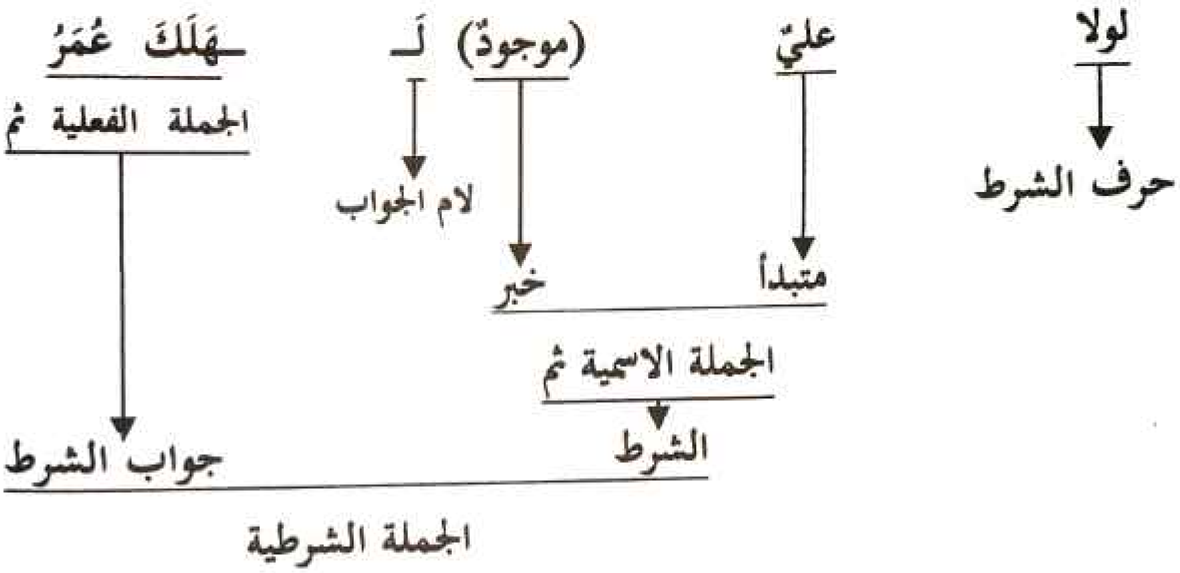

لوما-এর উদাহরণ : لوما كتابُ اللهِ لما عرفنا الله. (যদি আল্লাহর কিতাব না হতো তাহলে আমরা আল্লাহকে চিনতাম না।)

বি. দ্র. لو، لولا، لوما-এর জাওয়াব যদি হাঁ-বাচক হয় তাহলে অধিকাংশ সময় তার শুরুতে لام এসে থাকে। যেমন : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو نشاء جعلناه أجاجا. কিন্তু জওয়াব যদি ما দ্বারা মানফী তাহলে لام কমই এসে থাকে। যেমন : ولو شاء ربك ما فعلوه. আর জওয়াব যদি لم দ্বারা মানফী হয় তাহলে لام আসা নিষিদ্ধ। যেমন : لو اجتهدت لم تندم.

إِذْمَا-এর তারকীব

إذما হরফটি إن-এর অর্থবোধক এবং এটি তার পরবর্তী দুটি فعل مضارع-কে জযম দান করে। إذما-এর তারকীব إن-এর মতো। যেমন :

(যদি তুমি আরবী ভাষা শিক্ষা করো তাহলে তুমি কুরআন বুঝতে পারবে।)

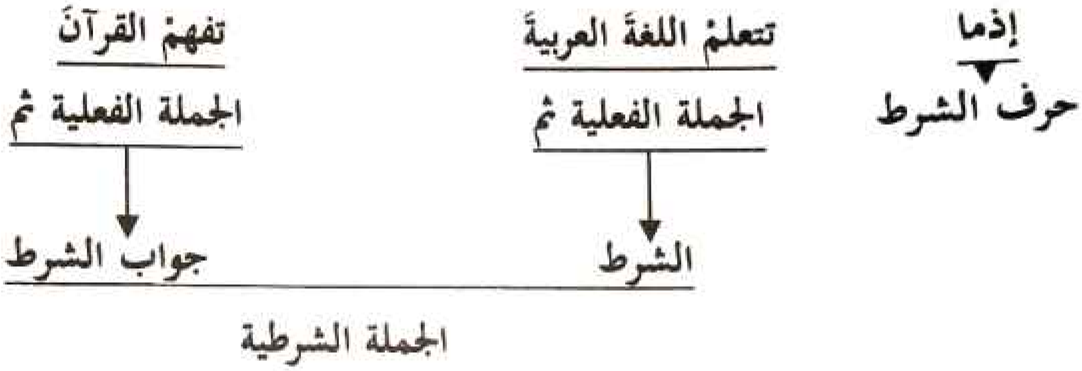

لَمَّا-এর তারকীব

لما-এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : لماটি শুধু حرف الشرط হয় এবং কারো সাথে মিলে না। যেমন :

(যখন আমি আযান শুনেছি তখন আমি মসজিদে গিয়েছি।)

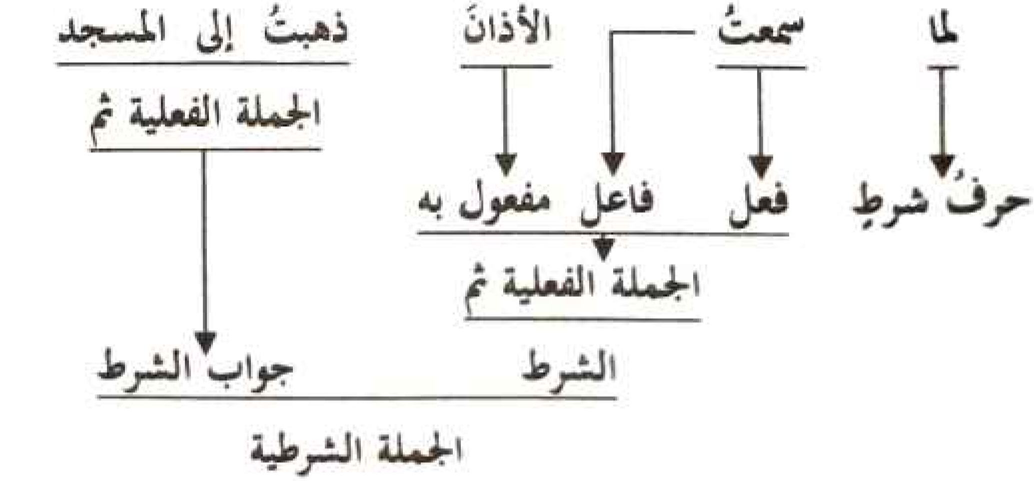

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এটি حين (সময়) অর্থে اسم الظرف হয় এবং শর্তের জুমলার দিকে মুযাফ হয়। তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে جواب الشرط থেকে ظرف হয়। যেমন :

(যখন শিক্ষক উপস্থিত হয়েছেন তখন আমি তাকে সালাম দিয়েছি।)

উপরোক্ত দুটি পদ্ধতির মধ্য থেকে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই বেশি প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। (جامع الدروس العربية)

أَمَّا-এর তারকীব

ক. أما অর্থ 'পক্ষান্তরে'। এটি মূলত শর্তের অব্যয় ও শর্তের বাক্যের স্থলাভিষিক্ত। আর সেটি হলো– مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ তাই أما-কে قائمةٌ مقامَ أداةِ الشرطِ وجملةِ الشرطِ বলা হয়।

খ. أما-এর সংলগ্ন বাক্যটি যেহেতু جواب الشرط তাই তার শুরুতে فاء الجواب এসে থাকে।

গ. তারকীব করার সময় أما-এর মূলরূপ বের করে তারকীব করতে হয়।

ঘ. أما হরফটি تفصيل বা تاكيد অর্থাৎ ব্যাখ্যা বা তাকীদ বোঝায়।

أما হরফটি ব্যাখ্যা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

أما السائل فلا تنهر. এই বাক্যটির মূলরূপ হলো–

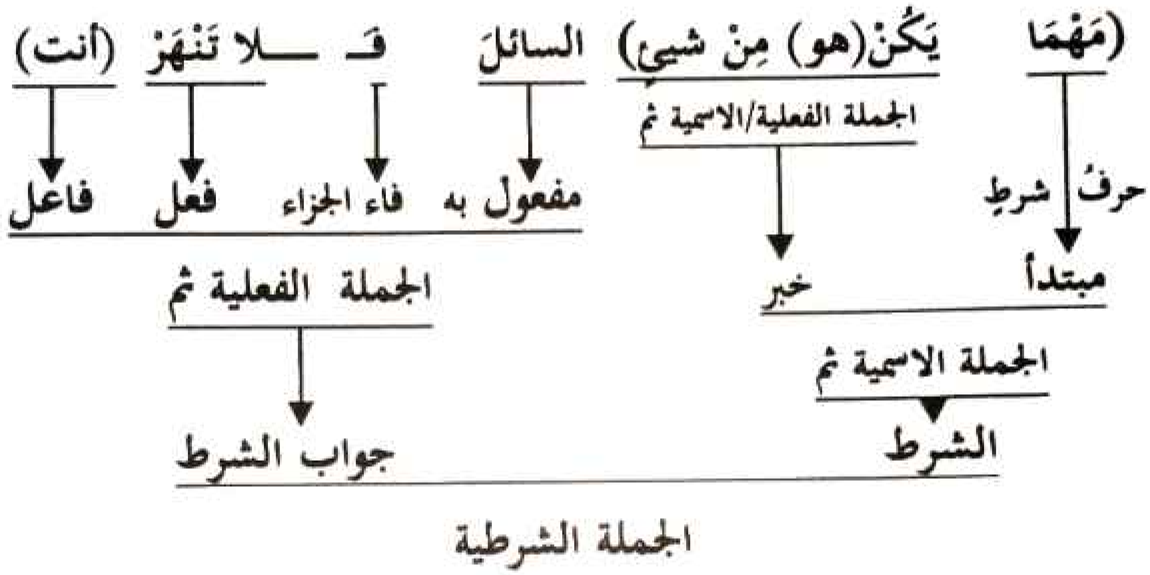

أما তাকীদের জন্য হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব : أما خالدٌ فشجاعٌ. أما এর মূলরূপ হলো-

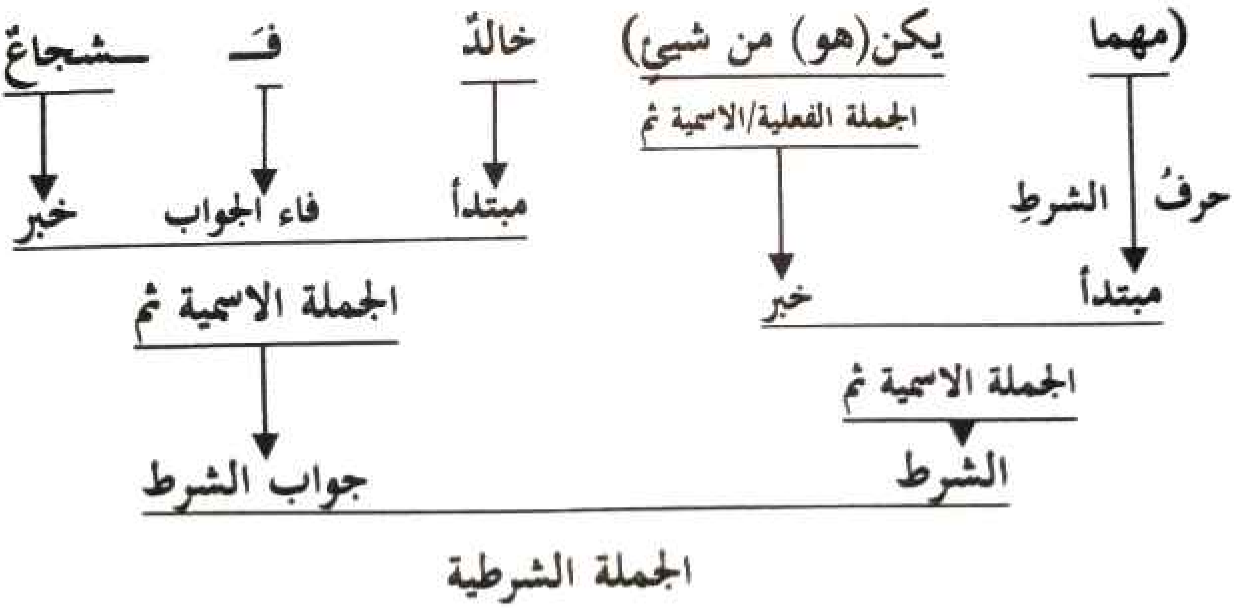

أَسْمَاءُ الشَّرْطِ সম্পর্কে আলোচনা

من সম্পর্কে আলোচনা

من অর্থ 'যে; যারা'। এটি الاسم الموصول এটি যখন শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তা দুটি বাক্যের পূর্বে আসে এবং জযম দান করে। আর তারকীবে তা ১. مبتدأ ২. مفعول به ৩. مجرور ৪. مضاف إليه হয়।

من মুবতাদা হওয়ার ক্ষেত্রসমূহ

من মুবতাদা হওয়ার ক্ষেত্র তিনটি। যথা :

ক. من মুবদাতা হয়, যদি শর্তের বাক্যের ফেয়েলটি ফেয়েলে নাকিছ হয়। যেমন :

من يكن مجتهدا ينجح. (যে পরিশ্রমী হবে সে সফল হবে।)

খ. من মুবদাতা হয়, যদি শর্তের বাক্যটি ফেয়েলে লাযিমবিশিষ্ট হয়। যেমন : من صمت نجا. (যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।)

গ. কিংবা যদি শর্তের বাক্যটি এমন فعل متعدي হয়, যা তার مفعول به-কে পেয়েছে। যেমন : من تكرمه أكرمه. (তুমি যাকে সম্মান করবে আমি তাকে সম্মান করব।)

মুবতাদা من-এর তারকীব-পদ্ধতি

من যদি মুবতাদা হয় তাহলে তার তারকীব-পদ্ধতি হয় দুটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : منটি সরাসরি মুবতাদা হয়, আর পরবর্তী الشرط ও جواب الشرط মিলে খবর হয়। আর এই পদ্ধতিটিই উত্তম। যেমন :

(যে পরিশ্রম করবে সে সফল হবে।)

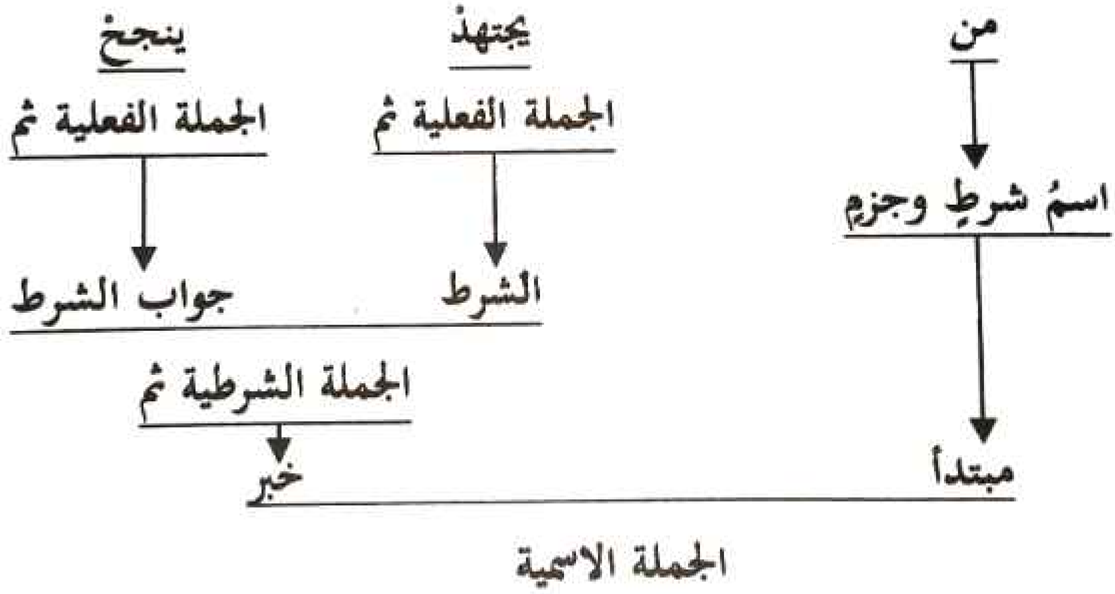

দ্বিতীয় পদ্ধতি :

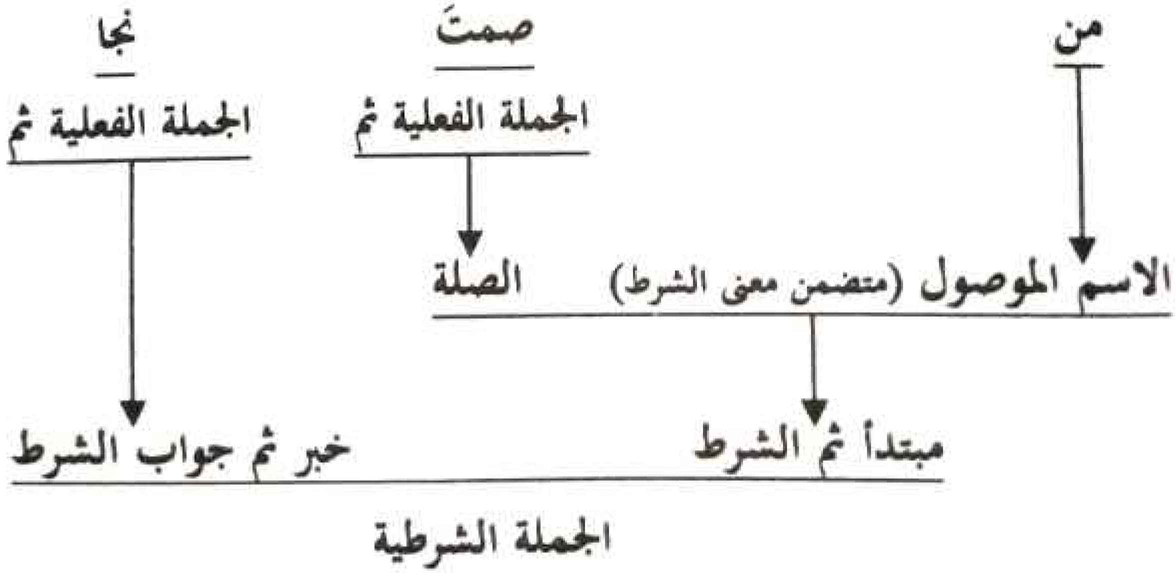

منটি مفعول به হওয়ার তারকীব

منটি مفعول به হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার পরে مفعول به-কে পায়নি। যেমন :

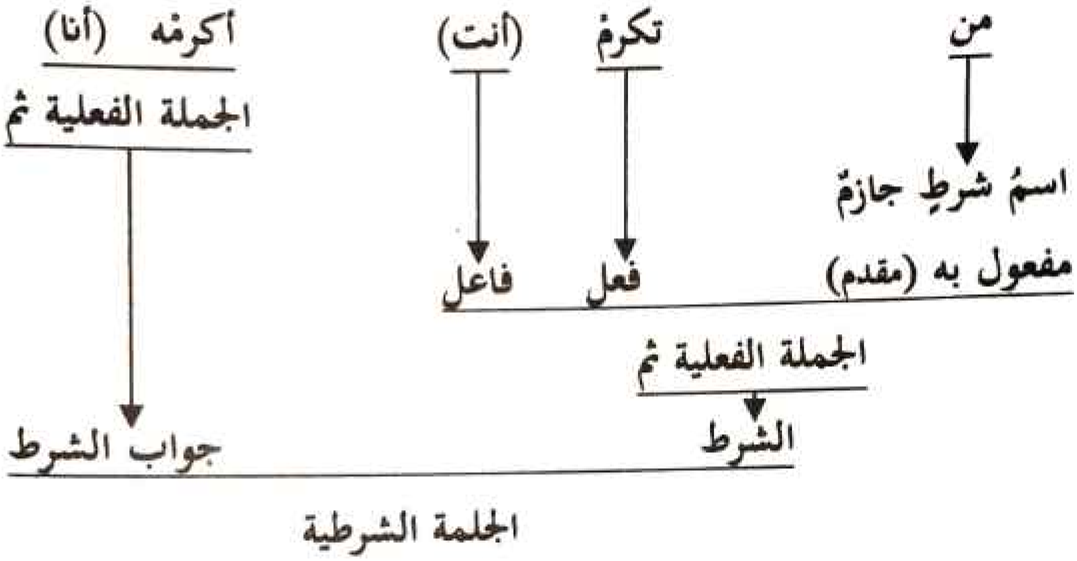

منটি مجرور হওয়ার তারকীব

منটি مجرور হয় যদি তার পূর্বে حرف الجر আসে। যেমন :

(তুমি যাকে সালাম দেবে আমি তাকে সালাম দেবো।)

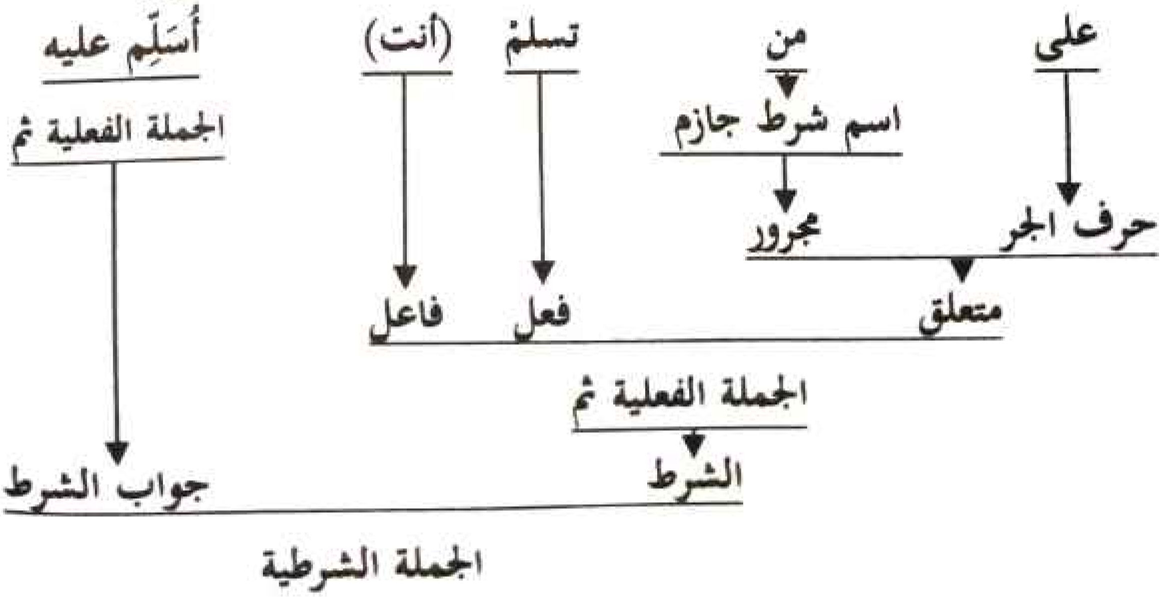

مَن টি مضاف إليه হওয়ার তারকীব

مَن টি مضاف إليه হয় যদি তার পূর্বে এমন কোনো নাকিরা শব্দ আসে, যা পরিচয়ের মুখাপেক্ষী। যেমন :

(তুমি যার বই পড়ছ আমি তার বই পড়ব।)

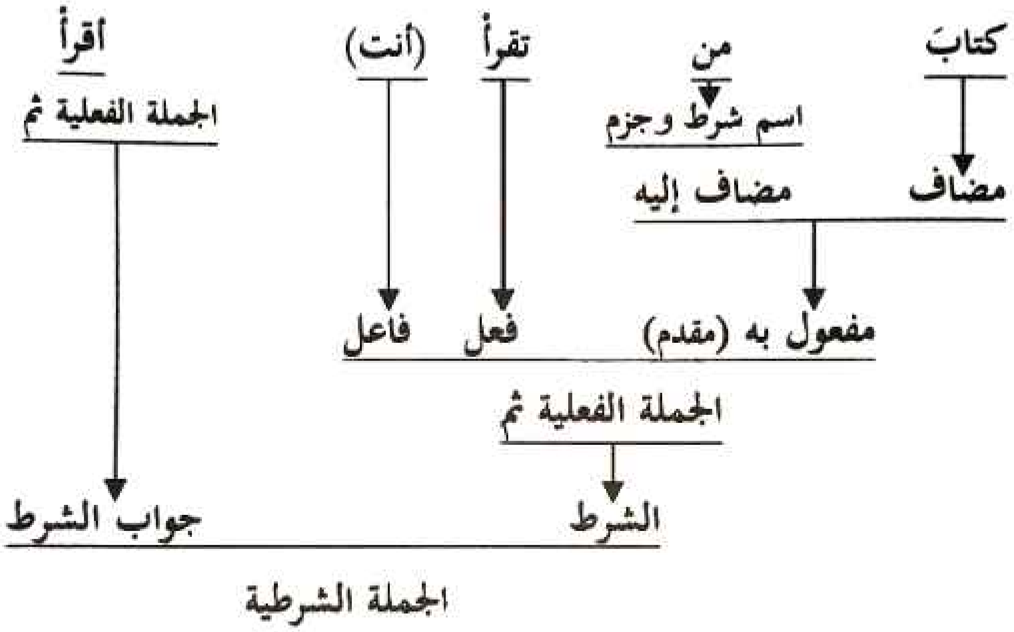

ما সম্পর্কে আলোচনা

ما অর্থ 'যা'। এটি الاسم الموصول এই ما যখন শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন من-এর ন্যায় তারকীবে ১. مبتدأ ২. مفعول به ৩. مجرور ৪. مضاف إليه ইত্যাদি হয়।

বলাবাহুল্য, ما ও من-এর তারকীব-পদ্ধতি হুবহু এক হওয়ার কারণে এখানে শুধু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে; তারকীব দেওয়া হয়নি।

১. ما মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ :

ক. ما يكن خيرا خذه. (যা উত্তম তা গ্রহণ করো।)

খ. ما سقط من الجيب خذه. (পকেট থেকে যা পড়ে গিয়েছে তা নাও।)

গ. ما تنفقه في سبيل الله تجده عند الله. (তুমি আল্লাহর রাস্তায় যা খরচ করবে তা তুমি আল্লাহর নিকট পাবে।)

২. ماটি مفعول به হওয়ার উদাহরণ : ما تأكل آكل.

৩. ماটি مجرور হওয়ার উদাহরণ : على ما تجلس أجلس عليه.

৪. ماটি مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ : وراء ما تختفي أختفي وراءه. (তুমি যার পেছনে আত্মগোপন করবে আমি তার পেছনে আত্মগোপন করব।)

مَهْمَا সম্পর্কে আলোচনা

مَهْمَا অর্থ 'যা-ই; যতই; যখনই। এটি শর্তের শব্দ। এটি غير عاقل-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তী দুটি فعل مضارع-কে জযম দান করে। আর তা তারকীব-পদ্ধতি হুবহু من الشرطية-এর ন্যায়। مَهْمَا তারকীবে মুবতাদা, মাফ'উলে বিহী বা মাফ'উলে মুতলাক হয়। যেমন :

مَهْمَا মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ

مهما মুবতাদা হয় দুই ছুরতে। যথা :

ক. مهما মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل لازم আসে। যেমন :
مهما يصحِ الكافرُ فلن يخرج من النار. (কাফের যতই চিৎকার করুক, সে জাহান্নাম থেকে কিছুতেই বের হতে পারবে না।)

খ. مهما মুবতাদা হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به কে পেয়েছে। যেমন : مهما تنفقْه في سبيل الله تجدْه عند الله. (তুমি আল্লাহর রাস্তায় যা-ই খরচ করবে তুমি তা আল্লাহর কাছে পাবে।)

مهماটি مفعول به হওয়ার উদাহরণ

مهما তারকীবে مفعول به হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পায়নি। যেমন : مهما تطبخ آكله. (তুমি যা-ই রান্না করবে আমি তা খাব।)

مهما তারকীবে مفعول مطلق হওয়ার উদাহরণ

مهما তারকীব مفعول مطلق হয় যদি তার পরে একই মাছদারের দুটি ফেয়েল আসে। যেমন : مهما تذهبْ أذهبْ (তুমি যতই যাবে আমি ততই যাব।)

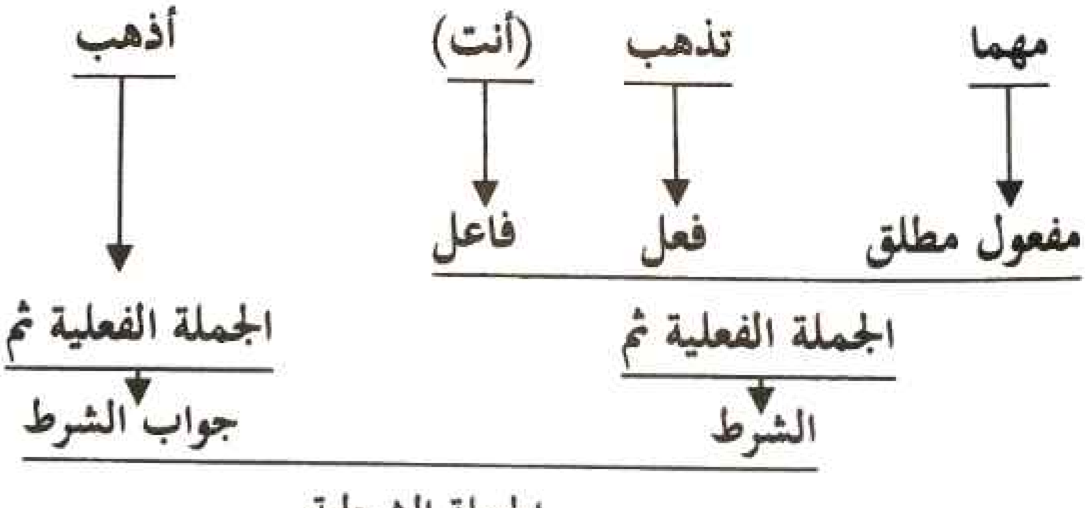

كَيْفَ সম্পর্কে আলোচনা

كيف অর্থ 'কেমন'। কিন্তু كيف যখন শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তার অর্থ হয় 'যেভাবে' বা 'যেমন করে'। كيف الشرطية-এর তারকীব-পদ্ধতি দুটি। যথা : ১. حال ২. فعل ناقص-এর খবর।

كيف হাল হওয়ার উদাহরণ

كيف শব্দটি হাল হয় যদি তার পরবর্তী ফেয়েলদুটি فعل تام হয়। তবে শর্ত হলো– كيف-এর পরবর্তী ফেয়েলদুটি শব্দগত ও অর্থগতভাবে একই রকম হওয়া এবং জযমযুক্ত না হওয়া এবং كيف-এর পরে অতিরিক্ত ما যুক্ত না হওয়া। যেমন :

(মাজেদ যেভাবে ঘুমাবে আমি সেভাবে ঘুমাব।)

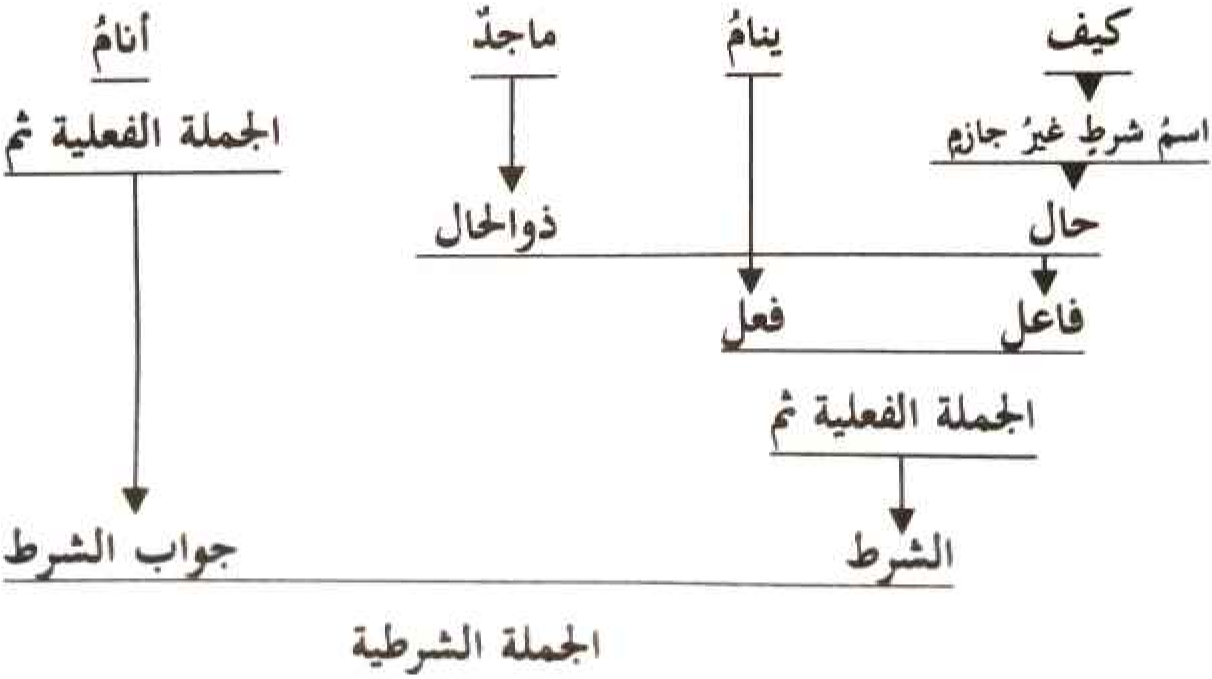

كيف ফেয়েলে নাকিছের খবর হওয়ার উদাহরণ

كيف খবর হয়, যদি তার পরে এমন ফেয়েলে নাকিছ আসে, যার পরে খবর উল্লেখ নেই। যেমন :

(শিক্ষক যেমন হবেন ছাত্র তেমন হবে।)

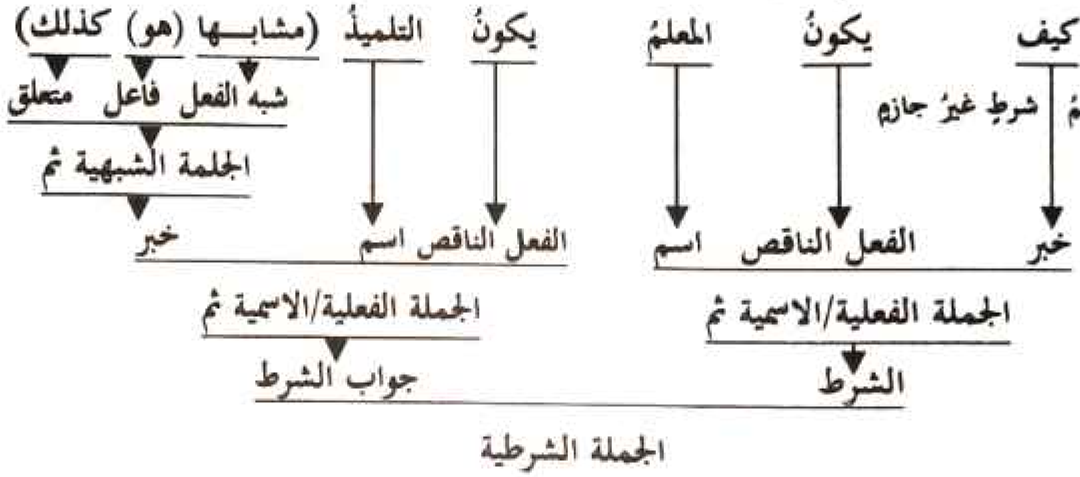

বি. দ্র. কখনো-কখনো كيف الشرطية-এর পরে ما الزائدة যুক্ত হয়। তখন তা পরবর্তী ফেয়েল দুটিকে জযম দান করে। কেউ-কেউ আবার রফা' দান করে। যাইহোক, كيف ও كيفما-এর তারকীব-পদ্ধতি একই রকম।

أَيٌّ، أَيَّةٌ সম্পর্কে আলোচনা

أي، أية অর্থ 'কোন'। কিন্তু যখন তা শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তার অর্থ হয় 'যে'। তখন তা পরবর্তী দুটি ফেয়েলকে জযম দান করে।

أي-এর তারকীব-পদ্ধতি ছয়টি। যথা : ১. مبتدأ ২. مفعول به ৩. مفعول مطلق ৪. ظرف ৫. نائب مجرور ৬. مضاف إليه

أي মুবদাতা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

أي তারকীবে মুবতাদা হয়—

ক. যদি তার পরে ফেয়েলে লাযিম আসে। যেমন :

(যে-ছেলে হাসবে আমি তাকে প্রহার করব।)

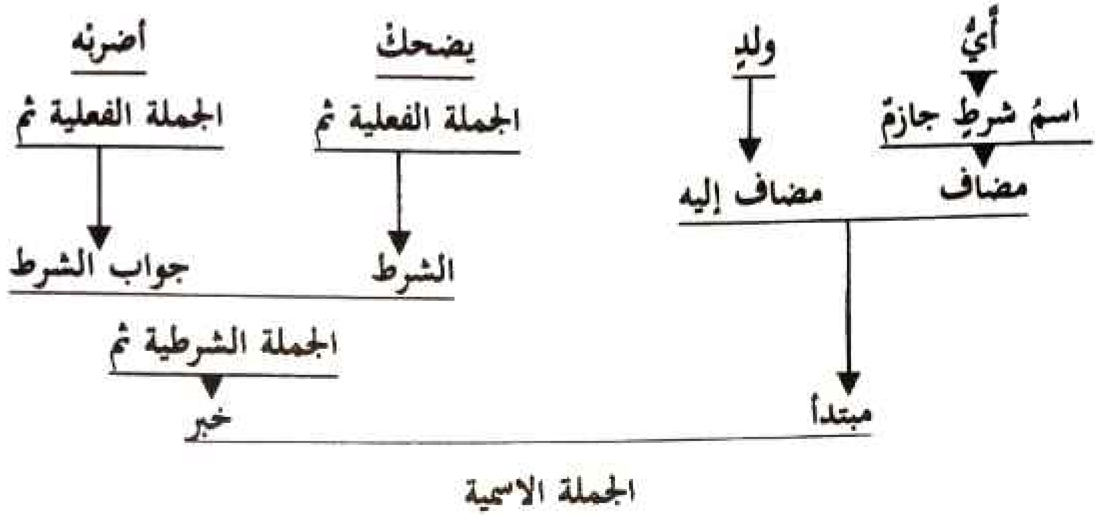

খ. কিংবা যদি তার পরবর্তী ফেয়েলটি ফেয়েলে নাকিছ হয়। যেমন : أيُّ تلميذٍ يكنْ مجتهدًا ينجحْ. (যে-ছাত্র পরিশ্রমী হবে সে সফল হবে।)

গ. কিংবা যদি তার পরবর্তী ফেয়েল এমন فعل متعدي হয়, যা তার مفعول به-কে পেয়েছে। যেমন : أيَّ معلمٍ تكرمْه أكرمْه. (তুমি যে-শিক্ষককে সম্মান করবে আমি তাকে সম্মান করব।)

أيّ-টি مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

أيّ-টি مفعول به হয় যদি তার পরবর্তী ফেয়েলটি এমন فعل متعدي হয়, যা তার مفعول به-কে পায়নি। যেমন :

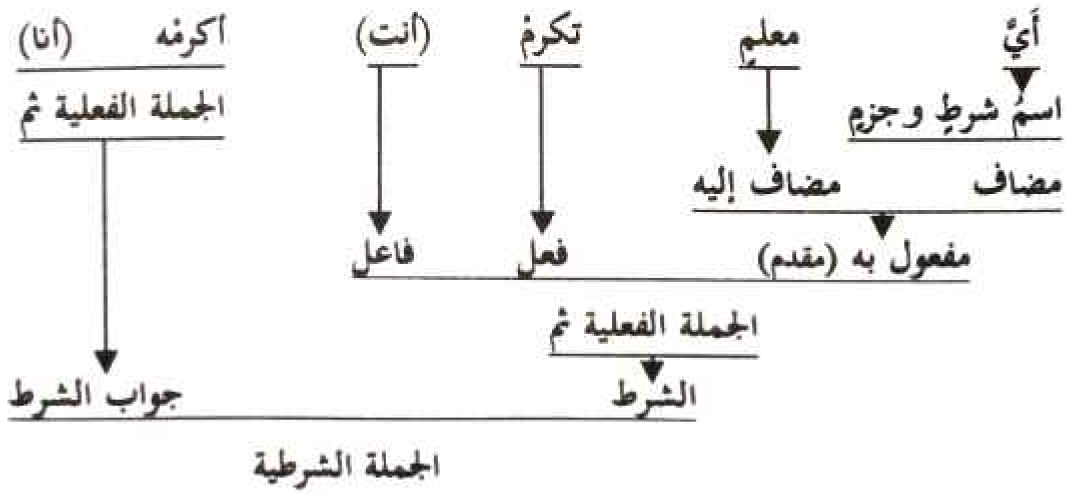

أيٌّ টি نائبُ ظرفِ الزمانِ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

أيٌّ টি نائبُ ظرفِ الزمانِ হয় যদি তার পরে কালবাচক কোনো শব্দ আসে। যেমন :

(তুমি যে দিন সফর করবে আমি সে দিন সফর করব।)

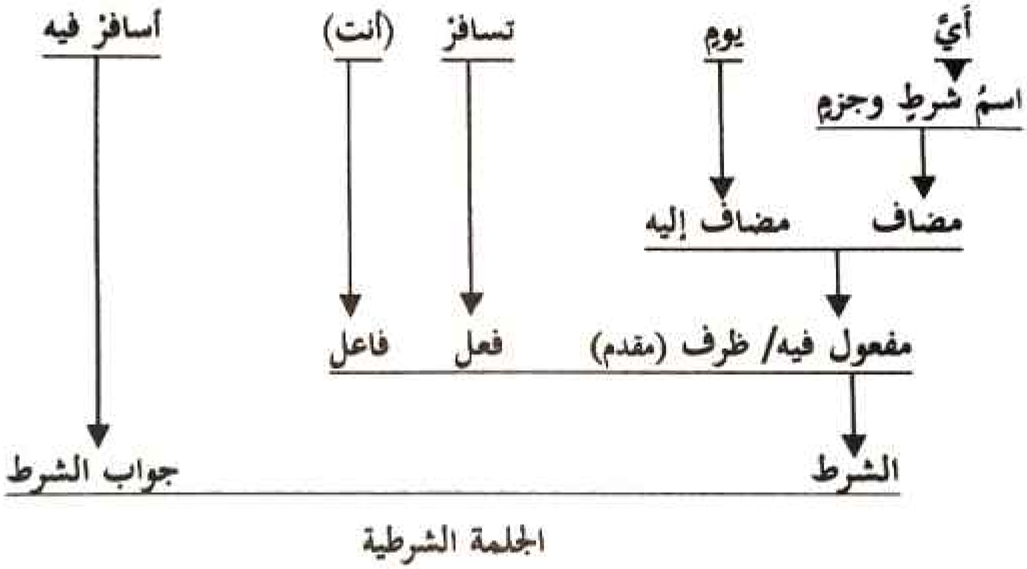

أيٌّ টি مفعول مطلق হওয়ার উদাহরণ

أيٌّ টি مفعول مطلق হয় যদি তাকে এমন মাছদারের দিকে মুযাফ করা হয়, যার পরে তার শব্দগত কিংবা অর্থগত ফেয়েল রয়েছে। যেমন :

(তুমি যে-কাজ করবে আমি সে-কাজ করব।)

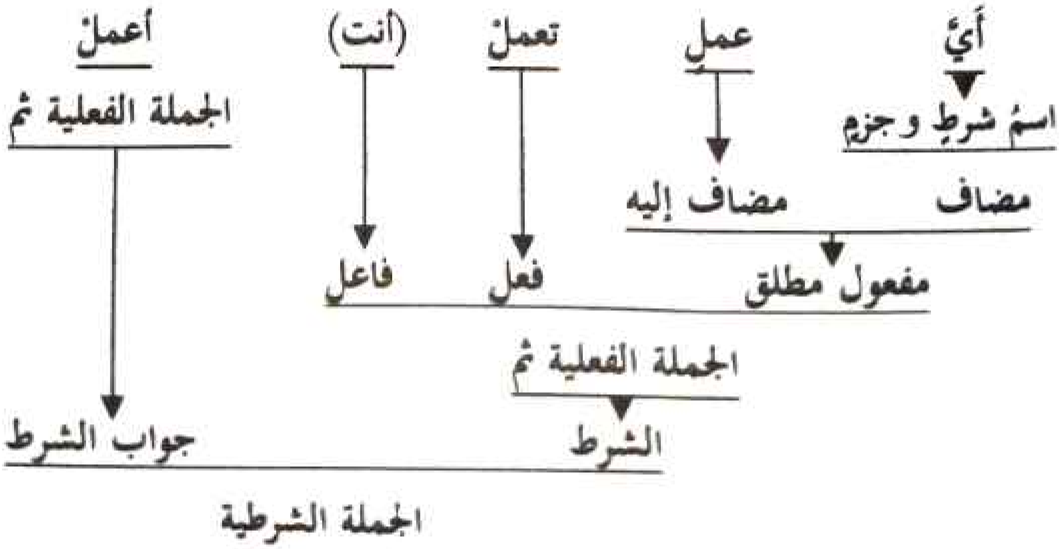

أيٌّটি مجرور হওয়ার উদাহরণ

أيٌّটি مجرور হয় যদি তার পূর্বে حرف الجر আসে। যেমন : بِأَيِّ قلمٍ تكتبْ أكتبْ به. (তুমি যে-কলম দিয়ে লিখবে আমি সে-কলম দিয়ে লিখব।)

أيٌّটি مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

أيٌّটি مضاف إليه হয় যদি তার পূর্বে কোনো মুযাফ আসে। যেমন :
(তুমি যে-টেবিলের সামনে পড়বে আমি সে-টেবিলের সামনে পড়ব।)

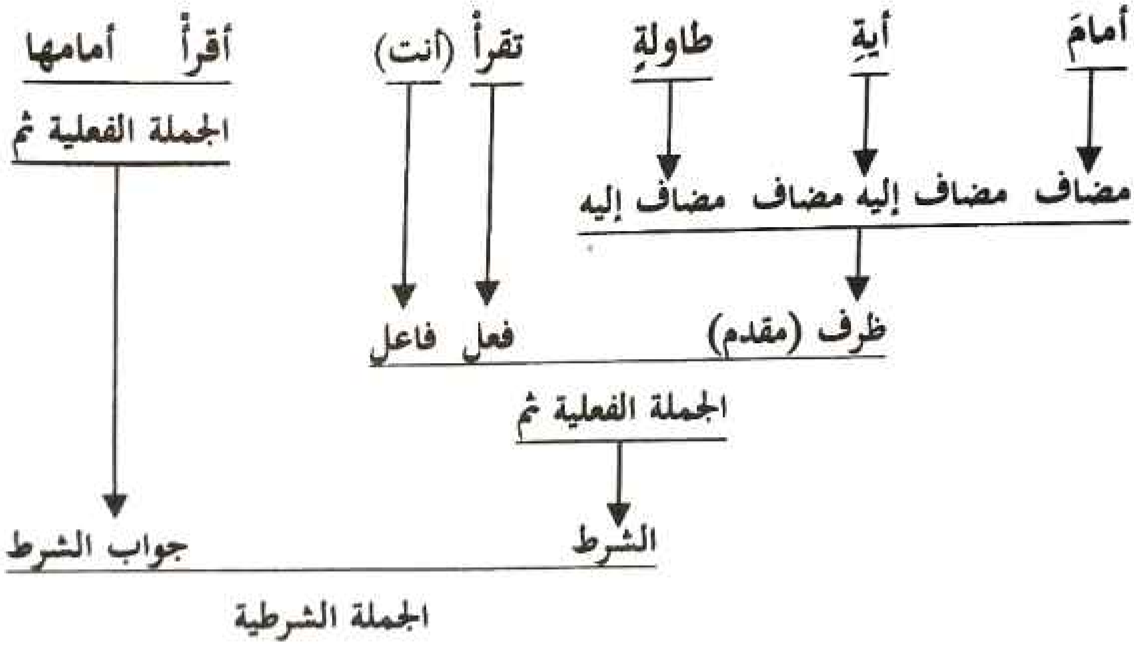

إِذَا সম্পর্কে আলোচনা

إذا অর্থ 'যখন'। এটি যখন শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তা শর্তের বাক্যের দিকে حِيْن (সময়) অর্থে মুযাফ হয়। তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে الشرط হয়ে جواب الشرط থেকে ظرف হয়। যেমন :

(যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে তখন মুসলমানগণ খুশি হবেন।)

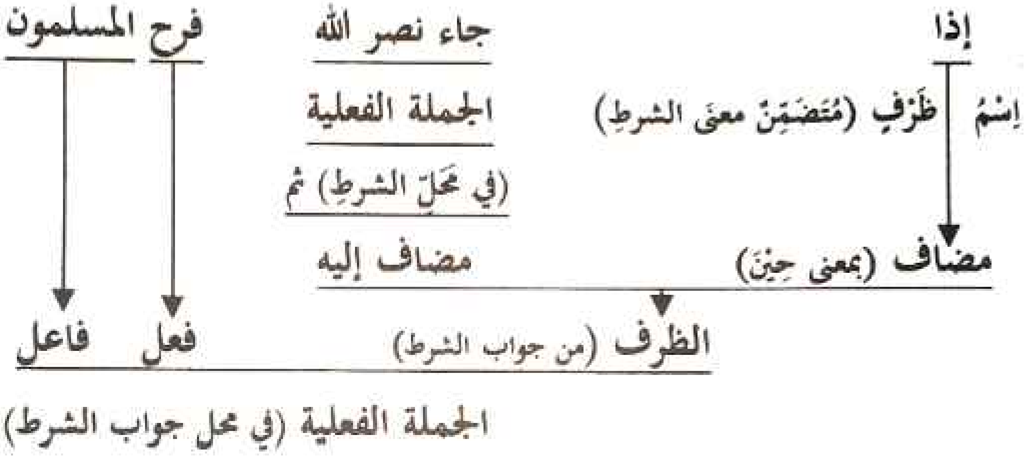

مَتَى، أَيَّانَ، أَيْنَ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

متى، أيان অর্থ 'কখন; কবে'। কিন্তু যখন এ–দুটি শব্দ শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তাদের অর্থ হয় 'যখন'। أين অর্থ 'কোথায়'। কিন্তু যখন أين শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তার অর্থ হয় 'যেখানেই'। কখনো-কখনো তিনটি শব্দের পরে অতিরিক্ত ما যুক্ত হয়। কিন্তু এর দ্বারা অর্থে নতুনত্ব সৃষ্টি হয় না। আর তিনটি শব্দই পরবর্তী ফেয়েলকে জযম দান করে।

বালাবাহুল্য, مَتَى، أيان، أين এই তিনটি শব্দের তারকীব-পদ্ধতি একই। অর্থাৎ তিনটি শব্দই–

ক. مفعول فيه হয়ে শর্তের বাক্যের সাথে মিলিত হয়, যদি পরবর্তী ফেয়েলটি الفعل الناقص না হয়। যেমন :

(তুমি যখন যাবে আমি তখন যাব।)

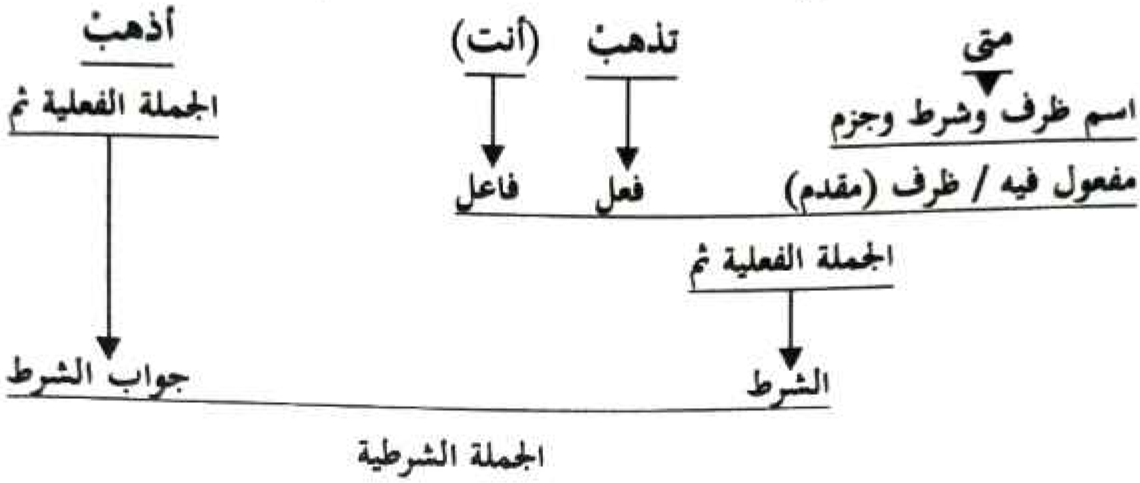

খ. কিংবা শর্তের ফেয়েলের খবরের সাথে মিলিত হয় যদি তার পরবর্তী ফেয়েলটি الفعل الناقص হয়। যেমন :

(যখনই তুমি পরিশ্রমী হবে তখন তোমাকে সম্মান করা হবে)

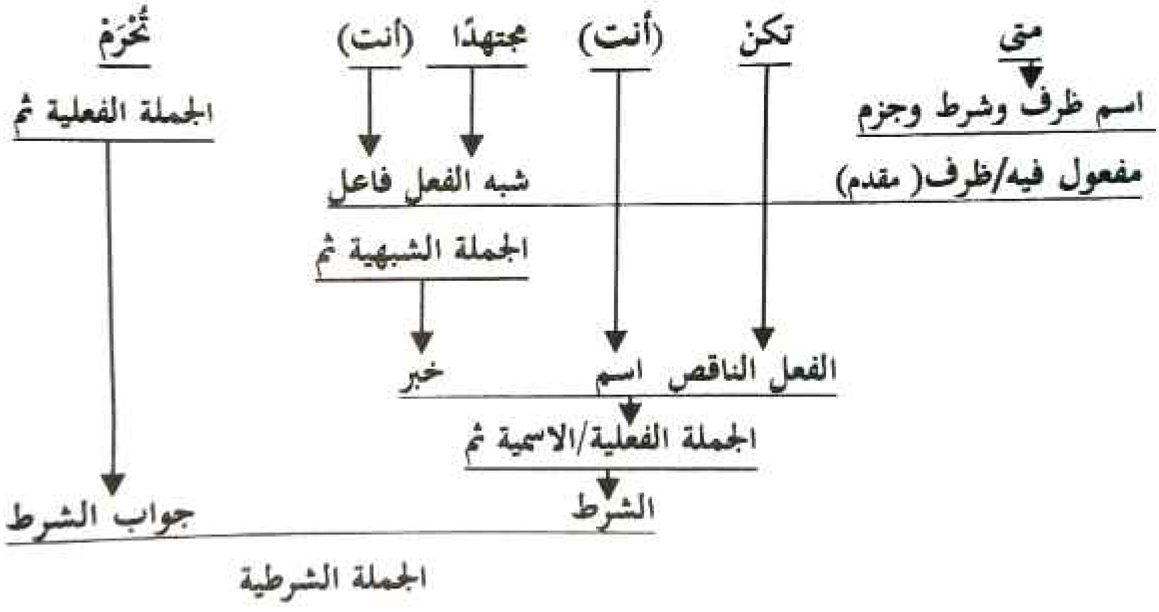

উল্লেখ্য, যেহেতু أيان ও أين-এর তারকীব হুবহু একই তাই তাদের তারকীব দেওয়া হয়নি। শুধু উদাহরণ দেওয়া হলো।

أيان-এর উদাহরণ : أيان تسافرْ أسافرْ. (তুমি যখন সফর করবে আমি তখন সফর করব।)

أين-এর উদাহরণ : أين تجلسْ أجلسْ. (তুমি যেখানে বসবে আমি সেখানে বসব।)

أَيَّ-এর তারকীব

أَيَّ যখন শর্তের অর্থ ধারণ করে তখন তার অর্থ হয় 'যেখানে'। এর তারকীব-পদ্ধতি متى ও أيان-এর ন্যায়। তাই শুধু তার উদাহরণ দেওয়া হলো। তারকীব দেওয়া হয়নি। যেমন : أَيَّ تذهبُ أذهبْ (তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানে যাব।)

كُلَّمَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كلما অর্থ 'যখনই'। এটি শর্ত ও বারংবারতার ফায়দা দেয়। এটি كل ও ما المصدرية-এর যুক্তরূপ। كلটি শর্তের বাক্যের দিকে মুযাফ হয়, আর শর্তের বাক্যটি ما المصدرية দ্বারা মাছদার হয়ে مضاف إليه হয়। তারপর مضاف ও مضاف إليه মিলে শর্ত হয়ে جواب الشرط থেকে ظرف হয়।

বলাবাহুল্য, كلما-এর শর্ত ও জওয়াবের ফেয়েল মাযী হওয়া, আর كلما-কে একসাথে লেখা আবশ্যক। যেমন :

(যখনই তুমি আমার নিকট আসবে তখন আমি তোমাকে সম্মান করব।)

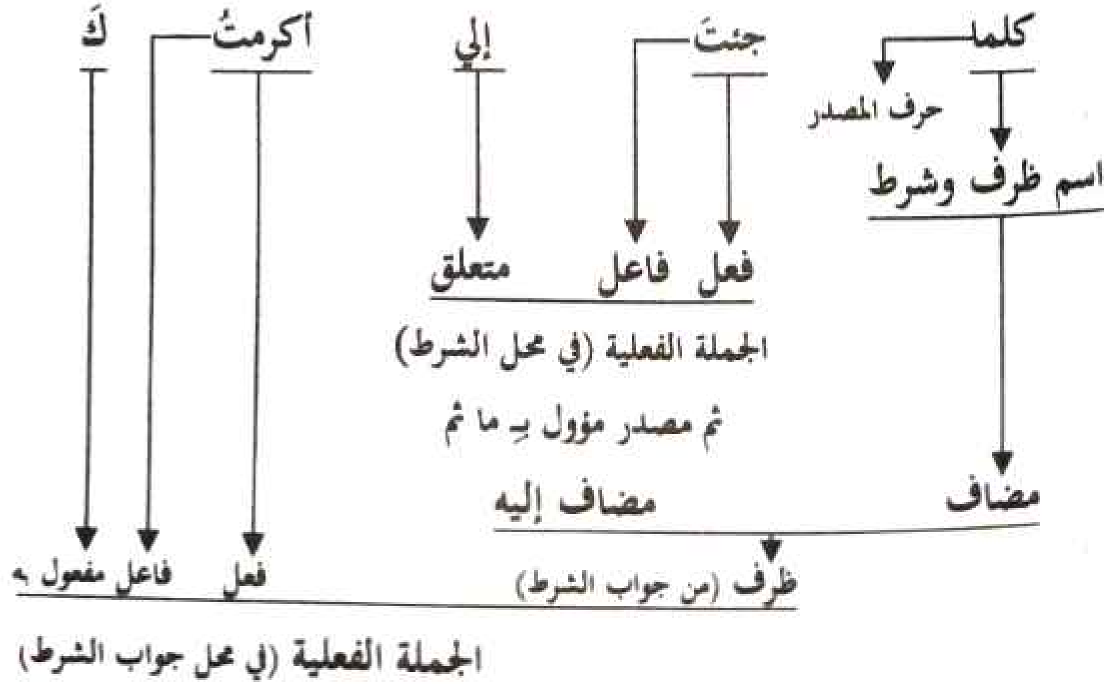

حَيْثُمَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

حيث অর্থ 'যেখানে'। কখনো-কখনো তা শর্তের অর্থ ধারণ করে। তখন তার শেষে একটি অতিরিক্ত ما যুক্ত হয়। حيثما তার পরবর্তী দুটি ফেয়েলকে জযম দান করে এবং তারকীবে তা শর্তের ফেয়েলের সাথে যুক্ত হয়। যেমন :

(তুমি যেখানে বসবে আমি সেখানে বসব।)

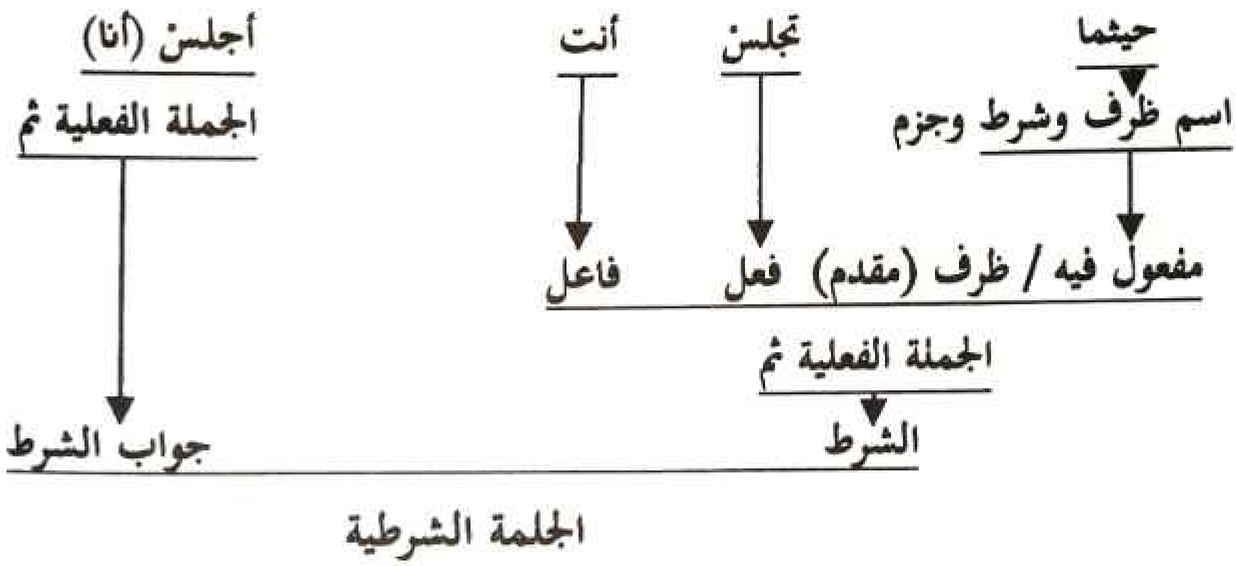

حَرْفُ المَصْدَرِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. أَنْ، أَنَّ، مَا، كَيْ، لَوْ، همزةُ التَّسْوِيَةِ এই ছয়টি হরফকে الأَحْرُفُ المَصْدَرِيَّةُ বা حُرُوْفُ المَصْدَرِ বলে। একটিকে حرفُ المصدرِ বলে।

খ. حرفُ المصدرِ তার পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরিত মাছদারটিকে مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ বলা হয়। مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌটি বাক্যে পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী ফায়েল, মাফ'উলে বিহী, মাজরূর, মুবতাদা বা খবর হয়ে থাকে।

• أَنْ-এর তারকীব

أن দ্বারা মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

أَنْ-কে যেমন حرفُ المصدرِ বলা হয় তেমনিভাবে أَنِ المصْدَرِيَّةُও বলা হয়। অন্যান্য حرفُ المصدرِ-এর ন্যায় أَنِ المصْدَرِيَّةُও তার পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে। এমতাবস্থায় রূপান্তরিত মাছদারটি বাক্যে মাফ'উলে বিহী, ফায়েল, মাজরূর, মুবতাদা বা খবর হয়ে থাকে। যেমন:

(আমি যামযামের পানি পান করতে চাই বা চেয়েছি।)

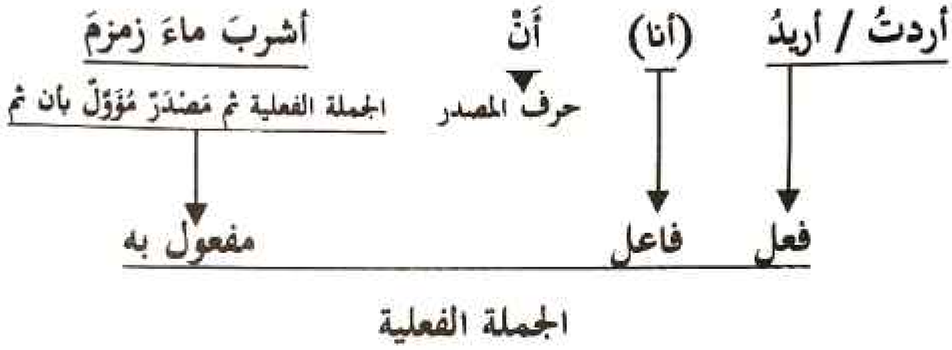

أن দ্বারা মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ

ক. خافت الأم أن يسقط ولدُها من اللهد. (মা ভয় পেয়েছেন যে, তার ছেলে দোলনা থেকে পড়ে যাবে।)

খ. يستطيع الطفل أن يسبح في النهر. (শিশুটি নদীতে সাঁতার কাটতে পারে।)

গ. أحب أن تسعى لآخرتك. (আমি পছন্দ করি যে, তুমি তোমার আখিরাতের জন্য চেষ্টা করবে।)

ঘ. أرجوا أن يكون هذا الولد الذكي عالما. (আমি আশা করি যে, এই মেধাবী ছেলেটি আলেম হবে।)

ঙ. أطلب منك أن تخدم والديك. (আমি তোমার কাছে চাই যে, তুমি তোমার পিতা-মাতার খিদমত করবে।)

উল্লেখ্য, উপরোক্ত পাঁচটি বাক্যে أن-এর পরবর্তী বাক্যটি أن-এর পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به হয়েছে।

أن দ্বারা মাছদার হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

(লেখাপড়ায় তোমার পরিশ্রম করা আমাকে আনন্দিত করে।)

أن দ্বারা মাছদার হয়ে ফায়েল হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ

ক. يعجبني أن تتكلم بالعربية. (আরবীতে তোমার কথা বলা আমাকে মুগ্ধ করে।)

খ. يحزني أن تضيع أوقاتك الغالية. (তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করা আমাকে দুঃখ দেয়।)

গ. ينفعك أن تعمل لآخرتك. (আখিরাতের জন্য তোমার আমল করা তোমাকে উপকৃত করবে।)

ঘ. يسخط ربك أن تعصي والديك. (পিতা-মাতার নাফরমানি করা তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করবে।)

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত চারটি বাক্যে أن-এর পরবর্তী বাক্যটি أن দ্বারা মাছদার হয়ে পূর্ববর্তী ফেয়েলের ফায়েল হয়েছে।

أن দ্বারা মাছদার হয়ে مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

ক. (তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো, যাতে কুরআন কিয়ামতের দিন তোমাকে ভুলে না যায়।)

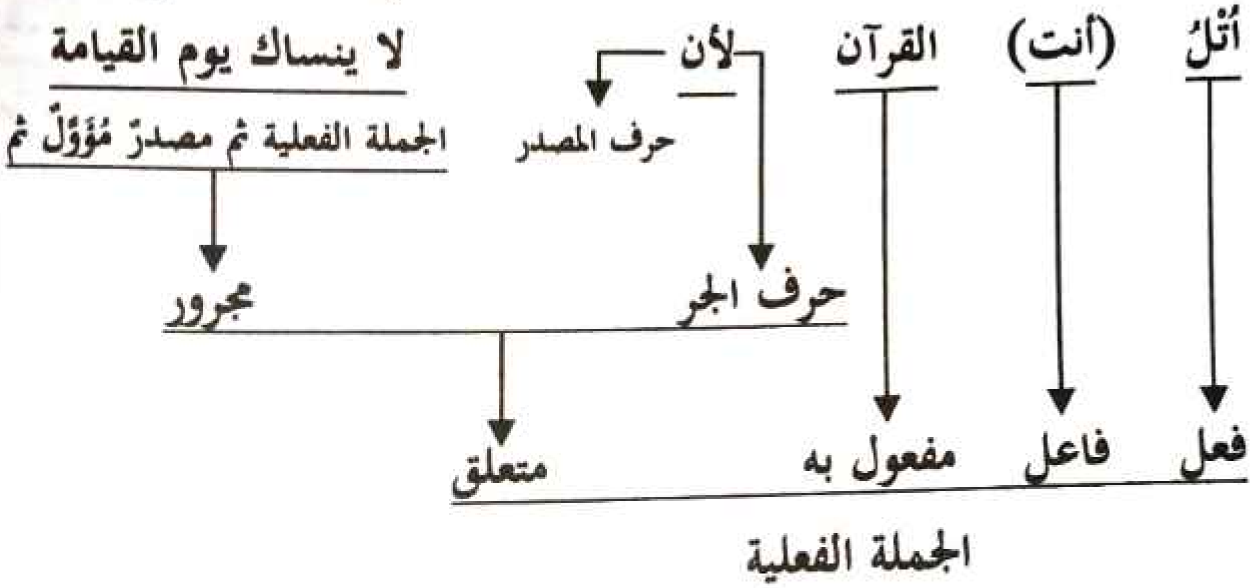

খ. (তোমাদের সৌভাগ্য তোমাদের শিক্ষকের খিদমাত করার মাঝে রয়েছে।)

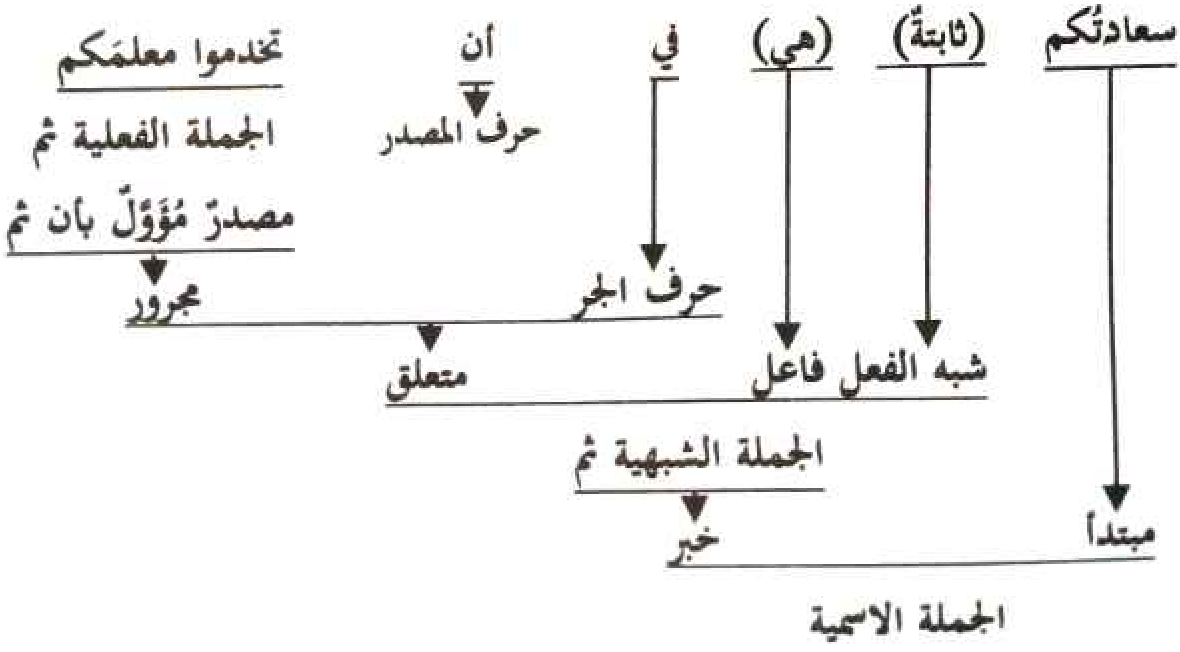

أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

(তোমার রোযা রাখা তোমার জন্য উত্তম।)

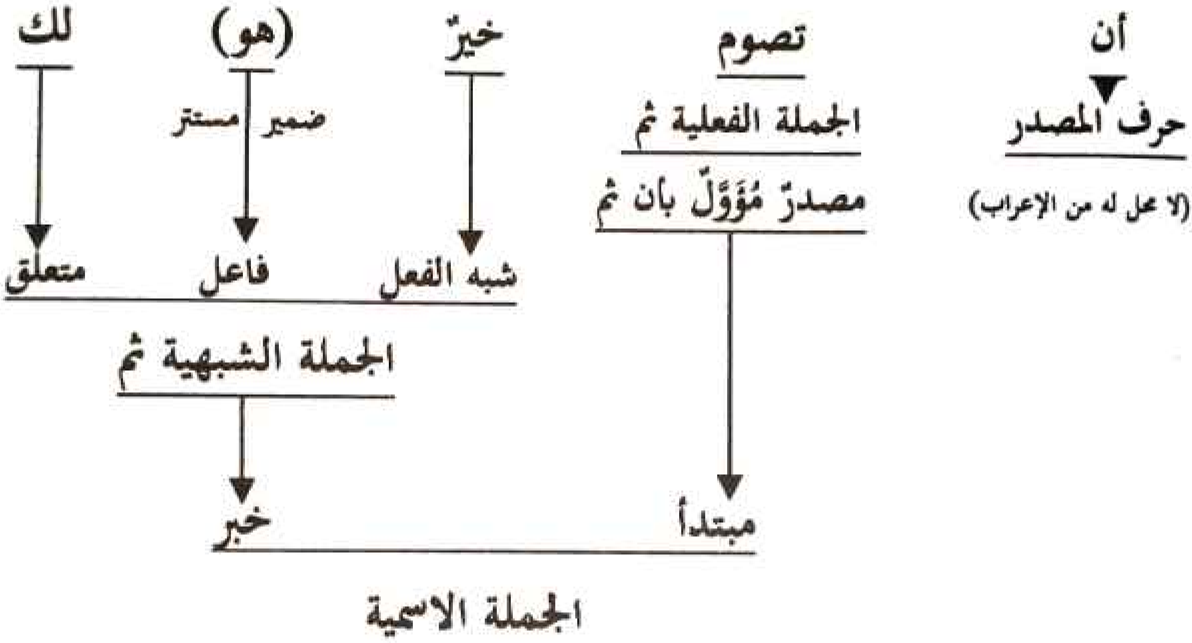

أَنْ দ্বারা মাছদার হয়ে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব

(সুন্নাত হলো খাওয়ার পূর্বে তোমার হাত ধোওয়া।)

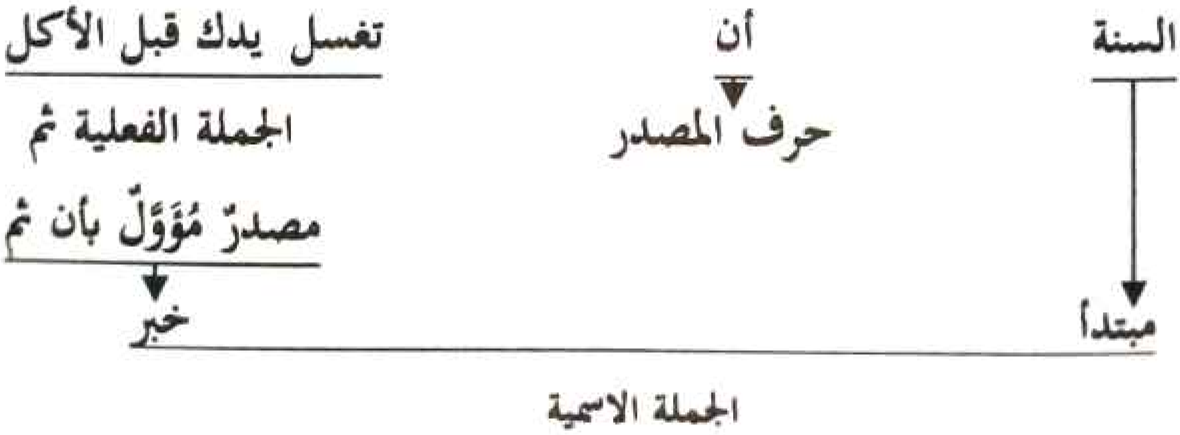

أَنِ الْمَصْدَرِيَّةُ উহ্য থাকার ক্ষেত্রসমূহ

ক. أن মোট ছয়টি স্থানে উহ্য থেকে فعل مضارع-কে নছব দান করে। তারকীব করার সময় أن-এর পরবর্তী বাক্যটি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে পূর্ববর্তী আমেলের মামূল হয়।

খ. স্থান ছয়টি হচ্ছে–

- لام التعليل-এর পরে;
- لام الجحود-এর পরে;
- أو-এর পরে;
- حتى-এর পরে;
- فاء السبب-এর পরে;
- واو المعية-এর পরে।

তবে, পার্থক্য হলো لام التعليل-এর পরে أنটি ঐচ্ছিকভাবে উহ্য থাকে। আর বাকি পাঁচ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য থাকে। কিন্তু لام التعليل-এর পরে যদি حرف النفي আসে তাহলে أنটি উল্লিখিত হয়। যেমন : أسرعت إلى المسجد لِأَنْ لا تفوت الجماعة. (আমি মসজিদে দ্রুত গমন করেছি, যাতে জামাত ছুটে না যায়।) অবশ্য, ইদগাম করে পড়তে হয়।

■ لام التعليل সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

لِ-কে لام التعليل বলে। এটি এ-কথা বোঝায় যে, পরবর্তী ফেয়েলটি হচ্ছে পূর্ববর্তী ফেয়েলের কারণ বা উদ্দেশ্য।

(ছাত্রটি শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে।)

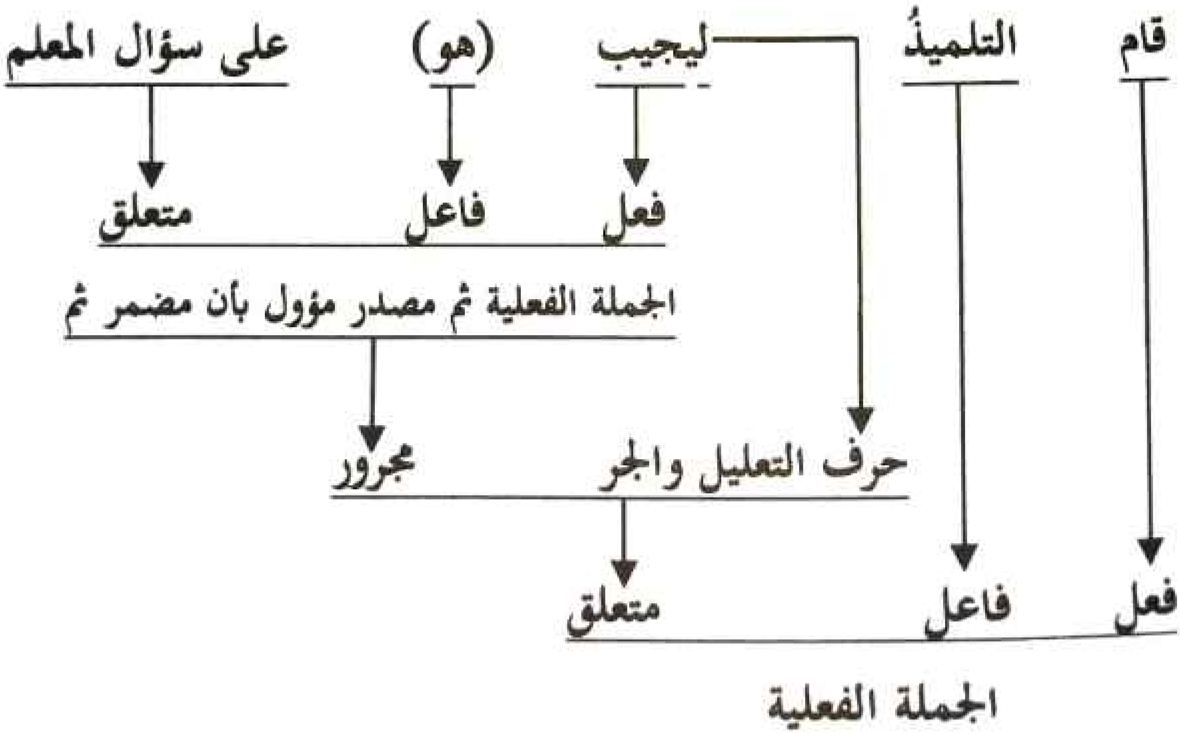

■ لَامُ الجُحُوْدِ সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

لام الجحود সর্বদা الكون মাছদার থেকে নির্গত একটি منفي فعل-এর পরে এসে থাকে। তাই এটিকে لام النفيও বলা হয়।

لام التعليل-এর ন্যায় لام الجحودও তারকীবে حرف الجر হয়। আর পরবর্তী বাক্যটি যথানিয়মে উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে مجرور হয়। তারপর حرف الجر ও مجرور মিলে উহ্য مُرِيْدًا বা موجودا এই شبه الفعل-এর متعلق হয়। যেমন :

(আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নন।)

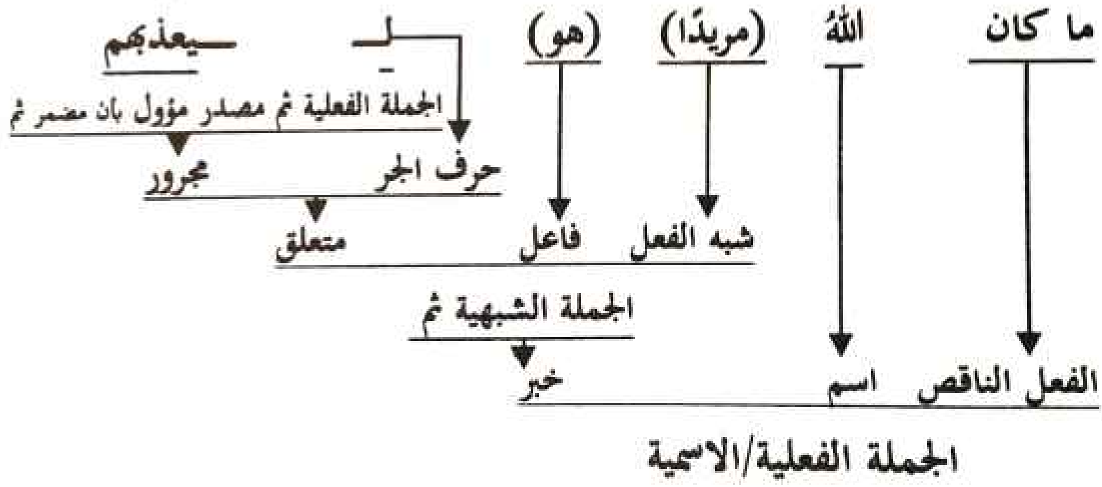

ফায়দা : এখানে মনে রাখতে হবে যে, ফেয়েলে নাকিছের ইসমের লিঙ্গ ও বচন হিসেবে উহ্য شبه الفعل-এর লিঙ্গ ও বচন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন :

ক. ما كانت المرأةُ (مريدةً) لتترك الحياء.

খ. ما كان الوالدان (مريدَين) ليهلكا أولادهما.

গ. ما كان المسلمون (مريدِين) ليطيعوا الشيطان.

■ أو সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

যদি أو-এর পরে কোনো فعل مضارع উহ্য أن দ্বারা মানছূব হয় তাহলে أوটি হয়ত إلى-এর অর্থবোধক হয়। যেমন : يقاتل المجاهدون المشركين أو ينتصروا عليهم. (মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করা পর্যন্ত মুশরিকদের সাথে লড়াই করবেন।)

তারকীব করার সময় এর মূলরূপ বের করে তারকীব করতে হয়। সুতরাং, উপরোক্ত বাক্যটির মূলরূপ ও তারকীব হয় নিম্নরূপ :

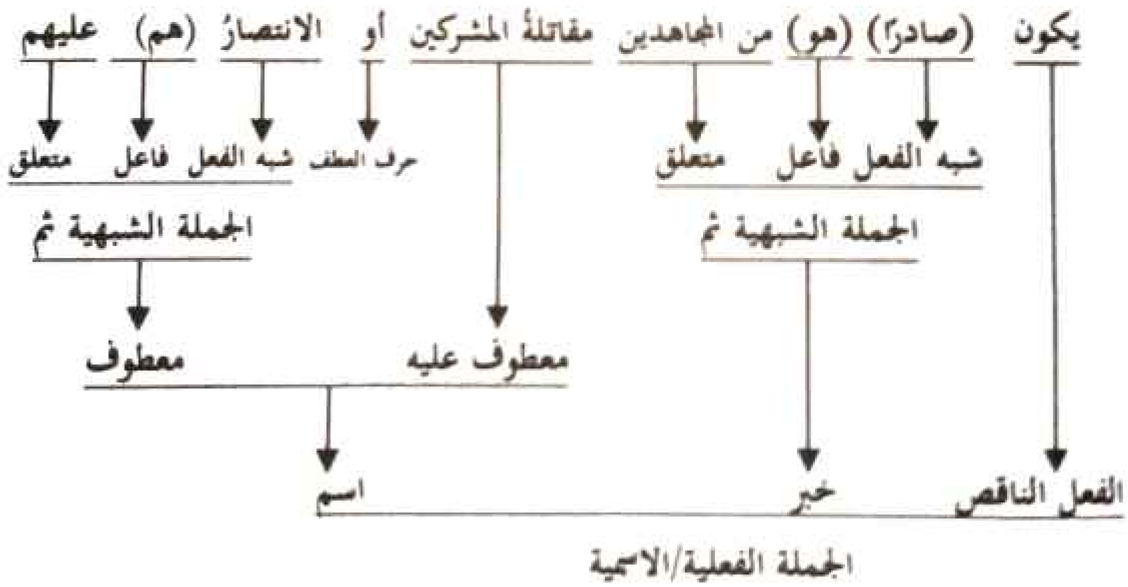

কিংবা إلا-এর সমার্থক হয়। যেমন :

لن يفلح المسلمون أو يعودوا إلى الإسلام.

(মুসলমানগণ কিছুতেই সফল হবেন না ইসলামের নিকট ফিরে আসা ছাড়া।)

উল্লেখ্য, এখানে أوটি إلا-এর অর্থবোধক হলেও উপরোক্ত নিয়মেই তারকীব হয়।

■ حتى সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

حتى-এর পরে যখন فعل مضارع মানছুব হয় তখন حتى-টি إلى-এর সমার্থক حرف الجر হয়। তখন পরবর্তী বাক্যটি উহ্য أن দ্বারা মাছদার হয়ে مجرور হয়। তারপর حرف الجر ও مجرور মিলে পূর্ববর্তী ফেয়েলের সাথে متعلق হয়। যেমন :

(আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়ব না যতক্ষণ না তুমি আমাকে আমার হক দিয়ে দেবে।)

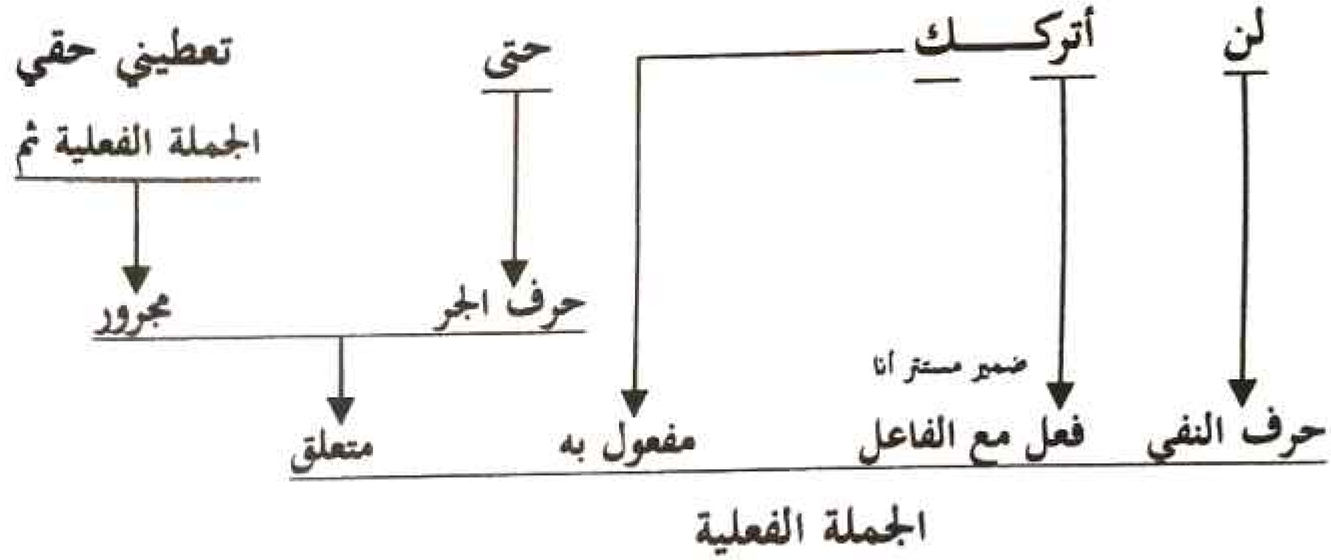

■ فاء السبب والعطف সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

যদি فاء-এর পরে কোনো فعل مضارع মানছূব হয় তাহলে সেই فاء-কে فاء السببِ বা الفاءُ السَبَبِيَّةُ বলে। তারকীবে فاءটি حرف العطف হয়। فاء السبب-এর পরে فعل مضارع মানছূব হওয়ার জন্য শর্ত পাঁচটি। যথা : শুরুতে ১. أمر ২. نهي ৩. نفي ৪. استفهام ৫. تمني থাকা।

ক. أمر-এর উদাহরণ ও তারকীব :

اجلس فأجلس. (তুমি বসো তাহলে আমি বসব।)

উপরোক্ত বাক্যটির মূলরূপ হলো :

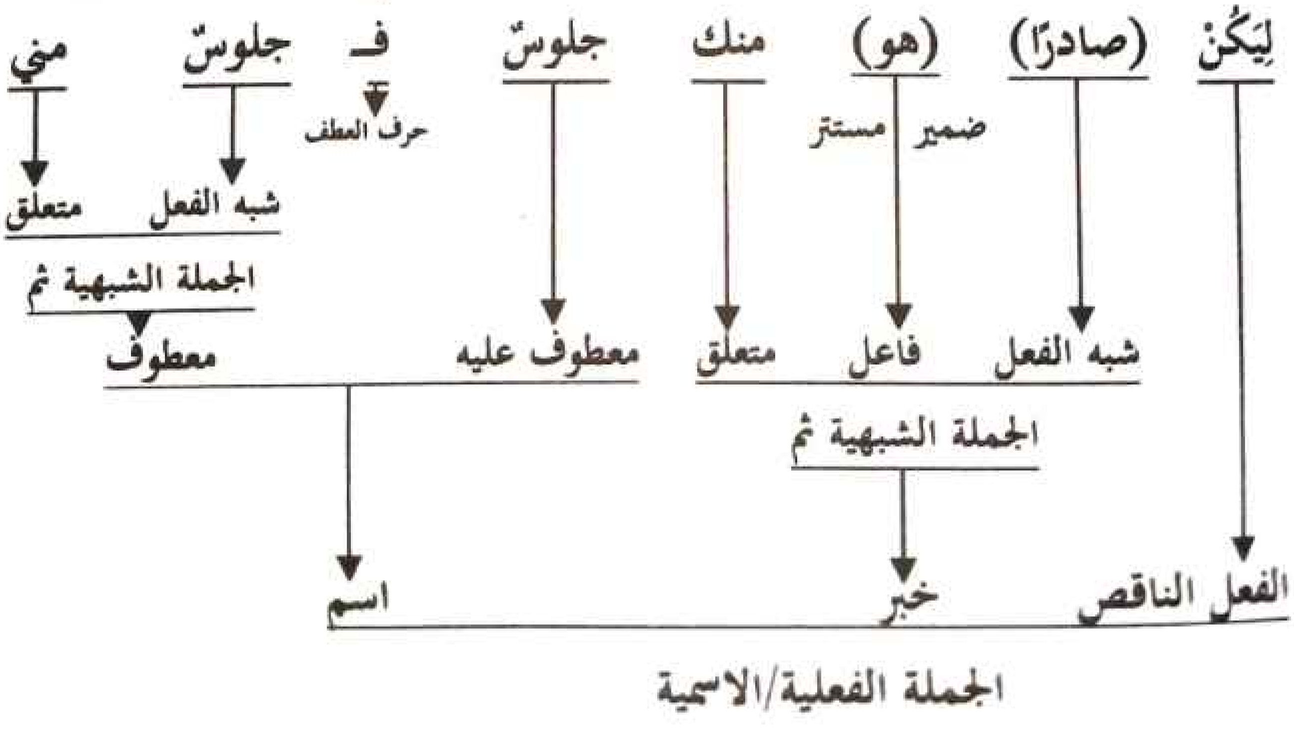

খ. نهي-এর উদাহরণ ও তারকীব :

لا تطع الشيطانَ فيغضبَ الله عليك. (তুমি শয়তানের আনুগত্য করো না, তাহলে আল্লাহ তোমার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন।)

এই বাক্যটির মূলরূপ হলো :

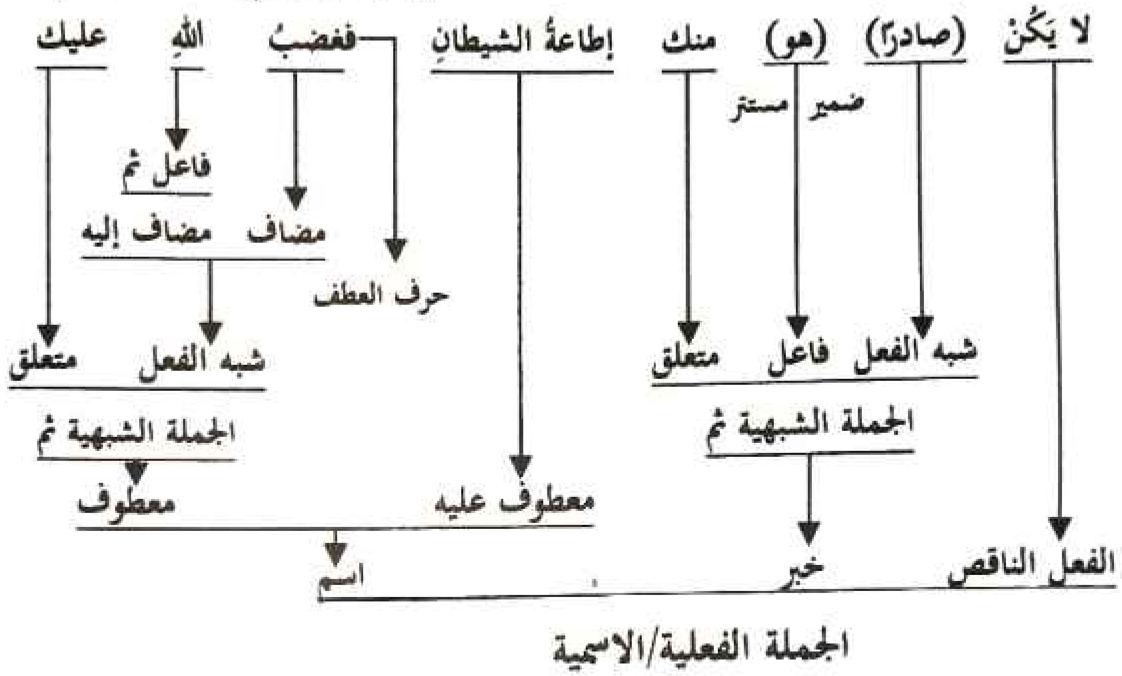

গ. نفي-এর উদাহরণ : لم تجتهد فتنجح. (তুমি চেষ্টা করোনি যে তুমি সফল হবে।)। এই বাক্যটির মূলরূপ হলো :

لم يكن (صادرا) (هو) منك اجتهاد فنجاح لك.

ঘ. استفهام-এর উদাহরণ :

هل أحببتني فأحبك. (তুমি কি আমাকে ভালোবেসেছ যে, আমি তোমাকে ভালোবাসব ?) এই বাক্যটির মূলরূপ হলো :

هل كان (صادرا) (هو) منك إحبابٌ فإحبابي إليك.

ঙ. تمني-এর উদাহরণ : ليتك تجتهد فتنجحَ. (হায়, তুমি যদি চেষ্টা করতে তাহলে সফল হতে।) এর মূলরূপ হলো :

ليتك يكن (صادرا) منك اجتهادٌ فنجاحُك.

উল্লেখ্য, এই বাক্যগুলোর তারকীব ওপরের নিয়মেই হয়।

■ واو المعية العاطفة সম্পর্কে আলোচনা, উদাহরণ ও তারকীব

যে واو-এর পরে فعل مضارع উহ্য أن দ্বারা মানছূব হয় তাকে واو المعية বলে। এই واوটি তারকীবে حرف العطف হয়।

واو المعيةও পাঁচটি শর্তে পরবর্তী فعل مضارع-কে নছব দান করে। তারকীব করার সময় فاء السببب-এর ন্যায় বাক্যের মূলরূপ বের করে তারকীব করতে হয়। বিস্তারিত জানার জন্য فاء السبب-এর আলোচনায় দ্রষ্টব্য। নীচে শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া হলো। যেমন : عِظْ النَّاسَ وتعملَ. (তুমি আমল করার সাথে-সাথে মানুষকে ওয়ায করো।) এই বাক্যটির মূলরূপ হলো : ليكن (صادرا) منك وعظٌ وعملُكَ.

أنّ-এর পূর্ব থেকে حرف الجر-কে সরিয়ে দেওয়া হলে

কখনো-কখনো أنّ-এর পূর্ব থেকে حرف الجر-কে সরিয়ে দেওয়া হয়। তখন أنّ-এর পরবর্তী বাক্যটি أنّ দ্বারা মাছদার হয়ে নছবের স্থানে থাকে এবং পূর্ববর্তী ফেয়েলের مفعول به হয়। পরিভাষায় এটিকে مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الخَافِضِ বলে।

خافض অর্থ যরদাতা। আর نزع অর্থ সরানো, হটিয়ে দেওয়া বা তুলে ফেলা। তাহলে পরিভাষাটির অর্থ দাঁড়ায়– 'যবরদাতাকে হটিয়ে দেওয়ার দ্বারা নছবপ্রাপ্ত'।

منصوب بنزع الخافض ওই সকল বাক্যে হয়, যে-বাক্যগুলোতে الصلة-বিশিষ্ট ফেয়েল থাকে। যেমন : السعي، الأمر، النهي ইত্যাদি মাছদারের ফেয়েল। এই তিনটি ফেয়েলের الصلة হলো যথাক্রমে ل، الباء، عن

منصوب بنزع الخافض সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য مفعول به-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তারকীব-পদ্ধতি :

(আল্লাহ আদেশ করেছেন, যেন বান্দা তার কাছে সাহায্য চায়।)

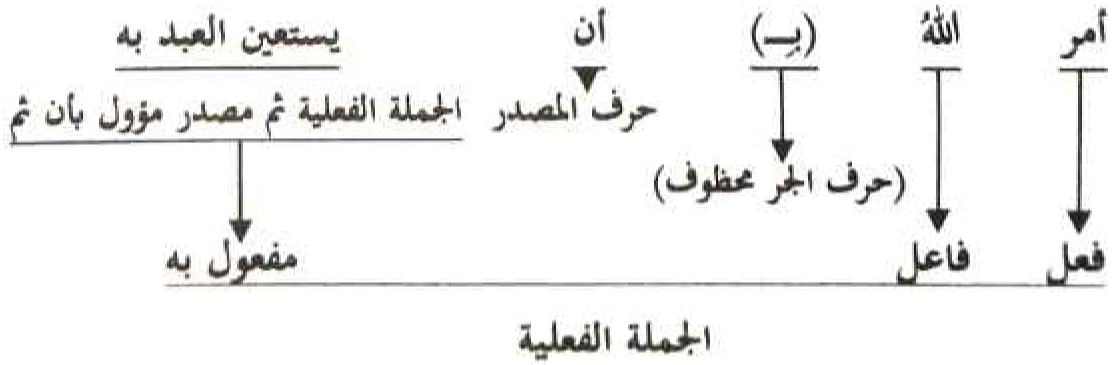

ফায়দা : উপরোক্ত বাক্যে أنّ-এর পূর্ব থেকে ب এই حرف الجر-কে হযফ করে দেওয়া হয়েছে। তাই পরবর্তী বাক্যটি أنّ দ্বারা মাছদার হয়ে মানছুব হয়ে مفعول به হয়েছে।

আরো দুটি উদাহরণ :

ক. اسع (ل) أن تكون صالحا. اسع ان تكون صالحا-এর মূলরূপ ছিলো.

খ. نهى المعلم تلميذه أن يضيع أوقاته. نهي المعلم تلميذه أن يضيع أوقاته-এর মূলরূপ ছিলো– نهى المعلم تلميذه (عن) أن يضيع أوقاته.

বি. দ্র. তবে, কোনো-কোনো ই'রাববিদ উহ্য حرف الجر-কে ধরে নিয়ে রূপান্তরিত মাছদারকে তার মাজরূর বানিয়ে متعلق বানিয়ে থাকেন।

• أَنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

أَنَّটি حرف المصدر-এর অন্তর্ভুক্ত। أن সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও তারকীব الحروف المشبهة بالفعل-এর আলোচনায় আসবে। এখানে শুধুমাত্র একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

(আমি জানি যে, মাজেদ আলেম।)

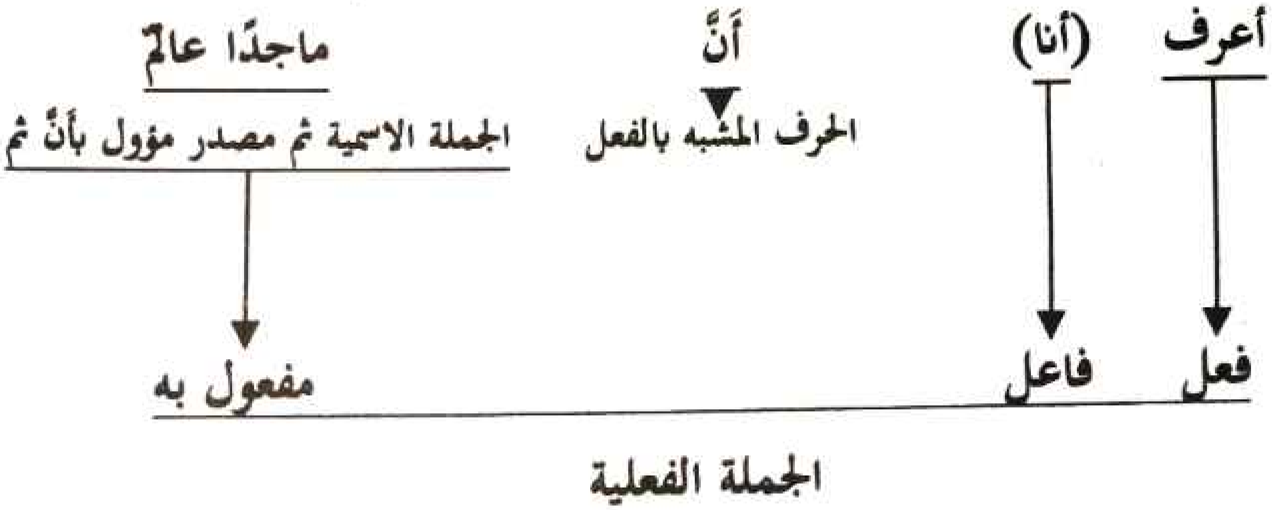

• مَا الْمَصْدَرِيَّةُ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ما-কে যেমন حرفُ المصدرِ বলা হয় তেমনিভাবে ما المَصْدَرِيَّةُও বলা হয়। এই ما المَصْدَرِيَّةُ দুই প্রকার। যথা :

*১. مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ زَمَانِيَّةٌ : এটি পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে। তখন রূপান্তরিত মাছদারটি পূর্ববর্তী ফেয়েলের ظرف হয়।

**২. مَصْدَرِيَّةٌ غيرُ ظَرْفِيَّةٍ : এটি পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে। তখন রূপান্তরিত মাছদারটি পূর্ববর্তী আমিল অনুযায়ী ই'রাব গ্রহণ করে থাকে। যেমন :

***১. ما المصدريةُ الظرفيةُ الزمانيةُ-এর উদাহরণ ও তারকীব :**

(আমি বসে থাকব যতক্ষণ শিক্ষক বসে থাকবেন।)

****২. ما المصدريةُ غيرُ الظرفيةُ-এর উদাহরণ ও তারকীব :**

(তোমরা ঈমান আনো যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে।)

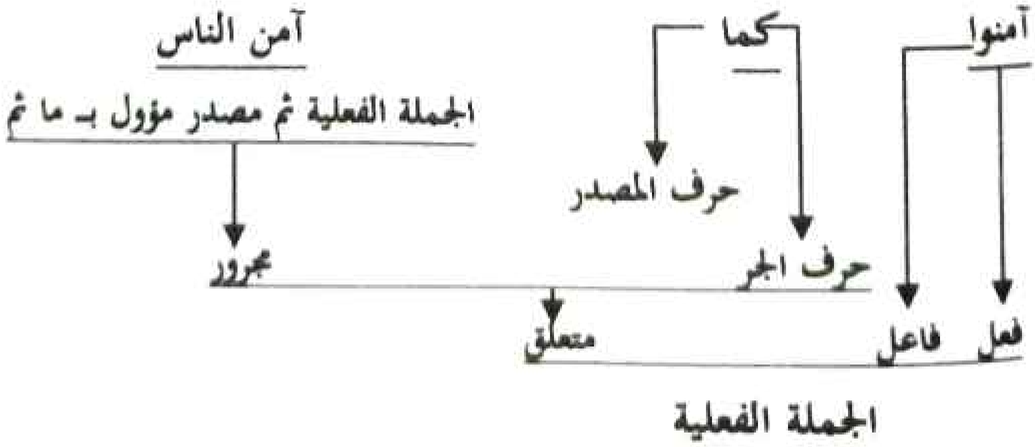

• كَيْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كي-কে যেমন حرفُ المصدرِ বলা হয় তেমনিভাবে كيِ المصْدَرِيَّةُ ও বলা হয়। এই كي হরফটি حرف المصدر হওয়ার জন্য শর্ত হলো তার শুরুতে لامُ التَّعْلِيْلِ থাকা। তবে, لام التعليل টি কখনো উল্লিখিত থাকে, আবার কখনো অনুল্লিখিত থাকে।

لام التعليل উল্লিখিত থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি আল্লাহর কাছ থেকে আজর লাভ করার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করি।)

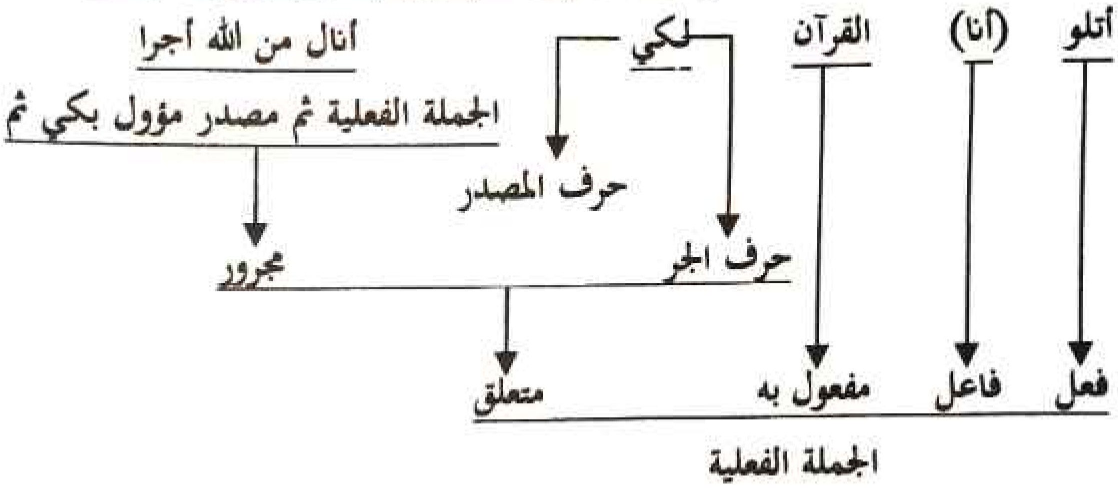

لام التعليل অনুল্লিখিত থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি কুরআন বোঝার জন্য আরবী ভাষা শিখেছি।)

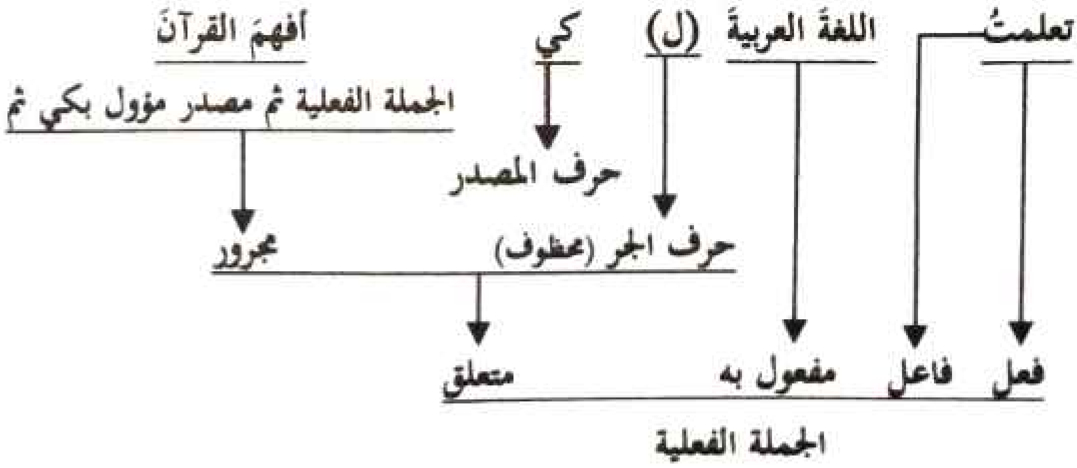

• لَوْ الْمَصْدَرِيَّةُ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ক. لو যখন حرفُ المصدرِ হয় তখন তা أَنْ-এর সমার্থক হয়। এটিও পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে। এমতাবস্থায় মাছদারটি পূর্ববর্তী আমিলের চাহিদা অনুযায়ী ই'রাব গ্রহণ করে।

খ. لو المصدرية সর্বদা الود মাছদার থেকে নির্গত وَدَّ يَوَدُّ ইত্যাদি ফেয়েলের পরে এসে থাকে। যেমন :

(তারা কামনা করে আপনি তোষামোদ করবেন।)

• هَمْزَةُ التَّسْوِيَةِ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ক. ا হরফটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তার মধ্যে একটি হলো همزة التسوية এটিও পরবর্তী বাক্যকে মাছদারে রূপান্তরিত করে।

খ. همزة التسوية এমন বাক্যের শুরুতে প্রবেশ করে, যার স্থানে মাছদার প্রবেশ করা বৈধ। এটি سَوَاءٌ، سِيَّانِ، ما أَدْرِيْ، ما أُبَالِيْ কিংবা এ-জাতীয় কোনো শব্দের পরে এসে থাকে।

একটি উদাহরণ ও তারকীব :

(তাদের জন্য বরাবর, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন।)

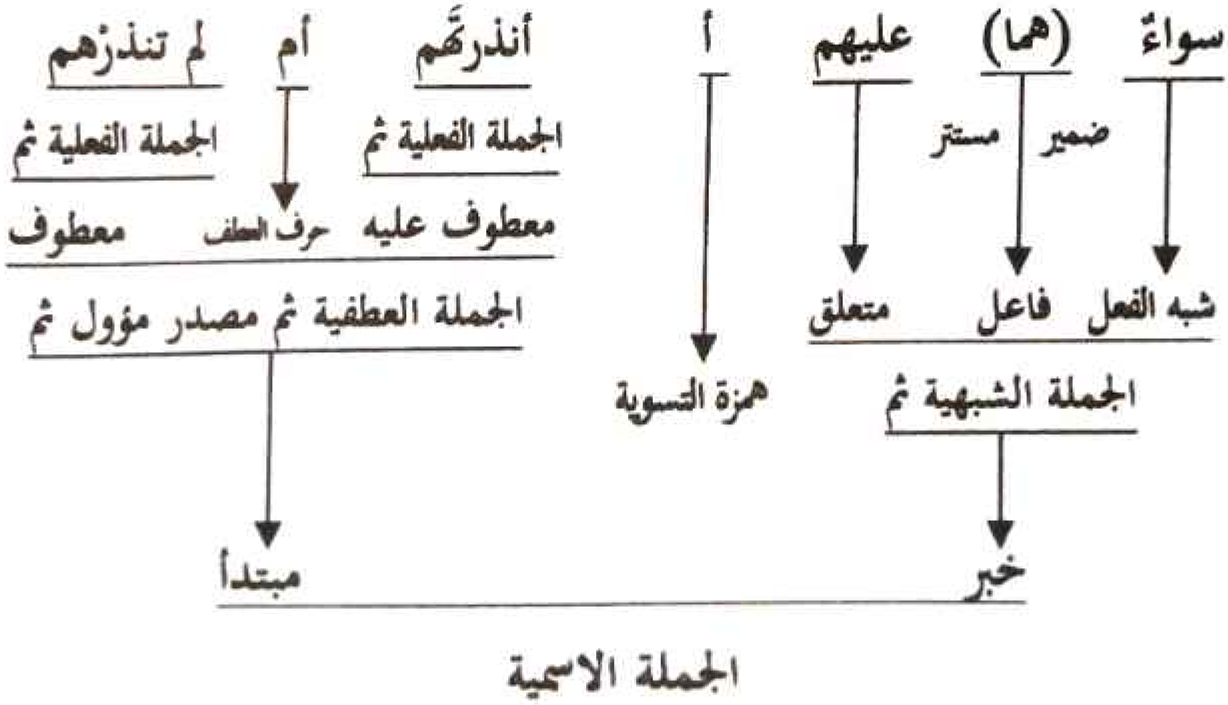

الحُرُوْفُ المُشَبَّهَةُ بِالفِعْلِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. إِنَّ، أَنَّ، كَأَنَّ، لَيْتَ، لَكِنَّ، لَعَلَّ/عَلَّ এই ছয়টি হরফকে الحُرُوْفُ المُشَبَّهَةُ بالفعلِ বলে। একটিকে الحرفُ المُشَبَّهُ بالفعلِ বলে।

খ. الحروف المشبهة بالفعل সর্বদা الجملة الاسمية-এর শুরুতে এসে মুবতাদাকে নছব এবং খবরকে রফা' দান করে। তখন মুবতাদাকে ইসম এবং খবরকে খবর বলে।

إِنَّ সম্পর্কে আলোচনা

إِنَّ অর্থ 'নিশ্চয়' নিঃসন্দেহে; অবশ্যই'। এটি তাকীদের ফায়দা দেয়। অর্থাৎ إن হরফটি পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তুকে সুদৃঢ় করে।

إِنَّ-এর কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব

ক. إِنَّ-এর ইসমটি যমীর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় তুমি মেধাবী।)

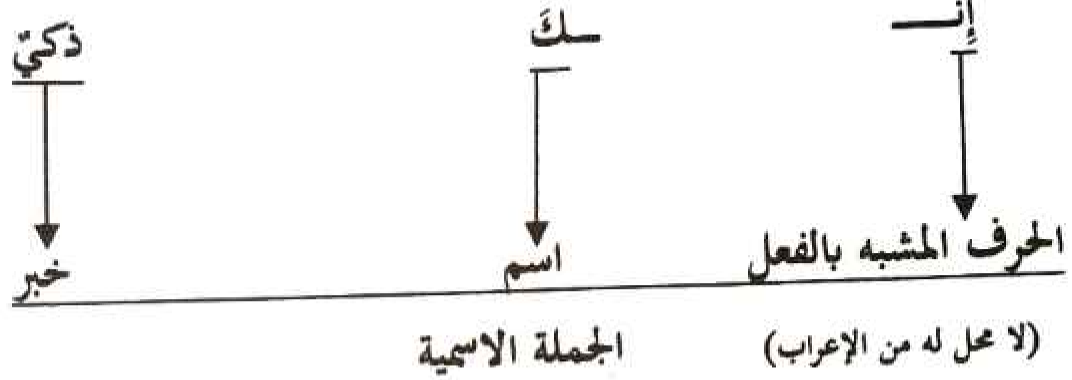

খ. إن-এর ইসমটি ال-যুক্ত শব্দ হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় গল্পটি বইয়ে আছে।)

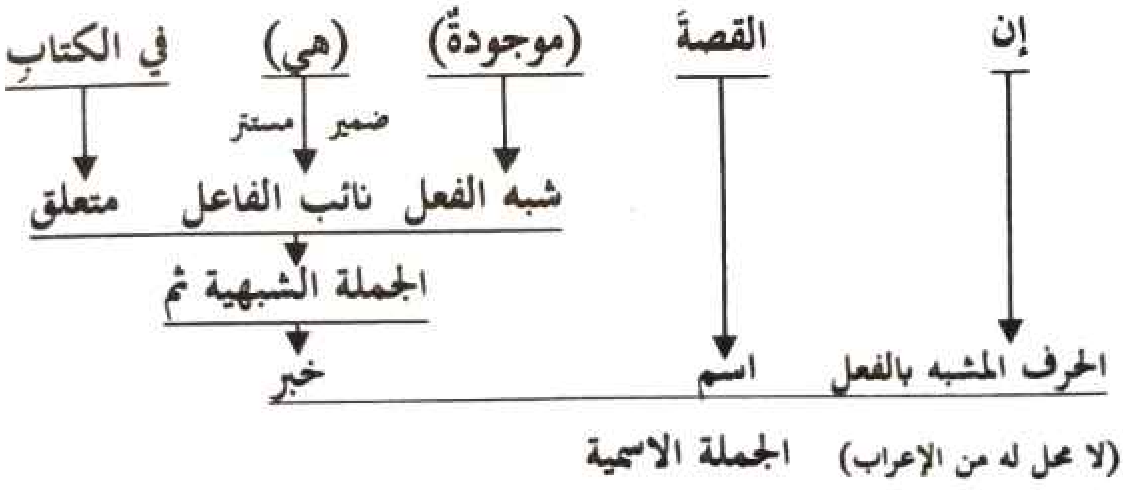

গ. إِنَّ-এর ইসমটি مضاف ও مضاف إليه হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় শিক্ষকের বইটি নতুন।)

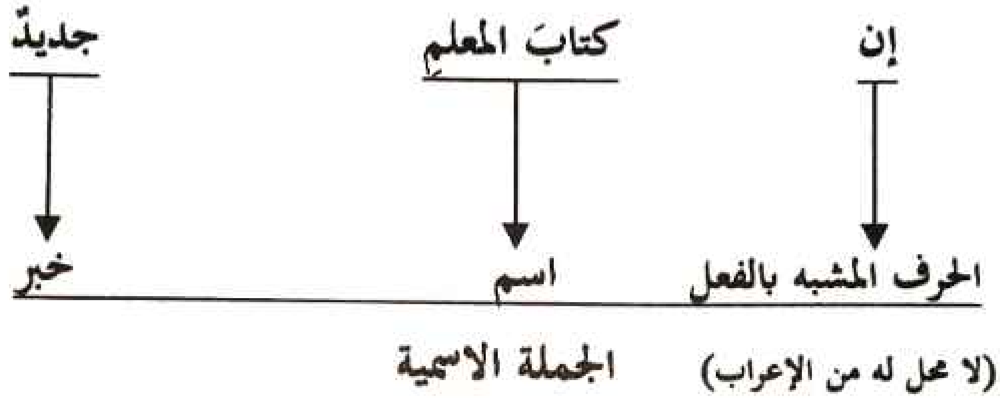

ঘ. إِنَّ-এর ইসমটি নাকেরা হয়ে পরে আসার এবং খবরটি শিবহুল জুমলা হয়ে আগে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় বইয়ে একটি গল্প আছে।)

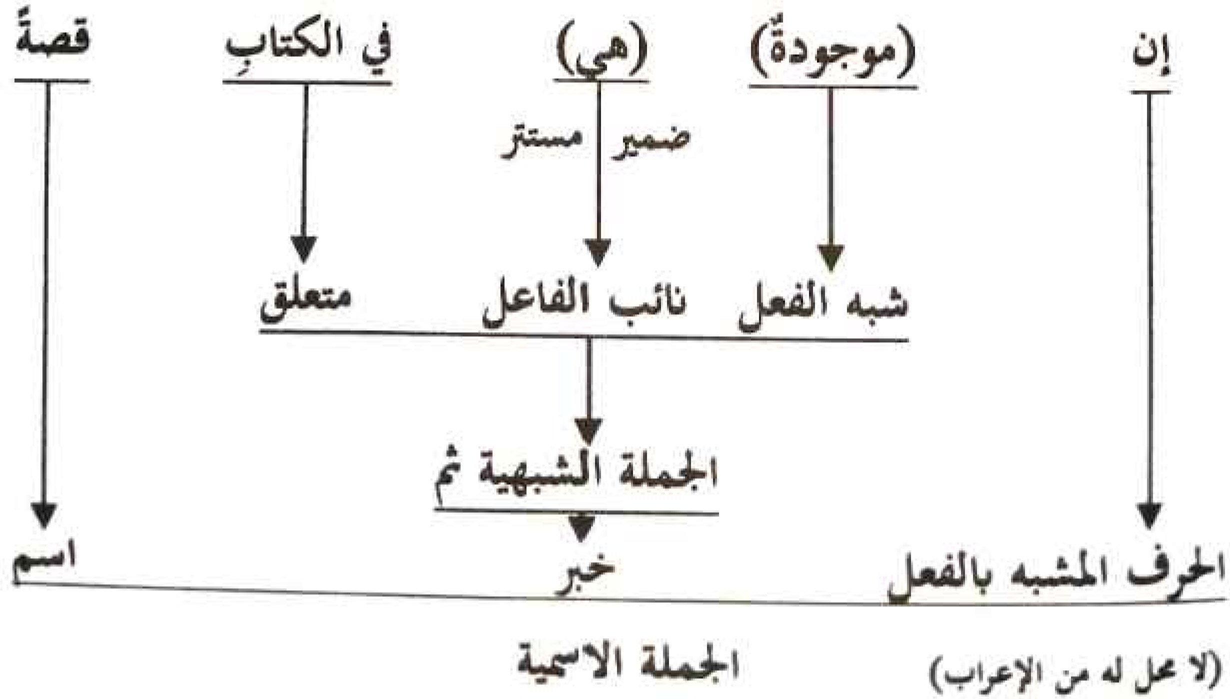

৬. إِنَّ-এর ইসমটি মা'রিফা হয়ে আগে আসার এবং খবরটি শিবহুল জুমলা হয়ে পরে আসার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় মাদরাসাটি গ্রামে অবস্থিত।)

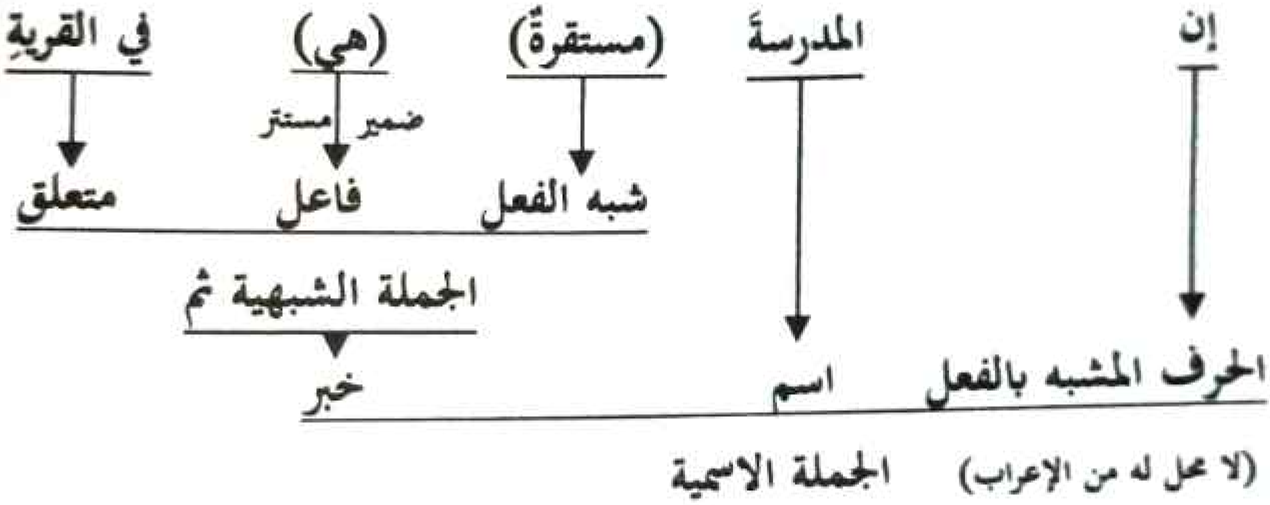

৮. إِنَّ-এর খবরটি الجملة الفعلية হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(নিশ্চয় মাজেদ মাদরাসায় অধ্যয়ন করে।)

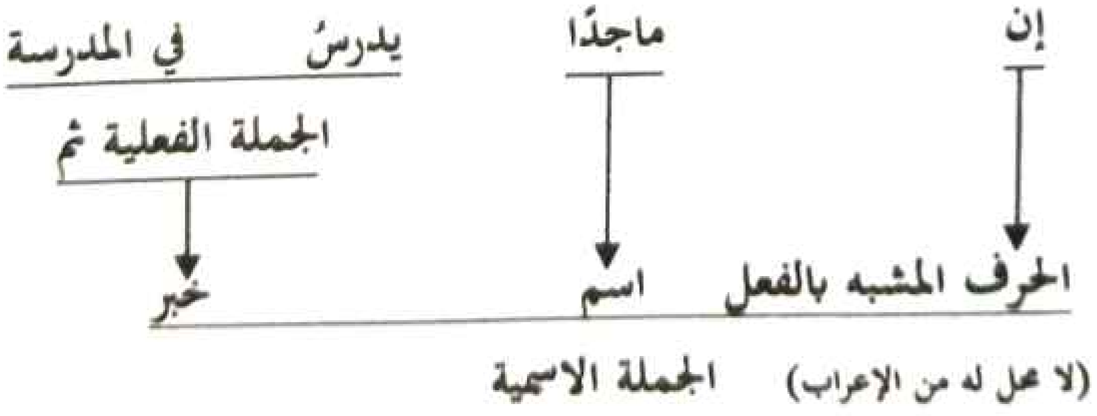

أَنَّ সম্পর্কে আলোচনা

أَنَّ অর্থ 'যে; নিশ্চয়; অবশ্যই'। إِنَّ-এর মতো এটিও পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তুকে দৃঢ়তা দান করে। তবে, إِنَّ ও أَنَّ-এর মাঝে পার্থক্য হলো– إِنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে স্বতন্ত্র বাক্যরূপে বহাল থাকে। পক্ষান্তরে, أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে মাছদার হয়ে পূর্ববর্তী কোনো আমিলের মা'মূল হয়ে যায়।

أَنَّ-এর বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব

أَنَّ তার ইসম ও খবরকে নিয়ে জুমলা হয়ে মাছদার হয়ে ফায়েল, নায়েবুল ফায়েল, মাফ'উলে বিহী, মাজরূর, মুবতাদা বা খবর হয়ে থাকে। বিভিন্ন উদাহরণ ও তারকীব নিম্নরূপ :

ক. أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে ফায়েল হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমার নিকট এ-সংবাদ পৌছেছে যে তুমি আগামী কাল সফর করবে।)

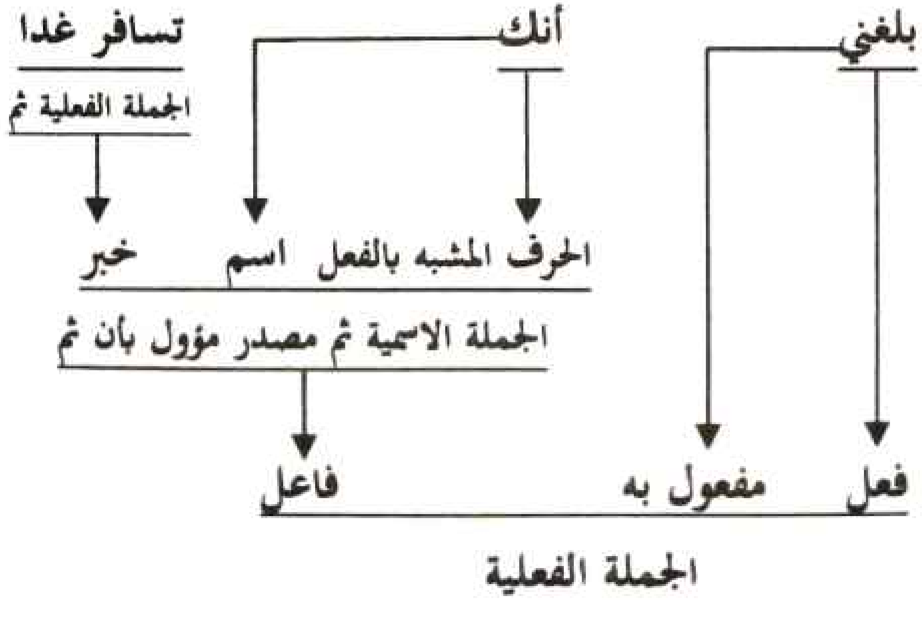

أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি ফায়েল হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ

১. يكفيك أن الله ناصرك. (তোমার জন্য এটি যথেষ্ট যে, আল্লাহ তোমার সাহায্যকারী।)

২. يعجبني أنك تنجح في الامتحان دائما. (আমাকে এই বিষয়টি মুগ্ধ করে যে, তুমি সর্বদা পরীক্ষায় কৃতকার্য হও।)

৩. يحزنني أنك تترك الصلاة دائما. (আমাকে এই বিষয়টি দুঃখিত করে যে, তুমি সর্বদা নামায ছেড়ে দাও।)

৪. يسرني أنك لا تضيع أوقاتك الغالية. (আমাকে এই বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তুমি তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করো না।)

৫. جاء في الحديث أن النبي صـ قال... (হাদীছ শরীফে এসেছে যে, নবীজী সা. বলেছেন..)

৬. ثبت أنك كاذب. (এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, তুমি মিথ্যাবাদী।)

খ. أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে نائب الفاعل হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমার কাছে এ-মর্মে অহী হয়েছে যে, একদল জিন মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনেছে।)

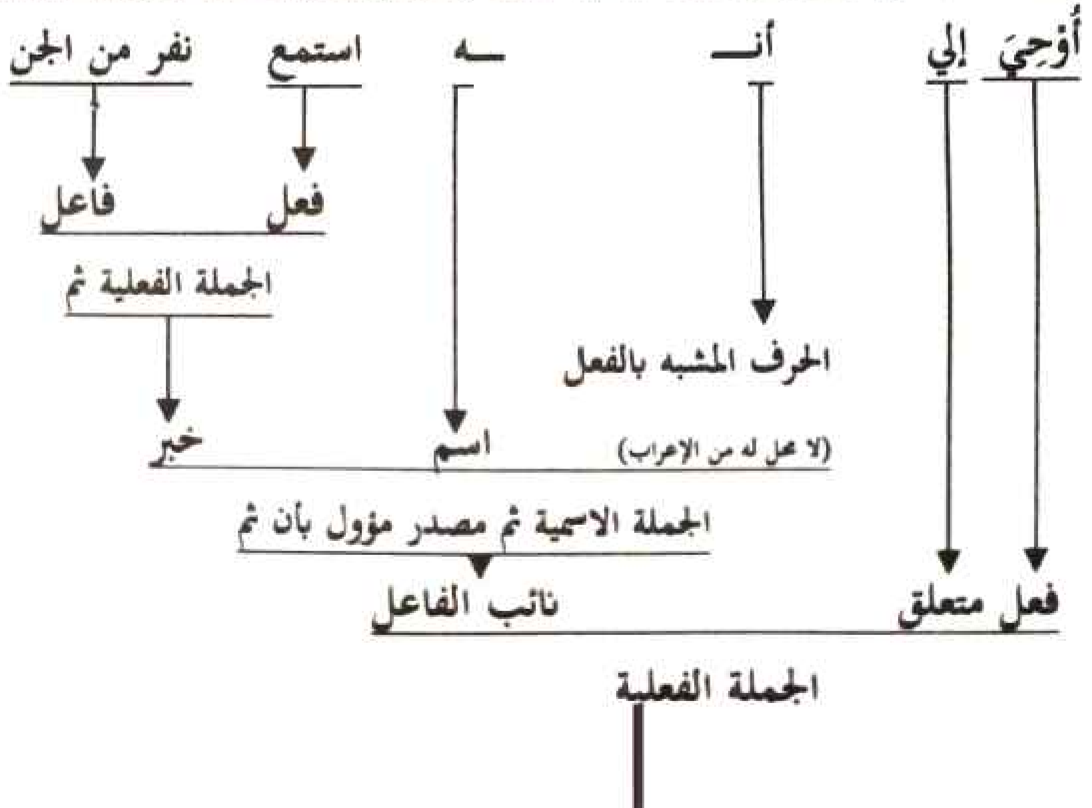

গ. أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি শুনেছি বা জেনেছি যে, মাজেদ একজন ব্যবসায়ী।)

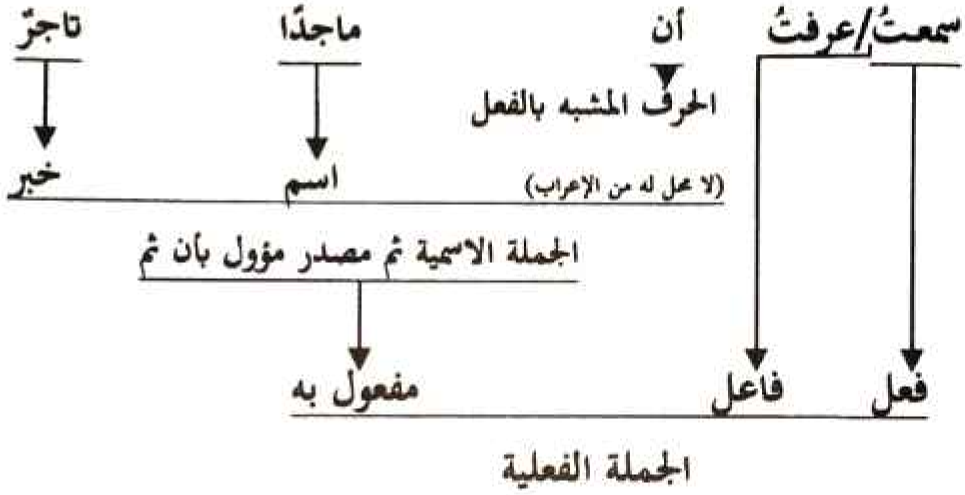

أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে مفعول به হওয়ার আরো কয়েকটি উদাহরণ

১. علمت أنه كتب كتابا قيما. (আমি জেনেছি যে, তিনি একটি মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন।)

২. أظن أن العملَ سينتهى في ساعة. (আমি ধারণা করি যে, এক ঘন্টায় কাজটি শেষ হয়ে যাবে।)

৩. أَعْلِنْ أنه لا إله إلا الله. (তুমি ঘোষণা করো যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।)

৪. ذكر سعيد لماجد أنه يسافر إلى مكة للحج. (সাঈদ মাজেদের নিকট আলোচনা করেছে যে, সে হজ্বের জন্য মক্কা সফর করবে।)

৫. روى أبو هريرة رض أنه سمع النبي صـ يقول..... (হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি নবীজী সা.-কে বলতে শুনেছেন।)

৬. أخبر/حدث أنس رضـ أن النبي صـ يقول... (হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবীজী সা.-কে বলতে শুনেছেন।)

৭. شهد الله أنه لا إله إلا الله. (আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই।)

৮. صَدِّقْ أني ما كذبت. (তুমি সত্য মনে করো যে, আমি মিথ্যা বলিনি।)

ঘ. أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি مجرور হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছ। কেননা, তুমি পরিশ্রম করোনি।)

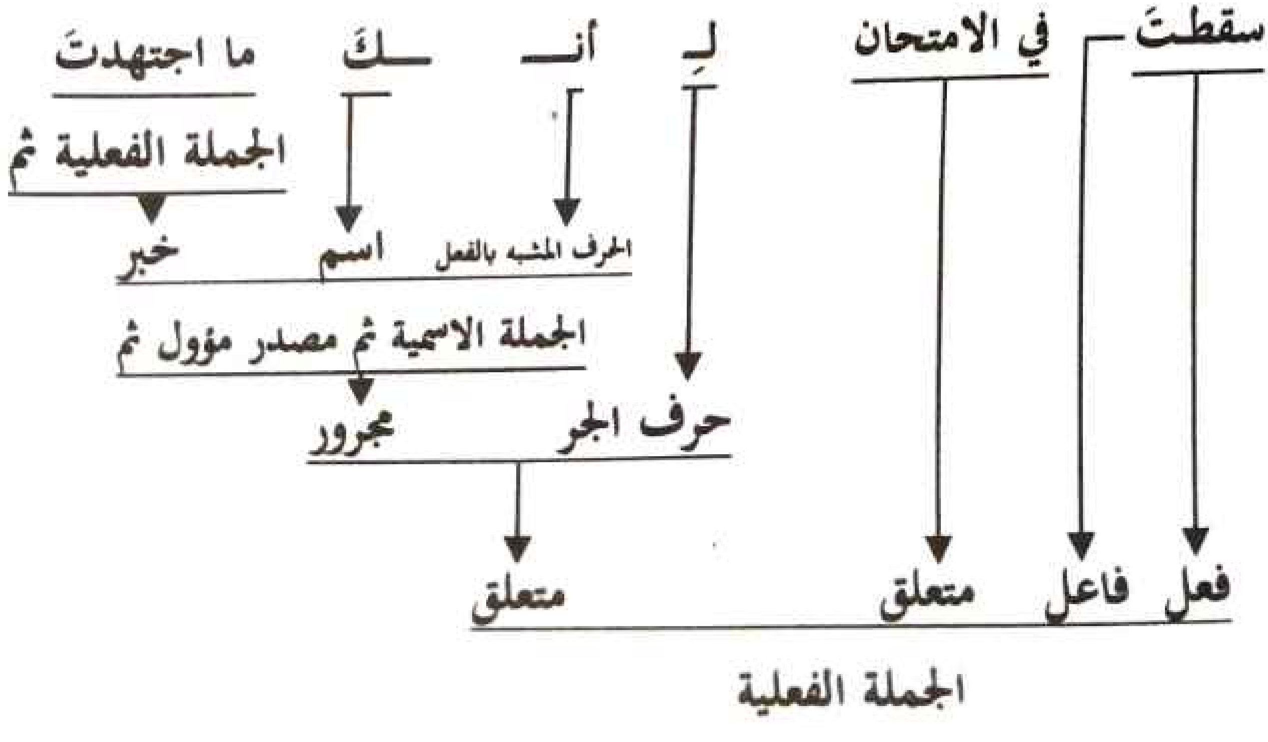

ঙ. أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলাটি মাছদার হয়ে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি পৃথিবীকে ভীত দেখতে পাও।)

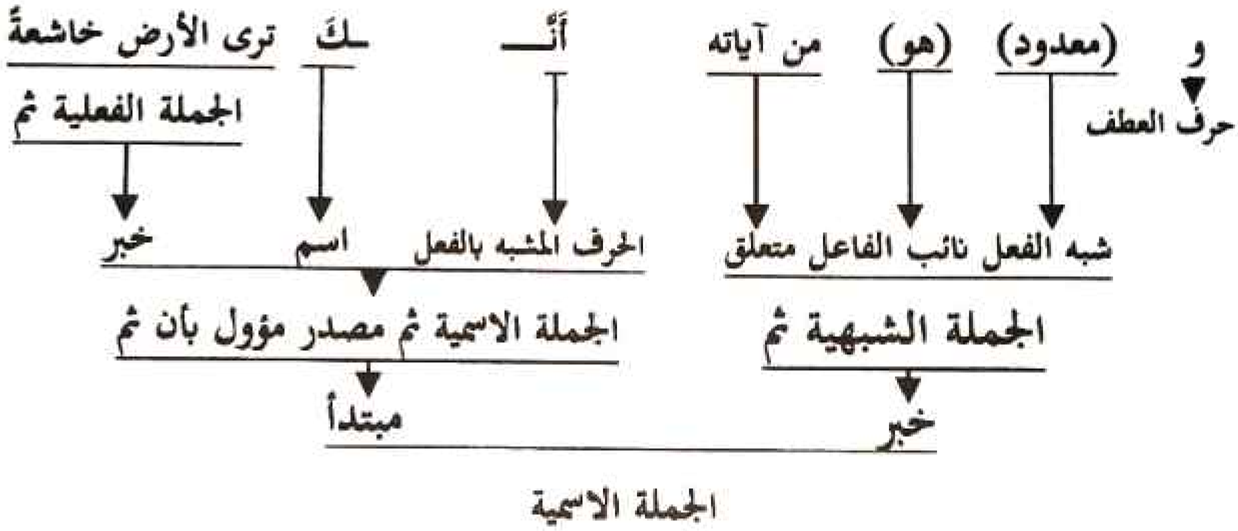

চ. أَنَّ-এর পরবর্তী জুমলা মাছদার হয়ে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(তোমার জন্য এটা যথেষ্ট যে, আল্লাহ তোমার সাহায্যকারী।)

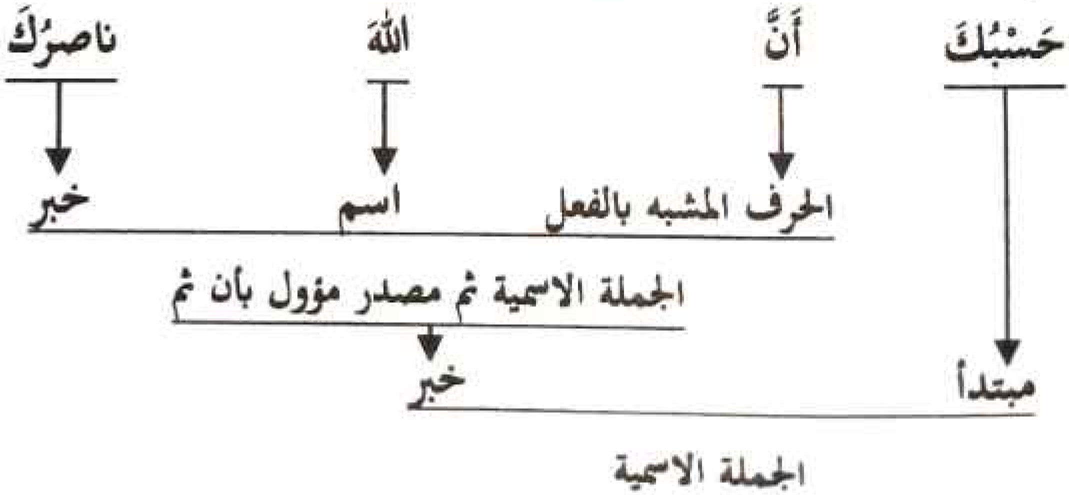

كَأَنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كأن অর্থ 'যেন; মনে হয় যেন'। كأن হরফটি تشبيه، ظن، تقريب অর্থাৎ তুলনা, ধারণা ও নিকটবর্তীকরণের ফায়দা দেয়। যেমন :

(যেন যায়েদ সিংহ।)

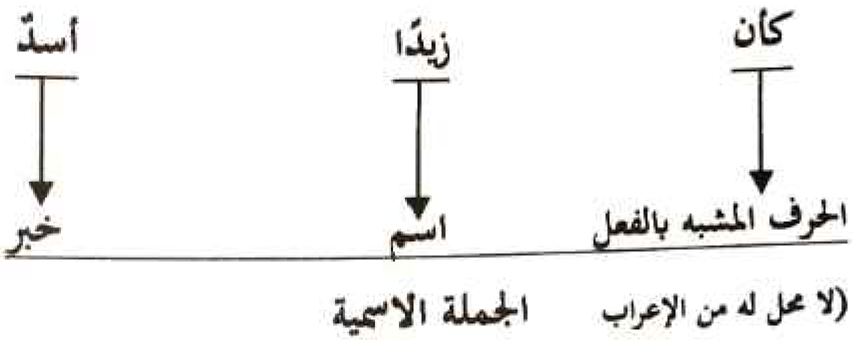

لٰكِنَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لكن অর্থ 'কিন্তু; তবে; বরং'। لكن হরফটি استدراك-এর ফায়দা দেয়। অর্থাৎ لكن হরফটি পূর্ববর্তী জুমলা থেকে সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করে। যেমন :

(রাশেদ দুর্বল, কিন্তু সে সাহসী।)

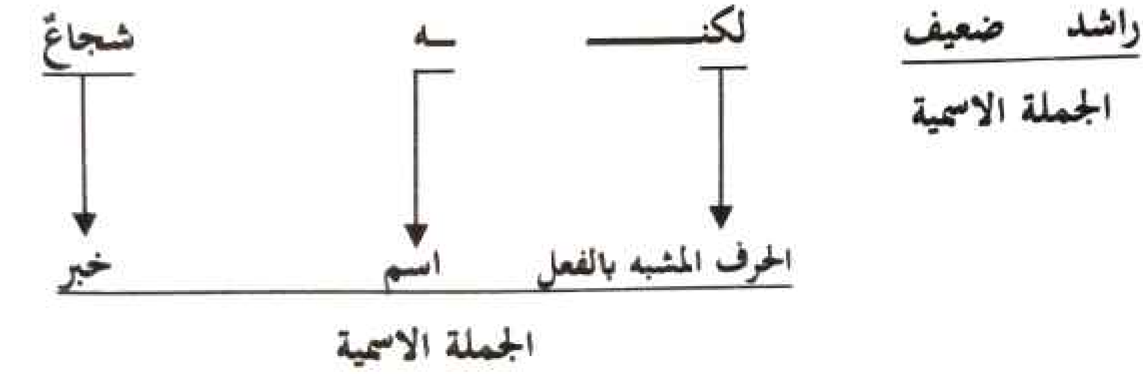

لَيْتَ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ليت অর্থ 'হায় যদি; যদি হতো'। ليت হরফটি تمني-এর ফায়দা দান করে। অর্থাৎ ليت হরফটি পূর্ববর্তী জুমলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি সম্ভব হতে পারে, আবার অসম্ভবও হতে পারে। যেমন :

ক. সম্ভব হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(হায়, এই মেধাবী ছাত্রটি যদি বড়ো আলেম হতো !)

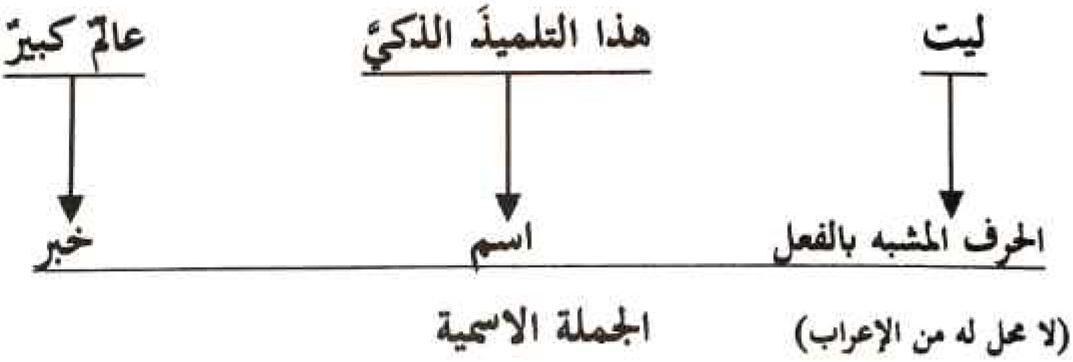

খ. অসম্ভব হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(হায়, যৌবন যদি কোনো দিন ফিরে আসত !)

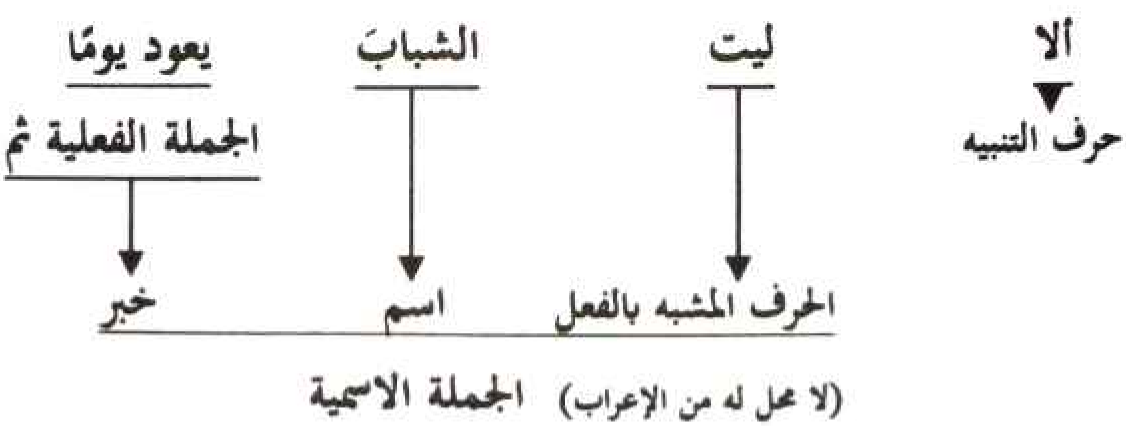

لَعَلَّ বা عَلَّ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لعل অর্থ 'হয়ত; সম্ভবত'। لعل হরফটি ترجي-এর ফায়দা দান করে। অর্থাৎ لعل হরফটি পূর্ববর্তী জুমলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্ভাবনা বা আশঙ্কা প্রকাশ করে। যেমন :

(সম্ভবত কাফেলা আগমন করছে।)

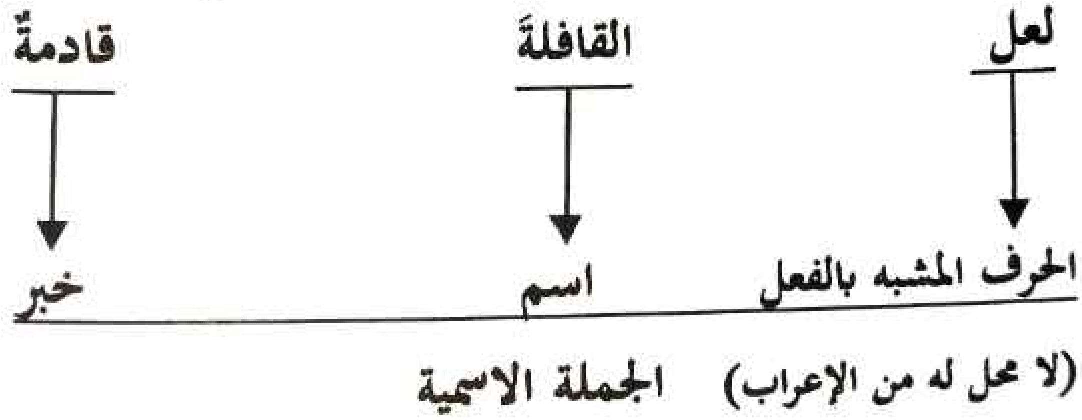

لَا النَافِيَةُ لِلْجِنْسِ সম্পর্কে আলোচনা

ক. لا النافية للجنس -এর পরিচয় : যে لا কোনো جِنْسٌ অর্থাৎ জাতিবাচক শব্দ থেকে কোনো হুকুমকে নাকচ করে তাকে لا النافية للجنس বলে। যেমন : لا رجلَ في الطريق. (রাস্তায় কোনো লোক নেই।) এখানে رجل একটি জাতিবাচক শব্দ। لا হরফটি এই শব্দ থেকে 'রাস্তায় থাকার' হুকুমকে নাকচ করেছে।

খ. لا النافية للجنس-এর আমল : لا النافية للجنس সর্বদা الجملة الاسمية-এর শুরুতে প্রবেশ করে এবং মুবতাদাকে নছব, আর খবরকে রফা' দান করে। তখন মুবতাদাকে ইসম বলে, আর খবরকে খবর বলে।

لا النافية للجنس-এর ইসমের প্রকার, উদাহরণ ও তারকীব

لا النافية للجنس-এর ইসম তিন প্রকার। যথা :

প্রথম প্রকার : ইসমটি মুফরদ তথা একক শব্দ হয়। অর্থাৎ مضاف বা شبيه بالمضاف হয় না, যদিও তা تثنية বা جمع হয়। যেমন :

ক. لا مصباحَ في الغرفة.

খ. لا لاعِبَيْنِ في الملعب.

গ. لا مشركِيْنَ في البلد.

একটি উদাহরণ ও তারকীব :

(কামরায় কোনো বাতি নেই।)

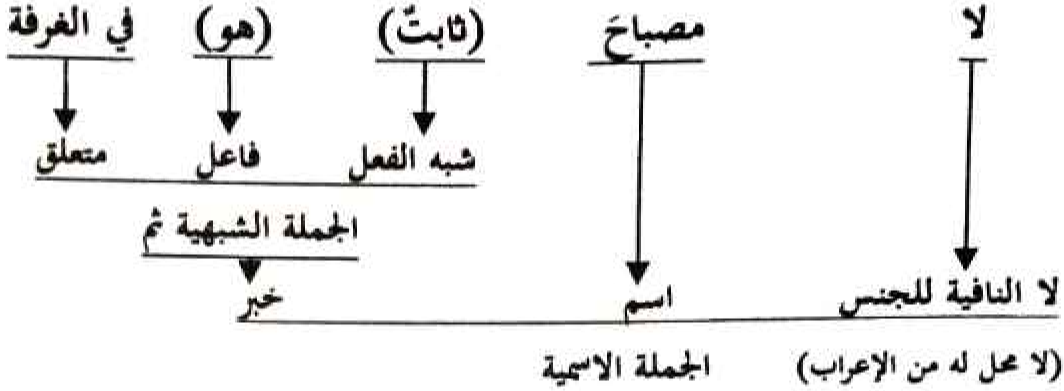

দ্বিতীয় প্রকার : ইসমটি মুযাফ হয়। যেমন :

(রাস্তায় কোনো লোকের গোলাম নেই।)

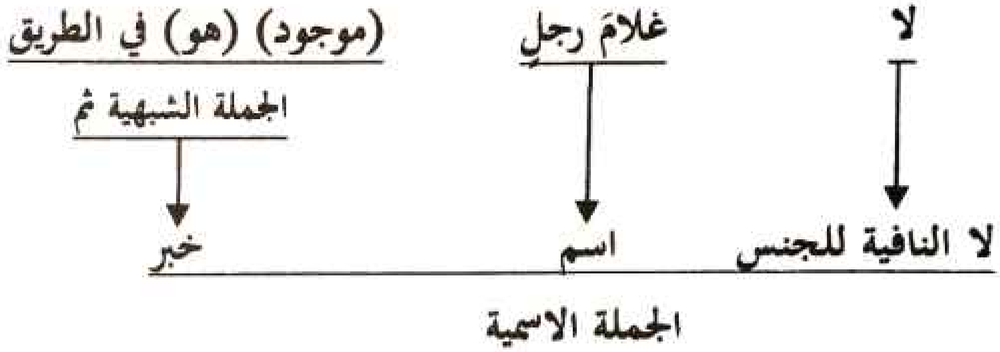

তৃতীয় প্রকার : ইসমটি شبيه بالمضاف হয়। যেমন :

(সমাজে আল্লাহর নিকট কোনো তাওবাকারী নেই।)

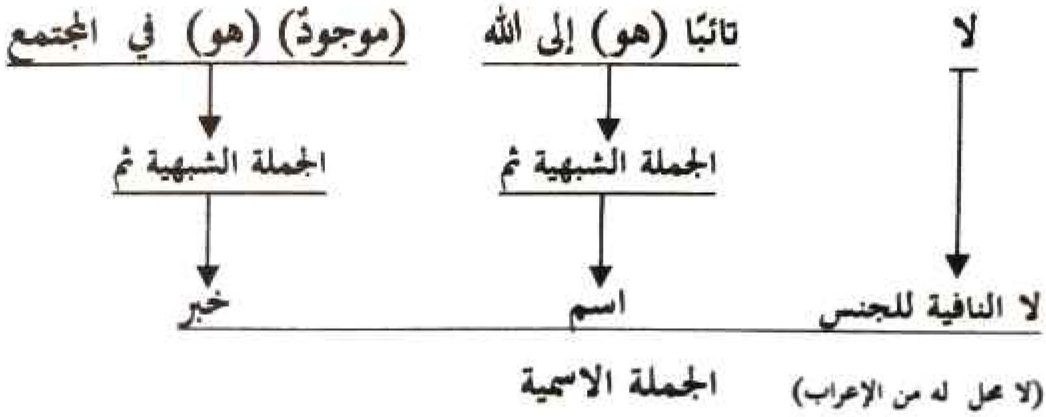

ফায়দা : لا النافية للجنس-এর ইসম যদি মুফরাদ হয় তাহলে তা ফাতহার ওপর মাবনী হয়। আর যদি মুযাফ বা شبيه بالمضاف হয় তাহলে মানছূব হয়।

لا النافية للجنس-এর আমল যখন বাতিল হয়ে যায়

لا النافية للجنس নির্দিষ্ট কিছু শর্তে আমল করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো لا النافية للجنس-এর শুরুতে حرف الجر না আসা। যদি حرف الجر আসে তাহলে তা مُلْغَى অর্থাৎ বাতিল বলে গণ্য হয়। যেমন :

(আমি কোনো সঙ্গী ব্যতীত মক্কা সফর করেছি।)

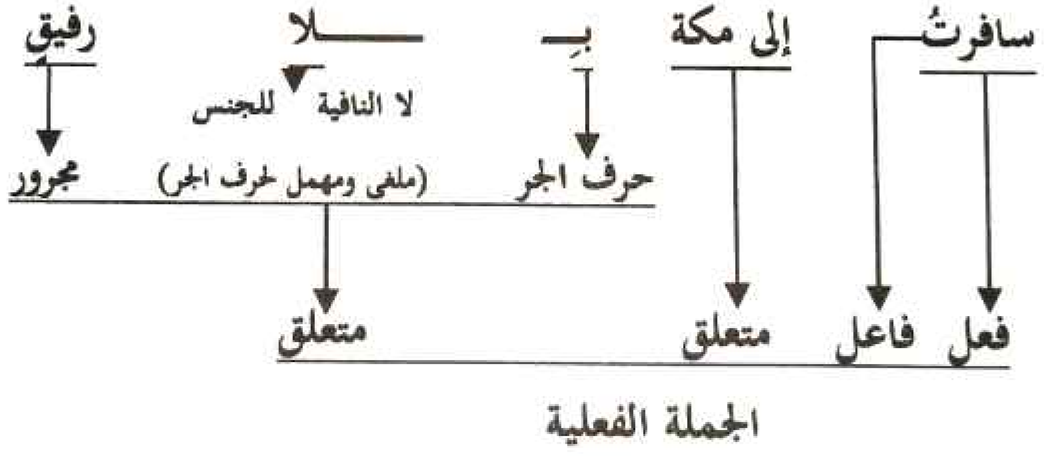

ما، لا، إنْ الْمُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ সম্পর্কে আলোচনা

ليس যেমনিভাবে الجملة الاسمية-এর শুরুতে এসে মুবদাতাকে রফা' এবং খবরকে নছব দান করে, ঠিক তেমনিভাবে ما، لا، إن এই তিনটি হরফও الجملة الاسمية-এর শুরুতে এসে, নির্দিষ্ট কিছু শর্তে একই রকম আমল করে থাকে।

ما، لا، إن-এর মাঝে এবং لا النافية للجنس পার্থক্য

ما، لا، إن এই তিনটি হরফ কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তু থেকে হুকুমকে নাকচ করে। পক্ষান্তরে, لا النافية للجنس কোনো جنس অর্থাৎ জাতিবাচক শব্দ থেকে হুকুমকে নাকচ করে।

ما، لا، إن আমল করার জন্য শর্তসমূহ

ما-এর শর্তসমূহ :

১. খবর ইসমের ওপর অগ্রবর্তী না হওয়া।

২. ما-এর পরে অতিরিক্ত إنْ না আসা।

৩. খবরের পূর্বে إلا না আসা।

৪. ما টি তাকরার না হওয়া

لا-এর শর্তসমূহ :

১. لا ও তার ইসমের মাঝে কোনো ফাছিলা না আসা।

২. لا-এর খবরের শুরুতে إلا না আসা।

৩. لا তাকরার না হওয়া।

৪. لا-এর পরে অতিরিক্ত إن না আসা।

৫. لا-এর ইসম ও খবর উভয়টি নাকিরা হওয়া।

إنْ-এর শর্তসমূহ :

১. إنْ-এর খবর তার ইসমের ওপর অগ্রবর্তী না হওয়া।

২. إنْ-এর খবরের শুরুতে إلا না আসা।

ما، لا، إن-এর তারকীব

ما-এর তারকীব :

(যায়েদ আলেম নয়।)

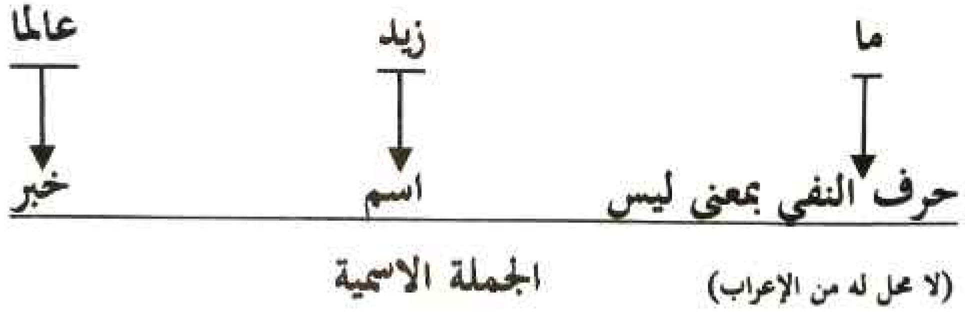

উল্লেখ্য, উপরোক্ত তিনটি হরফের তারকীব-পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। তাই শুধু একটির তারকীব দেওয়া হলো।

حَرْفَا الإِسْتِفْهَامِ সম্পর্কে আলোচনা

حرف الاستفهام মোট দুটি। যথা : ১. هل ২. أ

هل-এর ব্যবহার ও তারকীব : هل দ্বারা শুধু হাঁ-বাচক বাক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়; না-বাচক বাক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না। যেমন : هل هذا كتابٌ ؟ هل قرأتَ اليوم ؟ তারকীবে هل-এর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন :

১. (এটি কি একটি বই ?)

هل — حرف الاستفهام (لا محل له من الإعراب)

هذا كتابٌ — الجملة الاسمية

২. (তুমি কি আজ পড়েছ ?)

هل — حرف الاستفهام (لا محل له من الإعراب)

قرأت اليوم — الجملة الفعلية

أ -এর ব্যবহার : أ-এর ব্যবহার-পদ্ধতি দুটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : أ দ্বারা হাঁ-বাচক ও না-বাচক এবং الجملة الاسمية ও الجملة الفعلية সকল প্রকার বাক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায়। যেমন : أ كتبتَ ؟ أ ما قرأتَ ؟ أ زيدٌ تمليذٌ ؟ ইত্যাদি।

১. الجملة الاسمية -এর উদাহরণ ও তারকীব :

(যায়েদ কি ছাত্র ?)

أ — همزة الاستفهام (لا محل له من الإعراب)

زيدٌ تلميذٌ — الجملة الاسمية

২. الجملة الفعلية-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(তুমি কি লিখেছ ?)

দ্বিতীয় পদ্ধতি : أ দ্বারা মুফরাদ অর্থাৎ বাক্যাংশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এই ব্যবহারকে 'বিশেষ প্রশ্ন ' বলা হয়। এক্ষেত্রে বাক্যের মাঝে أم এই حرف العطفটি এসে থাকে। ফলে আতফের তারকীব হয়। যেমন :

أ দ্বারা 'বিশেষ প্রশ্ন' করার কয়েকটি উদাহরণ ও তারকীব :

ক. معطوف عليه ও معطوف মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(এটি কি বই নাকি খাতা ?)

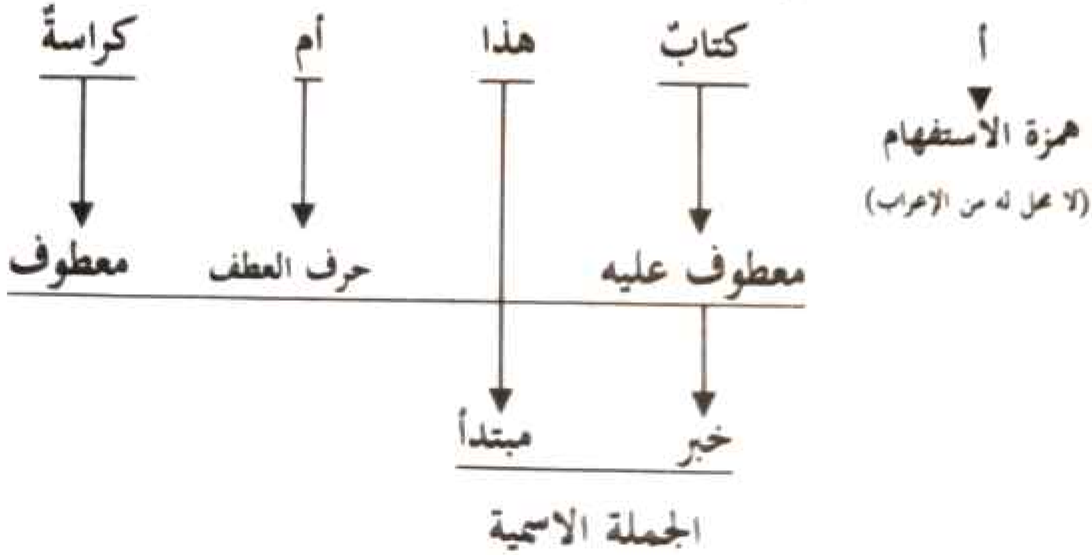

খ. معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(বই কি এটি নাকি সেটি ?)

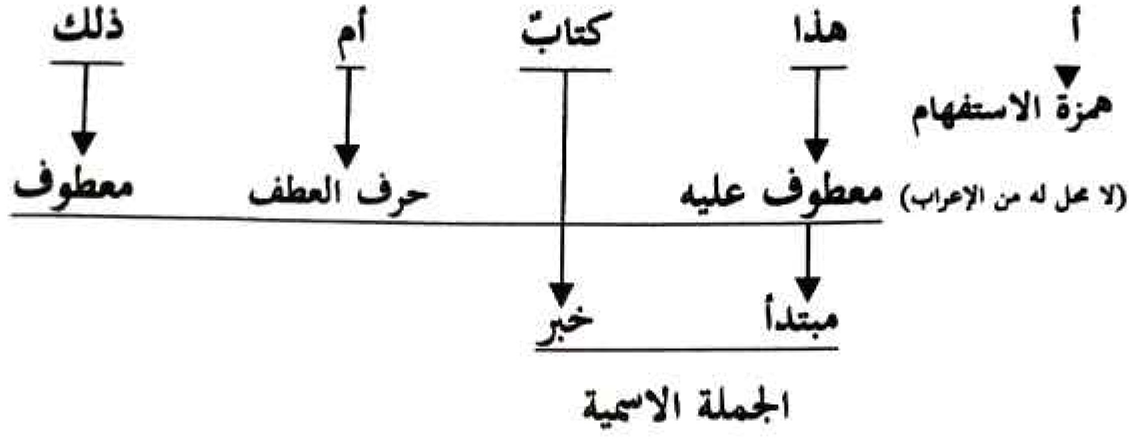

গ. معطوف عليه ও معطوف মিলে খবর হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(বইটি কি নতুন নাকি পুরাতন ?)

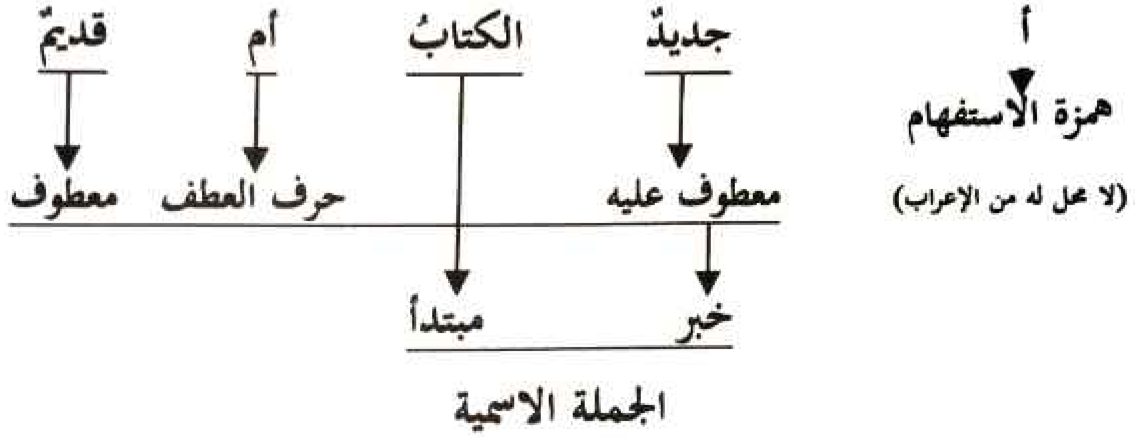

ঘ. معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(নতুন কি বইটি নাকি খাতাটি ?)

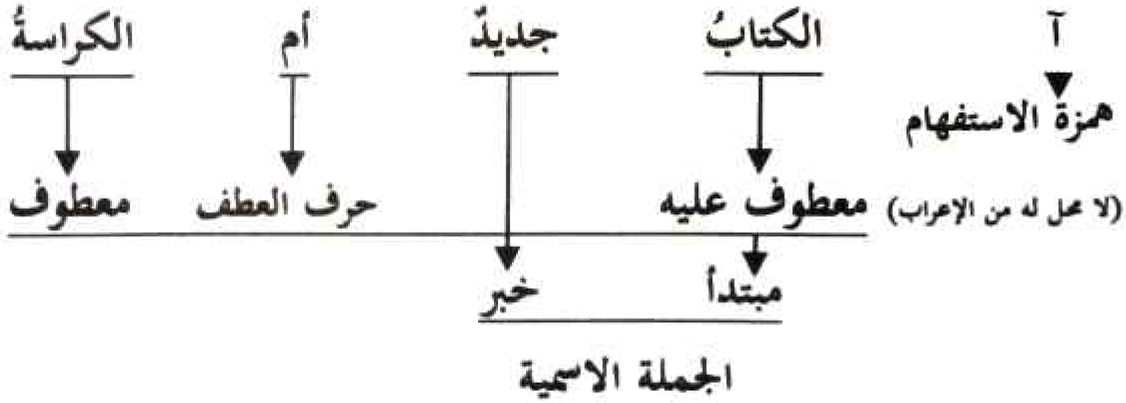

ঙ. معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(উপকারী কি এই বইটি নাকি ঐ বইটি ?)

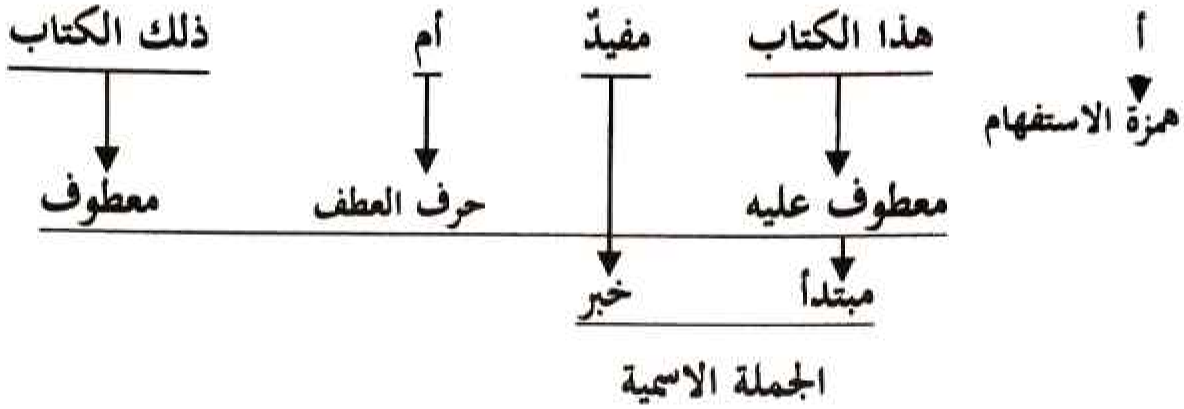

চ. معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(উপকারী কি নতুন বইটি নাকি পুরান বইটি ?)

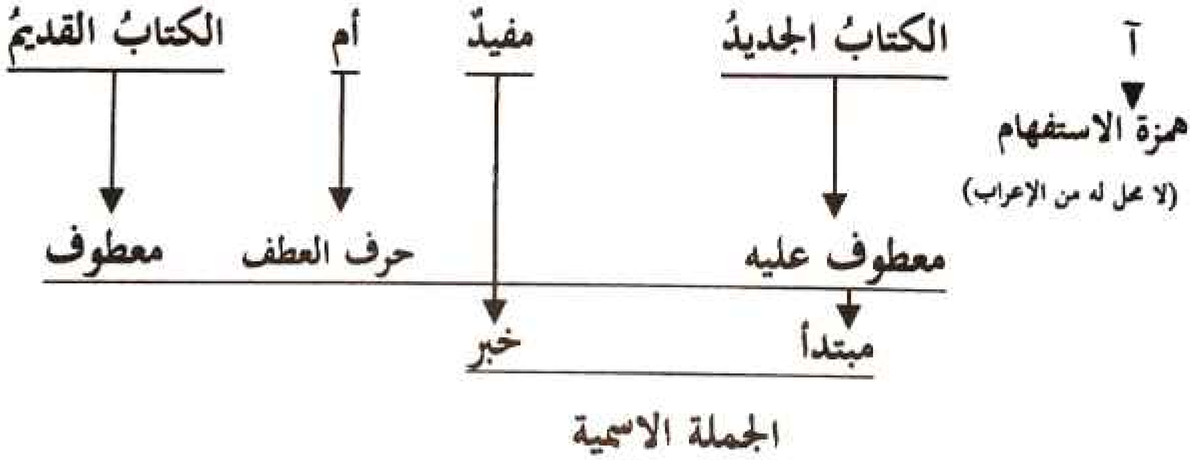

ছ. معطوف عليه ও معطوف মিলে মুবতাদা হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব:

(উপকারী কি শিক্ষকের বই নাকি ছাত্রের বই ?)

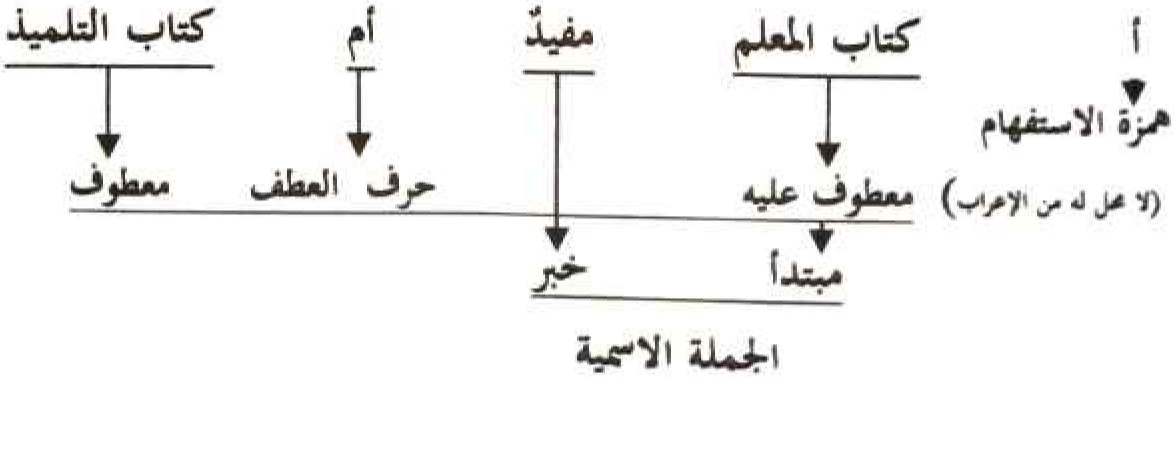

জ. معطوف عليه ও معطوف মিলে الجملة العطفية হওয়ার উদাহরণ ও তারকীব :

(ছাত্রটি কি পড়েছে নাকি লিখেছে ?)

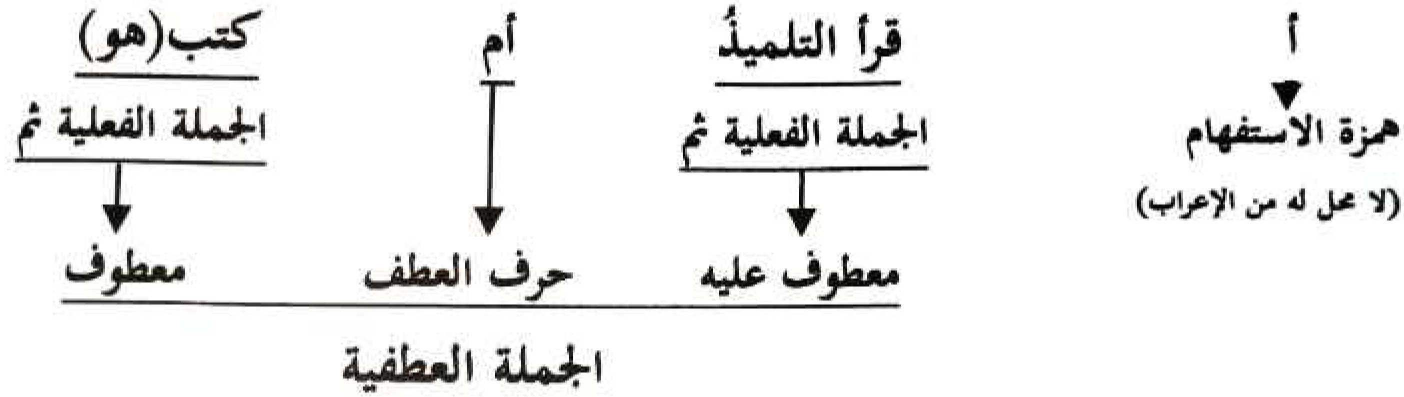

أَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ সম্পর্কে আলোচনা

أسماء الاستفهام-গুলো নিম্নরূপ :

مَنْ، مَنْ ذَا، ما، ماذا، مَتي، أَيَّانَ، أَيْنَ، كيف، أَنَّي، كَمْ، أَيٌّ، أَيَّةٌ

من সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

من অর্থ 'কে ? কারা ? কাকে ? কাদেরকে ? কার ? কাদের' ? من দ্বারা আকিল তথা ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তারকীবে مبتدأ، خبر، مفعول به، مجرور بحرف الجر، مجرور بالإضافة হয়ে থাকে।

مبتدأ : من মুবতাদা হয় সাত ক্ষেত্রে। যথা :

ক. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل لازم আসে। যেমন :

(কে গিয়েছে ?)

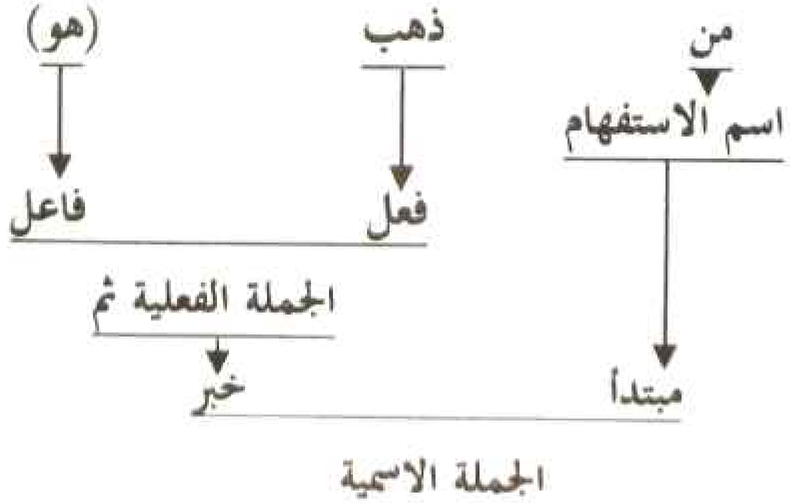

খ. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل ناقص আসে। যেমন :

(কে ভদ্র ছিল ?)

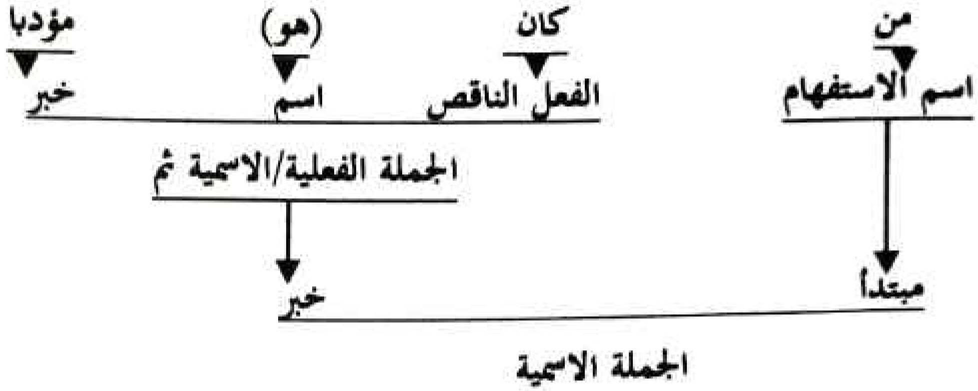

গ. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পেয়েছে। যেমন :

(তুমি কাকে সাহায্য করেছ ?)

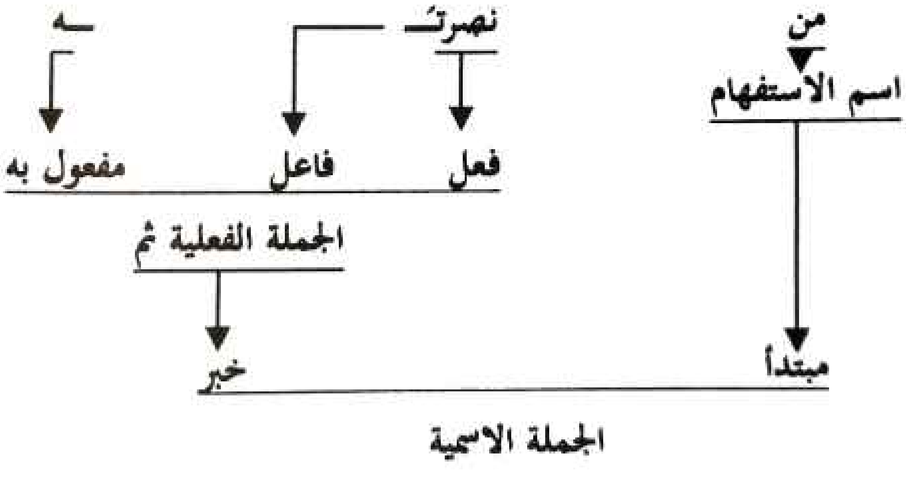

ঘ. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে الجملة الاسمية আসে। যেমন :

(তোমার শিক্ষক কে ?)

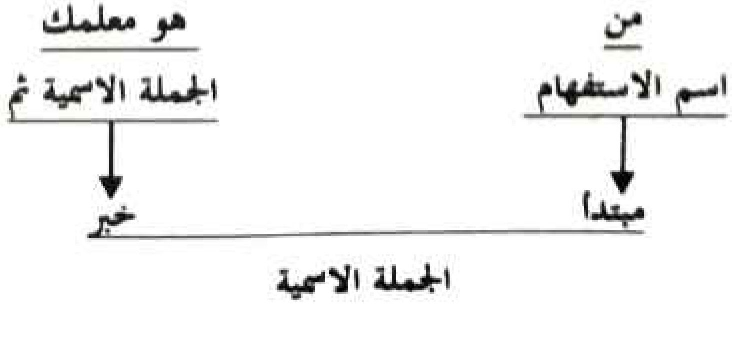

ঙ. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে নাকেরা শব্দ আসে। যেমন :

(কৃষক কে ?)

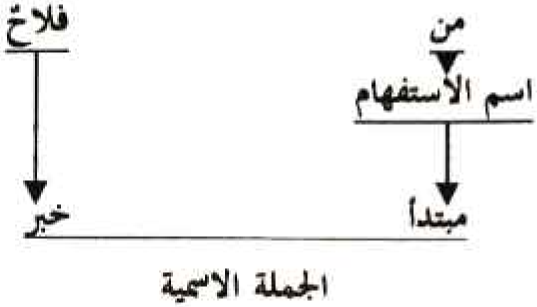

চ. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে فوق، أمام، عند ইত্যাদি اسم الظرف আসে। যেমন :

(তোমার কাছে কে ?)

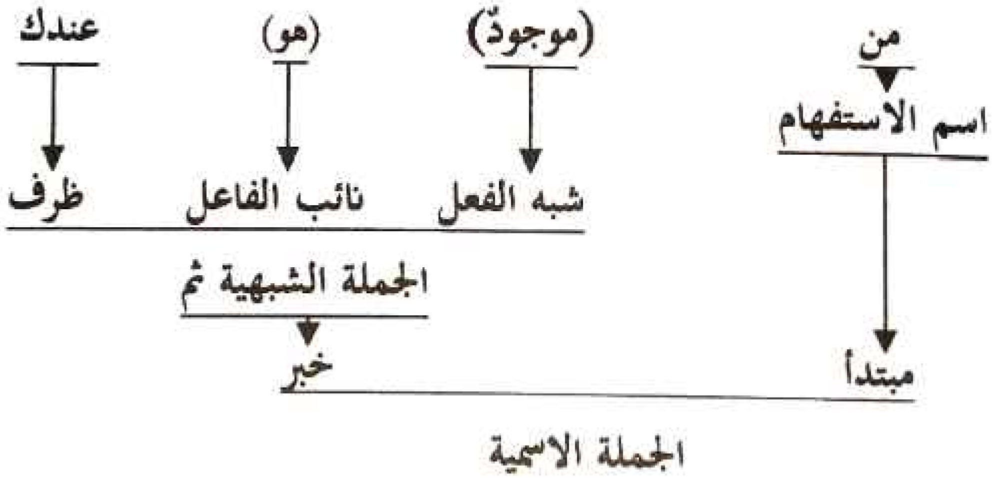

ছ. من মুবতাদা হয় যদি তার পরে حرف الجر আসে। যেমন :

(কামরায় কে ?)

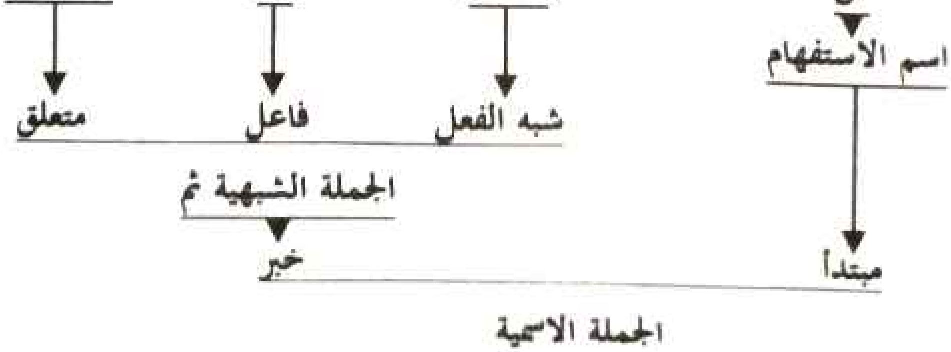

خبر : من খবর হওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষেত্র নিম্নরূপ :

من **খবর হয় যদি–**

ক. তার পরে ال-যুক্ত শব্দ আসে। যেমন : من المعلم؟ (শিক্ষকটি কে ?)

খ. কিংবা যদি তার পরে مضاف ও مضاف إليه আসে। যেমন : من أبوك؟ (তোমার পিতা কে ?)

গ. কিংবা যদি তার পরে الاسم الموصول আসে। যেমন : من الذى ينصرك ؟ (যে তোমাকে সাহায্য করে সে কে ?)

مفعول به : من টি مفعول به হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পায়নি। যেমন :

الجملة الفعلية

مجرور بحرف الجر : من মাজরূর হয় যদি তার পূর্বে حرف الجر আসে। যেমন :

(তুমি কাকে সালাম দিয়েছ ?)

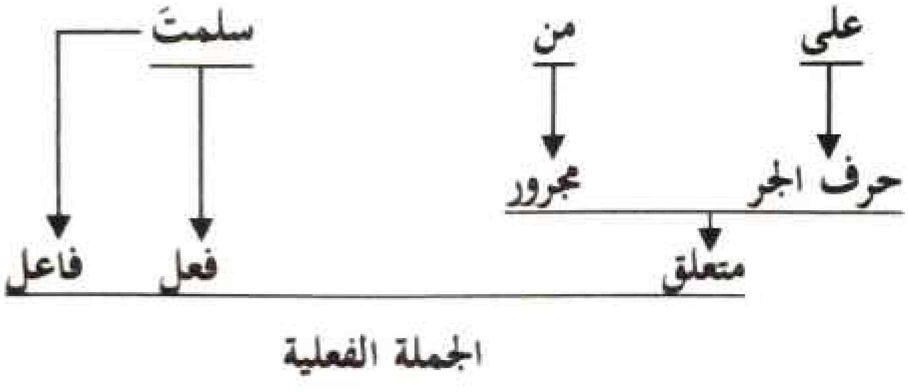

الجملة الفعلية

مجرور بالإضافة : من মাজরূর হয় যদি তার পূর্বে ইসম আসে। যেমন :

(এটি কার কলম ?)

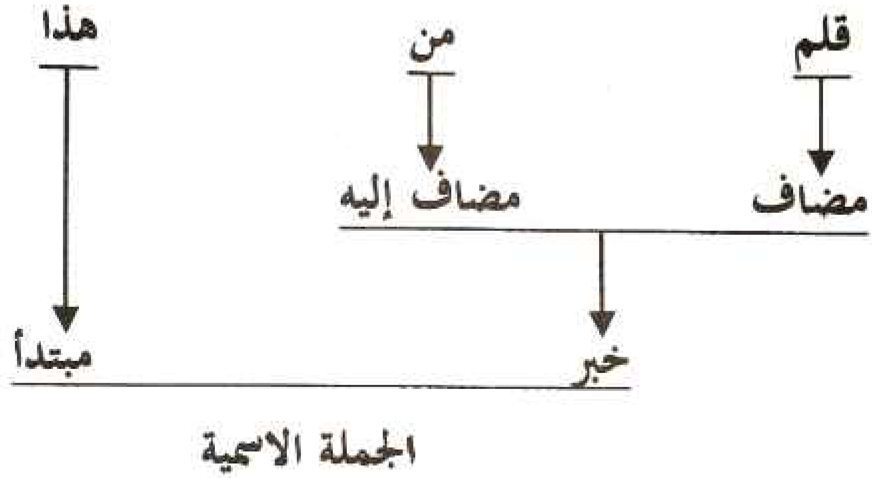

من ذا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

من ذا **অর্থ 'কে' ?** من ذا-এর তারকীব-পদ্ধতি তিনটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : من ذا-এর পরে যদি الاسم الموصول আসে তাহলে এটি একক শব্দ হিসেবে গণ্য হয় এবং হুবহু من الاستفهامية-এর মতো مبتدأ، مفعول به، مجرور ইত্যাদি হয়। যেমন :

(কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে ?)

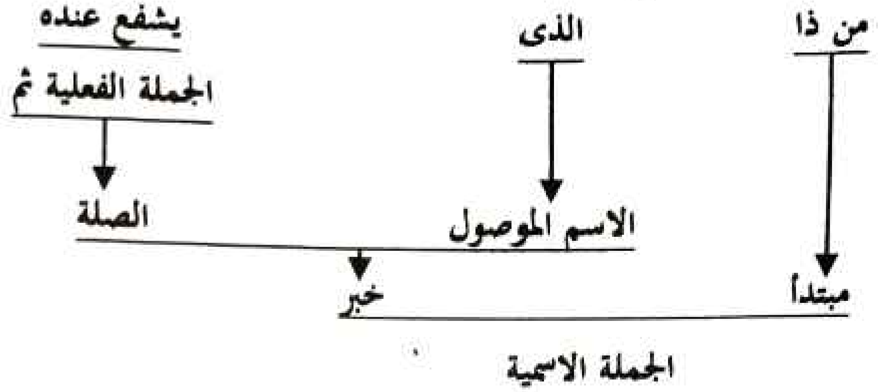

দ্বিতীয় পদ্ধতি : من ذا-এর পরে যদি ফেয়েল আসে তাহলে منটি من الاستفهامية হিসেবে গণ্য হয় এবং মুবতাদা হয়। আর ذاটি الاسم الموصول হয় এবং তার পরবর্তী ফেয়েলটি الصلة হয়। তারপর ছেলা ও মাওছূল মিলে খবর হয়। যেমন :

(কে উত্তর দিয়েছে ?)

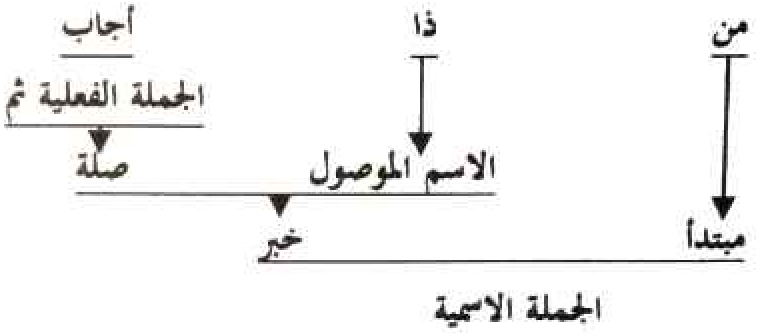

উল্লেখ্য, এই ছুরতে من-কে খবর আর ذا-কে মুবতাদা হিসেবেও তারকীব করা যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি : من ذا-এর পরে যদি ال-যুক্ত শব্দ আসে তাহলে তা حرف الاستفهام ও الإشارية "ذا"-এর যুক্তরূপ হিসেবে গণ্য হয়। তখন তারকীবে من হয় খবর আর ذا তার مشار إليه-কে নিয়ে মুবতাদা হয়। যেমন :

(ঐ ছেলেটি কে ?)

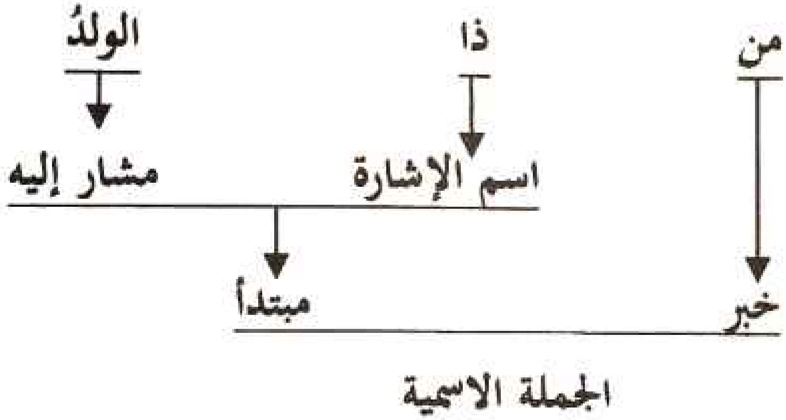

উল্লেখ্য, এই ছূরতে من-কে মুবতাদা আর ذا-কে খবর হিসেবেও তারকীব করা যায়।

ما সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ما অর্থ 'কী ? কোন জিনিস' ? ما দ্বারা غير عاقل তথা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং من الاستفهامية-এর ন্যায় তারকীবে مبتدأ، خبر، الجر، مجرور بالإضافة مفعول به، مجرور بحرف হয়ে থাকে। তবে, ما-এর তারকীব এবং من-এর তারকীব হুবহু এক রকম হওয়ার কারণে নিম্নে শুধু উদাহরণ দেওয়া হলো।

مبتدأ : ما মুবতাদা হয় ছয় ক্ষেত্রে। যথা :

১. ما মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل لازم আসে। যেমন : ما سقط؟

২. ما মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل ناقص আসে। যেমন : ما كان جميلا؟

৩. ما মুবতাদা হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدى আসে যা তার مفعول به-কে পেয়েছে। যেমন : ما أكلته؟

৪. ما মুবতাদা হয় যদি তার পরে الجملة الاسمية আসে। যেমন : ما هو الفقه؟

৫. ما মুবতাদা হয় যদি তার পরে عند ، أمام ও فوق ইত্যাদি اسم الظرف আসে। যেমন : ما فوق الطاولة ؟

৬. ما মুবতাদা হয় যদি তার পরে حرف الجر আসে। যেমন: ما في الكوب ؟

خبر : ما খবর হয় যদি তার পরে معرفة শব্দ আসে। যেমন : ما الحديث؟

مفعول به : ماটি مفعول به হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পায়নি। যেমন : ما أكلت ؟

مجرور بحرف الجر : ماটি মাজরূর হয় যদি তার পূর্বে حرف الجر আসে। যেমন : بم كتبتَ ؟

مجرور بالإضافة : ماটি মাজরূর হয় যদি তার পূর্বে مضاف আসে। যেমন: لحمَ ما أكلتَ ؟ (তুমি কিসের গোসত খেয়েছ ?)

ماذا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ماذا অর্থ 'কী' ? ماذا-এর তারকীব-পদ্ধতি তিনটি। যথা :

পথম পদ্ধতি : ماذاটি একক প্রশ্নবাচক শব্দ হিসেবে গণ্য হয় এবং ما-এর মতো তারকীবে মুবতাদা, ফায়েল, মাফ'উল বা মাজরূর হয়। যেমন : ماذا سقط، ماذا كان جميلا، ماذا أكلته، بماذا كتبت؟

দ্বিতীয় পদ্ধতি : ماذاটি ما الاستفهامية ও الإشارية "ذا"-এর যুক্তরূপ হয়, যদি তার পরে ইসম আসে। এ-ক্ষেত্রে ماটি খবর হয়। আর ذا তার مشار إليه-কে নিয়ে মুবতাদা হয়। যেমন :

(ওই আওয়াজটি কী ?)

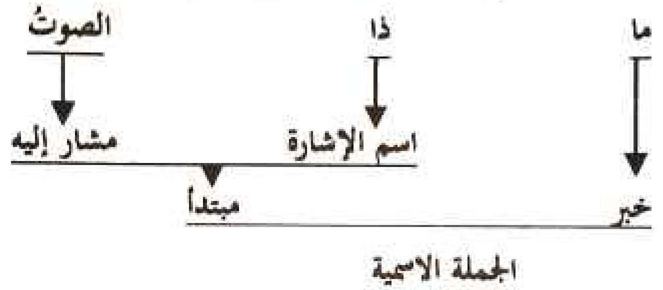

উল্লেখ্য, এই ছূরতে ما-কে মুবতাদা আর ذا-কে খবর হিসেবেও তারকীব করা যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি : ماذاটি ما الاستفهامية ও الموصولية "ذا"-এর যুক্তরূপ হয়, যদি তার পরে ফেয়েল আসে। এক্ষেত্রে ماটি মুবতাদা হয়। আর ذا তার صلة-কে নিয়ে খবর হয়। যেমন :

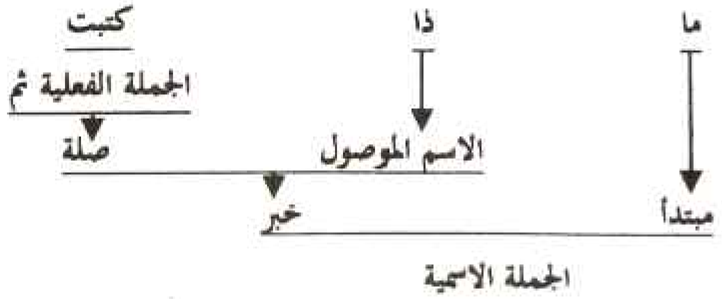

উল্লেখ, এই ছূরতে ما-কে খবর আর ذا-কে মুবতাদা হিসেবেও তারকীব করা যায়।

متى সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

متى অর্থ 'কখন ? কবে ?' متى দ্বারা ফেয়েলের ঘটার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। متى الاستفهامية-এর তারকীব-পদ্ধতি তিনটি। যথা :

প্রথম পদ্ধতি : متىটি উহ্য شبه الفعل-এর ظرف হয়, যদি তার পরে ইসম আসে। যেমন :

(কখন আল্লাহর সাহায্য নাযিল হবে ?)

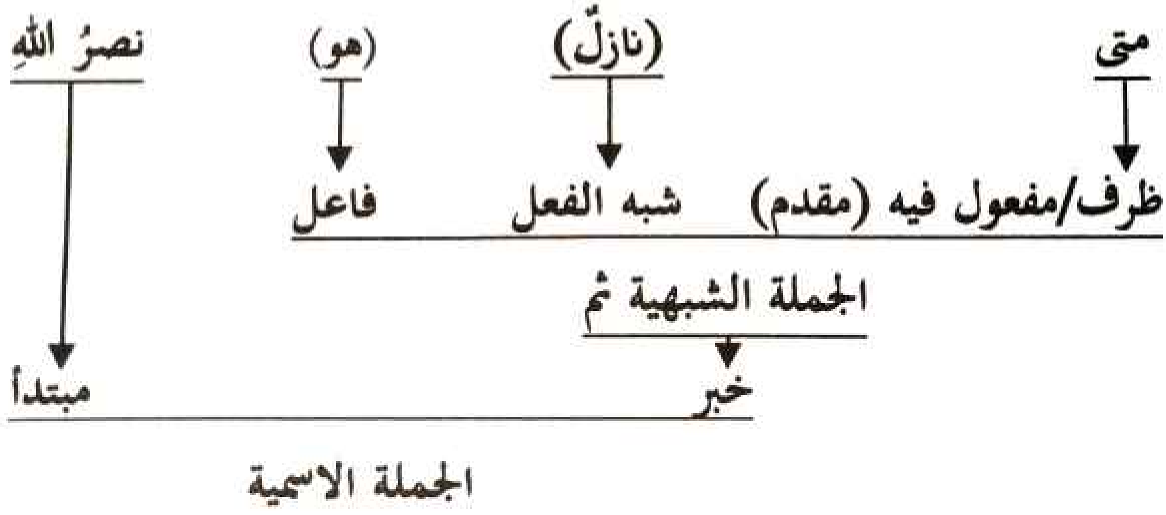

দ্বিতীয় পদ্ধতি : متىটি فعل تام-এর ظرف হয়, যদি তার পরে فعل تام আসে। যেমন :

(তুমি কখন যাবে ?)

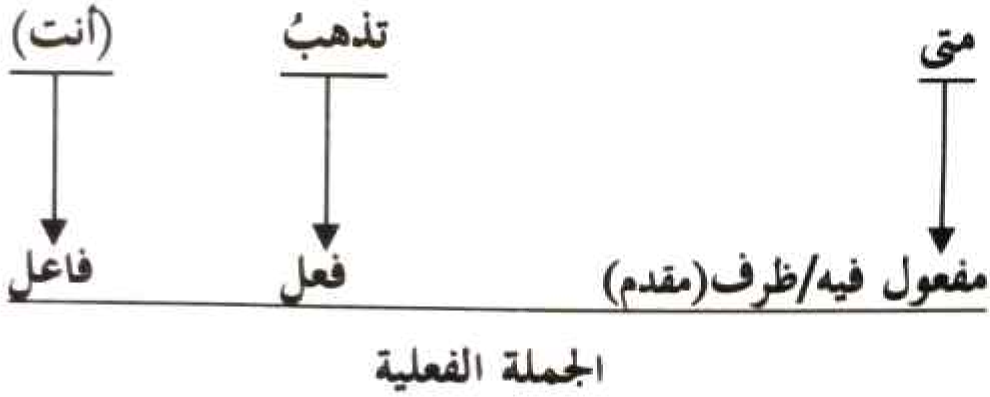

তৃতীয় পদ্ধতি : متى টি فعل ناقص-এর খবরের ظرف হয় যদি তা فعل ناقص-এর পূর্বে আসে। যেমন :

(লোকটি কখন যালিম ছিল ?)

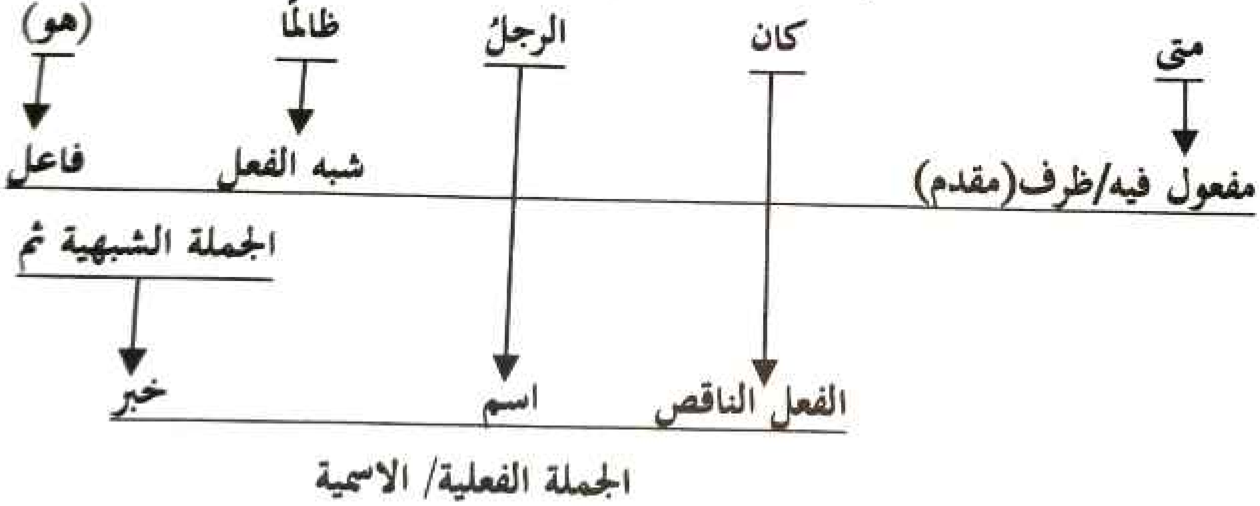

أَيَّانَ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

ايان অর্থ 'কখন ? কবে ?' ايان দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তা ভয়াবহতার ফায়দা দান করে। যেমন : أيان يومُ القيامةِ؟ (কখন কেয়ামত সংঘটিত হবে ?) ايان-এর তারকীব হুবহু متى-এর ন্যায়। তাই এখানে শুধু উদাহরণ দেওয়া হলো। তারকীব সেখানে দ্রষ্টব্য।

ক. ايانটি উহ্য شبه الفعل-এর ظرف হয় যদি তার পরে ইসম আসে। যেমন : أيان (واقعٌ) يومُ القيامةِ؟ (কখন কেয়ামত সংঘটিত হবে ?)

খ. ايانটি فعل تام -এর ظرف হয় যদি তারপরে فعل تام আসে। যেমন:؟ أيان تسافر (তুমি কবে সফর করবে ?)

গ. ايانটি فعل ناقص-এর খবরের ظرف হয় যদি তা فعل ناقص-এর পূর্বে আসে। যেমন: أيان كان الرجلُ صادقًا؟ (লোকটি কবে সত্যবাদী ছিল?)

أَيْنَ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

أين অর্থ 'কোথায় ? কোন জায়গায় ? কোন দিকে' ? أين দ্বারা ফেয়েল ঘটার স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। أين-এর তারকীব হুবহু متى ও أيان-এর ন্যায়। তাই শুধু উদাহরণ দেওয়া হলো। তারকীব সেখানে দ্রষ্টব্য।

ক. أينটি উহ্য شبه الفعل-এর ظرف হয় যদি তার পরে اسم আসে। যেমন:؟ أين(موجود) كتابك (তোমার বই কোথায় ?)

খ. أينটি فعل تام-এর ظرف হয় যদি তার পরে فعل تام আসে। যেমন : أين لعبتَ ؟ (তুমি কোথায় খেলেছ ?)

গ. أينটি فعل ناقص-এর খবরের ظرف হয় যদি তার পরে فعل ناقص আসে : যেমন : أين كنتَ جالسًا ؟ (তুমি কোথায় বসা ছিলে ?)

كَيْفَ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كيف অর্থ 'কেমন ? কিরূপ ? কীভাবে ? কেমন করে' ? كيف দ্বারা কোনো কিছুর অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তা তারকীবে–

১. মুবতাদার খবর ২. فعل ناقص-এর খবর ৩. হাল ৪. مفعول به বা مفعول مطلق হয়ে থাকে। যেমন :

خبر : كيفটি খবর হয়–

ক. যদি তার পরে ال-যুক্ত ইসম আসে। যেমন :

(মাদরাসাটি কেমন ?)

খ. কিংবা مضاف ও مضاف إليه আসে। যেমন :

(ঘরের দরজাটি কেমন ?)

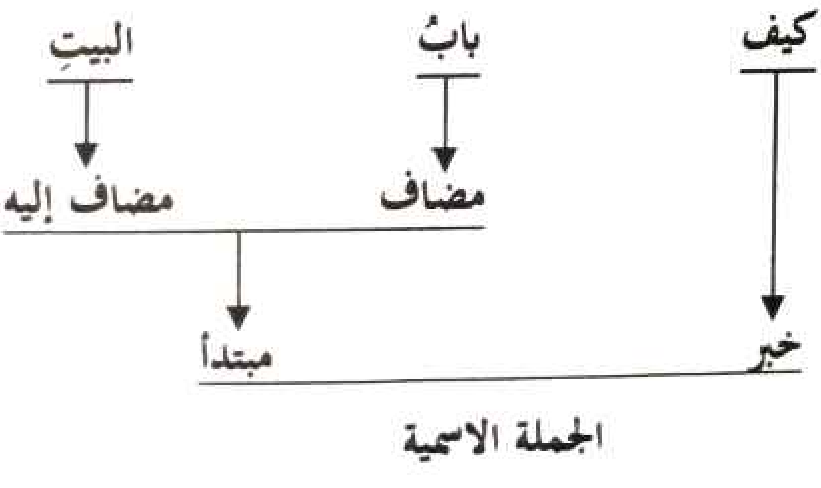

حال : كيف হাল হয়, যদি তার পরে فعل تام আসে এবং তা কোনো অবস্থা বোঝায়। যেমন :

(ব্যবসায়ী কীভাবে বাজারে গিয়েছে ?)

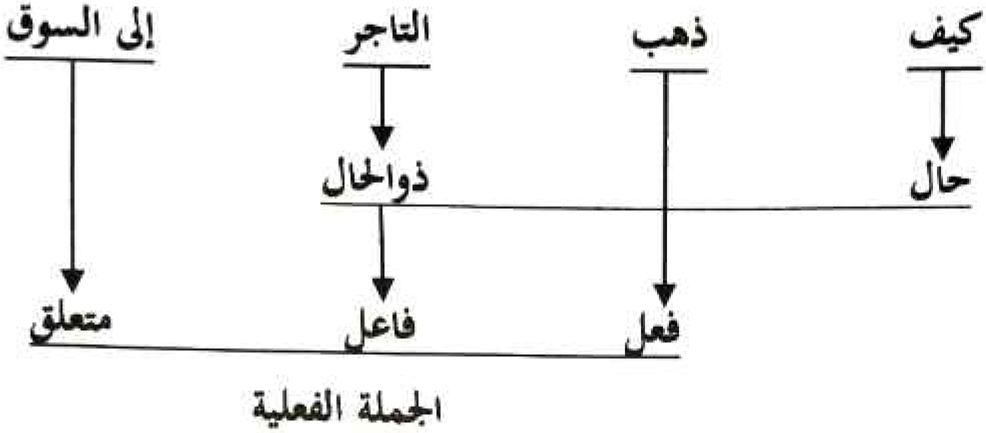

مفعول به : كيف টি مفعول به হয় যদি তার পরে এমন ফেয়েল আসে, যা দুটি কিংবা তিনটি مفعول به দাবি করে। যেমন : كيف ظننتَ الرجلَ؟ বা كيف أعلمتَ راشدًا الخبرَ؟ (তুমি লোকটিকে কেমন ধারণা করেছ ? তুমি রাশেদকে সংবাদটি কীভাবে জানিয়েছ ?)

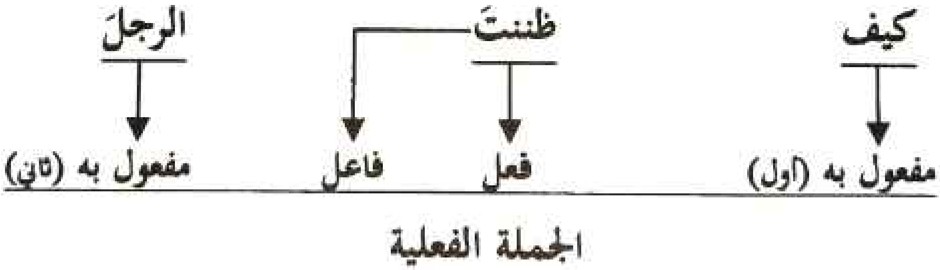

مفعول مطلق : كيف টি مفعول مطلق হয়, যদি كيف-এর পরিবর্তে أيّ-কে كيف-এর পরবর্তী ফেয়েলের মাছদারের দিকে مضاف করা শুদ্ধ হয়। যেমন : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ অর্থাৎ ألم تر أيَّ فعلٍ فعل ربك بأصحاب الفيل؟

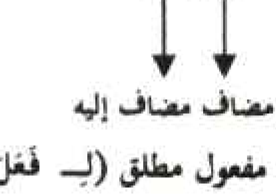

أَنَّى সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

أنى শব্দটি তিনটি অর্থ প্রদান করে। যথা :

১. كيف (কীভাবে ?) যেমন : أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ (কীভাবে আল্লাহ এই জনপদকে তা ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি করবেন ?)

২. من أين (কোত্থেকে ?) যেমন : يا مريم ! أنى لك هذا؟ (হে মারয়াম, এটি তোমার নিকট কোত্থেকে এসেছে ?)

৩. متى (কখন ?) যেমন : أنى تجيئ ؟ (তুমি কখন আসবে ?)

أنى তারকীবে ظرف হয়। যেমন :

(তুমি এটি কোত্থেকে থেকে পেয়েছ ?)

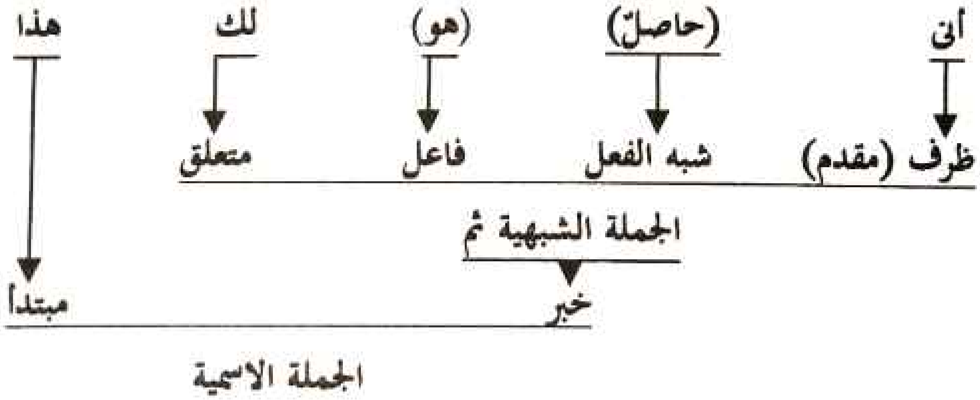

উল্লেখ্য, অবশ্য إعراب القرآن الكريم গ্রন্থে أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ এই আয়াতে أنى-এর তারকীব হাল করা হয়েছে। যেমন :

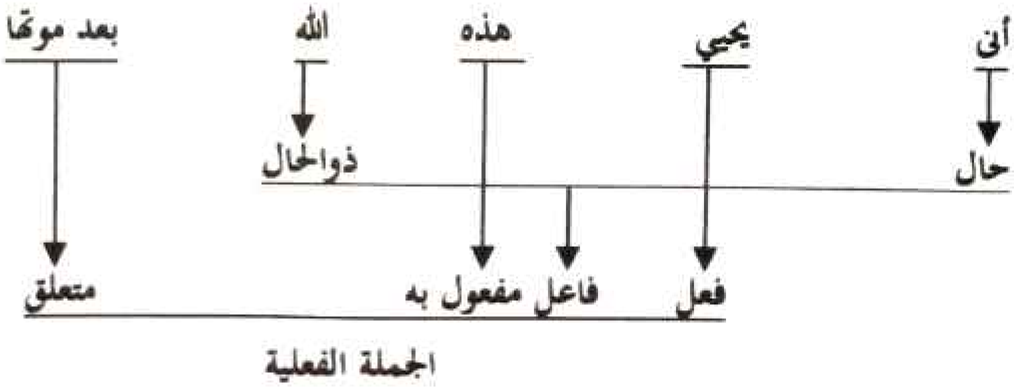

كَمْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

كم অর্থ 'কত ? কয়জন ? কতটুকু ? অনেক !' كمদুই প্রকার। যথা :
ক. كم الاستفهامية **খ.** كم الخبرية

كم الاستفهامية : এটি দ্বারা অস্পষ্ট পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। যেমন : كم درهمًا أنفقتَ ؟ (তুমি কত দিরহাম খরচ করেছ ?)

كم الخبرية : এটি দ্বারা আধিক্য প্রকাশ করা হয়। যেমন : كم كتابٍ قرأتُ! (আমি কত বই পড়েছি !) এখানে كم দ্বারা পঠিত বইয়ের আধিক্য প্রকাশ করা হয়েছে।

উভয় প্রকার كم-এর তারকীব-পদ্ধতি এক। كم-এর উদাহরণ ও তারকীব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য تمييز-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

أيٌّ ও أيّةٌ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

أيٌّ ও أيّة অর্থ 'কোন' ? أيٌّ বা أيّة দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং তার নির্ধারণ চাওয়া হয়। তা সর্বদা পরবর্তী শব্দের দিকে مضاف হয়। أيٌّ বা أيّة তারকীবে–

১. مبتدأ ২. خبر ৩. مفعول به ৪. نائب ظرف زمان ৫. نائب ظرف مكان ৬. مفعول مطلق ৭. مجرور বা مضاف إليه হয়ে থাকে।

مبتدأ : أيٌّ মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل لازم আসে। যেমন :

ক. (কোন গ্লাসটি ভেঙেছে ?)

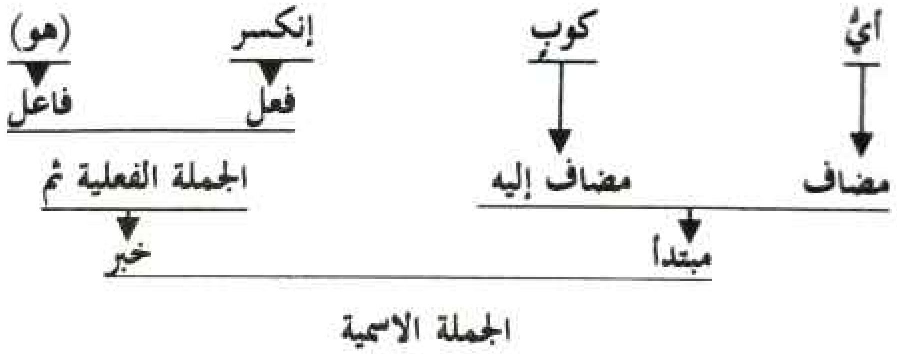

খ. أيٌّ মুবতাদা হয় যদি তার পরে فعل ناقص আসে। যেমন :

(কোন মাদরাসাটি প্রসিদ্ধ ছিল ?)

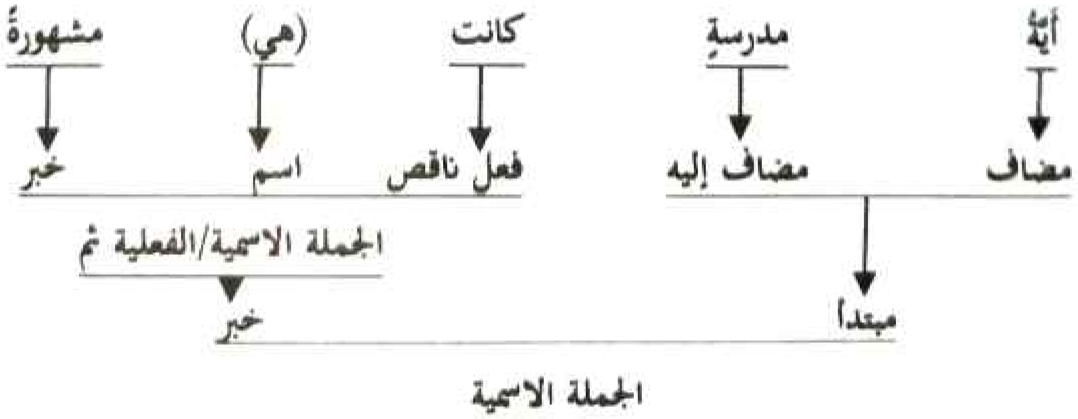

গ. أيٌّ মুবতাদা হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পেয়েছে। যেমন : أَيَّ فقيرٍ نصرتَه؟

(তুমি কোন দরিদ্রকে সাহায্য করেছ ?)

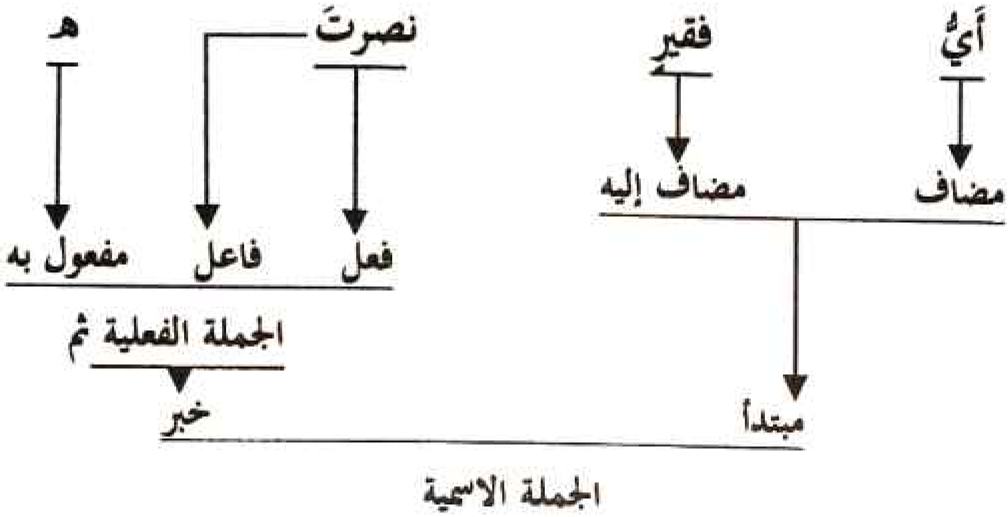

ঘ. أيٌّ মুবতাদা হয় যদি তার পরে فوق، أمام، عند ইত্যাদি اسم الظرف আসে। যেমন :

(ছাদের ওপর কোন ছেলেটি আছে ?)

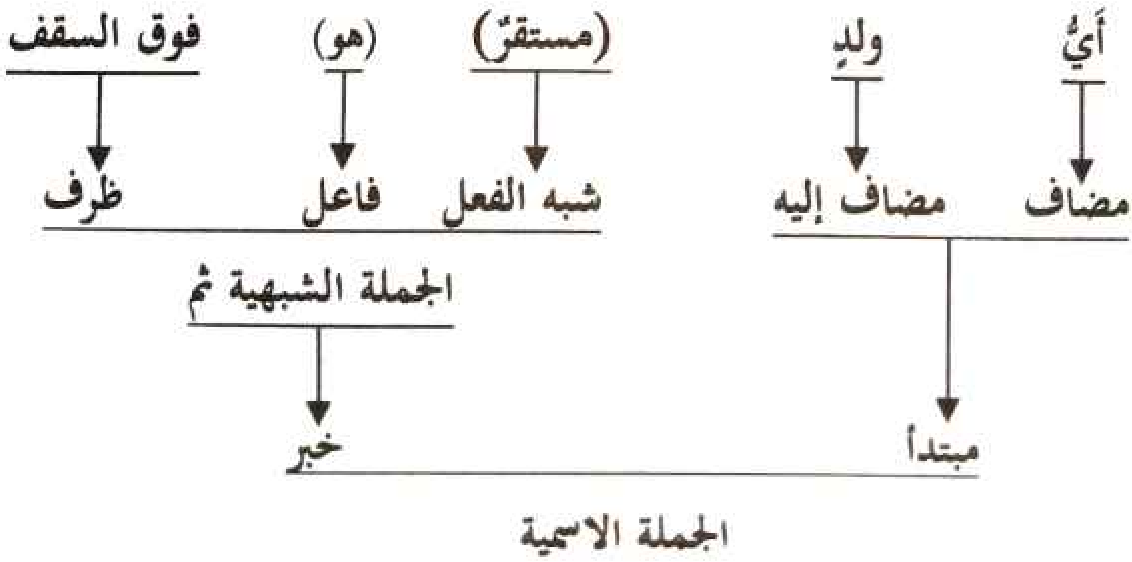

ঙ. أيٌّ মুবতাদা হয় যদি তার পরে حرف الجر আসে। যেমন :

(মাঠে কোন খেলোয়াড় আছে ?)

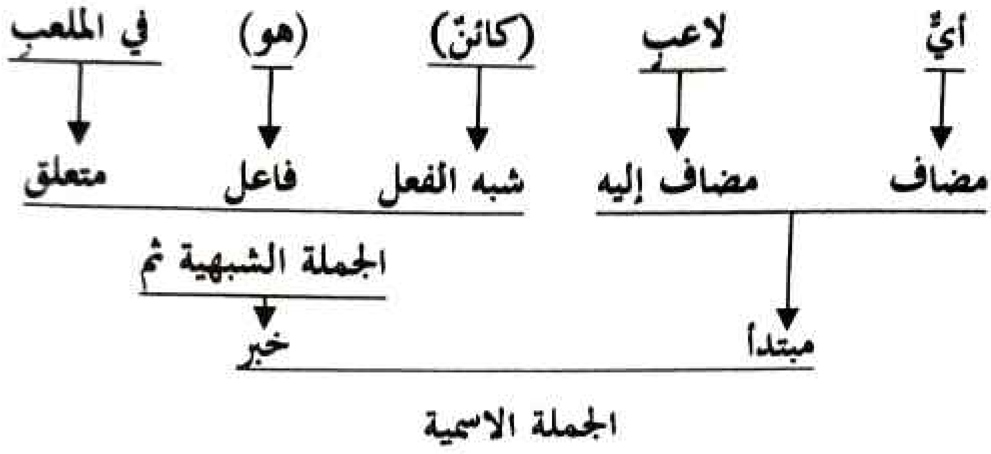

চ. কিংবা যদি তার পরে نكرة শব্দ আসে। যেমন :

(কোন সমাজ নিরাপদ ?)

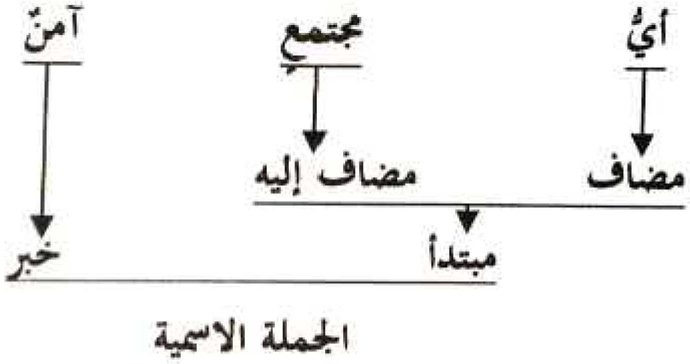

خبر : أي খবর হয় যদি তার পরে ال-যুক্ত শব্দ আসে। যেমন :

ক. (মেধাবী ছাত্রটি কোন ছেলেটি?)

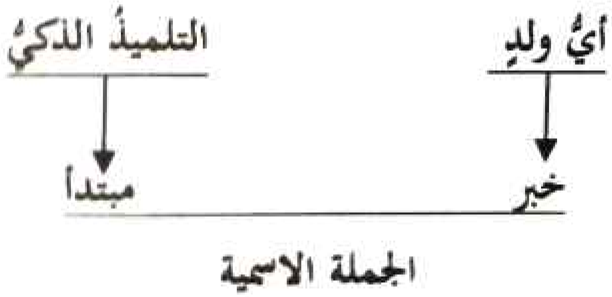

খ. أي খবর হয় যদি তার পরে مضاف ও مضاف إليه আসে। যেমন :

(কোন ছেলেটি মাদরাসার ছাত্র ?)

মفعول به : أيٌّটি مفعول به হয় যদি তার পরে এমন فعل متعدي আসে, যা তার مفعول به-কে পায়নি। যেমন :

(তুমি কোন গাছটি রোপণ করেছ ?)

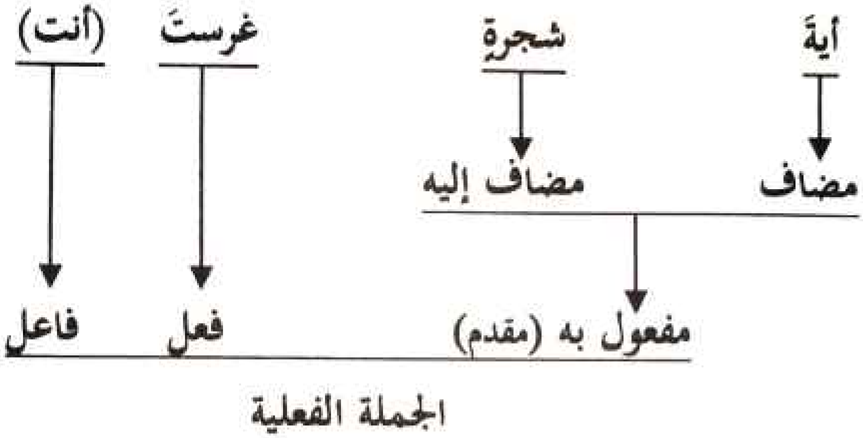

نائب ظرف زمان : أيٌّটি نائب ظرف زمان হয় যদি তাকে ظرف زمان-এর দিকে مضاف করা হয়। যেমন :

(তুমি কোন দিন মক্কা সফর করবে ?)

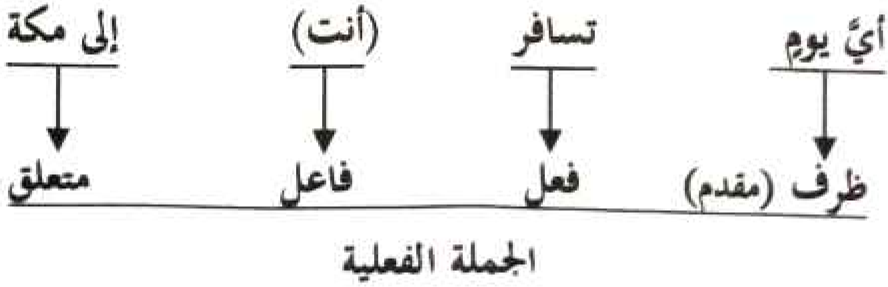

نائب ظرف مكان : أيٌّটি نائب ظرف مكان হয় যদি তাকে ظرف مكان-এর দিকে مضاف করা হয়। যেমন :

(মুসাফিরটি কোন মনযিলে অবতরণ করেছে ?)

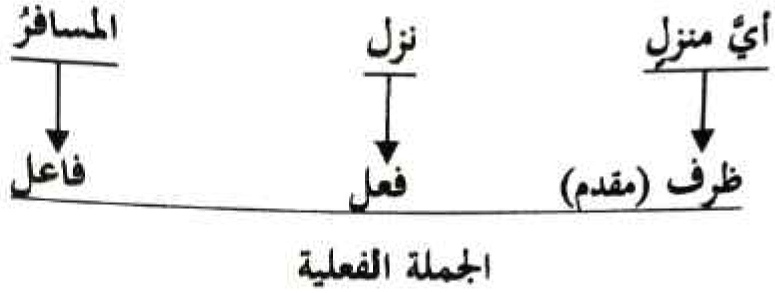

مفعول مطلق : أيٌّটি مفعول مطلق হয় যদি তাকে তার পরবর্তী ফেয়েলের মাছদারের দিকে مضاف করা হয়। যেমন :

(তুমি কোন ধরনের বসা বসেছ ?)

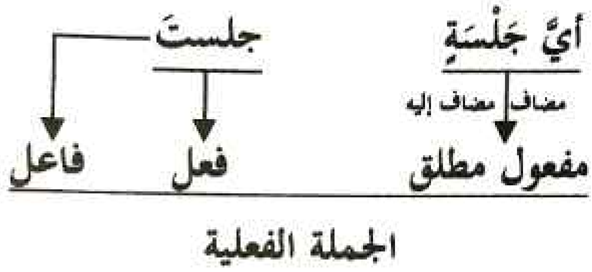

مجرور : أيٌّটি মাজরূর হয় যদি তার পূর্বে حرف الجر আসে। যেমন :

(তুমি কোন ডাষ্টার দ্বারা মুছেছ ?)

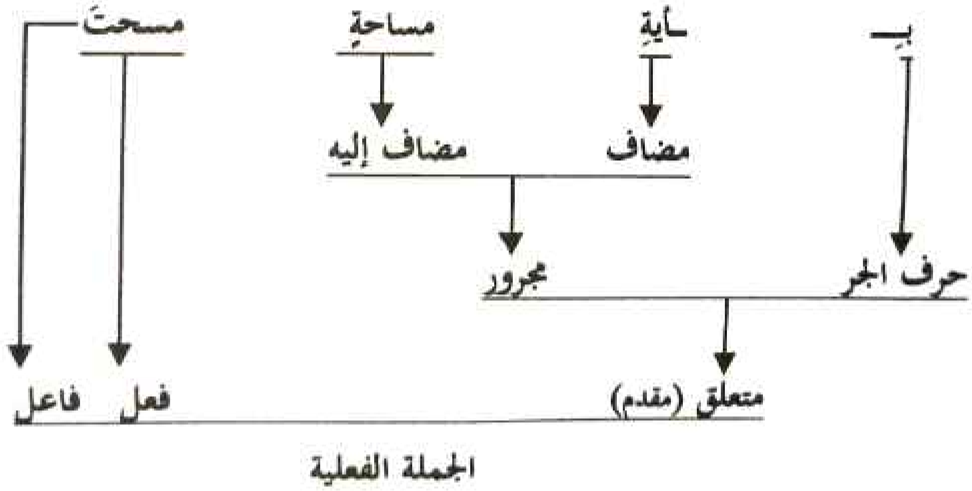

مضاف إليه : أيٌّ টি مضاف إليه হয় যদি তার পূর্বে কোনো ইসম আসে।

যেমন :

(তুমি কোন ছাত্রের বই পড়েছ ?)

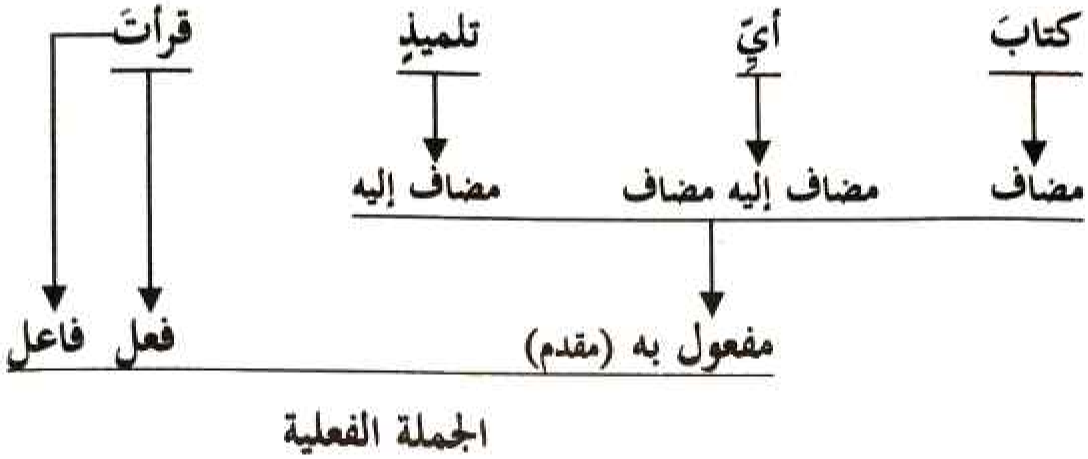

বলাবাহুল্য, أيٌّ ও أيةٌ কখনো-কখনো إضافة থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যেমন :

(তুমি কোন ছাত্রের সাথে বন্ধুত্ব করবে ?)

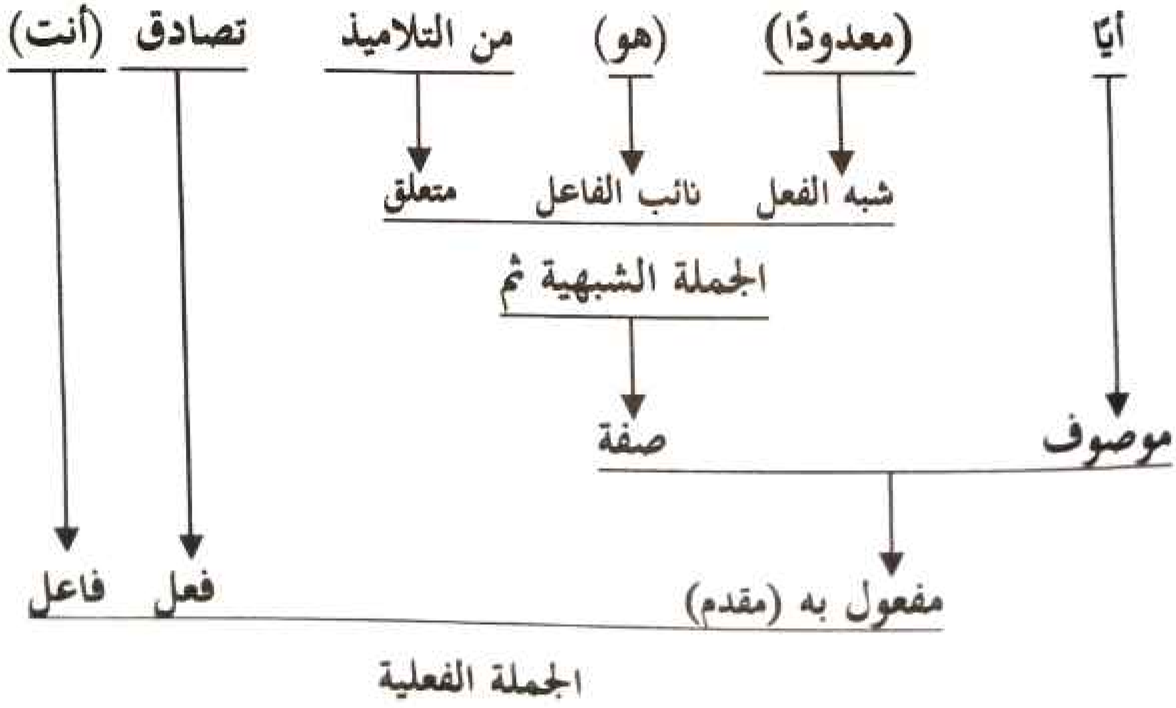

حَرْفُ التَفْسِيْرِ সম্পর্কে আলোচনা

أَنْ অর্থ 'যে; এই যে; এ-মর্মে'। আর أَيْ অর্থ 'অর্থাৎ'। এই দুটি হরফ পরবর্তী অংশকে ব্যাখ্যা করে। তাই তাদেরকে حرفا التفسير বলে। একটিকে حرف التفسير বলে। أي ও أن-এর পূর্ববর্তী অংশ, অর্থাৎ যাকে ব্যাখ্যা করা হয় তাকে مُفَسَّرٌ বলে। আর أن ও أي-এর পরবর্তী অংশ, অর্থাৎ যা ব্যাখ্যা করে তাকে تَفْسِيْرٌ বা مُفَسِّرٌ বলে। তারপর مفسَّرٌ ও مفسِّرٌ মিলে বাক্যের অংশ বা ব্যাখ্যাবাচক বাক্য হয়।

أَنْ সম্পর্কে আলোচনা

أن দ্বারা বাক্যকে ব্যাখ্যা করা হয় এবং তা এমন দুটি বাক্যের মাঝে আসে, যার প্রথমটিতে القول-এর অর্থবিশিষ্ট ফেয়েল থাকে। যেমন :

১. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي.......

২. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء.

৩. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله.

৪. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم.

উল্লেখ্য, উপরোক্ত চারটি আয়াতে أوحى، نادى، أرسلنا، كتبنا এই চারটি ফেয়েল القول মাছদারের মাদ্দাহবিশিষ্ট নয়। কিন্তু তাতে القول মাছদারের অর্থের ভাব রয়েছে। তাই আয়াতস্থ أَنْ-গুলো حرف التفسير হবে এবং مفسَّر ও تفسير-এর তারকীব হবে।

أَنْ-এর উদাহরণ ও তারকীব :

(আপনার প্রতিপালক মৌমাছির নিকট ওহী প্রক্ষেপণ করলেন যে, তুমি গৃহ নির্মাণ করো।)

وأوحى ربك إلى النحل — أن — اتخذي

الجملة الفعلية ثم — حرف التفسير — الجملة الفعلية

مُفَسَّرٌ — (لا محل له من الإعراب) — تَفْسِيْرٌ

الجملة التفسيرية

أَيْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

أَيْ দ্বারা সাধারণত কোনো মুফরদ শব্দ, কিংবা বাক্যকে ব্যাখ্যা করা হয়।

ক. أي দ্বারা মুফরদ শব্দকে ব্যাখ্যা করার উদাহরণ ও তারকীব :

(আমি একটি লাইছ অর্থাৎ সিংহ দেখেছি।)

رأيتُ — ليثًا — أي — أسدًا

فعل — فاعل

مفسَّر — حرف التفسير (لا محل له من الإعراب) — مفسِّر/ تفسير

مفعول به

الجملة التفسيرية

খ. أي দ্বারা বাক্যকে ব্যাখ্যা করার উদাহরণ ও তারকীব :

(মাজেদের আব্বা আল্লাহর রহমতে স্থানান্তরিত হয়েছেন অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করেছেন।)

انتقل أبو ماجد إلى رحمة الله — أي — مات

الجملة الفعلية ثم — حرف التفسير (لا محل له من الإعراب) — الجملة الفعلية ثم

مفسَّر — تفسير/ مفسِّر

الجملة التفسيرية

السِّيْنُ ، سَوْفَ، قَدْ، أَمَا، أَلَا، هَا সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

السين ও سوف-কে حرف الاستقبال বলে।

قد-কে حرف التاكيد বলে।

الا ও أما-কে حرف العرض বলে।

الا، أما ও ها-কে ওحرف التنبيه বলে।

উল্লেখ্য, এই শব্দগুলোর ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। যেমন :

(আমি অবশ্যই শিখব ।)

سَوْفَ → حرف التاكيد (لا محل له من الإعراب)

أَتَعَلَّمُ (أنا) → الجملة الفعلية

أَحْرُفُ الجَوَابِ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

উত্তরসূচক হরফ মোট আটটি। যথা : نَعَمْ، بَلى، إِيْ، أَجَلْ، جَيْرِ، إِنْ، لا، كَلَّا উপরোক্ত সকল শব্দের ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। এখানে সংক্ষেপে একটি উদাহরণ ও তারকীব পেশ করা হলো। যেমন :

(হাঁ, এটি বই।)

نعم → حرف الجواب (لا محل له من الإعراب)

هذا كتابٌ → الجملة الاسمية

حُرُوْفُ القَسَمِ সম্পর্কে আলোচনা

حروف القسم মোট চারটি। যথা : وَ، بِ، تَ، لَ

حروف القسم-এর প্রত্যেকটি হরফের নিজস্ব অর্থ, ফায়দা ও ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু সবগুলো হরফের তারকীব-পদ্ধতি এক ও অভিন্ন। এখানে সংক্ষেপে দু–একটি উদাহরণ ও তারকীব পেশ করা হলো।

উল্লেখ্য, কসমের ফেয়েল কখনো উল্লেখ থাকে, আবার কখনো অনুল্লেখ থাকে। তারকীবের সময় তা উল্লেখ করে নিতে হয়। যেমন :

ক. কসমের ফেয়েল উল্লেখ থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

(আল্লাহর কসম! আমি সত্য বলেছি।)

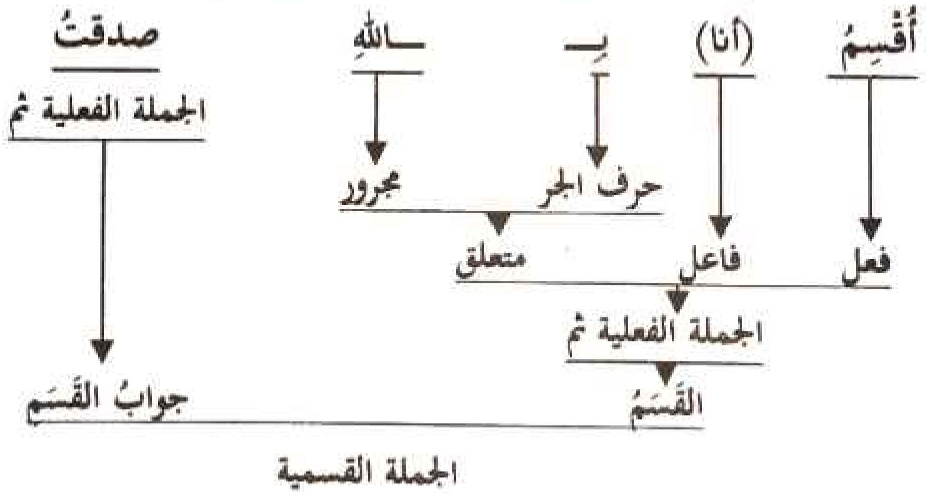

খ. কসমের ফেয়েল উহ্য থাকার উদাহরণ ও তারকীব :

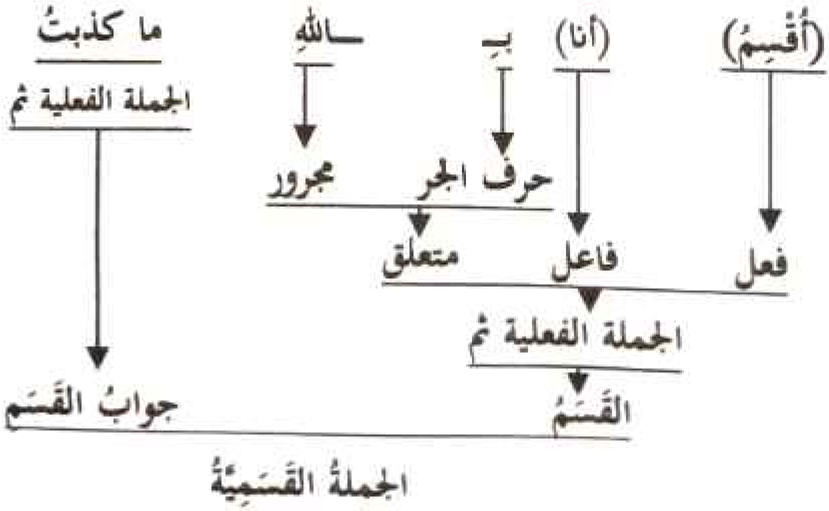

لَقَدْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لقد শব্দটি اللَّامُ المُوَطِّئَةُ لِلْقَسَمِ ও قد এই حرف التوكيد-এর যুক্তরূপ। এর পূর্বে أُقْسِمُ واللهِ উহ্য থাকে। সুতারাং, لقد-এর তারকীব হয় নিম্নরূপ :

(আল্লাহর কসম, অবশ্যই আমি জাহান্নামের জন্য অনেক জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি)

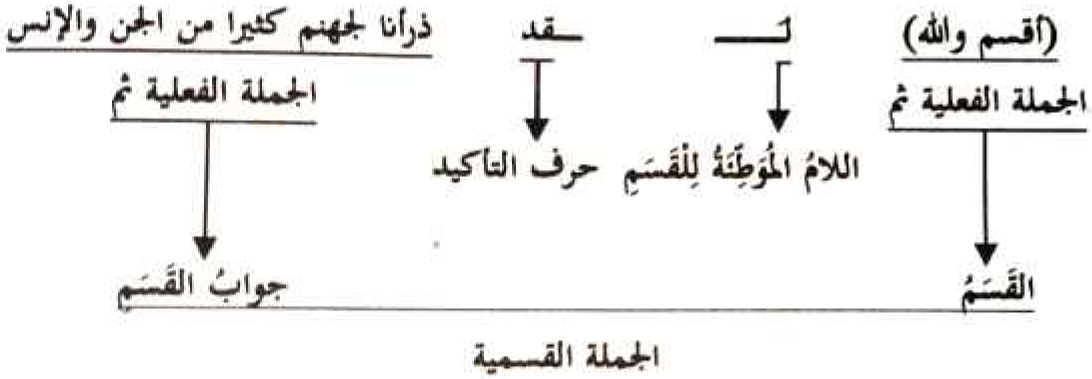

لَئِنْ সম্পর্কে আলোচনা ও তারকীব

لئن টি اللامُ المُوَطِّئَةُ للقَسَمِ ও إن الشرطية-এর যুক্তরূপ। এর পূর্বে أُقْسِمُ واللهِ এই বাক্যটি উহ্য থাকে। সুতারাং, لئن-এর তারকীব-পদ্ধতি হয় নিম্নরূপ:

(যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো তাহলে আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেবো।)

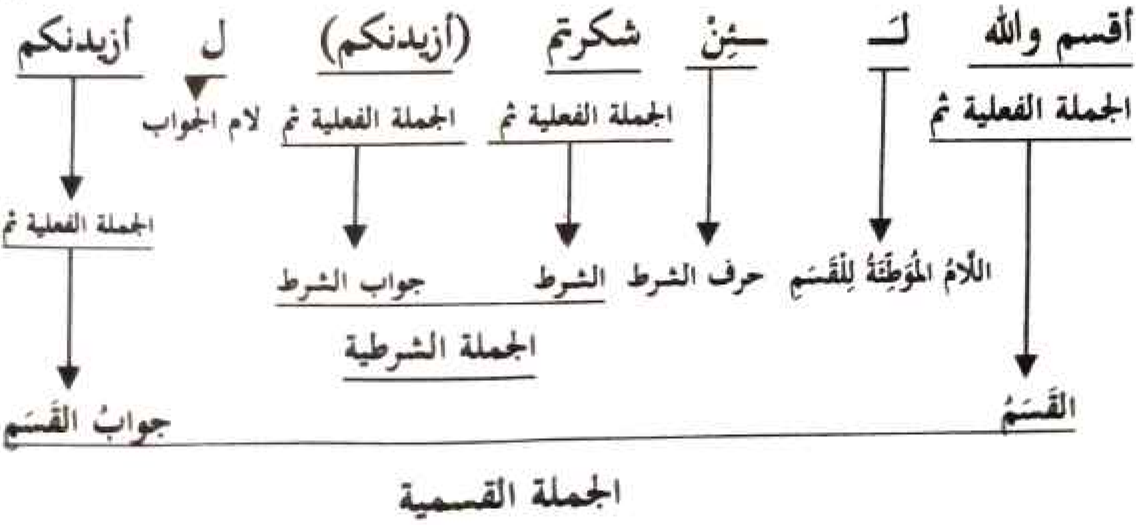

أَحْرُفُ النَفْيِ-এর তারকীব

না-সূচক হরফ মোট সাতটি। যথা : مَا، لَا، لَاتَ، إِنْ، لَنْ، لَمْ، لَمَّا উপরোক্ত সকল শব্দের ই'রাবগত কোনো স্থান নেই। এখানে সংক্ষেপে একটি উদাহরণ ও তারকীব পেশ করা হলো। যেমন :

(সূর্য উদিত হয়নি।)

ما	تطلعِ الشمسُ
حرف نفيٍ وجزمٍ وقلبٍ (لا محل له من الإعراب)	الجملة الفعلية

সমাপ্ত

লেখকের আরেকটি অনূদিত গ্রন্থ-
আলমু'জামুল ওয়াসীত ফিল ই'রাব

আরবী ভাষার বিশেষ কিছু ইসম ফেয়েল বা হরফের ই'রাবগত অবস্থান কী হয় অনেক সময় তা জানা থাকে না। সেই প্রয়োজনের সময় গ্রন্থটি আমাদেরকে সাহায্য করবে।

তারকীব আরবী ভাষার সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিকট একটি পরিচিত শব্দ। নাহু, সরফ ও বালাগাতের ন্যায় এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই তারকীবের জগতের যাবতীয় বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে এ- গ্রন্থ।

আশা রাখি, গ্রন্থটি আমাদের আরবী ভাষা শিক্ষার অভিযাত্রাকে গতিশীল করবে।